ভক্তিরসায়নম্

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-বিরচিতম্

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীমদ্ দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়েন

ব্যাখ্যাতম্ অনূদিতং সম্পাদিতঞ্চ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যেণ প্রকাশিতম্।

[illegible]এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড,

ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৩৪০ সাল

মূল্যং—১।।০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যেণ
ভবানীপুর ২১।এ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোডস্থ
শ্রীবিলাস যন্ত্রে
মুদ্রিতম্।

ভূমিকা।

পরম মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় 'ভক্তিরসায়ন' নামক অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদসহ এই প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বঙ্গমাতার বরণীয় সন্তান অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীম[illegible]তী এই গ্রন্থের রচয়িতা। [illegible]হার আবির্ভাবকাল নিঃসংশয়িতরূপে [illegible] হয় না। তথাপি তাঁহার সমকালীন ঘটনাপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে এবং জনশ্রুতিমূলকে অনুসন্ধান করিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন শিশুবয়সেই উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় স্বীয় প্রতিভালোক লোকের হৃদয়কমল পুলকিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সেই তীব্র বৈরাগ্যবশে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হন, এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী শাঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় তিনিও উত্তম জ্ঞানলাভের আশায় তদানীন্তন জ্ঞানগুরু বহু গুরুর সেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণশ্লোকে তিনি রামতীর্থ, বিশ্বেশ্বর ও মাধবানন্দ, এই তিনজনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"শ্রীরাম-বিশ্বেশ্বর-মাধবানামৈক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্। স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যোঽস্ত নমো রজোভ্যঃ॥" কেহ কেহ বলেন—রামতীর্থ তাঁহার পরমগুরু—গুরুর গুরু ছিলেন, তাই তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বিভিন্নপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি যে বিবিধ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই।

বিভিন্ন [illegible] সম্প্রদা[illegible]রিলেও তিনি যে, অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন, তাহা তাঁহার যশঃপ্রশস্তি[illegible] দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের অনুকূলে বিস্তর গ্রন্থ ও টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, এবং অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী মাধ্বপ্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণ অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ছোট বড় যেসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মনস্বী মধুসূদন সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ঐসকল গ্রন্থের প্রত্যুত্তররূপে অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রভৃতি বহুতর উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ সেবক হইয়াও বিমল ভক্তিবাদের উপরেও সমধিক অনুরক্ত ছিলেন,—ভগবানের ঐশ্বর্য্যমহিমাতেও সমধিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থদর্শনেই প্রমাণিত হয়। প্রসিদ্ধ শিবমহিম্নঃস্তোত্রের বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যায় ও ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে তিনি ভক্তিবাদেরই যথেষ্ট উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তুর্লভদর্শন হইলেও জনশ্রুতিমূলে সে সকলের সদ্ভাব প্রমাণিত হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তিনি জ্ঞান ও ভক্তিকে আলো ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী মনে করিতেন না, পরন্তু জ্ঞানের সহিত ভক্তিমার্গের যে একটা সমন্বয় বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাই তিনি বুঝিতেন, এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন ; তৎকৃত গ্রন্থসমূহই এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বয়ঃপরিণামে ভক্তিরসে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, এবং এবিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না। তবে

সত্য যে, তিনি একজন উচ্চাঙ্গের ভক্ত ও ভাবুক সাধক ছিলেন, এবং সেই ভাবপ্রবণতাবশেই তিনি বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য সংস্থাপনে যত্নপর ছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায় সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করসম্মত অদ্বৈতবাদের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছিলেন। [illegible] সরস্বতীই তাঁহাদের সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পর [illegible] সমর্থনে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং একে একে আরও বহুতর ব্যাখ্যা ও বিচারগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির নাম সর্ব্বাদৌ উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতসিদ্ধিতে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে না। বলা বাহুল্য যে, তিনি যদি অপরাপর গ্রন্থ রচনা না করিয়া একমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সুধীসমাজে মধুসূদনের নামে পরিচিত—

১। অদ্বৈতসিদ্ধি। ২। গীতার টীকা। ৩। গীতানিবন্ধ। ৪। বেদান্তকল্পলতিকা। ৫। সিদ্ধান্তবিন্দু। ৬। হরিহরপক্ষে মহিম্নঃ স্তোত্রের টীকা। ৭। প্রস্থানভেদ। ৮। শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা। ৯। সংক্ষেপশারীরকব্যাখ্যা। ১০। ১১ বোপদেবকৃত হরিলীলার ব্যাখ্যা। ১২। ভগবদ্ভক্তিরসায়ন।

উল্লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে ভক্তিরসায়ন তাঁহার পরিণত বয়[illegible] শেষ গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রন্থখানি তিন উল্লাসে পরিসমাপ্ত, তন্মধ্যে কেবল প্রথম [illegible] কৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, পরবর্ত্তী দুইটী উল্লাসে তৎকৃত কোন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না। [illegible] তে অনুমান করা যায় যে, হয় তিনি প্রথম উল্লাসের ব্যাখ্যা শেষ করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, না হয় সরল বা অনাবশ্যক মনে করিয়া শেষ দুই উল্লাসের ব্যাখ্যা করেন নাই। যে কারণেই হউক, শেষ দুইটী উল্লাসে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশক ব্যাখ্যা না থাকায় গ্রন্থের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং উপাদেয়তাও কতকটা হ্রাস পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, ভক্তিরসায়ন গ্রন্থখানি তিন উল্লাসে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম উল্লাসে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ, দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, তৃতীয় উল্লাসে ভক্তিরসের স্বরূপ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল তত্ত্বের বিবৃতি ও বিভিন্নপ্রকার মতবাদও আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ও দেবর্ষি নারদ ভক্তিকে যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, গ্রন্থকার সেইভাবের প্রতিবাদ না করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে পথে যান নাই। তাঁহারা ঔপাদানিক তত্ত্ব বিচার না করিয়াই মূলতঃ ভক্তির স্বরূপ, সাধন ও ফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার সে পথে না যাইয়া দার্শনিক দৃষ্টিতে ভক্তির স্বরূপ, উৎপত্তি, স্থিতি ও সাধনাদি বিষয়ে কার্য্য-কারণভাব প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি নিপুণতাসহকারে নিরূপণ করিয়াছেন।

ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" [প]রমেশ্বর বিষয়ে যে, নিরতিশয় অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। সেই অনুরাগের স্বরূপ প্রকাশ করিতে যাইয়া [ব]লিয়াছেন—"সা পরমপ্রেমরূপা।"

এখানে বিবেচনীয় বিষয় এই যে, ভক্তির অর্থ পরম অনুরাগ, আবার অনুরাগ অর্থ পরম প্রেম, কিন্তু অনুরাগ পদার্থটা যে কি এবং কিরূপ, অর্থাৎ কিরূপ চিত্তবৃত্তিকে অনুরাগ বলে, এবং কোন্ অবস্থায় সেই চিত্তবৃত্তি ভক্তি বা প্রেমরূপে পর্য্যবসিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, কেবল সমানার্থক 'অনুরক্তি' ও 'প্রেম'শব্দে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। দেবর্ষি নারদও স্বকৃত ভক্তি-সূত্রে "[illegible] ...রূপা চ" বলিয়া ভক্তির স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং [illegible] ফল সম্বন্ধেই বহু কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্তির রসরূপতা বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই; সুতরাং সেসকল বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মনে নানাপ্রকার সংশয় ও বিতর্ক উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই সকল অভিযোগ অপনয়নের নিমিত্ত মধুসূদন শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভবের সাহায্যে দার্শনিক রীতিতে এই ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তিরসের একটা সমন্বয়-ব্যবস্থার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মতে যোগ তিনপ্রকার—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তন্মধ্যে বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানসাধন অমানিত্বপ্রভৃতি জ্ঞানযোগ, বিহিত সাধনানুষ্ঠানের ফলে দ্রবীভূত অথচ ভগবদাকারে আকারিত চিত্তে যে পরমানন্দ-প্রকাশ, তাহার নাম ভক্তিযোগ। পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ উক্ত জ্ঞানযোগেরই অন্তর্গত।

উক্ত ভক্তিযোগ দুইপ্রকার—সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি বা পরা ভক্তি। ভগবৎকথাশ্রবণ প্রভৃতির নাম সাধনভক্তি, আর ভাগবত ধর্ম্মসেবায় দ্রবীভূত চিত্তে যে ভগবদাকারের স্ফুরণ এবং তাহাতে যে পরমানন্দের আবির্ভাব, [illegible] বৈকুণ্ঠ... [illegible] পরাভক্তি। এই পরাভক্তিই সাধনের চরম ফল।

কর্ম্মযোগে চি[illegible] ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা হয়। যত দিন ভগবৎকথা শ্রবণে চিত্তের শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন [illegible]শাস্ত্র কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। ভগবৎকথাপ্রভৃতি ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণে যাহার চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, সে লোক জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগের নহে। জ্ঞানযোগও চিত্তের প্রসন্নতাসম্পাদনের উপায়; সুতরাং তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ঐসকল সাধনানুষ্ঠানের ফলে দ্রবীভূত চিত্ত যখন ভগবদাকারে আকারিত (তন্ময়) হয়, তখনই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহযোগে উক্ত ভক্তিযোগই রসরূপে আবির্ভূত হয়। এই ভক্তিরসের স্থায়িভাব (যাহা রসাকারে পরিণত হয়,) হইতেছে—ভগবদ্বিষয়ক রতি (অনুরাগবিশেষ)। সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদিভেদে রতিভাব অনেকপ্রকার। এসকলের এবং বিভাব ও অনুভাবপ্রভৃতির সবিশেষ পরিচয় গ্রন্থমধ্যে বিবৃত করা আছে।

আলোচ্য ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা বস্তুতঃ একপদার্থ নহে। মোক্ষোপায় জ্ঞানযোগে জীব ও পরমাত্মার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সুতরাং উহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান; আর ভক্তিযোগে উভয়ের ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে—ভক্তজন পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় ভক্তিযোগ সম্পূর্ণরূপে সবিকল্পক, কাজেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের একত্ব কল্পনা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না।

চিত্তের দ্রবীভাব আর কোমলতা একপদার্থ নহে। দ্রবীভূত চিত্তে উৎপন্ন রতিভাব স্থিরতর থাকে, আর কোমলতাবস্থায় তাহা সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ভক্তিরস আস্বাদনে অভিলাষিগণের পক্ষে চিত্তের দ্রবীভাব সম্পাদনের জন্য আহার-বিহারাদি বিষয়ে সংযম রক্ষা

করা একান্ত আবশ্যক।

ভক্তিযোগ লাভ করিতে হইলে সাধন ও সংযমের যেমন অপেক্ষা, বৈরাগ্যেরও তেমনই অপেক্ষা আছে। জ্ঞানের অভাবে বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্যের অভাবেও প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব হয় না; এই জন্য ভক্তিরসপিপাসু জনের পক্ষে জ্ঞানেরও অনুশীলন করা বিশেষ আবশ্যক।

মধুসূদন একাধারে ভক্ত, ভাবুক [illegible] প্রভৃতি এই ভক্তিরসায়ন গ্রন্থ যে, কিরূপ উপাদেয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দুঃখে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানা এতকাল লোকলোচনের অগোচরে লুক্কায়িত ছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না, আর যাহাও পাওয়া যায়, তাহাও এত ভ্রম-প্রমাদসঙ্কুল যে, তাহা হইতে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা অতি দুষ্কর।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ইহার প্রথম উল্লাসের মূল মাত্র ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এতই ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ যে, তাহার অর্থবোধ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় যে, অল্প দিন হয়—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোস্বামী দামোদরশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রযত্নে এই গ্রন্থ ৺কাশীধামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার অনেকটা সুযোগ ঘটিয়াছে। আমাদিগকেও অনেক স্থলে ঐ পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ঐ পুস্তকখানা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, এবং সঙ্গে কোনপ্রকার অনুবাদ না থাকায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সুখপাঠ্য বা সহজবোধ্য হয় নাই। এই অসুবিধা অপনয়নের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বি[illegible]পতি ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের বঙ্গা[illegible]রে প্রকাশ করিতে সংকল্প করেন, এবং আমাকে সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরো[illegible] করেন, অধিকন্তু পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনেরও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমিও তাঁহার অনুরোধ সাদরে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাঁহারই আনুকূল্যে ও আগ্রহে এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে এই প্রথম প্রচারিত হইল।

এই পুস্তকের অনুবাদ করিতে যাইয়া আমাকে পদেপদে বাধা পাইতে হইয়াছে। প্রথম কারণ উত্তম আদর্শ পুস্তকের অভাব, দ্বিতীয় কারণ পাঠের অনৈক্য। আমরা চারিখানা পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। তন্মধ্যে (ক) কাশীর দামোদরশাস্ত্রীর মুদ্রিত, (খ) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর মুদ্রিত, (গ) এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তলিখিত, (ঘ) অপর একখানা হস্তলিখিত (খণ্ডিত)। আমরা কার্য্যে প্রধানতঃ দামোদর শাস্ত্রীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

গ্রন্থের অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য সরলানাম্নী একটী স্বকৃত ক্ষুদ্র টীকা ও অনুবাদ প্রত্যেক শ্লোকের নীচে দিয়াছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উল্লাসে গ্রন্থকারের কৃত ব্যাখ্যা না থাকায়, সেই দুই উল্লাসে সরলা টীকার কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছি। শ্লোক ও টীকাগুলির অনুবাদ যাহাতে সরল ও মূলানুযায়ী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছি। পুস্তকের বিশুদ্ধি সম্পাদনেও যত্নের ত্রুটী করি নাই। এখন সহৃদয় পাঠকগণ যদি ইহা দ্বারা স্বল্পমাত্রও উপকার বোধ করেন, তাহা হইলেই যত্ন সফল মনে করিব।

ভবানীপুর—ভাগবত-চতুষ্পাঠী
২১এ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা
শুভ চৈত্র, ১৩৪০।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের

বিষয়-সূচী—

শ্লোকসংখ্যা — প্রথম উল্লাস। — পৃষ্ঠা

শ্লোকসংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় উল্লাস।

শ্লোকসংখ্যা | পৃষ্ঠা

তৃতীয় উল্লাস।

শ্লোকসংখ্যা

সূচী সমাপ্ত।

সটীকানুবাদ

ভক্তিরসার্ণবম্ ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

—:*:—

ভক্তিসামান্যনিরূপণম্ ।

পদনখনিবিষ্টমূর্ত্তিক একাদশতামিবাবহন্ নিষ্ঠাম্ ।
যং সমুপাস্তে গিরিশস্তং বন্দে নন্দমন্দিরে কঞ্চিৎ ॥

গ্রন্থারম্ভে সম্ভাবিত-বিঘ্ননিবারণবুদ্ধ্যা ভগবদনুধ্যানরূপং মঙ্গলমঙ্গীকুর্ব্বন্নাদৌ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারি-প্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া অভিধেয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধানাচষ্টে শিষ্টাগ্রণীর্গ্রন্থকারঃ—

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থম্
পরমমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং বদন্তি ।
নিরুপমসুখ-সম্বিদ্রূপমস্পৃষ্টদুঃখম্
তমহমখিল-তুষ্ট্যৈ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ব্যনজ্মি ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ । [প্রথমং প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধান্ বক্তুমুপক্রমতে—নবরসেতি ।] ইহ (জগতি, পুরুষার্থেষু বা) মুকুন্দে (পরমানন্দঘনে ভগবতি) নবরসমিলিতং বা (বক্ষ্যমাণরসসহিতং বা) কেবলং বা (অনন্যসহায়তয়া শুদ্ধপ্রেমরূপং বা) ভক্তিযোগং (যুজ্যতে অনেনেতি যোগঃ—ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ, ভক্তিরেব যোগঃ, তং) পরমং (নিরতিশয়ং) পুমর্থং (পুরুষার্থং পুরুষাণামিষ্টং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) বদন্তি [সাধবইতি শেষঃ]। [তস্মাৎ] অহং অস্পৃষ্টদুঃখং (দুঃখাসম্ভিন্নং) নিরুপম-সুখসংবিদ্রূপং (বিলক্ষণানন্দবোধস্বরূপং) তং (ভক্তিযোগং) অখিলতুষ্ট্যৈ (সর্ব্বেষাং সন্তোষায়) শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ—শাস্ত্রদৃষ্টিঃ তয়া, যথাশাস্ত্রমিতি যাবৎ) ব্যনজ্মি (ব্যক্তং করোমি লক্ষ্য-লক্ষণভেদেন প্রকাশয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ১ ।

মূলানুবাদ । গ্রন্থকার প্রথমে গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন বলিতেছেন। মুকুন্দের প্রতি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) যে ভক্তি, সেই ভক্তি বক্ষ্যমাণ নবরসযুক্তই হউক, আর কেবল—তদ্রহিত বিশুদ্ধ প্রেমরূপই হউক, সাধুগণ সেই ভক্তিযোগকেই সাধনমার্গে পরম পুমর্থ (সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ) বলিয়া থাকেন। আমি সকলের পরিতোষ সম্পাদনের জন্য দুঃখসম্পর্করহিত অতুলনীয় আনন্দানুভূতিস্বরূপ সেই ভক্তিযোগ শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে বিবৃত করিতেছি ॥ ১ ।

টীকা। কর্ম্মযোগঃ, অষ্টাঙ্গযোগঃ, জ্ঞানযোগঃ, ভক্তিযোগঃ, ইতি চত্বারঃ পুমর্থত্বেন প্রসিদ্ধা যোগাঃ।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥" (ভাঃ ১১স্কঃ২০ অঃ৬)

ইতি ভগবদ্বচনেনাষ্টাঙ্গযোগোঽপি জ্ঞানযোগান্তর্গতো দ্রষ্টব্যঃ,

"মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ॥" (ভাঃ ১১।৬।১১)

টীকানুবাদ। সমাধি সময়ে পদদ্বয়ের দশটী নখে মহাদেবের নিজদেহ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনে হইতেছে—তিনি যেন একাদশটী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াই যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, নন্দগোপগৃহে স্থিত সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করিতেছি (*)॥

সজ্জনাগ্রগণ্য গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে বিঘ্নসম্ভাবনা করিয়া তন্নিবারণমানসে ভগবদ্বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক, প্রথমেই প্রেক্ষাবান্‌দিগের প্রবৃত্তির উপযোগী অভিধেয় (বিষয়), সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতেছেন (†) —

পুরুষার্থরূপে অর্থাৎ লোকের প্রার্থনীয়রূপে প্রসিদ্ধ যোগ চারি প্রকার—কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ (১)। 'মানবগণের কল্যাণ বিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ নামে ত্রিবিধ যোগ বলিয়াছি; এতদতিরিক্ত আর কোনও যোগ কোথাও উক্ত হয় নাই।' এই ভগবদুক্তি অনুসারে অষ্টাঙ্গ যোগও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত বলিয়া

---

* তাৎপর্য্য—মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে বসিয়াছেন; তাঁহার একই দেহ দুই পায়ের দশটী নখে প্রতিবিম্বিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দশটী আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ দশটী, আর প্রকৃত দেহ একটী, সমষ্টিতে এগারটী দেহ বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রন্থকার এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, মহাদেব যেন এক শরীরে উপাসনায় পরিতুষ্ট না হইয়া আপনার শরীর একাদশ ভাগে প্রকটিত করিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছেন।

† প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী অর্থ—যাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন। তাহারা, প্রতিপাদ্য বিষয় কি কি, সেই বিষয়ের সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ কিরূপ এবং তাহার ফল কি, ইহা না জানিয়া কোন গ্রন্থপাঠেই প্রবৃত্ত হন না; এই জন্য গ্রন্থকারকে প্রথমেই ঐ তিনটী বিষয় বলিয়া দিতে হয়। আচার্য্যগণ বলেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" যে গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন পরিজ্ঞাত আছে, সেইরূপ গ্রন্থ-শ্রবণেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না; এই কারণে গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়।

(১) এখানে যোগ অর্থ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—যাহাদ্বারা ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্পাদন করে; এই জন্য 'যোগ' পদবাচ্য। অষ্টাঙ্গ যোগ অর্থ সমাধিযোগ। সমাধিযোগের অঙ্গ বা সহায়ক আটটী—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আট প্রকার উপায়ের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধিযোগ নিষ্পন্ন হয়; এইজন্য সমাধিযোগকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। যম নিয়মাদির বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনে জ্ঞাতব্য।

ইত্যাদিনা তত্রাপি ব্যুৎপাদনাৎ। ১।
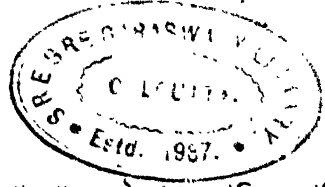
অত্র "গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌলোপনয়নানি, চত্বারি বেদ-ব্রতানি, স্নানং, সহধর্ম্মচারিণী-সংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং (দেব-পিতৃ-ভূত-মনুষ্য-ব্রহ্মণা-) অষ্টকাদ্যা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং, শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্র্যাশ্বযুজী চেতি সর্ব্বে পাকযজ্ঞসংস্থাঃ, অগ্নিহোত্রং দর্শ-পৌর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি নিরূঢ়পশুবন্ধঃ সৌত্রামণী, আগ্রয়ণেষ্টিশ্চেতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থাঃ, অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সোমসংস্থাশ্চ" ইত্যাদি-শাস্ত্রবিহিতো বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপঃ কর্ম্মযোগোঽন্তঃকরণ-শুদ্ধিসাধনত্বেন তাবৎ-পর্য্যন্তমনুষ্ঠেয়ঃ।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাঃ ১১।২০।৯)

ইতি ভগবদ্বচনাৎ। "নির্ব্বিণ্ণচিত্তো ব্রাহ্মণং ব্রহ্মিষ্ঠং গুরুমুপাসীত" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। অন্তঃকরণ-শুদ্ধিসাধনত্বং চ তস্য "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" [২২।১ মঃ। উঃ] "যেন কেন যজ্ঞেনাপি বা দর্বিহোমেনাপহতমনা এব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধম্। ২।

বুঝিতে হইবে। কারণ, 'সাধক পুরুষ আলস্য বা অনুৎসাহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া এবং আসন জয় করিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগের দ্বারা বশীকৃত মনকে একই বস্তুতে সংযোজিত করিবে, অর্থাৎ একই ধ্যেয় বস্তুতে মন সন্নিবেশিত করিবে।' ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে সেই অষ্টাঙ্গ যোগও বর্ণিত হইয়াছে। [এই কারণেই পূর্ব্বোক্ত ভাগবতীয় বাক্যে কথিত জ্ঞানযোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্ভাব করা আবশ্যক হইয়াছে]। ১

উক্ত চতুর্বিধ যোগের মধ্যে—'গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল (চূড়া), উপনয়ন, চারিপ্রকার বেদব্রত, স্নান (সমাবর্ত্তন), সহধর্ম্মচারিণী-সংযোগ (বিবাহ), পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান (*), অষ্টকাদি শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী, এই সকল পাকযজ্ঞ, অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ, এবং চাতুর্মাস্যযাগ, আগ্রয়ণেষ্টি, নিরূঢ় পশুবন্ধ ও সৌত্রামনী, এই সাতপ্রকার হবির্যজ্ঞ, আর অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম, এই সাতপ্রকার সোমসংস্থ যাগ', ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ কর্ম্মযোগও চিত্তশুদ্ধির জন্য সেইপর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত চিত্তের বিশুদ্ধি পরিনিষ্পন্ন না হয়। কারণ, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

(*) পঞ্চযজ্ঞ—গৃহস্থের প্রত্যহ কর্ত্তব্য পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠান। মনু বলিয়াছেন—

"পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ॥"

অর্থাৎ ১ বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ। ২ হোম দৈব যজ্ঞ। ৩ অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ। ৪ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলদান—পিতৃযজ্ঞ। ৫ বৈশ্বদেব বলিপ্রদান—ভূতযজ্ঞ।

ততশ্চাক্রতচিত্তস্য নির্ব্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্, দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎকথাশ্রবণাদি-ভাগবতধর্ম্ম-শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিঃ, ইত্যবধিত্বেন দ্বয়মপ্যপাত্তম্। ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধ্যাষ্টাঙ্গযোগমনুষ্ঠায় তৈলধারা-বদবিচ্ছিন্ন-ভগবদেকাকার-প্রত্যয়পরম্পরাত্মকৈকাগ্রতাযোগ্যং মনঃ সম্পাদয়েৎ।

"যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥
ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥" [ভাঃ ১১।২০।১৮—১৯]

ইত্যাদিভগবদ্বচনাৎ। ৩।

তস্মিংশ্চ সতি—"অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" ইত্যাদ্যারভ্য "এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন [গীতা ১৩।৭—১১] ভগবদ্গীতোপনিষদুপদিষ্টো জ্ঞানযোগঃ প্রতিষ্ঠিতো ভবতি দেহেন্দ্রিয়াত্মনাসঙ্গাত্মকঃ।

যে পর্য্যন্ত চিত্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, কিংবা আমার কথা-শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক না হয়, সেই পর্য্যন্ত [শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক] কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিবে।' শ্রুতিও বলিয়াছেন 'যাহার চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে' ইত্যাদি। কর্ম্মানুষ্ঠান যে, চিত্তশুদ্ধির উপায়, তাহা 'ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হয়, সেই জন্য তাহাকে পরম সাধন বলিয়া থাকে।' 'যে কোনও যজ্ঞ বা দর্ব্বীহোমের দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে', ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও প্রমাণিত হয়॥ ২

ইহা হইতে দুইপ্রকার সাধনেরই সীমা নির্দ্ধারিত হইতেছে—এক, যাহার চিত্ত [ভগবদ্-রসে] দ্রবীভূত হয় নাই, তাহার পক্ষে বৈরাগ্যের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানলাভ, আর যাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ভগবৎকথাশ্রবণপ্রভৃতিরূপ ভাগবত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাসঞ্চয়পূর্ব্বক ভক্তি লাভ। সাধক তাহার পর চিত্তের বিশুদ্ধিসম্পাদনপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ যোগ (সমাধিযোগ) অনুষ্ঠান করিবে, পরে ভগবদ্বিষয়ে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে একাকার চিন্তাপ্রবাহরূপ একাগ্রতা-লাভের জন্য মনের যোগ্যতা (অধিকার) সম্পাদন করিবে। বিশেষতঃ 'যোগী যখন কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরুৎসাহ এবং বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়সংযমে সুসিদ্ধ হন, তখন মনকে স্থির করিয়া পুনঃ পুনঃ আত্মবিষয়ে ধারণ (স্থাপন) করিবেন। ধারণার পরেও যদি মন চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বিষয় চিন্তা করিতে থাকে, তাহা হইলে যোগী আলস্য ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মনকে যোগোক্ত পদ্ধতিক্রমে আপনার বশে আনয়ন করিতে যত্নবান্ হইবেন।' ইত্যাদি ভগবদুক্তিও এবিষয়ে প্রমাণ॥ ৩

অগ্রে উল্লিত উপায়ে মনকে সুস্থির করিতে হয়; মন সুস্থির হইলে পর ভগবদ্গীতানামক সংহিতাশাস্ত্রোক্ত 'অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইহাই জ্ঞান সাধন বলিয়া কথিত'

"সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥
নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া।
যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥" [ভাঃ ১১।২০।২২—২৪]

ইত্যাদিভগবদ্‌বচনাৎ। অত্র "মনো যাবৎ প্রসীদতি" ইতি ভক্তিযোগ এব জ্ঞানাবধিত্বেনোক্তঃ, ভক্তিযোগং বিনা মনসঃ সম্যক্‌প্রসাদাভাবাৎ, "মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং" ইত্যত্রাপি স এব যোগঃ। "মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা" ইতি "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইতি জ্ঞানযোগান্তর্গতয়া সাধন-ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ—

ইত্যন্ত বাক্যে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতিতে অনাসক্তিরূপ জ্ঞানযোগ উক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ঐ অবস্থালাভের পর সাধকের হৃদয়ে গীতোক্ত জ্ঞানযোগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'সাধকের মন যত কাল সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ না করে, তত কাল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কারপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে নিরন্তর (ঐসকল তত্ত্বের) সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। যে লোক ঐপ্রকার চিন্তাবলে সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত ও সংসারে বিরক্ত হইয়া গুরুর উপদেশ পর্য্যালোচনা করত গুরূপদিষ্ট বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান করে, তাহার মন সেই অনুধ্যানের ফলেই দেহাদিগত অভিমান বা মমতা পরিত্যাগ করে। তাহার পর যম নিয়মাদি যোগপথের অনুশীলন ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বারা (তর্কবিদ্যার সাহায্যে) অথবা মদীয় (ভগবানের) প্রতিমার উপাসনা দ্বারা মনে মনে যোগোপযোগী পরমাত্ম-স্মরণে রত থাকিবে, কিন্তু অন্যবিষয় স্মরণ করিবে না, এবং অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবে না।' ইত্যাদি।

উপরি উক্ত "মনো যাবৎ প্রসীদতি" কথায় ভক্তিযোগই জ্ঞানযোগের শেষ সীমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কারণ, ভক্তিযোগ ব্যতীত মনের সংপূর্ণ প্রসন্নতা হইতে পারে না। "মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যম্" বাক্যেও সেই ভক্তিযোগই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, 'আমার প্রতি অন্য-ভজনাবিহীন অব্যভিচারিণী ভক্তি' এই গীতাবাক্যে জ্ঞানযোগের অন্তর্গত যে সাধন-ভক্তি উক্ত হইয়াছে, "মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা" এই স্থানে সেই সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—ভক্তি দুই প্রকার, এক সাধন ভক্তি, অপর ফলভূতা ভক্তি বা প্রেমভক্তি। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যে, শ্রদ্ধাসহকারে ভগবদ্বিষয়ে অনুরাগ, তাহা সাধনভক্তি। সাধনভক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; তাহার পর বৈরাগ্যবশে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। তখনই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥" [ভাঃ ১১।২০।২৯]

ইত্যাদিভগবদ্বচনানুসারিণ্যা সাধনভক্তিনিষ্ঠয়া নিখিলমপি প্রমাণং ভগবত্যেব প্রতিষ্ঠাপয়তঃ সকলবিষয়বিমুখমনসঃ মহাভাগস্য কস্যচিদ্ ভগবদ্গুণগরিম-গ্রন্থনরূপ-গ্রন্থশ্রবণজনিত-দ্রুতিরূপায়াং মনোবৃত্তৌ সর্ব্বসাধন-ফলভূতায়াং গৃহীতভগবদাকারায়াং বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগেন রসরূপতয়া "বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ" ইতি। ৪।

বিভাবো দ্বিবিধঃ—আলম্বনবিভাব উদ্দীপনবিভাবশ্চ। তত্রালম্বনবিভাবঃ ভগবান্, উদ্দীপনবিভাবঃ তুলসী-চন্দনাদিঃ, অনুভাবঃ নেত্রবিক্রিয়াদিঃ, ব্যভিচারিণো ভাবাঃ নির্ব্বেদাদয়ঃ। ব্যক্তো ভগবদাকারতারূপ-রত্যাখ্যঃ (*) স্থায়ী ভাবঃ পরমানন্দসাক্ষাৎকারাত্মকঃ প্রাদুর্ভবতি, স এব ভক্তিযোগ ইতি তং পরমং নিরতিশয়ং পুরুষার্থং বদন্তি রসজ্ঞাঃ ;—

অতএব 'হে মুনিবর, যে লোক কথিত ভক্তিযোগের সাহায্যে আমার ভজনা করে, আমি তাহার হৃদয়ে বাস করি ; তখন তাহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়', এই ভগবদুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া যে লোক উক্ত সাধনভক্তির পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক ভগবানেই সমস্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধির পক্ষেই প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের বিনিয়োগ করে, এবং সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে মনকে ফিরাইয়া আনে, এমন ভাগ্যবান্ কোন পুরুষেরই মন ভগবদ্গুণগৌরবপ্রকাশক গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতে গলিয়া বা আর্দ্র হইয়া ভগবদাকারে আকারিত হয়; ইহাই সমস্ত সাধনার চরম ফল। ভগবদাকারে আকারিত সেই মনোবৃত্তিতেই তখন বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে প্রকৃত ভক্তিরস আবির্ভূত হইয়া থাকে॥ ৪॥

উক্ত বিভাব দুইপ্রকার—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। তন্মধ্যে [ভক্তিরসে] স্বয়ং ভগবান্ হন—আলম্বন বিভাব, আর তুলসীচন্দন প্রভৃতি হয় উদ্দীপন বিভাব, ভক্তের নেত্রবিকার (অশ্রু-উদ্গম) প্রভৃতি হয় তাহার অনুভাব (কার্য্য) এবং নির্ব্বেদ বা আত্মগ্লানি প্রভৃতি হয় তাহার ব্যভিচারী ভাব, আর স্থায়ী ভাব হইতেছে—ভগবদ্বিষয়ক রতি (১)। ভগবদাকারে আকারিত সেই রতিনামক স্থায়ী ভাবই পরমানন্দসাক্ষাৎকাররূপে

(*) রসাপন্নঃ স্থায়ীভাবইতি কুত্রচিৎ পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—প্রায় সকল মনুষ্যেরই অন্তঃকরণে রতি, হাস, শম প্রভৃতি কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ভাব বর্ত্তমান আছে। সেগুলি সাধারণতঃ প্রসুপ্তের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। ঘটনাবশতঃ সেগুলি আবার কখন কখন বিক্ষুব্ধ (জাগরণোন্মুখ) হইয়া থাকে। উহাদের সেই যে প্রাথমিক বিক্ষোভ বা বিকার, রসশাস্ত্রে তাহাকে 'ভাব' নামে অভিহিত করা হয়। "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া" (সাহিত্যদর্পণ ৩।১০০)। এই সকল ভাবকে 'স্থায়ী ভাব' বলা হয়; কারণ, উহাদের মধ্যে যে'টী যে রসের উপাদানরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে'টী প্রধানতঃ সেই রসই প্রকাশ করে, এই সকল ভাবই পরে আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

"তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্‌।

প্রাদুর্ভূত হয়। তাহাই (সেই ভগবদাকারতাই) ভক্তিযোগ। (*) রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ ও তদর্থবিদ্‌ সুধীগণ সেই ভক্তিযোগকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা—'সেই কারণে আমাতে ভক্তিসম্পন্ন এবং আমারই স্বরূপভূত (মদাত্মক) যোগীর পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। বহুবিধ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধিযোগ, দানজনিত ধর্ম্ম এবং অপরাপর শ্রেয়স্কর কার্য্য দ্বারা লোকে যে সমস্ত ফল লাভকরে, আমার ভক্তজন কেবল আমাতে ভক্তিদ্বারাই সে সমস্ত ফল—এমন কি, স্বর্গ, মোক্ষ, কিম্বা আমার ধামও (বাসস্থানও) যদি কোন প্রকারে কামনা করে, তবে তাহাও পাইতে পারে; কিন্তু আমার একান্তভক্ত ধীরপ্রকৃতি সাধুগণ, যাহা পাইলে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, আমি সেই কৈবল্যপর্য্যন্ত (মুক্তি পর্য্যন্ত)

সাহিত্যদর্পণে বিভাবাদির পরিচয় এইরূপ—"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যয়োঃ।" অর্থাৎ ব্যবহার জগতে যাহারা লোকের হৃদয়স্থিত রতি প্রভৃতি ভাব সমূহকে উদ্বুদ্ধ করে অর্থাৎ জাগরিত বা কার্য্যোন্মুখ করিয়া দেয়, কাব্যাদি শাস্ত্রে তাহারাই 'বিভাব' নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে "আলম্বনো নায়কাদি, তদালম্ব্য রসোদ্গমাৎ"। (৬।৩৫) নায়ক ও নায়িকা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া রসের অভিব্যক্তি হয়, এই জন্য উহারা রসের 'আলম্বন'। "উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।" (৬।১৩৪) যাহারা রসের উদ্দীপনা করে—রসাবির্ভাবে সাহায্য করে, সে সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। আর যেসকল ভাব নির্দ্দিষ্টভাবে কোন রসেরই অভিব্যক্তি করে না, অথচ যখন যে রস অভিব্যক্তি-উন্মুখ হয়, তখন সেই রসেরই পুষ্টিসাধন মাত্র করে, সে সকলকে সঞ্চারী ভাব ও ব্যভিচারী ভাব নামে অভিহিত করা হয়। "বিশেষাদাভি-মুখ্যেন চরণাদ্‌ব্যভিচারিণঃ।" (৬।১৪১)। আর যে সকল বহির্বস্তুদ্বারা রসানুগুণ অর্থাৎ যে রসে যেরূপ বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া সঙ্গত, সেইভাবে যে, অন্তস্থিত রতি প্রভৃতি ভাবের বাহিরে অভিব্যক্তি বা বাহ্য চেষ্টা, তাহাকে 'অনুভাব' বলে। "উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্‌। লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥" (১৩৬) অর্থাৎ রতি-প্রভৃতি ভাবগুলি মনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাহিরে যে সকল অবস্থা বা কার্য্য উৎপাদান করে, সেই সকল বাহ্য চেষ্টাকে 'অনুভাব' বলে। উক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা অন্তর্নিহিত রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি রসাকার ধারণ করে।

(*) তাৎপর্য্য—ভগবানের গুণনামাদি শ্রবণের ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন অগ্নিসংযোগে তাম্র যেমন গলিয়া যায় (দ্রুত হয়), হৃদয়ও তেমনই দ্রবীভূত হয়, সেই দ্রবীভূত চিত্তে ভগবানের ছবি প্রতিফলিত হয়; সুতরাং চিত্ত তখন ভগবদাকারে পরিণত হয়, ইহাই চিত্তের ভগবদাকারতা। এই ভগবদাকারতাই ভক্তিরসের স্থায়ীভাব, অর্থাৎ এই ভগবদাকারতাই শেষে রসরূপে পরিণত হয়। দ্বিতীয় উল্লাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণ-দোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ [ভাঃ ১১। ২০।৩১—৩৬]

ইত্যাদিবচনানি তদনুভবিতারশ্চ। ৫।

"দুঃখাসম্ভিন্নসুখং হি পরমপুরুষার্থঃ" ইতি সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারঃ পুরুষার্থাঃ ইতি প্রসিদ্ধিস্তু "লাঙ্গলং জীবনম্" ইতিবৎ সাধনে ফলত্ববচনাদৌপচারিকী, অতো ন সুখমেব পুরুষার্থ-ইতি পক্ষহানিঃ। "সুখং দুঃখাভাবশ্চ দ্বৌ পুরুষার্থৌ" ইতি তার্কিকাঃ। তন্ন, লাঘবেন সুখমাত্রস্যৈব পুরুষার্থত্বকল্পনাৎ। ইচ্ছাজনকত্বে হি জ্ঞানস্য সুখবিষয়ত্বমেব অবচ্ছেদকম্, নতু সুখ-দুঃখাভাবান্যতর-বিষয়ত্বম্, গৌরবাৎ। দুঃখাভাবস্য তু সুখপরিচায়কত্বেনোপযোগঃ। ৬।

প্রদান করিলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করে না। নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাত্যাগই তাহারা পরম মহৎ নিঃশ্রেয়স বলিয়া মনে করে; সেই হেতু যে লোক সর্ব্বতোভাবে আকাঙ্ক্ষারহিত ও নিরপেক্ষ হয়, অর্থাৎ সন্তোষের জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করে না, সেই নিরপেক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরই আমাতে ভক্তি হইয়া থাকে। যাহারা বুদ্ধিরও অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার পরম ভক্ত সেই সকল সমচিত্ত সাধুগণের শুভাশুভ-কর্ম্মজনিত পুণ্য বা পাপ উৎপন্ন হয় না' ইতি। ৫

কোন কালেও দুঃখের সহিত যাহার মিশ্রণ বা একত্র স্থিতি নাই ও হবে না, তাদৃশ সুখই (আনন্দই) পরম পুরুষার্থ; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ প্রসিদ্ধি, তাহা গৌণ, অর্থাৎ জীবনরক্ষার হেতু বলিয়া লাঙ্গলকে যেরূপ জীবন (লাঙ্গলং জীবনং) বলা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ—উপায়ে ফলভাবের আরোপ বা উপচার মাত্র (১); সুতরাং উহা গৌণ প্রয়োগ। অতএব সুখই যে, পুরুষার্থ, এই সিদ্ধান্তপক্ষের হানি বা বাধা হইতেছে না। ৯

তার্কিকগণ বলেন—পুরুষার্থ দুইটী—সুখ ও দুঃখাভাব। বস্তুতঃ সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, লাঘবতঃ কেবল সুখের পুরুষার্থত্ব কল্পনাই সমীচীন। প্রবৃত্তির প্রযোজক ইচ্ছার কারণত্বনিবন্ধন অর্থাৎ ঐরূপ ইচ্ছা জন্মায় বলিয়া দুঃখাভাবের পুরুষার্থত্ব সম্ভাবিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সুখবিষয়ক জ্ঞানই ইচ্ছার জনক (কারণ,) কিন্তু সুখ ও দুঃখাভাব, এতদুভয়-বিষয়ক কিংবা উহাদের প্রত্যেক-বিষয়ক জ্ঞানকে ইচ্ছার কারণ (প্রযোজক) বলিলে

(১) তাৎপর্য্য—লাঙ্গলদ্বারা চাষ করিয়া জমিতে শস্য উৎপাদন করা হয়, এবং সেই শস্য দ্বারা জীবন রক্ষা করা হয়। এস্থলে জীবন রক্ষার উপায় বলিয়া যেমন লাঙ্গলকেই জীবন বলা হয়, তেমনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারাও পরম পুরুষার্থ পরা ভক্তি লাভ করা যায়, এইজন্য উহারাও পুরুষার্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বস্তুতঃ উহারা পুরুষার্থলাভের সাধন মাত্র।

যত্তু ন্যায়নিবন্ধকারৈঃ শঙ্কিতং—দুঃখাভাবস্য সুখার্থত্বেনৈব উপযোগেঽভিহিতে সুখস্যাপি দুঃখাভাবার্থিনোপযোগো বক্তুং শক্যতে, বিনিগমনাবিরহাৎ; তস্মাদুভয়ং পুরুষার্থ ইতি। তদযুক্তম্, ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবস্যৈব বিনিগমকত্বাৎ,—যদা সুখং তদা দুঃখাভাব ইতি হি ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বসম্মতা, নিরুপাধি-সহচার-দর্শনাৎ; অতঃ দুঃখাভাবস্য সুখকালেঽবশ্যম্ভাবিত্বাৎ সুখপরিচায়কত্বমুপপদ্যতে, তদ্ব্যাপকত্বাৎ তস্য। যদা দুঃখাভাবঃ, তদা সুখমিতি ন তদ্ব্যাপ্তিঃ, সুষুপ্তিপ্রলয়াদৌ ব্যভিচারাৎ; অতো দুঃখাভাবস্য সুখাব্যাপ্যত্বাৎ ন তৎপরিচায়কত্বং সুখস্য। ৭।

গৌরব দোষ হয়, অর্থাৎ অধিক কারণ-কল্পনা করা হয়, ইহাকে গৌরব দোষ বলা হয়। তবে যে, [শাস্ত্রে] দুঃখাভাবের কথা আছে, তাহা কেবল সুখের পরিচায়করূপে, অর্থাৎ দুঃখাভাবের দ্বারা সুখের স্বরূপটা বুঝাইবার জন্য, [কিন্তু দুঃখাভাবের পুরুষার্থত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত নহে]। ৬

তথাপি ন্যায়-গ্রন্থকারগণ যে আশঙ্কা করিয়াছেন—দুঃখাভাবকে সুখের পরিচায়ক বলিলে, সুখকেও দুঃখাভাবের পরিচায়ক বলিতে পারা যায়; কারণ, [তোমার মতের] নিয়ামক বা সমর্থক কোনও যুক্তি নাই; অতএব সুখ ও দুঃখাভাব উভয়ই পুরুষার্থ। না, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই এখানে বিনিগমক অর্থাৎ আমার পক্ষের সমর্থক। [ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবের আকার এইপ্রকার—] 'যখন সুখ থাকে, তখন দুঃখেরও অভাব থাকে,' এইরূপ ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব কল্পনা সর্ব্ববাদিসম্মত; কেন না, এরূপ ব্যাপ্তিতে কোন প্রকার উপাধি কিংবা পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচারও (ছাড়াছাড়ি ভাবও) দেখা যায় না (১)। অতএব সুখকালে দুঃখাভাব থাকা যখন অবশ্যম্ভাবী বা সুনিশ্চিত, তখন দুঃখাভাবকে সুখের পরিচায়ক (স্বরূপ-প্রকাশক) বলা সুসঙ্গতই হয়; কারণ, দুঃখাভাব হইতেছে সুখের ব্যাপক। কিন্তু যখন দুঃখের অভাব হয় অর্থাৎ দুঃখ না থাকে, তখন যে, সুখ থাকিবেই, এরূপ ব্যাপ্তি (নিয়ম) হইতে পারে না; কারণ, সুষুপ্তিসময়ে ও প্রলয়কালে এ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঐ দুই সময়ে দুঃখাভাবসত্ত্বেও সুখ থাকে না। অতএব দুঃখাভাবকে সুখের ব্যাপ্য বলিতে পারা যায় না; এই জন্যই সুখ কখনই দুঃখাভাবের পরিচায়ক হইতে পারে না (২)। ৭

---

(১) উপাধি অর্থ হেতুর এক প্রকার দোষ। বাদীর উপস্থাপিত হেতুটী নির্দ্দোষ কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য উপাধির ব্যবহার হয়। উপাধি সংঘটিত হইলে কল্পিত ব্যাপ্য ব্যাপকভাব ঠিক হয় নাই—ভুল হইয়াছে বুঝিতে হয়, এবং ঐ ব্যাপ্য হেতুটী ত্যাগ করিতে হয়।

ব্যভিচার অর্থ—সর্ব্বত্র না থাকা। কল্পিত ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব যদি কোথাও বাধা পায়, তাহা হইলেই হেতুর ব্যভিচার দোষ স্থির হয়, সেই ব্যভিচারী হেতুটী ত্যাগ করিতে হয়।

(২) তাৎপর্য্য—যাহা অধিক স্থানে থাকে অথবা যাহার অস্তিত্ব অন্যের অধীন নহে, তাহাকে বলে 'ব্যাপক', আর যাহা অল্পস্থানে থাকে, অথবা অপরের সত্তার অধীন, তাহা হয় ব্যাপ্য। কোথাও ব্যাপ্যের স্থিতি দেখিয়া তদ্ব্যাপকের

ব্যাপকত্বং হি ব্যাপ্যস্থিতিহেতুত্বেনান্যথাসিদ্ধম্। সুখঞ্চ ন দুঃখাভাবব্যাপকম্, * অতস্তদেব স্বতন্ত্রঃ পুরুষার্থঃ। দুঃখাভাবস্য সুখার্থত্বেনোপযোগে সর্বদুঃখশূন্যস্য দুঃখাভাবস্য মোক্ষস্য পুরুষার্থত্বং ন স্যাদিতি চেৎ; দীয়তাং জলাঞ্জলিস্তস্মৈ, পরমানন্দরূপত্বেন তু তস্য পুরুষার্থত্বং বেদান্তবিদো বদন্তি; অতো ভগবদ্ভক্তিযোগস্যাপি দুঃখাসম্ভিন্নসুখত্বেনৈব পরমপুরুষার্থত্বম্, ইত্যাহ—"নিরুপমসুখসম্বিদ্রূপঃ স্পৃষ্টদুঃখম্" ইতি। এতেন ভক্তির্ন পুরুষার্থঃ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষ্বনন্তর্ভাবাদ্, ইত্যাদিকং সর্ব্বমপাস্তম্। ৮।

ব্যাপক বস্তু সাধারণতঃ ব্যাপ্য বস্তুর স্থিতির প্রধান কারণ হয়; সুতরাং উহা অন্যথাসিদ্ধ (অ-কারণ)। সুখ কখনই দুঃখাভাবের ব্যাপক নহে; অতএব উহাই স্বতন্ত্রভাবে (অন্যের অধীন না হইয়া) পুরুষার্থ অর্থাৎ সুখই মুখ্য পুরুষার্থ বা লোকের প্রার্থনীয়। যদি বল, সুখের জন্যই দুঃখাভাবের উপযোগিতা স্বীকার করিলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-সম্বন্ধশূন্য মোক্ষ যখন দুঃখাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন সেরূপ মোক্ষ ত পুরুষার্থ হইতে পারে না? একথার অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে কোন প্রকার দুঃখসম্পর্ক নাই, এমন দুঃখাভাবই মোক্ষ; কেবল সুখই যদি পুরুষার্থরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ ত কখনই পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না? হাঁ, উহাকে জলাঞ্জলি দাও, আপত্তি নাই, অর্থাৎ দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ পুরুষার্থ না হয়, না হউক; কারণ, বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন—দুঃখাভাবরূপে নহে; অতএব ভগবদ্ভক্তিযোগকেও দুঃখ-সম্পর্কশূন্য সুখরূপেই পুরুষার্থরূপে গণ্য করা হয়, এই অভিপ্রায়ই "নিরুপম-সুখসংবিদ্রূপা-মস্পৃষ্টদুঃখম্" কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা (প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা)—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অন্তর্গত নয় বলিয়া যে, 'ভক্তি পুরুষার্থ নয়' ইত্যাদি শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাও খণ্ডিত হইল। ৮

অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, কিন্তু ব্যাপকের সত্তায় তদ্ব্যাপ্যের স্থিতি অনুমান করা যায় না, করিলে ভুল হয়। যেমন অগ্নির ব্যাপ্য ধূম দর্শন করিয়া তদ্ব্যাপক অগ্নির অনুমান করা হয়, কিন্তু অগ্নি দ্বারা ধূমের অনুমান করিলে ভুল হয়।

ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব আছে, তাহাকে অবিনাভাবও বলা হয়। সেখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অনুমান করা চলে না। যেমন শত ও দশসংখ্যা। সেখানে শত সংখ্যাটী হয় ব্যাপক, আর দশ সংখ্যাটী হয় তাহার ব্যাপ্য। এখানে দশ সংখ্যাটী ব্যাপ্য হইয়াও শত সংখ্যা-স্থিতির অনুমাপক হয় না, পরন্তু শতসংখ্যাদ্বারাই তদন্তর্গত দশসংখ্যার অনুমান করা হয়।

উক্তস্থলে দেখা যায়, সুখ ও দুঃখাভাবের মধ্যে সুখ হইতেছে ব্যাপ্য, আর দুঃখাভাব হইতেছে তাহার ব্যাপক; সুতরাং সুখ যেখানে থাকিবে, সেখানে দুঃখাভাব থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু দুঃখাভাব থাকিলে যে, সুখ থাকিবেই, এমন কোনও নিয়ম নাই; কারণ, সুষুপ্তিকালে দুঃখ থাকে না, অথচ সেখানে কোন প্রকার সুখও থাকে না, এবং প্রলয় কালে কোন প্রকার দুঃখই থাকে না, অথচ সে সময় কোন প্রকার সুখও থাকে না; সুতরাং দুঃখাভাবকে সুখের ব্যাপ্য অর্থাৎ সুখসত্তার অধীন বলিতে পারা যায় না। সুষুপ্তিসময়ে কেহ কেহ সুখসত্তা স্বীকারও করে, কিন্তু প্রলয়ে কেহই সুখসত্তা স্বীকার করে না; এই জন্য দুইটী পৃথক্ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

* সুখং চ দুঃখাভাবব্যাপকম্, ইতি গপুস্তকপাঠঃ।

ধর্ম্মার্থ-কামানাং স্বতঃ পুরুষার্থত্বাভাবাৎ তজ্জন্য-সুখস্যৈব পুরুষার্থত্বে গৌরবাদ্ অননুগমাচ্চ ধর্ম্মজন্যত্বাদি বিশেষণং পরিত্যজ্য সুখমাত্রং পুরুষার্থ ইতি স্থিতে, সমাধিসুখস্যেব ভক্তিসুখস্যাপি স্বতন্ত্রপুরুষার্থত্বাৎ। তস্য মোক্ষসমীপবর্ত্তিতয়া মোক্ষান্তর্ভূতত্বে যোগজধর্ম্মজন্যতয়া ধর্ম্মান্তর্ভূতত্বে বা, ভক্তিসুখস্যাপি ভাগবতধর্ম্মজন্যতয়া ধর্ম্মান্তর্ভাবস্য শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি বক্তুং শক্যত্বাৎ; ভক্তস্য সংসার-মোক্ষস্যাবশ্যকত্বাৎ মোক্ষান্তর্গতো বা ভক্তিযোগঃ। তস্মাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ান্তর্গতত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যেণ বা অয়ং ভক্তিযোগঃ পুরুষার্থঃ পরমানন্দরূপত্বাদ্ ইতি নির্ব্বিবাদম্। ৯।

তস্য পরমানন্দরূপতামুপপাদয়ন্ অবান্তরবিভাগমাহ—"নবরসমিলিতং বা কেবলং বা" ইতি।

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম যখন স্বতঃপুরুষার্থ হইতে পারে না, তখন ধর্ম্মাদিজনিত সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও কল্পনাগৌরব ও অননুগতত্ব দোষ ঘটে; (১) এই কারণেই ধর্ম্মজন্য, অর্থজন্য ও কামজন্য এইরূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া কেবল (বিশেষণ-রহিত) সুখকেই পুরুষার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং সমাধিসুখের ন্যায় ভক্তিসুখেরও স্বতন্ত্রভাবেই পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব সমাধিসুখ যদি মোক্ষের সন্নিহিত (মোক্ষেরই মত) বলিয়া মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, অথবা যোগজধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া যদি ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, যাহারা শ্রদ্ধাজড় অর্থাৎ চতুর্বিধ পুরুষার্থবাদের উপরই অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, তাহাদের প্রতি একথাও বলাযাইতে পারে যে, ভক্তিসুখও যখন ভাগবত ধর্ম্ম-সেবারই ফল, তখন উহাও ধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত; পক্ষান্তরে ভক্তেরও যখন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা আবশ্যক, তখন ভক্তিযোগ মোক্ষান্তর্গতও হইতে পারে। অতএব প্রসিদ্ধ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অন্তর্গতরূপেই হউক, আর স্বতন্ত্ররূপেই (পঞ্চম পুরুষার্থরূপেই) হউক, উক্ত ভক্তিযোগ যখন পরমানন্দস্বরূপ, তখন উহা যে, নিশ্চয়ই পুরুষার্থ—পুরুষের প্রার্থনীয়, এবিষয়ে আর বিবাদ নাই। ৯

উল্লিখিত ভক্তিযোগের পরমানন্দভাব সমর্থন করিবার জন্য তাহার (ভক্তিযোগের) অবান্তর বিভাগ বলিতেছেন—"নবরসমিলিতং বা কেবলং বা" ইত্যাদি। "নবরস" ইত্যাদি কথার অর্থ পরে ব্যক্ত করা হইবে (২)। মূল শ্লোকে "মুকুন্দে" শব্দ দ্বারা ভক্তিযোগের বিষয়

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ইহারা স্বরূপতঃ পুরুষার্থ হইতে পারে না; পরন্তু পুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায় বলিয়া 'পুরুষার্থ' নামে প্রসিদ্ধ হয় মাত্র; অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামজন্য সুখই স্বরূপতঃ পুরুষার্থ। এপক্ষে 'ধর্ম্মজনিত সুখ, কামজনিত সুখ, অর্থজনিত সুখ পুরুষার্থ' এইরূপে সুখের এতগুলি বিশেষণ না দিয়া সংক্ষেপতঃ কেবল সুখকেই পুরুষার্থ বলিলে কল্পনার লাঘব হয়। বিশেষতঃ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুই পুরুষার্থ হওয়া উচিত, কিন্তু ধর্ম্মসুখ, অর্থসুখ ও কামসুখ বলিলে সকলের পক্ষে একরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; কাহারো ধর্ম্মসুখ, কাহারো অর্থজনিত সুখ, কাহারো বা কামজ সুখ পুরুষার্থ হইয়া পড়ে, এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবও একটা দোষ (অননুগতত্ব দোষ)। শুদ্ধ সুখকে পুরুষার্থ বলিলে সকলের পক্ষেই একরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে।

(২) পরে স্বয়ং গ্রন্থকারই রসের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে ভক্তিও নব রসের অতিরিক্ত

স্পষ্টমেতদুপরিষ্টাৎ করিষ্যতে। "মুকুন্দে" ইতি-ভক্তিযোগস্য বিষয়নির্দ্দেশঃ। সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর এব ভক্তিরসালম্বনবিভাব ইতি বক্ষ্যতে। গ্রন্থাদৌ মঙ্গলমাচরতাম্—

"সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদি স্থিতঃ সাক্ষান্মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥" ইতিস্মৃতেঃ।

"তমহং ব্যনজ্মি" ইতি অভিধেয়-সম্বন্ধনির্দ্দেশঃ। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা" ইত্যমূলত্বনিবারণম্। "অখিলতুষ্ট্যৈ" ইতি প্রয়োজননির্দ্দেশঃ। সাধূনাং হি তুষ্টিঃ স্বাভাবিকী, অন্যেষামপ্যেতদ্-গ্রন্থোক্তযুক্তিভিঃ অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিনিবৃত্ত্যান্তঃকরণশুদ্ধের্হেতোরিত্যভিপ্রায়ঃ। ১০।

কে পুনর্ভক্তিযোগস্য পুমর্থবাদাঃ? শৃণু তান্;—

"ন হ্যতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥" [ভাঃ ২।২।৩৩]

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর ভগবান্‌ই যে, ভক্তিরসের 'আলম্বন' বিভাব, একথা পরে (দ্বিতীয় উল্লাসে) বলা হইবে।

গ্রন্থের প্রথমে যাঁহারা মঙ্গলাচরণ করেন, তাহাদের অমঙ্গল হয় না ; ইহা 'সর্ব্বদা সকল কার্য্যে যাহাদের হৃদয়ে মঙ্গলালয় ভগবান্ শ্রীহরি অবস্থান করেন, তাহাদের কোনও অমঙ্গল হয় না', এই স্মৃতিবাক্য হইতে [জানা যায়]। "তম্ অহং ব্যনজ্মি" এই কথায় অভিধেয়—প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহার সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হইল। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা" কথা দ্বারা এই গ্রন্থের অমূলকত্বশঙ্কা বারণ করা হইল, অর্থাৎ এই গ্রন্থ যে, গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত নহে, পরন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রমূলক, তাহা বলা হইল। "অখিলতুষ্ট্যৈ" কথায় শাস্ত্রের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইল। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সাধুগণ স্বভাবতই সন্তুষ্ট, [সুতরাং কেবল তাঁহাদেরই নহে, পরন্তু] অপরও যাহাদের হৃদয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি দোষ রহিয়াছে, (১) এই গ্রন্থোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা সেই সমস্ত দোষও খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতাও সম্পাদিত হয় ; সুতরাং তাহাদেরও তুষ্টিসাধন ইহার প্রয়োজন। ১০

ভাল, ভক্তিযোগ যে, বাস্তবিকই পুরুষার্থ, তদ্বোধক কোনও প্রমাণ আছে কি ? হাঁ, আছে, তাহা শ্রবণ কর—

দশম রসরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে মতভেদও সেখানেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে গ্রন্থকার এখানে "কেবলং বা" বলিয়া আপনার অভিপ্রায়মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) তাৎপর্য্য—অসম্ভাবনা অর্থ—শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট যাহা জানা গেল, তাহা অসম্ভব মনে করা। বিপরীত ভাবনা অর্থ—শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশের বিপরীত অর্থ মনে করা। এই অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা যতক্ষণ দূর না হয়, ততক্ষণ সাধকগণ কিছুতেই সাধনায় মনোযোগী হইতে পারে না, এই জন্য যুক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজন।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ [ভাঃ ১।২।৮]

"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥" [ভাঃ ১০।৪৭।২৪]

"ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥" [ভাঃ ২। ২। ৩৪]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥" [ভাঃ ৩।২৫।৪৪]

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ,
কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥" [৪। ৯। ১০]

ইত্যাদয়ঃ। অত্র হি সর্ব্বসুকৃতফলত্বেন সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যবিষয়ত্বেন চ অর্থান্নিঃশ্রেয়সনির্বৃতি-শব্দাভ্যাঞ্চ সাক্ষাদেব পুরুষার্থত্বং দর্শিতম্। গীতাসু চ [৬। ৪৭]

'এই সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এতদতিরিক্ত আর মঙ্গলময় পথ নাই, যাহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হইতে পারে। যে ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও বিশ্বক্সেন-কথায় (হরিকথায়) রতি উৎপাদন না করে, [বুঝিতে হইবে, সে অনুষ্ঠান] কেবল শ্রমমাত্র-সার। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, শাস্ত্রপাঠ, ইন্দ্রিয়সংযম ও অপরাপর মঙ্গলকর কার্য্যদ্বারা কেবল কৃষ্ণভক্তিই সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসমুৎপাদনই ঐ সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য। কূটস্থ ভগবান্ (পরমেশ্বর) জ্ঞানদৃষ্টিতে তিনবার সমস্ত বেদশাস্ত্র পর্য্যা-লোচনা করিয়া তাহাই কর্ত্তব্যরূপে স্থির করিয়াছিলেন, যাহাতে আত্মস্বরূপ ভগবানে রতি হয়। তীব্র ভক্তিযোগের সাহায্যে আমাতে অর্পিত মনকে যে, স্থির রাখা, এইপর্য্যন্তই জীবগণের ইহ-লোকে পরম নিঃশ্রেয়স-লাভ, [ইহার অধিক আর কিছু নাই]। হে নাথ, তোমার পাদপদ্মধ্যানে, কিংবা তোমার ভক্তজনের কথা-শ্রবণে প্রাণিগণের যে পরম শান্তিসুখ লাভ হয়, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মেতেও সে শান্তিসুখ লাভ হয় না; কিন্তু যাহারা যমরাজের অসিচ্ছিন্ন বিমান হইতে পতিত হয়, তাহাদের আর কথা কি ?' ইত্যাদি। এখানে ভক্তিযোগকে সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলরূপে এবং সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্যবিষয়রূপে নির্দ্দেশ করায় এবং 'নিঃশ্রেয়স' ও 'নির্বৃতি' শব্দে উল্লেখ করায়, সাক্ষাৎসম্বন্ধেও উহার পুরুষার্থত্বই (লোকের প্রার্থনীয়ত্বই) প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতাতেও—'সমস্ত যোগীর মধ্যেও যে লোক আমাতে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইত্যাদিনা। ১১

নন্থ ভক্তিযোগস্য সাধনত্বমপি বোধয়ন্ত্যন্যে বাদাঃ—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যত্তদহৈতুকম্॥" [ভাঃ ১। ২। ৭]

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" [ভাঃ ২। ৩। ১০]

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎস্ন্যে‍ন নীহারমিব ভাস্করঃ।" [ভাঃ ৬। ১। ১৫]

গীতাসু চ—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" [১৮ অঃ ১৫]

ইত্যাদয়ঃ। অত্রান্যসাধনত্বেন সাক্ষাদপুরুষার্থত্বং স্পষ্টমেবোক্তম্। ১২

অত্রোচ্যতে—ফল-সাধনভেদেন ভক্তির্দ্বৈবিধ্যোপপত্তেরদোষঃ। তথাহি "ভজনম্ অন্তঃকরণস্য

আমার ভজনা করে, আমার মতে সেই লোকই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ যোগী)।' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিরই পুরুষার্থত্ব [প্রদর্শিত হইয়াছে]। ১১

ভাল কথা, [এসকল বচনে ভক্তিযোগকে চরম ফল বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু] অপর বচনসমূহত ভক্তিযোগের সাধনত্বই প্রতিপাদন করিতেছে—'ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই ভক্তিযোগই অবিলম্বে তাহার বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। উদার বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ নিষ্কাম হউক, বা সকাম হউক, অথবা মোক্ষাভিলাষীই হউক, প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পরম পুরুষের (ভগবানের) ভজনা করিবে। বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন লোক ভক্তিযোগদ্বারা—সূর্য্য যেমন হিমরাশি বিদূরিত করেন, তেমনি পাপরাশি বিনষ্ট করেন।' গীতাতেও আছে—(যোগী পুরুষ) ভক্তিদ্বারা আমার স্বরূপ বিশেষভাবে অবগত হন, পরে আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া দেহপাতের পর আমাতেই প্রবেশ করেন', ইত্যাদি। উক্ত বচনসমূহে ভক্তিকে অন্যের সাধন অর্থাৎ জ্ঞানাদিলাভের উপায়রূপে নির্দ্দেশ করায় প্রত্যক্ষতই ভক্তির অপুরুষার্থতা অর্থাৎ মুখ্যফলরূপে অপ্রার্থনীয়তা বলা হইয়াছে ? (সুতরাং ভক্তির পুরুষার্থত্ব প্রমাণিত হইতেছে না)। ১২

এই আপত্তির [উত্তরে] বলা হইতেছে যে, ভক্তি দুই প্রকার—সাধন ভক্তি ও ফলীভূত ভক্তি। ভক্তির এই দ্বিবিধ ভাবই যুক্তিযুক্ত; এই কারণে উল্লিখিত দোষ এখানে হয় না।

ভগবদাকারতারূপং ভক্তিঃ" ইতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন ফলমভিধীয়তে, তস্য চ নিরতিশয়পুমর্থত্বাৎ পূর্ব্বোক্তবাদানাং প্রামাণ্যমব্যাহতম্; তথা "ভজ্যতে সেব্যতে ভগবদাকারমন্তঃকরণং ক্রিয়তে অনয়া" ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনমভিধীয়তে; তস্য চ স্বয়ং পুরুষার্থত্বাভাবাৎ সাধনত্ববাদানামপি প্রামাণ্যমবিরুদ্ধম্। যথা "বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানম্" ইতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮।] ইত্যত্র বিজ্ঞানশব্দো ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। 'বিজ্ঞায়তেঽনেন' ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" [তৈত্তিঃ উঃ ২।৫।১।] ইত্যাদাবন্তঃকরণে বর্ত্ততে, তদ্বৎ। ১৩

এতচ্চ স্পষ্টীকৃতং প্রবুদ্ধেন—

"স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥" ইতি [ভাঃ ১১। ৩। ৩১]

অত্র করণব্যুৎপত্ত্যা প্রথমভক্তিশব্দো ভাগবতধর্ম্মেষু প্রযুক্তঃ, দ্বিতীয়স্তু ভাবব্যুৎপত্ত্যা ফলে,—

দেখ, 'ভক্তি' শব্দ যখন ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হয়, তখন উহার অর্থ হয় ভজন—অন্তঃকরণের ভগবদাকারে অবস্থান; সুতরাং সেই ভক্তি-শব্দে ফলীভূত অবস্থা (ভগবদাকারতাই) বুঝায়। সেই ফলই যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ, তখন তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বচন-সমূহের প্রামাণ্য অব্যাহতই থাকে। আর যখন, ভজনা—সেবামাত্র অর্থ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্তঃকরণকে ভগবদাকারে আকারিত করা যায়, এইরূপ অর্থে করণবাচ্যে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়, তখন 'ভক্তি' শব্দে ভক্তি-সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মাত্র বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধনভক্তি নিজে যখন স্বতঃপুরুষার্থ নহে, (১) তখন ভক্তির সাধনত্বপ্রতিপাদক বাক্য সমূহেরও প্রামাণ্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেমন "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ,) এই শ্রুতিবাক্যে 'বিজ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত প্রত্যয়ানুসারে ব্রহ্মবাচক হয়, আবার সেই বিজ্ঞান-শব্দই "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদিস্থলে বিশেষরূপে জানা যায় যাহা দ্বারা—এইরূপ করণ-ব্যুৎপত্তি অনুসারে যজ্ঞসাধন অন্তঃকরণকেও বুঝায়, ইহাও সেইরূপ। ১৩

একথা ভাগবতেও প্রবুদ্ধ মহারাজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

'ভক্তগণ সর্ব্বপাপহর হরিকে স্বয়ং স্মরণ করেন, এবং অপরাপরকেও স্মরণ করান, এই ভাবে তাঁহারা ভক্তি-সমুৎপন্ন ভক্তি দ্বারা পুলকাঞ্চিত তনু ধারণ করিয়া থাকেন।'

এখানে প্রথমোক্ত ভক্তি-শব্দটী করণ-ব্যুৎপত্তিযোগে ভক্তিসাধন ভাগবত ধর্ম্মে প্রযুক্ত

(১) তাৎপর্য্য—যাহা সাধ্য বা প্রাপ্য অর্থাৎ প্রধান প্রয়োজনীয়, তাহা হয় ফল, আর যাহা দ্বারা সেই ফল সিদ্ধ হয়, তাহার নাম সাধন। তন্মধ্যে ফলই স্বভাবতঃ পুরুষার্থ—পুরুষের প্রার্থনীয় হয়, আর সেই ফল লাভের অনুরোধে সাধন বা উপায় সমূহও প্রার্থনীয় হয়, কিন্তু স্বতঃ নহে—ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া।

"ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥" [ভাঃ ১১। ৩। ৩৩]

ইত্যুপসংহারে প্রথমভক্তিপদস্থানে ভাগবতধর্ম্মশব্দপ্রয়োগাৎ ১৪

নচ অধ্যয়নস্যাক্ষরগ্রহণাত্মকস্যাপি অক্ষরগ্রহণমেব ফলং, গুর্ব্বধীনত্ব-তদনধীনত্বাভ্যাং বিশেষাৎ; এবমত্রাপি ভাগবতধর্ম্মরূপা ভক্তিরেব গুর্ব্বধীনত্বেন সাধনং, তদনধীনত্বেন চ নিষ্ঠাং প্রাপ্তা সতী সৈব ফলমিতি ন সাধন-ফলভেদেন ভক্তিদ্বৈবিধ্যোপপত্তিরিতি বাচ্যম্,

"কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥" [ভাঃ ১১। ৩। ৩২]

হইয়াছে, আর দ্বিতীয় ভক্তি-শব্দটী ভাববিহিত প্রয়োগে ফলীভূত ভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে; কারণ,—'নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করত তদনুশীলনজাত ভক্তিবলে দুস্তর মায়াকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেন।' এই উপসংহারবাক্যে প্রথমোক্ত সাধনভক্তিস্থলে 'ভাগবত ধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ১৪

এখানে একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যেমন গুরুর নিকট অক্ষরগ্রহণ বা বর্ণ-পরিচয় শিক্ষার নাম অধ্যয়ন হইলেও অক্ষরগ্রহণই (বর্ণ-পরিচয়ই) তাহার ফল নহে, [অদৃষ্টই তাহার ফল,] কেন না, গুরুর অধীনতা ও অনধীনতা দ্বারা উহার পার্থক্য ঘটে, তেমনি এখানেও ভাগবত ধর্ম্মরূপা একই ভক্তি যখন গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করা হয়, তখন হয় সাধন, আবার গুরুর অধীনতা ব্যতিরেকে যখন সেই ভক্তিই নিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন হয় ফল, অর্থাৎ ফল নামে কথিত হয়; অতএব সাধন ও ফলরূপে যে, ভক্তির দ্বৈবিধ্য (বিভাগ-দ্বয় উক্তি), তাহা সঙ্গত হয় না (১)। (না—একথাও বলিতে পার না; কারণ, লোকাতীত ভাবাপন্ন ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দ করেন, কখনও বা কথা বলেন, নৃত্য করেন কিংবা গান করেন; এই ভাবে পরম পুরুষার্থ লাভে কৃতার্থ হইয়া পরম শান্তি লাভ করত নিঃশব্দ হইয়া

(১) অভিপ্রায় এই যে, গুরুর নিকট অক্ষর শিক্ষাকে বলে 'অধ্যয়ন'। গুরুর নিকট একবার অক্ষর শিক্ষা সম্পন্ন হইলে, শেষে আর অক্ষর পাঠের জন্য গুরুর অপেক্ষা থাকে না। এখানে গুরুর নিকট প্রাথমিক অক্ষর গ্রহণেরই ফলাবস্থা হইতেছে পরবর্ত্তী স্বাধীনভাবে অক্ষর পাঠ। সেখানে যেমন প্রাথমিক অক্ষর গ্রহণ হয় সাধন, আর পরবর্ত্তী অক্ষর গ্রহণ হয়, তাহার ফল, সেইরূপ গুরুর নিকট শিক্ষিত যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহাই যখন গুরুনিরপেক্ষ ভাবে অনুশীলনের ফলে পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই ফলীভূতা ভক্তি নামে কথিত হয়, সুতরাং সাধন ভক্তি ও ফলীভূত ভক্তি ভেদে ভক্তির দ্বৈবিধ্য বলা সঙ্গত হইতেছে না।

ইতি মধ্যে কৃতকৃত্যত্ব-পরামর্শাৎ। ১৫

যদা হি অধ্যয়নফলস্যাক্ষরগ্রহণস্যার্থজ্ঞানানুষ্ঠানাদিবদ্ ভাগবতধর্ম্মজনিতায়া ভক্তেরপি ফলান্তর-সাধনত্বম্ অভবিষ্যৎ, তদা পরং পুরুষার্থং প্রাপ্য নির্বৃতাস্তুষ্ণীং ভবন্তীতি কৃতার্থতা নাবক্ষ্যৎ, অপিতু তদনন্তরম্ অনুষ্ঠেয়ান্তরমপেক্ষেত, ন চ নির্দ্দিশতি। তস্মাৎ সাধন-ফলভেদেন ভক্তিদ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ সাধনত্ববচনানাং ফলত্ববচনানাঞ্চ বিষয়বিভাগেন সর্ব্বত্রাবিরোধঃ সিদ্ধঃ, "অঘং ধুনন্তি কাৎর্স্নেন" ইত্যাদিফল-সাধনয়োঃ সমানফলরূপায়া অপি ভক্তের্দৃষ্টাদৃষ্টরূপতায়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ১৬

এবঞ্চ,— "ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধ-দত্তয়োঃ।

থাকেন, এই মধ্যবর্ত্তী বাক্যে "পরম্ এত্য নির্বৃতাঃ" কথায় সাধকের কৃতার্থতাই বর্ণিত হইয়াছে। ১৫।

অধ্যয়নের ফলস্বরূপ অক্ষরগ্রহণ (অক্ষরশিক্ষা) যেমন অক্ষরার্থবোধ ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে, তেমনি ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনজাত ভক্তিও যদি অপর কোনও ফলের সাধনা করিত, অর্থাৎ ঐ ভক্তি যদি নিজে ফলস্বরূপ না হইয়া অপর কোনপ্রকার ফল জন্মাইত, তাহা হইলে, ভাগবতকর্ত্তা এখানে ভক্তকে 'পরম পুরুষার্থ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া নিঃশব্দ হন' এইরূপে কৃতার্থতার কথা নিশ্চয়ই বলিতেন না; (কারণ, ভক্তিজাত ভক্তিদ্বারাও অপর কিছু প্রাপ্য থাকিলে, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃতার্থতা হইতেই পারে না), পরন্তু ঐ ভক্তিলাভের পরে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিতেন, অথচ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। অতএব সাধন ও ফলরূপে যখন পৃথক্ দ্বিবিধ ভক্তি সিদ্ধ হইতেছে, তখন শাস্ত্রে যে, ভক্তিকে কোথাও সাধন কোথাও বা ফল বলা হইয়াছে, সে সকল স্থলেও বিষয়ভেদে অবিরোধ স্থাপন করিতে হইবে এবং '[ভক্তিই] সম্পূর্ণরূপে পাপ অপনোদন করে' ইত্যাদি বাক্যোক্ত ফল-সাধনভাবের সমাধানও পূর্ব্বানুরূপ বুঝিতে হইবে; কেন না, ফলরূপা ভক্তিও যে, দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে দুইপ্রকার, তাহা পরে কথিত হইবে (১)। ১৬।

এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই—'উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে গুণকীর্ত্তন, ইহাই জীবের তপস্যা, অধ্যয়ন, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ এবং জ্ঞান ও দানের অবিকল প্রয়োজন (ফল)

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভক্তি দুইপ্রকার—এক সাধন, অপর ফল। ফলরূপা ভক্তির আর ফলান্তর নাই, উহাই চরম ফল। এখন প্রশ্ন এই যে, শাস্ত্রে যে, সাধারণ ভাবে কখনও ভক্তিকে সাধন কখনও বা ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গতি বা সমাধান কিরূপ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—বিষয়-বিভাগ অনুসারে উভয়ই হইতে পারে, অর্থাৎ একই ভক্তি কোন একটী বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া সাধন হইতে পারে, আবার অপর একটীকে অপেক্ষা করিয়া ফলরূপও হইতে পারে; সুতরাং ফলরূপ ভক্তিও পাপাপনোদনের সাধন হইতে পারে, কারণ, ভক্তির যে, পাপনাশকতা, ইহা দৃষ্ট ফল, এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনরূপ অদৃষ্টফল নাই।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো-
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥" [ভাঃ ১। ৫ ২২]

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥" [ভাঃ ১০। ১। ৪]

ইত্যাদৌ সাধনবচনং ফলপরতয়া যোজনীয়ম্, "গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্" ইতিবৎ। অত্র হি গোপ্রভবৈঃ ক্ষীরৈঃ মৎসরং সোমং মিশ্রয়েদিত্যর্থঃ স্থিতঃ পূর্ব্বতন্ত্রে, উত্তরতন্ত্রে চ "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যত্র অব্যক্তশব্দঃ তৎপ্রভব-শরীরমাচষ্টে ইতি স্থিতম্ আনুমানিকাধিকরণে—"সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ" (১।৪।২) ইত্যত্র। এবমত্রাপি গুণানুবাদশব্দৌ তজ্জন্যপ্রীতিপরতয়া ব্যাখ্যেয়ৌ, অন্যথা পরমপুরুষার্থত্বাযোগাৎ। ১৭

নন্বু তর্হি নামান্তরেণ ব্রহ্মবিদ্যৈব ভগবদ্ভক্তিরিত্যুক্তম্। ন, তথাহি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন ॥" [বৃহদাঃ ৪।৪।২২।]

ইত্যাদিশ্রুত্যা সর্ব্বসুকৃতসাধ্যত্বেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিতা, সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে চ তথৈব নির্ণীতা।

বলিয়া তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

'নিস্পৃহ মুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বদা যাহা গান করিয়া থাকেন, যাহা ভব-রোগের মহৌষধ, এবং যাহা শ্রোত্র ও মনের প্রীতিকর, উত্তমশ্লোকের সেই গুণকথা হইতে একমাত্র পশুঘ্নব্যতীত আর কোন ব্যক্তি বিরত হয়?' ইত্যাদি শ্লোকে যে, ভক্তিকে প্রীতি-সাধন বলা হইয়াছে, তাহাও, যেমন 'গাভীর সহিত সোমরস মিশ্রিত করিবে' বলা হইয়া থাকে, তেমনি ফলাভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় ঐ কথার অর্থ এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, "গোভিঃ" অর্থ—গোপ্রভব অর্থাৎ গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ, তাহার সহিত মৎসর—সোমরস মিশ্রিত করিবে। [এখানে গোপদটী গোর দুগ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে]। উত্তরমীমাংসায়ও (বেদান্তদর্শনেও) 'আনুমানিকাধিকরণ' নামক প্রকরণে "সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ" এই সূত্রে "মহতঃ পরমব্যক্তম্" এই শ্রুতিকথিত 'অব্যক্ত' শব্দে অব্যক্তপ্রভব অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত সূক্ষ্মশরীর অর্থ গৃহীত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ 'গুণানুবর্ণন' ও 'গুণানুবাদ' শব্দ দুইটীও তজ্জনিত প্রীতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, নচেৎ কেবল যথাশ্রুত অর্থমাত্র গ্রহণ করিলে উহা পরম পুরুষার্থরূপে গণ্য হইতে পারে না। ১৭।

ভাল, যদি বল,—তাহা হইলেত প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যাকেই ভগবদ্ভক্তি বলা হইল, কেবল নামে মাত্র ভেদ রহিল। দেখ, 'ব্রাহ্মণগণ, বেদপাঠ, বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগত্যাগ দ্বারা সেই এই পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন (জানিবেন)' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যাই

ইহাপি পূর্ব্বোদাহৃতবচনৈঃ সর্ব্বসুকৃতসাধ্যত্বেন লক্ষণেন ভগবদ্ভক্তের্ব্রহ্মবিদ্যারূপতায়াঃ প্রতিপাদনাৎ, তস্যাশ্চ নিরতিশয়পুরুষার্থস্য চতুর্লক্ষণ-মীমাংসয়া অপ্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তিনিবারণেন ব্যবস্থাপিতত্বাদ্ ব্যর্থোঽয়ং বিচারারম্ভ ইতি চেৎ ; ন, স্বরূপ-সাধন-ফলাধিকারিবৈলক্ষণ্যাদ্ ভক্তি-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ। ১৮

দ্রবীভাবপূর্ব্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপা ভক্তিঃ, দ্রবীভাবানুপেতাদ্বিতীয়াত্মমাত্রগোচরা নির্ব্বিকল্পকমনসো বৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবদ্গুণগরিমগ্রন্থনরূপগ্রন্থশ্রবণং ভক্তিসাধনম্, তত্ত্বমস্যাদি-বেদান্তমহাবাক্যং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনম্। ভগবদ্বিষয়কপ্রেমপ্রকর্ষো ভক্তিফলম্, সর্ব্বানর্থমূলাজ্ঞাননিবৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যাফলম্। প্রাণিমাত্রস্য ভক্তাবধিকারঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়াস্তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য পরমহংস-

সর্ব্বসুকৃতসাধ্য বা সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। [বেদান্তদর্শনে] 'সর্ব্বাপেক্ষা' নামক অধিকরণেও সেইরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে (১), এবং এখানেও, পূর্ব্বে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকল বচনেও ভগবদ্ভক্তিকে সর্ব্বসুকৃতসাধ্য বলা হইয়াছে ; সুতরাং উহার ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপতাই প্রমাণিত হইতেছে ; অতএব, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যখন অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক পূর্ব্বমীমাংসা দ্বারাই বিরোধাদি-নিবারণপূর্ব্বক উত্তমরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন পুনরায় এইরূপ বিচারগ্রন্থের অবতারণাত সম্পূর্ণই ব্যর্থ। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে স্বরূপগত, সাধনগত, ফলগত ও অধিকারিগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। ১৮।

[সেই বৈলক্ষণ্য এই প্রকার—] দ্রবীভূত মনের যে, ভগবদাকারে সবিকল্পক বৃত্তি, তাহার নাম ভক্তি, আর দ্রবীভাবরহিত মনের যে, কেবলই অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক বৃত্তি, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা (২)। তাহার পর, ভগবদ্গুণগৌরব-বর্ণনাত্মক গ্রন্থশ্রাবণ হইতেছে ভক্তির সাধন, আর "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বা উপায়। ভক্তির ফল হইতেছে ভগবদ্বিষয়ে প্রেমের উৎকর্ষ, আর ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূলীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি। ভগবদ্ভক্তিতে প্রাণিমাত্রেরই অধিকার, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায়

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে একটী সূত্র আছে—"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ। ২৬।" ইহার অর্থ এই যে, প্রথমে প্রশ্ন হইল ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যজ্ঞাদি কার্য্যের অপেক্ষা আছে কি না ? উত্তর হইল, "সর্ব্বাপেক্ষা চ"—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানেরও বিধান আছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যায় যজ্ঞাদি কার্য্যেরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা আছে। বিশেষ এই যে, যেখানে যেরূপ কার্য্যের আবশ্যক, সেখানে কেবল সেইটাকেই লইতে হইবে, সমস্তটা নহে, যেমন শকট-চালনেই অশ্বের অপেক্ষা হয়, হল চালনে হয় না, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যায় জন্যও তদুপযোগী কার্য্যগুলিই কেবল অপেক্ষিত হয়, সমস্ত কার্য্য নহে।

(২) তাৎপর্য্য—ভগবানের মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া লোকের মন প্রথমে ভগবদ্ভাবে দ্রবীভূত হয়—যেন গলিয়া যায় ; পরে সেই মন ভগবদাকারে আকারিত হয়। এই যে ভগবদাকারে মনের বৃত্তি, ইহাই ভক্তি। এইরূপ মনোবৃত্তিতে ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয়াদিবিষয়ক ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং ভক্তিকে সবিকল্পক মনোবৃত্তি বলিতে হইবে ; ব্রহ্মবিদ্যায় কিন্তু কোন প্রকার ভেদবুদ্ধিই থাকে না ; সুতরাং উহাকে নির্ব্বিকল্পক বৃত্তি বলিতে হয়। ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে এইপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াই উভয়ের পার্থক্য বলা হইয়াছে।

পরিব্রাজকস্যাধিকারঃ। সর্বযজ্ঞদানাদিসুকৃতসাধ্যত্বং সমানং ভক্তি-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ—স্বর্গবিবিদিষয়োরিব। যথা—"স্বর্গকামো দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইতি স্থিত এব স্বর্গসাধনত্বে "সর্বকামেভ্যঃ দর্শপৌর্ণমাসৌ" ইতি বাক্যেন ফলান্তর-সাধনত্বমপি বোধ্যতে, তথা "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদিনা স্থিত এব ফলসাধনত্বে সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন বিবিদিষা-সাধনত্বমপি বোধ্যতে, এবং ভক্তি-ব্রহ্মবিদ্যয়োরপি স্বর্গব্রহ্মবিদ্যয়োরিব ফল-সাধনভাবাভাবশ্চ তুল্যসাধনসাধ্যত্বঞ্চ ভবিষ্যতি, সামগ্র্যেক্যে হি কার্য্যৈক্যং, নতু কারণমাত্রৈক্যেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। ১৯

চতুর্বিধ সাধনসম্পন্ন (১) কেবল পরমহংস পরিব্রাজকেরই অধিকার। ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা, উভয়ের পক্ষেই যজ্ঞদানাদি সুকৃতসাধ্যত্ব সমান—যেমন স্বর্গ ও বিবিদিষার সম্বন্ধে, অর্থাৎ যেমন 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ দর্শপৌর্ণমাসনামক যাগ করিবে' এই শ্রুতিতে দর্শপৌর্ণমাস যাগের স্বর্গফলসাধনত্ব স্থির থাকা সত্ত্বেও পুনরায় 'সর্ববিধ ফলের জন্য 'দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে' এই বাক্যে আবার সেই 'দর্শপৌর্ণমাস' যাগেরই অন্যফলের ফলসাধনতাও ঘোষিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ "তমেতং বেদানুবচনেন" এই বাক্যে বেদানুবচনের ঐরূপ ফলসাধনতা স্থিরতর থাকা সত্ত্বেও 'সংযোগ-পৃথক্ত্ব' নিয়মানুসারে উহার বিবিদিষাসাধনত্বও বোধিত হইতেছে (২)। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গ ও ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধেও ফলসাধনভাবের অভাব ও একই সাধনসাধ্যত্ব হইতে পারে। কার্য্যানুকূল সমস্ত কারণ একত্র থাকিলেই একরকম কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল একটীমাত্র কারণ বিদ্যমান থাকিলেই যে, একরূপ কার্য্য হইবে, তাহা নহে; কারণ, সেরূপ হইলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা হয় (৩)। ১৯

(১) বেদান্তের চতুর্ব্বিধ সাধন এই—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধন ও মুমুক্ষুত্ব। তন্মধ্যে প্রথমে কোনটী নিত্য, আর কোনটী অনিত্য, ইহা উত্তমরূপে জানা। দ্বিতীয় ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিতৃষ্ণা। তৃতীয় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা বা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। চতুর্থ মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছা। এই চারিটীকে সাধনচতুষ্টয় বলে।

(২) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বমীমাংসায় একটী নিয়ম আছে, তাহার নাম—'সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়'। সংযোগ অর্থ সম্বন্ধ, 'পৃথক্ত্ব' অর্থ ভেদ, 'ন্যায়' অর্থ নিয়ম। ইহার মিলিত অর্থ এই যে, একই বস্তু বা ক্রিয়া সম্বন্ধ-ভেদে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন, একই 'দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ' স্বর্গফলের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গফল জন্মায়, আবার সর্ব্বফলের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে সর্ব্বফলও জন্মায়, তেমনি বেদানুবচন যজ্ঞাদি ক্রিয়াও কর্ত্তার অভিপ্রেত স্বর্গাদি ফল জন্মায়, আবার জ্ঞানার্থীর পক্ষে বিবিদিষা বা জ্ঞানফলও জন্মায়, এইরূপ ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে কেহই কাহারো ফল বা সাধন নহে, অথচ একইপ্রকার সাধন বা উপায় হইতেই উহারা উভয়ে নিষ্পন্ন হয়।

(৩) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই কতগুলি কারণ থাকা আবশ্যক হয়, সেই কারণসমষ্টিকে 'সামগ্রী' বলে। তন্মধ্যে একটী হয় প্রধান, অপরগুলি হয় সহকারী। কেবল প্রধান কারণটী থাকিলেই কার্য্য হয় না, সহকারী কারণগুলিও থাকা আবশ্যক হয়, নচেৎ কার্য্য-কারণভাবের ব্যভিচার ঘটে, অর্থাৎ এরূপ না হইলে, যে কোন কারণ হইতেই সর্ব্বদা কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে।

ননু ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্তত্বে ভক্তেঃ স্বর্গাদিবৎ নিরতিশয়পুরুষার্থত্বং ন স্যাৎ—ইতি চেৎ ; ন, স্বর্গাদের্নিয়ত-দেশকালশরীরেন্দ্রিয়াদি-ভোগ্যত্বেন সর্বত্রোপভোক্তুমশক্যত্বাৎ ক্ষয়িষ্ণু-পারতন্ত্র্যলক্ষণ-দুঃখদ্বয়ানুবিদ্ধত্বেন নিরতিশয়ত্বাভাবেঽপি, ভক্তিসুখধারায়াঃ সর্বদেশকালশরীরেন্দ্রিয়াদি-সাধারণ্যেন ব্রহ্মবিদ্যাফলবদুপ-ভোক্তুং শক্যত্বাৎ ক্ষয়িষ্ণু-পারতন্ত্র্য-লক্ষণদ্বয়ানুবেধাভাবেন (ক) নিরতিশয়ত্বোপপত্তেঃ । ২০

তদুক্তম্—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥" [ভাঃ ১।৫।১৭]

"ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ ! সংসৃতিম্ ।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো যতঃ ॥" [১।৫।১৯]

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভক্তি যদি ব্রহ্মবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই হয়, তাহা হইলে স্বর্গাদি ফলের ন্যায় উহাও নিরতিশয় বা সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থরূপে গণ্য হইতে পারে না ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, স্বর্গাদি ফল নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্দিষ্ট দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করিতে হয় ; সুতরাং সর্বত্র উহা ভোগ করিতে পারা যায় না, এবং স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল ও পরায়ত্ত অর্থাৎ অন্যের অধীন হইয়া ভোগ করিতে হয় ; এইজন্য উহা উক্ত দ্বিবিধ দুঃখে অনুবিদ্ধ ; এই কারণে স্বর্গাদিসুখ-ফল নিরতিশয় না হইলেও, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাফল আনন্দের ন্যায় ভক্তি-সুখপ্রবাহ সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে ও সামান্যতঃ সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারাই উপভোগ করিতে পারাযায়, এবং যেহেতু ক্ষয় ও পরায়ত্তভাবরূপ দোষদ্বয় না থাকায় উহার নিরতিশয়ত্বও (সর্বোৎকৃষ্টত্বও) উপপন্ন হয়, [সেই হেতু উক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না ।] ২০ ।

সেকথা ভাগবতেও উক্ত আছে—

'কোন ভক্ত যদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মমাত্র ভজনা করিতে করিতে অসিদ্ধ অবস্থায় সাধনভ্রষ্ট হয়, তাহাতেও ইহার যে-কোন জন্মে অমঙ্গল হয় কি ? না, কখনই হয় না ; কারণ, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেইবা তাহার কোন অভীষ্ট ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে ?'

'মুকুন্দসেবাপরায়ণ ব্যক্তি কখনও কোন প্রকারেও সাধারণ লোকের ন্যায় সংসারগতি লাভ করে না ; তিনি মুকুন্দচরণের স্পর্শসুখ স্মরণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ; কারণ, তিনি সেবারসগ্রহণে পটু ।'

(ক) দ্বয়ানুরোধাভাবেন ইতি কপুস্তক পাঠঃ ।

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্—
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥" [ভাঃ ৬।১।১৯]

ইত্যাদি। অত এবাপত্তাবপি দুঃখাসংস্পর্শিত্বপ্রতিপাদনায় "অস্পৃষ্টদুঃখম্" ইতি বিশেষণমুপাত্তম্। অতএবচ ন পরিণতিবিরসেন স্বর্গাদিনা সাম্যম্, এতেন লৌকিকরসবৈলক্ষণ্যমপি ব্যাখ্যাতম্। তত্রাপি শাস্ত্রাবিহিতত্বেন পাপক্ষয়াহেতুত্বেনাপত্তৌ দুঃখসংস্পর্শিত্বাৎ, ভক্তেস্ত দৃষ্টাদৃষ্টফলতয়া মহান্ বিশেষো বক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

নন্বেবং সতি ভক্তিসুখাদ্বৈরাগ্যাসম্ভবেন মুমুক্ষুত্বাসম্ভবাৎ তদধিকারিক-চতুর্লক্ষণমীমাংসারম্ভো ন স্যাৎ, ইতি চেৎ; সত্যম্, ভক্তিসুখাসক্তান্ প্রতি তস্যা অনারম্ভাৎ, ভজনীয়-স্বরূপনির্ণয়ার্থং ভক্তানামপি তদ্বিচারস্যাবশ্যকত্বাচ্চ, ভক্তিসুখাদ্ বৈরাগ্যং ন স্যাদিতি তু ইষ্টমেব, নাপাদিতম্,

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" [ভাঃ ১।৭।১০]

ইত্যাদিনা জীবন্মুক্তানামপি ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদনাৎ। তস্যাদস্য গ্রন্থস্য নামকথনদ্বারা প্রয়োজন-মুদ্দিশতি—

'এজগতে যাহারা শ্রীকৃষ্ণগুণানুরক্ত মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একবারও সন্নিবেশিত করিতেপারিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত তাহারা স্বপ্নেও যমকে কিংবা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না' ইত্যাদি।

এই কারণেই মূলশ্লোকেও "অস্পৃষ্টদুঃখম্" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণ দ্বারা ভক্তিরসে সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহার সঙ্গে পরিণতি-বিরস (১) স্বর্গাদিসুখের তুলনা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গারাদি রসের সহিত ভক্তিরসের যে, যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল। কারণ, ব্যবহারিক ঐ সকল রস শাস্ত্রবিহিত নয়, সুতরাং উহা লোকের পাপক্ষয়করও নহে, অধিকন্তু ঐ সকল রস দুঃখসংস্পার্শশূন্যও নহে, কিন্তু ভক্তিরস সেরূপ নহে; ভক্তির ফল ঐহিকও বটে (পরমানন্দলাভ), এবং পারলৌকিকও বটে (পাপক্ষয়, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দভোগ), এই সকল কারণে ভক্তির বিশেষত্ব পরে বলা হইবে ॥ ১ ॥

(১) তাৎপর্য্য—যজ্ঞাদিক্রিয়ালভ্য স্বর্গাদিও সুখময় সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখাসংস্পৃষ্ট নহে, অন্ততঃ পুণ্যক্ষয়ে যখন স্বর্গভোগ শেষ হইয়া যায়, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়, সেই পরিণামদশায়ও দুঃখ হয়; সুতরাং স্বর্গাদিসুখ তৎকালে রমণীয় হইলেও পরিণামে বিরস (দুঃখকর), ভক্তিতে কিন্তু সে রকম দুঃখের সম্ভাবনাই নাই, এই জন্যই উহা স্বর্গাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। লোকপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গারাদি রসও দুঃখমিশ্রিত এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ, কিন্তু ভক্তিরস কোন কালেই সেরূপ নহে, এই জন্যই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য আছে।

সংসাররাগেণ বলীয়সা চিরম্,
নিপীড়িতৈস্তৎপ্রশমেঽতিশিক্ষিতম্।
ইদং ভবদ্ভির্বহুধা ব্যয়াতিগম্,
নিপীয়তাং ভক্তিরসায়নং বুধাঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। হে বুধাঃ (হিতাহিতবোধচতুরাঃ), বলীয়সা (অতিশয়বলবতা) সংসার-রাগেণ (বিষয়ানুরাগেণ) চিরং (জন্মপরম্পরাক্রমেণ দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) নিপীড়িতৈঃ (ভবদ্ভিঃ) তৎপ্রশমনে (তৎপীড়ানিরাকরণে) অতিশিক্ষিতং (অত্যন্তদক্ষং) ব্যয়াতিগং (অব্যয়ং—অক্ষয়ং) ইদং (প্রস্তূয়মানং) ভক্তি-রসায়নং (ভক্তিরূপং রসায়নং) নিপীয়তাং (নিঃশেষেণ সেব্যতাং), [গ্রন্থপক্ষে তু ভক্তিরসস্ত অয়নং প্রতিপাদকতয়া আশ্রয়ভূতং ইদং পুস্তকং সাদরং শ্রূয়তামিত্যর্থ উহ্যঃ]॥ ২॥

মূলানুবাদ। হে হিতাহিতবুদ্ধিপরায়ণ পণ্ডিতগণ, অত্যন্ত প্রবল সংসারানুরাগে দীর্ঘকাল নিপীড়িত আপনারা ঐ পীড়াপ্রশমনে অতিশয় দক্ষ এই অব্যয় ভক্তিরসায়ন (ভক্তিরূপ 'রসায়ন') নানাপ্রকারে পান করুন। (গ্রন্থপক্ষে 'ভক্তিরসায়ন' নামক এই গ্রন্থ বহু প্রকারে পুনঃ পুনঃ সাদরে শ্রবণ করুন (১)॥ ২॥

টীকা। স্পষ্টম্॥ ২॥

টীকানুবাদ। ভাল, সত্য হয়, তাহা হইলে ভক্তি-সুখে কোন লোকেরই বৈরাগ্য লাভ সম্ভবপর হয় না, অথচ গ্য না হইলে মুক্তিলাভেরও ইচ্ছা (মুমুক্ষুত্ব) হইতে পারে না; সুতরাং মুমুক্ষুর ধ্যায়ী মীমাংসাশাস্ত্রের (বেদান্তদর্শনের) রচনাকরাও আর আবশ্যক হইতে পারে হাঁ একথা খুবই সত্য; কারণ, যাহারা ভক্তিরসে অনুরাগী, তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই ঐ শাস্ত্র হয় নাই; পক্ষান্তরে, ভজনীয় (আরাধ্য) ভগবানের স্বরূপনিরূপণের জন্য (নিশ্চিতরূপে নিবার নিমিত্ত) ভক্তগণের পক্ষেও ঐরূপ বিচারশাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক হইতে পারে। তাহার পর, ভক্তিসুখে যে, কাহারো বৈরাগ্য হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা আপত্তিই নহে; কারণ, উহা আমাদের স্বীকৃত বিষয়। কেন না, 'ভগবান্ শ্রীহরির এমনই মহিমা, যে, অহঙ্কারাদিরহিত আত্মারাম মুনিগণও নিষ্কাম ভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি গ্রন্থে জীবন্মুক্তগণেরও ভগবদ্ভক্তির কথা বর্ণিত আছে। অতএব এইজাতীয় বিচারগ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে; সেইজন্য এখন গ্রন্থের নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রয়োজন বলিতেছেন—"সংসাররাগেণ" ইত্যাদি। শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক॥ ২॥

(১) তাৎপর্য্য—বুদ্ধিমান্ লোক যেমন দীর্ঘকাল রোগযাতনায় কাতর হইয়া রোগনিবারণক্ষম সারবান্ রসায়ন (ঔষধ) পান করে, তেমনি সংসারাসক্তিক্লিষ্ট বুদ্ধিমান্ লোকেরা সংসারতাপযাপণক্ষম এই ভক্তিরসায়ন-নামক গ্রন্থ আদরপূর্ব্বক বারংবার শ্রবণ করুন।

ভগবদ্ভক্তে রসরূপতয়া পুমর্থতাং বক্তুং প্রথমং সামান্যলক্ষণম্ আচষ্টে—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং ভগবদ্ভক্তেঃ পরমপুরুষার্থতয়া তৎ-সামান্যলক্ষণং বক্তুমুপক্রমতে—দ্রুতস্যেতি]। ভগবদ্ধর্ম্মাৎ (ভবদ্গুণমহিমাদিশ্রবণাৎ) দ্রুতস্য (সম্বোদ্রেকাৎ দ্রবীভূতস্য) মনসঃ সর্ব্বেশে (পরমেশ্বরে) ধারাবাহিকতাং গতা (প্রত্যয়ান্তরপরিহারেণ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নপ্রবৃত্তা) বৃত্তিঃ (মনোবৃত্তিঃ) ভক্তিরিতি অভিধীয়তে (কথ্যতে, বিদ্বদ্ভিরিতি শেষঃ)। [ভগবদ্গুণনামাদি-শ্রবণবশাৎ দ্রবীভূতস্য চেতসঃ পরমেশ্বরে যা প্রত্যয়ান্তরানন্তরিতা সমানাকারা বৃত্তিঃ, সা ভক্তিরিতি ভাবঃ] ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। ভগবানের গুণনামাদিশ্রবণবশতঃ দ্রবীভূত মনের যে, সর্ব্বেশ্বরে (পরমেশ্বরে) ধারাবাহিকরূপে (নিরন্তর) উদ্গত একাকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ, তাহা 'ভক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

টীকা। ভগবদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবদ্গুণশ্রবণম্, নতু ধর্ম্মবুদ্ধ্যা তদনুষ্ঠানপর্য্যন্তং বিবক্ষিতম্—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (ভাঃ ৭।১।৩১) ইত্যত্রাপি "কেনাপ্যুপায়েন" ইতি ধর্ম্ম-বুদ্ধ্যানুষ্ঠিতেনাযত্নসিদ্ধেন বা ভগবদ্গুণশ্রবণেনেত্যর্থঃ। তেন শিশুপালাদৌ নাব্যাপ্তিঃ। ভগবদ্-গুণশ্রবণেন বক্ষ্যমাণকামক্রোধাদ্যুদ্দীপনদ্বারা দ্রবাবস্থাং প্রাপ্তস্য চিত্তস্য ধারাবাহিকী যা সর্ব্বেশবিষয়া বৃত্তিঃ—ভগবদাকারতেত্যর্থঃ, তদাকারতৈব হি সর্ব্বত্র বৃত্তিশব্দার্থোঽস্মাকং দর্শনে, অতঃ সা ভক্তিরিত্যভিধীয়তে শাস্ত্রবিদ্ভিঃ। তথাচ শাস্ত্রম্—

টীকানুবাদ। রসই ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক রূপ ; উহা রসস্বরূপ বলিয়াই পুরুষের প্রার্থনীয় (বাঞ্ছনীয়) হয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ বলিতে-ছেন—["দ্রুতস্য" ইত্যাদি]।

এখানে 'ভগবদ্ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—কেবল ভগবানের গুণাবলিশ্রবণমাত্র, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিতে সে সকলের আচরণ করা পর্য্যন্ত উহার অর্থ নহে ; কারণ, সেরূপ অর্থ বক্তার অভিপ্রেত নহে। 'সেই হেতু যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে' এই শ্লোকেও "কেনাপি উপায়েন" কথার অর্থ—ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই অনুষ্ঠিত হউক, কিংবা অপ্রযত্নসিদ্ধই হউক, যে কোন রূপে ভগবানের গুণাবলি শ্রবণমাত্র ; সুতরাং শিশুপালপ্রভৃতিতেও উক্ত নিয়মের অন্যথা হইতেছে না (১)। ভগবদ্গুণাবলি শ্রবণ করিলে চিত্তে কাম-ক্রোধাদি ভাবেরও উদ্দীপনা হয় ; সেই

---

(১) তাৎপর্য্য—ভগবানের গুণাবলি শ্রবণ দুই প্রকারে হইতে পারে। এক, ভগবদ্গুণ শ্রবণে পুণ্য হয়, সেইজন্য যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করা ; অপর, পুণ্যবুদ্ধি আদৌ নাই, শ্রবণের জন্য যত্নও নাই, ঘটনাক্রমে শ্রবণ করা। টীকাকার বলিতেছেন যে, এখানে 'ভগবদ্ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল ভগবদ্গুণ শ্রবণ মাত্র, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধিতে যত্নপূর্ব্বকই হউক, আর

"মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।" (ভাঃ ৩।২৯।১১।১২)

টীকা। অত্রাবিচ্ছিন্নেতি ধারাবাহিকতা দর্শিতা, "যথা গঙ্গাম্ভসঃ" ইতি দৃষ্টান্তেন চ দার্ষ্টান্তিকেঽপি মনসি দ্রবাবস্থা, "ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে মনোবৃত্তিঃ" ইতি সর্ব্বেশাকারতা। তেনাদ্রবাবস্থায়াং ধারাবাহিক্যপি বৃত্তির্দ্রবাবস্থায়ামাশুবিনাশিনী, সা দ্রবত্বধারাবাহিকত্বপ্রযুক্তাপ্যসর্ব্বেশবিষয়া ন ভক্তিরিত্যুক্তম্॥ ৩॥

তদেব স্পষ্টয়িতুং চিত্তচেষ্টিতমাচষ্টে—

চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [চিত্তস্য দ্রবীভাবং সমর্থয়িতুং তৎস্বভাবমাহ—চিত্তেতি]। চিত্তদ্রব্যং হি (নিশ্চয়ে) জতুবৎ (লাক্ষাবৎ) স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকং (কাঠিন্যস্বভাবং)। [তচ্চ] তাপকৈঃ (সন্তাপপ্রদৈঃ দুঃখপ্রদৈরিতি যাবৎ) বিষয়ৈঃ (ভোগ্যৈঃ শব্দাদিভিঃ সহ) সংযোগে (সম্বন্ধে সতি) দ্রবত্বং (শিথিলত্বং তত্তদ্বিষয়াকারগ্রহণযোগ্যতাং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥ ৪॥

উদ্দীপনার ফলে চিত্তে দ্রবীভাবও উপস্থিত হয়—তখন চিত্ত যেন গলিয়া যায়। সেই দ্রবীভূত চিত্তের যে, সর্ব্বেশবিষয়ে (ভগবদ্বিষয়ে) ধারাবাহিকরূপে—অবিচ্ছিন্নভাবে বৃত্তি অর্থাৎ ভগবদাকারে পরিণতি, তাহাকেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'ভক্তি' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কারণ, আমাদের দর্শনে সর্ব্বত্রই 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ—তদাকারতা অর্থাৎ যে বস্তু অবলম্বনে বৃত্তি হয়, চিত্তের তদাকারতাপ্রাপ্তি। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশ এই—'গঙ্গার জলপ্রবাহের যেমন সমুদ্রাভিমুখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে গতি, তেমনি আমার গুণশ্রবণে যে, সর্ব্বজনের হৃদয়স্থিত আমার প্রতি মনের অবিচ্ছিন্নভাবে গতি (বৃত্তিধারা), তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বা যথার্থ স্বরূপ।

উক্ত শ্লোকে 'অবিচ্ছিন্ন' শব্দে বৃত্তির ধারাবাহিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে; আর "যথা গঙ্গাম্ভসঃ" (যেমন গঙ্গাজলের) এই দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার দার্ষ্টান্তিক বা উদাহরণস্বরূপ মনেতেও দ্রবাবস্থা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; এবং "ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে মনোবৃত্তিঃ" এই কথা দ্বারা পরমেশ্বরাকারে মনের পরিণতি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইল যে, চিত্তের অদ্রবাবস্থায় ধারাবাহিক বৃত্তি উপস্থিত হইলেও, দ্রবাবস্থার আবির্ভাবমাত্রে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সেই বৃত্তি ধারাবাহিকরূপে উৎপন্ন হইলেও, যখন পরমেশ্বর র বিষয় নহে, তখন উহা 'ভক্তি' পদবাচ্যই নহে॥ ৩॥

র্শবুদ্ধির অভাবে আকস্মিক ভাবেই হউক, যে কোন প্রকারে শ্রবণ হইলেই হইল। এই জন্যই কংস ও শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুবুদ্ধিতে ভগবদ্‌গুণাবলি শ্রবণ না করিয়াও কেবল শ্রবণের মহিমায় উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

মূলানুবাদ। [এখন চিত্তের দ্রবীভাবানুকূল স্বভাব প্রদর্শন করিতেছেন—চিত্ত ইত্যাদি।] চিত্ত একটী দ্রব্যপদার্থ। উহা জতু বা লাক্ষার ন্যায় স্বভাবতই কঠিন; শব্দাদি ভোগ্য বিষয়গুলি তাহার স্বভাবতই তাপক বা দুঃখপ্রদ। সেই সকল তাপকর শব্দাদি বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে স্বভাব-কঠিন চিত্ত বস্তুটী দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়—যেন গলিয়া যায়॥ ৪ ॥

টীকা। জতুনো হি দহনাত্মক-তাপকযোগমন্তরেণ কাঠিন্যশান্তির্ন ভবতি; সৌরালোকাদিযোগে তু শিথিলীভাবমাত্রম্, ন দ্রুতিরিতি সর্ব্বসিদ্ধম্, এবং চিত্তস্যাপি বক্ষ্যমাণকামাদি-বিষয়াত্মক-তাপক-সংযোগং বিনা ন দ্রবীভাবঃ, বিষয়মাত্রসংযোগ-পাটবে তু শিথিলীভাবমাত্রম্, ইতি তাপকপদোপাদানেন সূচিতম্॥ ৪॥

তানেব তাপকানাহ—

কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্ত-জতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং চিত্ততাপকান্ নির্দ্দিশতি "কামেতি"।] (কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং স্নেহঃ হর্ষঃ শোকঃ দয়াচ আদির্যেষাং, তে তথা), [অত্র আদিপদেন লোভমাৎসর্য্যাদীনাং সংগ্রহঃ]। তে চ ভাবাঃ চিত্ত-জতুনঃ (চিত্তরূপস্য জতুনঃ লাক্ষায়াঃ) তাপকাঃ (তাপপ্রদাঃ গলনহেতবঃ—তাপকৈঃ কামাদিভিঃ সংযোগে হি চিত্তং জতুবৎ দ্রবীভূতং জায়তে ইতি ভাবঃ)। তচ্ছান্তৌ (তেষাং কামাদীনামুপশমে সতি) তু (পুনঃ) তৎ (চিত্ত-জতু) কঠিনম্ (স্বাভাবিকীমবস্থাং প্রাপ্তং) [ভবতীতি শেষঃ]॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। [এখন চিত্তের তাপকসমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন—] কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক ও দয়া প্রভৃতি ভাবগুলি প্রবলভাবে উদ্গত হইলে চিত্তরূপ জতুর (গালায়)—সন্তাপ জন্মায়, [তখন চিত্ত যেন গলিয়া যায়, এই জন্য উহাদিগকে চিত্তের তাপক বলা হয়।] সেই সকল তাপকর ভাব নিবৃত্ত হইলে চিত্ত-জতু পুনরায় কঠিন হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥

টীকা। এষাং প্রত্যেকং লক্ষণং ভেদাংশ্চ বক্ষ্যতি। যদ্বিষয়ে কামাদীনামুদ্রেকস্তদ্বিষয়ে চিত্তস্য

টীকানুবাদ। উপরি উক্ত অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তের চেষ্টা বা কার্য্যক্রম বলিতেছেন—[চিত্তদ্রব্যম্ ইত্যাদি]।

[দেখিতে পাওয়া যায়,] অগ্নিসন্তাপের সহিত সংযোগ না হইলে জতুর (গালার) কঠিনতা নষ্ট হয় না। সূর্য্য-কিরণাদি-সংস্পর্শে উহার কোমলতা হয় সত্য, কিন্তু দ্রবীভাব হয় না; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চিত্তের অবস্থাও সেই প্রকার—সাধারণভাবে ভোগোপযোগী শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের সংযোগে চিত্তের কোমলতামাত্র জন্মে সত্য, কিন্তু বক্ষ্যমাণ কাম-ক্রোধাদি বিষয়রূপ তাপকের সহিত সম্বন্ধ না হইলে চিত্তের দ্রবীভাব কখনও হয় না। এই অভিপ্রায় সূচনা করিবার জন্যই শ্লোকে 'তাপক' পদ প্রদত্ত হইয়াছে॥ ৪ ॥

দ্রবীভাবঃ, পুনর্বিষয়ান্তর-সঞ্চারাদিনা কামাদি-তিরোভাবে কাঠিন্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দ্রবীভাবপ্রয়োজনমাহ—

দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্তু বস্তুনঃ।
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনাশব্দভাগসৌ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। [তাপক-প্রয়োজনমাহ—"দ্রুতে" ইতি।] বস্তুনঃ (দৃষ্টবস্তুনঃ) তু যঃ স্বাকারঃ (শোভনঃ আকারঃ) [তাপকসংযোগাৎ] দ্রুতে (দ্রবীভূতে) চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ (প্রবিষ্টঃ প্রতিফলিত ইত্যর্থঃ) (ভবতি), অসৌ (স্বাকারঃ) সংস্কার-বসনা-ভাব-ভাবনাশব্দভাক্ (সংস্কারশব্দেন, বাসনাশব্দেন, ভাবশব্দেন, ভাবনাশব্দেন চ ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। দ্রবীভূত চিত্তে যে, দৃষ্টবস্তুর আকার প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই—সংস্কার, বাসনা, ভাব ও ভাবনাশব্দে অভিহিত হয়।

টীকা। নতু বিনশ্যতা জ্ঞানেন জনিতস্তার্কিকাদিপরিকল্পিত আত্মগুণইত্যর্থঃ ॥ ৬

শিথিলীভাবমাত্রস্তু মনো গচ্ছত্যতাপকৈঃ।
ন তত্র বস্তু বিশতি বাসনাত্বেন কিঞ্চন ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [উক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়ন্ ব্যতিরেকমুখেনাহ—শিথিলীত্যাদি।] অতাপকৈঃ (ঈষত্তাপকৈঃ শব্দাদিভির্বিষয়ৈঃ সহ) [সংযোগে সতি] তু (কিন্তু) মনঃ শিথিলীভাবমাত্রং (কেবলং কোমলতামেব গচ্ছতি, নতু দ্রবীভাবম্)। তত্র (শিথিলীভূতে মনসি) কিঞ্চন (কিমপি)

টীকানুবাদ। এখন সেই সকল তাপকেরই নামনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—["কাম ক্রোধ" ইত্যাদি]। শ্লোকোক্ত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক ও দয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ পরে বলা হইবে। যে যে বিষয়ে কামাদি বৃত্তি প্রবল হয়, সেই সেই বিষয়েই চিত্ত দ্রবীভূত হয়, পুনরায় বিষয়ান্তর-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে উক্ত কামাদি বৃত্তিগুলি অভিভূত হইয়া পড়ে, চিত্ত তখন পুনরায় কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বসংস্কার মাত্র থাকে ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ। এখন দ্রবীভাবের প্রয়োজন বলিতেছেন—["দ্রুতে" ইত্যাদি]। উল্লিখিত সংস্কার কিন্তু তার্কিকসম্মত বিনাশশীল জ্ঞানোৎপাদিত আত্মগুণ নহে (১); [ইহা চিত্তের এক প্রকার অবস্থা বা ধর্ম্ম] ॥ ৬ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যখন যে কোন প্রকার জ্ঞান হউক না কেন, সমস্ত জ্ঞানই ক্ষণিক—আশুবিনাশী। চাঁপা ফুল যেমন কিছুক্ষণ কাপড়ে রাখিয়া ফেলিয়া দিলেও কাপড়ে সুবাস রাখিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানও আত্মাতে একপ্রকার গুণ রাখিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। আত্মগত সেই গুণকেই তার্কিকগণ বাসনা ও সংস্কার বলিয়া থাকেন। গ্রন্থকার এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন,—দ্রবীভূত চিত্তে দৃষ্ট বস্তুর যে, আকার প্রতিফলিত হয়, তাহাই সংস্কার ও বাসনাপ্রভৃতি শব্দের অর্থ। উহা চিত্তের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। জ্ঞানের ন্যায় পাপপুণ্য কর্ম্মেরও সংস্কার হয়।

বস্তু বাসনাত্বেন (সংস্কাররূপেণ) ন বিশতি (প্রবিষ্টং ন ভবতি)। [শিথিলতামাত্রং গতে মনসি কস্তচিদ্বস্তুনঃ প্রবেশাসম্ভবেন ন কশ্চিৎ সংস্কারস্তত্রাধীয়ত ইতি ভাবঃ] ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। এখানে 'অতাপকৈঃ' অর্থ অল্পতাপকর,—শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ। অল্পতাপকর সেই সকল বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে মন কেবল শিথিলতামাত্র প্রাপ্ত হয়,—একেবারে গলিয়া যায় না। তাদৃশ মনে কোন বস্তুই এমনভাবে প্রবেশ করে না, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত 'বাসনা' আবির্ভূত হইতে পারে। [সে অবস্থায় যাহা হয়, তাহা বাসনা নহে—বাসনাভাসমাত্র (আপাতদৃষ্টিতে বাসনার মত মনে হয় মাত্র) ॥ ৭ ॥

টীকা। তু ঈষদর্থে,—অতাপকৈরীষত্তাপকৈঃ সৌরালোকাদিস্থানীয়ৈঃ বিষয়ৈর্যোগে সতি মনঃ কিঞ্চিদবয়ববিশরণমাত্রং প্রাপ্নোতি, অতঃ শিথিলীভূতে জতুনীব তাদৃশে মনসি ন কিঞ্চিদ্বস্তু বাসনাত্বেন বিশতি, কিন্তু বাসনাবৈলক্ষণ্যেন তদাভাসত্বেনৈব বিশতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

চিত্তদ্রুতৌ ভবতি বাসনা, শিথিলীভাবে তু বাসনাভাসঃ, তত্র বিনিগমকমাহ—

দ্রবতায়াং প্রবিষ্টং সদ্ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্।
চেতঃ পুনর্দ্রুতৌ সত্যামপি তন্নৈব মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। [চেতসো দ্রবীভাবে সত্যেব বাসনা জায়তে, শিথিলীভাবে তু বাসনাভাসমাত্রং ভবতীত্যত্র নিয়মমাবেদয়ন্নাহ—"দ্রবতায়াম্" ইত্যাদি।] দ্রবতায়াং (চিত্তস্য দ্রবীভাবে সতি) যৎ প্রবিষ্টং সৎ কাঠিন্যদশাং গতং (কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্তস্থায়ি) [ভবতি], পুনঃ দ্রুতৌ (দ্রবতায়াং) সত্যাম্ অপি চেতঃ তৎ (প্রথমপ্রবিষ্টং বস্তু) ন এব মুঞ্চতি (নৈব ত্যজতি)। [প্রথমং দ্রবীভূতে চিত্তে কিঞ্চিৎ বস্তু প্রবিষ্টম্, অনন্তরং তদেব চিত্তং কঠিনতাং গতম্, অথ পুনরপি দ্রবীভাবমাপন্নং চেৎ, তদাপি প্রথমপ্রবিষ্টং বস্তু তৎ চিত্তং নৈব ত্যজতি—বাসনারূপেণ তত্র বর্ত্তত ইতি ভাবঃ] ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। বাসনার বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিতেছেন,—যে বস্তু দ্রবাবস্থাপন্ন চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তের কাঠিন্যাবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে, এবং পুনরায় বিষয়ান্তর-সংযোগে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াও উহা ত্যাগ করে না, অর্থাৎ তাপকসংযোগে দ্রবীভূত চিত্তে প্রথম প্রবেশ করে, পরে চিত্ত যখন দ্রবীভাব ত্যাগ করিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, তখনও থাকে, এবং পুনরায় যখন অপর বিষয়-সংযোগে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখনও যদি চিত্ত সেই প্রথমপ্রবিষ্ট বিষয়াকারটী ত্যাগ না করে, তবেই তাহা 'বাসনা' শব্দবাচ্য হয়, নচেৎ তাহা 'বাসনাভাস' নামে কথিত হয় ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ। ("শিথিলীভাবমাত্রং তু" ইত্যাদি) শ্লোকোক্ত 'তু' শব্দের অর্থ 'ঈষৎ' (অল্প)। সূর্য্যতাপের ন্যায় অতাপক অর্থাৎ অল্প তাপকর বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে, মন সামান্য ভাবে অবয়ববিশ্লেষণরূপ অল্পমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, (কিন্তু দ্রবীভূত হয় না।) অতএব সূর্য্যতাপে শিথিলীভূত জতুর ন্যায় ঐ প্রকার কোমল চিত্তে কোন বস্তুই বাসনারূপে প্রবেশ করে না, কিন্তু বাসনা হইতে ভিন্নরূপে—বাসনারই মত অবস্থা প্রকাশ পায় মাত্র ॥ ৭ ॥

টীকা। দ্রবাবস্থাপ্রবিষ্ট-হিঙ্গুলাদিরক্ত জতুনঃ পুনঃ কাঠিন্যাপনয়নেন কাষ্ঠাদিসংযোগে আনয়নে যথা স এব রঙ্গঃ প্রতিভাসতে, শৈথিল্যাবস্থাপ্রবিষ্টস্ত রঙ্গো ন তথা; এবং দ্রবাবস্থে চেতসি যদ্বস্তুরূপং প্রবিষ্টং সৎ কাঠিন্যদশাপর্য্যন্তং স্থিতম্, তৎ পুনর্দ্রবীভাবান্তরেণ বিষয়ান্তরে গৃহ্যমাণেঽপি প্রকাশমানত্বাৎ চেতসা ন ত্যজ্যতে; অতঃ সা বাসনেত্যুচ্যতে। শৈথিল্যাবস্থাপ্রবিষ্টন্ত কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্তং ন তিষ্ঠতি, তিষ্ঠদ্বা বিষয়ান্তরগ্রহণসময়ে চিত্তেন ত্যজ্যতে, ইতি স বাসনাভাস ইত্যর্থঃ। অতএব যস্যৈব দ্রুতে চিত্তে ভগবদাকারতা প্রবিষ্টা, স সর্ব্বদা তদ্ভানাৎ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যুক্তম্—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" ইতি। [ভাঃ ১১।২।৪৫]

সর্ব্বভূতগ্রহণসময়েঽপি দ্রবাবস্থাপ্রবিষ্টায়া ভগবদাকারতায়া এব প্রকাশনাৎ জতুরঙ্গবৎ সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভানোপপত্তিঃ। স চ ভাগবতোত্তমঃ, এতাদৃশসংস্কারস্যাবিনাশিত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব ব্রহ্ম-বিদেবৈতাদৃশ ইত্যপাস্তম্; তস্য ব্রহ্মবিদো দ্রবাবস্থায়া অনপেক্ষিতত্বেন উত্তম-মধ্যম-প্রাকৃতভক্তেষু অগণনীয়ত্বাৎ। ১

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রবীভাবেই যে বাসনার প্রাদুর্ভাব হয়, আর চিত্তের শিথিলাবস্থায় হয় না— বাসনাভাস মাত্র হয়, (যাহা আপাতদৃষ্টিতে বাসনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাসনা নহে, এমন অবস্থা হয়,) এবিষয়ের নিয়ামক হেতু বলিতেছেন—["দ্রবতায়াম্" ইত্যাদি]।

দ্রবাবস্থায় জতুর (গালার) মধ্যে হিঙ্গুলপ্রভৃতির লোহিতবর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হইলে, [জতুর কাঠিন্যাবস্থায় উহা স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু] পুনরায় কাঠিন্য অপনয়ন করিয়া (দ্রব করিয়া) ঐ জতুকে কাষ্ঠাদি বস্তুতে লাগাইলে সেই কাষ্ঠাদিতে হিঙ্গুলাদির বর্ণই (রংই) প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে বস্তু দ্রবীভূতচিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তের কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এবং পুনর্ব্বার দ্রবীভূত সেই চিত্তে অপর বস্তু প্রতিভাত হইলেও চিত্ত তখন সেই প্রথম প্রবিষ্ট বস্তুটীর স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, উহা তখনও পূর্ব্ববৎই প্রকাশমান থাকে; এই কারণে ঐ অবস্থাকে 'বাসনা' নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু চিত্তে শৈথিল্যাবস্থায় যে রূপটী প্রবিষ্ট হয়, তাহা কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ স্থায়ী হইলেও চিত্ত যখন অপর বিষয় অনুভব করিতে থাকে, তখন ঐ রূপটী পরিত্যাগ করে, এই কারণে শৈথিল্যাবস্থায় প্রবিষ্ট রূপকে বাসনা না বলিয়া 'বাসনাভাস' (বাসনার মত) বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই যে ব্যক্তির দ্রবীভূত চিত্তে ভগবদাকারত্ব স্ফুরিত হয়, তিনি সর্ব্বদা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য (কৃতার্থ) হন। একথা অন্য শাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—'যিনি পরমাত্মার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং পরমাত্মরূপী ভগবানেও সর্ব্বভূতের সত্তা নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম (উত্তম ভাগবত)' ইতি।

অত্র তু দ্রবাবস্থাপরিপুষ্টৌ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যবস্থায়াং ভাগবতোত্তম উক্তঃ, ঈষদ্‌দ্রবাবস্থায়ান্তু বাসনাভাসেন—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু (চ) বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" [ভাঃ ১১।২।৪৬]

ইত্যুক্তম্‌। এতাদৃগবস্থাবতোঽগ্রে দ্রবাবস্থায়া উৎপৎস্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। যস্য তু চিত্তে ন দ্রবাবস্থা পুষ্টা, নাপীষদুৎপন্না, কিন্তু স্বয়ং তদর্থং ভাগবতধর্ম্মান্‌ শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠতি, স কাঠিন্যাবস্থা-বিনাশসামগ্র্যবিশিষ্টঃ—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" [ভাঃ ১১।২।৪৭]

ইত্যুক্তম্‌। প্রকৃতিরারম্ভঃ, তস্যাং বর্ত্তমানঃ প্রাকৃতঃ, সাম্প্রতং প্রারব্ধভক্তি-সাধনানুষ্ঠান ইত্যর্থঃ। ২

যে সময়ে কেবল ভূতবর্গমাত্র প্রত্যক্ষগোচর হইতে থাকে, সে সময়েও জতুরঙ্গবৎ অর্থাৎ গলিত জতুমধ্যে প্রবিষ্ট রাঙ্গের ন্যায় চিত্তের দ্রবাবস্থায় প্রবিষ্ট পূর্ব্বতন ভগবদাকারই প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেই জন্যই তখনও ভগবদ্ভাবনা উপপন্ন বা সুসঙ্গত হয় (১)। যেহেতু তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক এবংবিধ সংস্কার অবিনাশী (নষ্ট হয় না), সেই হেতুই তিনি ভাগবতোত্তম। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষই যে, এবংবিধ ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হন বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সে আশঙ্কাও খণ্ডিত হইল; কারণ, ব্রহ্মবিদের পক্ষে যখন দ্রবীভাবস্থার কোনই অপেক্ষা নাই; তখন উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে তাহার গণনাই হইতে পারে না। ১

এখানে "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" এই বাক্যে সেইরূপ অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ভাগবতোত্তম বা উত্তম ভাগবত বলা হইয়াছে, যাহার মানসিক দ্রবাবস্থা পূর্ণমাত্রায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; কিন্তু যাহার মানসিক দ্রবাবস্থা কেবল অল্পমাত্র উদিত হইয়াছে, তাহার ভগবদ্বাসনার পরিবর্ত্তে বাসনার আভাস মাত্র বিদ্যমান থাকায়—'যিনি পরমেশ্বরে ভক্তি, ভক্তজনে মৈত্রী, মূর্খজনে কৃপা ও শত্রুতে উপেক্ষাবুদ্ধি পোষণ করেন, তিনি 'মধ্যমভাগবত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কারণ, যাহার হৃদয়ে এরূপ অবস্থার উদয় হয়, ভবিষ্যতে তাহার, দ্রবাবস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাহার চিত্তে দ্রবাবস্থা পুষ্টিলাভ করে নাই, এবং অল্পমাত্রায়ও উৎপন্ন হয় নাই, অথচ নিজে সেই অবস্থালাভের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র করিতেছে, সে লোক চিত্তের কাঠিন্যাবস্থা বিনষ্ট করিবার উপযুক্ত উপকরণলাভে বঞ্চিত থাকায়—'যে লোক কেবল প্রতিমাতেই শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে যত্ন করেন, কিন্তু হরিভক্ত

---

(১) তাৎপর্য্য—দ্রবাবস্থায় জতুর সহিত রঙ্গ (রাঙ্গ) মিশ্রিত করিলে, কঠিনাবস্থায় যেমন জতুর সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তেমনি দ্রবাবস্থায় চিত্তমধ্যে ভগবানের সর্ব্বময়রূপ একবার প্রবিষ্ট হইলে চিত্তের কঠিনাবস্থায়ও তাহা থাকিয়া যায়; সুতরাং তখনও উক্ত জতু-রঙ্গের ন্যায় যখনই যাহা (ভূতবর্গ প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ হয়, তখনই তৎসঙ্গে ভগবদ্ভাবও প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।

ইয়মেব দ্রবাবস্থা প্রণয়ানুরাগস্নেহাদিশব্দৈরপি সঙ্কীর্ত্যতে। যথা—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥" [ভাঃ ১১।২।৫৫]

প্রণয়ো দ্রবাবস্থা, স এব রশনা রজ্জুবদ্ বন্ধন-সাধনম্, তস্যাং দ্রবাবস্থায়াং প্রবিষ্টস্য পুনর্নির্গমনাভাবাদিত্যর্থঃ। ৩

দ্রবাবস্থা-প্রবিষ্ট-ভগবৎস্বরূপভানস্য ত্রিবিধত্বাদুত্তমভাগবতোঽপি ত্রিবিধঃ। তত্রাদ্যঃ প্রপঞ্চ-সত্যত্ব-ভানসহিতঃ। যথা—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ,
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরম্,
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥" [ভাঃ ১১।২।৪১]

ইত্যাদি। অনেন প্রাকৃতো ভাগবতোত্তমঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-ভানসহিতঃ। যথা—

কিংবা অপর লোকের অর্চ্চনা করে না, সে লোক 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়া কথিত হয়। 'প্রকৃতি' অর্থ আরম্ভ, সেই অবস্থায় বর্ত্তমান বলিয়া 'প্রাকৃত', অর্থাৎ ভক্তিসাধনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, (এখনও যথার্থ ভক্ত হইতে পারেন নাই)। ২

কথিত মানসিক দ্রবাবস্থাই শাস্ত্রে প্রণয়, অনুরাগ ও স্নেহ প্রভৃতি শব্দেও উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা—'অবশভাবে নামোচ্চারণ করিলেও যিনি পাপরাশি বিনষ্ট করেন, সেই শ্রীহরি স্বয়ং প্রণয়-রজ্জু দ্বারা চরণে আবদ্ধ হইয়া যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবত-প্রধান (ভক্তশ্রেষ্ঠ) বলিয়া উক্ত হন।' এখানে প্রণয় অর্থ—চিত্তের দ্রবাবস্থা, তাহাই রশনা অর্থাৎ রজ্জুর ন্যায় বন্ধনসাধন—বন্ধনের উপায়; কারণ, ভগবান্ সেই দ্রবাবস্থায় প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আর নির্গমন করা সম্ভবপর হয় না (১)। ৩

উক্ত দ্রবাবস্থায় প্রবিষ্ট ভগবৎস্বরূপের যে, অনুভূতি হয়, তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার; তজ্জন্য উত্তম ভাগবতও তিন প্রকার অর্থাৎ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চে সত্যতাবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত প্রথম। যথা—'ভক্ত পুরুষ অনন্যচিত্ত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি,

(১) তাৎপর্য্য—ভক্ত ভাবুকগণ এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"বন্ধনানি কিল সন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুকৃতবন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রির্নিশ্চলো ভবতি পঙ্কজকোষে॥"

ভাবার্থ এই যে, জগতে বন্ধনের উপায় বহু প্রকারই আছে কিন্তু প্রেম-রজ্জুতে যে বন্ধন, তাহা অচ্ছেদ্য। দেখ, ভ্রমর

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপম্,
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখ-বোধতনাবনন্তে,
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥" [ভাঃ ১০।১৪।২৩]

অনেন মধ্যমো ভাগবতোত্তমঃ। তৃতীয়ঃ প্রকারদ্বয়েনাপি প্রপঞ্চভানরহিতঃ। যথা—

"ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্বৃত-(র্জ্জিত-) চেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥
প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥" [ভাঃ ১।৬।১৭।১৮]

অনেনোত্তমো ভাগবতোত্তমঃ সাধনাভ্যাসপরিপাকেণোত্তমভূমিলাভ উক্তঃ ॥ ৮ ॥

জল, পৃথিবী, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, প্রাণিগণ, দিক্সমূহ, বৃক্ষলতাপ্রভৃতি, এবং নদ নদী সাগর—অধিক কি, জাগতিক যে কোন বস্তু, তৎসমস্তই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করেন।' ইত্যাদি। এখানে প্রাকৃত ভাগবতোত্তম উক্ত হইয়াছে। জগৎপ্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববোধসম্পন্ন ভক্ত দ্বিতীয়। যথা—'[হে ভগবন্], অতএব অনন্ত নিত্যচিদানন্দমূর্ত্তি তোমাতেই দুঃখবহুল অচেতন ও স্বপ্নসদৃশ অসৎস্বভাব এই সমস্ত জগৎ মায়াপ্রভাবে উত্থিত হইয়াছে, যেহেতু ইহা অসত্য হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।' (১) ইহা দ্বারা মধ্যম ভাগবতোত্তম উক্ত হইয়াছে। প্রপঞ্চবিষয়ে যাহার পূর্ব্বোক্ত সত্য-মিথ্যা উভয়প্রকার প্রতীতিই রহিত হইয়াছে, তিনি তৃতীয় অর্থাৎ উত্তম ভাগবত। যথা—[নারদ বলিয়াছেন—] 'ভগবদ্ভাবে পরিতৃপ্তচিত্তে শ্রীহরির চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে ব্যাকুলতাসম্ভূত অশ্রুকণায় আমার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইল; ক্রমে শ্রীহরি আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইলেন। হে মুনিবর, তখন প্রেমভরে আমার শরীরে পুলকসঞ্চার হইল; আমি তখন পরম শান্তিলাভ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলাম; এবং আত্ম-পর উভয় দর্শনেই বঞ্চিত হইলাম।' এখানে সেই উত্তম ভাগবতের—যিনি সাধনাভ্যাসের পরিণতিদশায় উত্তম ভূমি (অবস্থা) লাভ করিয়াছেন, তাহার কথা-বলা হইল ॥ ৮ ॥

কঠিন কাষ্ঠখণ্ডকেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যখন পদ্মের মধ্যে পতিত হয়, তখন সে একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে; কারণ, পদ্মের সহিত ভ্রমরের প্রেমবন্ধন হয় কিনা, তাই সে তাহা ছেদন করিতে পারে না !!

(১) তাৎপর্য্য—নিত্য চৈতন্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, কিন্তু মায়াপ্রসূত, অচেতন এই জগৎপ্রপঞ্চ দৃশ্যমান হইয়াও, স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় অসত্য। সাদা কাঁচ যেমন রক্ত বস্ত্রের উপরে থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, তেমন এই অসত্য জগৎও পরমার্থসত্য ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় ব্রহ্মসত্তায় সত্যবৎ প্রকাশ পায় মাত্র।

দ্রবাবস্থাপ্রবিষ্টবিষয়াকারস্তানপায়িত্বে স্থায়িশব্দোঽপি তত্র মুখ্য এব, ন পারিভাষিক ইত্যাহ—

স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥ ৯॥

সরলার্থঃ। [অতএব তস্য স্থায়িভাবত্বমিত্যাহ—"স্থায়িভাব" ইতি।] অতঃ (দ্রবাবস্থা-প্রবিষ্ট-বিষয়াকারস্তানপায়িত্বাদেব) অসৌ (পূর্ব্বোক্তঃ) বস্ত্বাকারঃ (চিত্তস্য বিষয়াকারতা) স্থায়ি-ভাবগিরা ('স্থায়িভাব'-শব্দেন) অভিধীয়তে (ব্যবহ্রীয়তে)। [স চ] পুনঃ পরানন্দতয়া (পরমা-নন্দরূপেণ) ব্যক্তঃ (অভিব্যক্তঃ—স্ফুটতরঃ সন্) রসতাং (আস্বাদরূপতাং) এতি (প্রাপ্নোতি)। [চিত্তস্য বিষয়াকারতারূপঃ স্থায়িভাবঃ বিভাবাদিভিরাস্বাদনযোগ্যতামাপন্নঃ রসনামকো ভবতীতি ভাবঃ।] ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। [উক্তপ্রকার বিষয়াকারের 'স্থায়িভাব' সংজ্ঞা নির্দ্দেশার্থ বলিতেছেন—'স্থায়িভাব' ইত্যাদি।]

[যেহেতু দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়াকারটী অবিনশ্বর,] সেই হেতু, এই যে চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট বস্তুবিশেষের আকার, অর্থাৎ চিত্তের যে, বিষয়াকারতা, তাহাই 'স্থায়িভাব' নামে কথিত হয়; এবং সেই ভাবই বিভাবাদিদ্বারা পরমানন্দরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রস-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

টীকা। বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগেনাভিব্যক্তঃ স্থায়িভাব এব সভ্যাভিনেয়য়োর্ভেদ-তিরোধানেন সভ্যগত এব সন্ পরমানন্দসাক্ষাৎকাররূপেণ রসতামাপ্নোতীতি রসবিদাং মর্য্যাদা তদুক্তমাচার্য্যভরতেন-
"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" ইতি, অতো ভক্তেঽপি রসতাং নক্তুং স্থায়িভাবো-নিরূপ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৯

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রবাবস্থায় যে বিষয়াকার প্রতিফলিত হয়, তাহা (স্থিতিশীল) বলিয়া তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত 'স্থায়িভাব' শব্দও মুখ্যার্থেরই বোধক, উহা পারিভাষিক (কল্পিতার্থ-বোধক) নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"স্থায়িভাবগিরা" ইত্যাদি।

রসশাস্ত্রোক্ত স্থায়িভাবটী প্রথমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহযোগে অভিব্যক্ত হয় (প্রকাশযোগ্য হয়), পরে সভাসদ্ বা শ্রোতা ও অভিনেয়ের (যাহার অভিনয় করা হয়, তাহার) মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য আছে, তাহা তিরোহিত করিয়া দেয়, তাহার পর সভাসদ্গণকে (শ্রোতৃবর্গকেও) আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ-সাক্ষাৎকাররূপে (প্রত্যক্ষীভূত পরমানন্দরূপে) রসভাব প্রাপ্ত হয়; ইহাই রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। (১)। আচার্য্য ভরতমুনিও সে কথা বলিয়াছেন—'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের

(১) তাৎপর্য্য—রসাভিব্যক্তির নিয়ম এইরূপ—মনে করুন, এক ব্যক্তি যেন দর্শকগণের সম্মুখে রামলীলা অভিনয় করিতেছে। সেখানে রাম হইতেছেন অভিনেয় (যাহার অনুকরণ করা হয়), আর দর্শকগণ হইতেছেন সভ্য,

স্থায়িভাবস্য রসত্বোপপত্তয়ে পরমানন্দরূপতামুপপাদয়তি—

ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুষ্কলম্ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং স্থায়িভাবস্য পরমানন্দরূপতামুপপাদয়ন্নাহ—"ভগবান্" ইতি।] পরমানন্দস্বরূপঃ ভগবান্ (পরমাত্মা) হি (নিশ্চয়ে) স্বয়মেব (সাক্ষাদেব, নতু পরম্পরয়া) মনোগতঃ (মনসি প্রতিবিম্বিতঃ—স্থায়িভাবত্বং প্রাপ্তঃ সন্) পুষ্কলং (পূর্ণং যথা স্যাৎ, তথা) তদাকার-রসতাং (তদাকারেণ—প্রতিবিম্বিতরূপেণ, রসতাং—রসরূপত্বম্) এতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)। [ভগবানেব প্রতিবিম্বিতভাবেন স্থায়িত্বং প্রাপ্য রসরূপেণ স্ফুরতীতি ভাবঃ।] ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। [এখন স্থায়িভাবের পরমানন্দরূপত্ব সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—"ভগবান্" ইত্যাদি।] পরমানন্দরূপী ভগবান্ নিজেই প্রথমে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন, পরে পরিপূর্ণ রসরূপে অভিব্যক্ত হন। ১০ ॥

টীকা। বিম্বমেব হ্যুপাধিনিষ্ঠত্বেন প্রতীয়মানং প্রতিবিম্বমিত্যুচ্যতে। পরমানন্দশ্চ ভগবান্ মনসি প্রতিবিম্বিতঃ স্থায়িভাবতামাসাদ্য রসতামাপাদয়তীতি ভক্তিরসস্য পরমানন্দরূপত্বং নির্ব্বিবাদম্। নাপ্যালম্বনবিভাব-স্থায়িভাবয়োরৈক্যম্, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবত্বেন তয়োঃ ব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ—ঈশ-জীবয়োরিব ॥ ১০ ॥

সংযোগে রস নিষ্পন্ন হয়' ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অতএব ভক্তিরও রসরূপতা স্থাপনের জন্য এখন স্থায়ীভাব নিরূপণ করা আবশ্যক হইতেছে ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ। স্থায়িভাব যে, কিরূপে রসাকারে পরিণত হইয়া, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এখন উহার সাক্ষাৎ পরমানন্দরূপতা উপপাদন করিতেছেন—"ভগবান্" ইত্যাদি। বিম্ব বস্তুই যখন দর্পণপ্রভৃতি কোনও উপাধির অভ্যন্তরে প্রতীয়মান হয়, তখন প্রতিবিম্ব নামে কথিত হয়। (১) মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত পরমানন্দরূপী ভগবান্ই স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত

রস হইতেছে—'করুণ', আর শোক হইতেছে তাহার স্থায়িভাব। এখানে অভিনেতার রামচন্দ্রের শোকদর্শনে যে, দর্শকগণের হৃদয়ে করুণ রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। এখন বিবেচনা করুন, করুণরসের স্থায়ীভাব যে শোক, তাহা আছে রামচন্দ্রে, সুতরাং তাহারই রসোদয় হইতে পারে, কিন্তু দর্শকগণের করুণরস হয় কি প্রকারে? যেখানে স্থায়ীভাব, সেখানেই রসসঞ্চার হওয়া উচিত; সুতরাং দর্শকগণের রসবোধ না হইয়া বরং অভিনেতারই হওয়া সঙ্গত, অথচ তাহা কোথাও হয় না। সেই জন্য টীকাকার বলিলেন যে, তৎকালে ভাবনার প্রভাবে দর্শকগণও তন্ময় হইয়া যায়, রামের সঙ্গে যে, তাহাদের ভেদ আছে, অর্থাৎ রামচন্দ্র যে, দর্শকগণ হইতে ভিন্ন, এ বুদ্ধি চলিয়া যায়, নিজেরাই যেন রামময় হইয়া যায়; তাই তাহারা শোকান্বিত না হইয়াও করুণরস আস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—যাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার নাম বিম্ব, আর যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার নাম উপাধি। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেখানে মুখ হয় বিম্ব, আর দর্পণ হয় উপাধি। বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। আলোচ্য স্থলে, বিম্বরূপী ব্রহ্মের যে, চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই ভক্তিরসের

নম্বেবং ভগবদাকারস্ত পরমানন্দরূপস্ত স্থায়িভাবত্বেন ভক্তিরসস্ত পরমানন্দরূপত্বমস্তু, কান্তাদি-বিষয়ানাং শৃঙ্গারাদিরসানামতথাত্বাৎ কথং পরমানন্দরূপতা ? ইত্যত আহ—

কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্ঘনম্।
কার্য্যাকারতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। [অথ ভগবদ্বিষয়স্ত ভক্তিরসস্ত পরমানন্দরূপত্বেঽপি নিরানন্দ-কান্তাদিবিষয়াণাং শৃঙ্গারাদি-রসানাং কথং পরমানন্দরূপত্বম্ ? ইত্যতআহ—"কান্তাদি" ইতি।] কার্য্যাকারতয়া (কার্য্যরূপেণ) ভেদেঽপি (ভেদভানে সত্যপি) কান্তাদিবিষয়ে অপি সুখ-চিদ্ঘনং (চিদানন্দমূর্ত্তি) কারণং (জগৎকারণং ব্রহ্ম) স্বতঃ (স্বরূপতঃ—সুখজ্ঞানস্বরূপতঃ) মায়য়া আবৃতং অস্তি, [অতস্তদ-ভানমিত্যর্থঃ]। অয়মাশয়ঃ—মায়ায়া আবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি ; তত্র আবরণশক্তিঃ ব্রহ্মণঃ সুখচিন্ময়ং রূপমাবৃণোতি, বিক্ষেপশক্তিস্তু—তত্র নির্ব্বিকারে ব্রহ্মণি বিকারভেদান্ উদ্ভাবয়তি, ততশ্চ সতোঽপি সুখচিদ্ঘনস্ত ভানেঽপি অভানমিব ভবতীতি] ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। [এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, ভক্তিরস যখন ভগবদ্বিষয়ক, তখন উহা পরমানন্দরূপ হয় হউক, কিন্তু নিরানন্দ জড়স্বভাব স্ত্রীপ্রভৃতি অবলম্বনে যে, শৃঙ্গারাদি রস প্রাদুর্ভূত হয়, সে সকল রস পরমানন্দরূপ হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কান্তাদি" ইত্যাদি।]

কান্তাপ্রভৃতি বিষয়েও চিদানন্দময় ব্রহ্মই পরমানন্দের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন,। যদিও তিনি বিভিন্ন জড় বস্তুতে কার্য্যাকারে বিদ্যমান আছেন, তথাপি তিনি স্বরূপত মায়াদ্বারা আবৃত থাকেন ; এই কারণে পরমানন্দরূপে প্রতীতিগোচর হন না। অভিপ্রায় এই যে, মায়ার দুইটী শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণশক্তি তাঁহার স্বরূপটী আবরণ করিয়া রাখে, আর বিক্ষেপশক্তিটী তাঁহার নির্ব্বিকার স্বরূপকেও বিকাররূপে (নানাবিধ কার্য্যাকারে) প্রকাশ করিয়া থাকে ; এই কারণেই তাহার চিদানন্দরূপটী সহজে প্রতীত হয় না ॥ ১১ ॥

টীকা। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈঃ। উঃ। ভৃগুঃ। ৩। ৬। অনুঃ ২।৩।৪) ইত্যাদিশ্রুত্যা হি পরমানন্দরূপং

হইয়া রসরূপতা সম্পাদন করিয়া থাকেন ; এই কারণে ভক্তিরস যে, পরমানন্দস্বরূপ, ইহাতে কাহারো বিবাদ থাকিতে পারে না। এব্যবস্থায় আলম্বন-বিভাবের সঙ্গে স্থায়িভাবের একত্বও হয় না, অর্থাৎ যিনি (ভগবান্) আলম্বন বিভাব, তিনিই যে, স্থায়িভাবরূপে রসত্ব সম্পাদন করেন, তাহা নহে ; কারণ, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের যে, ভেদ বা পার্থক্য, তাহা লোকব্যবহারসিদ্ধ—যেমন ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ। ভাল, পরমানন্দরূপী ভগবদাকারই যখন স্থায়িভাব, তখন উক্ত ভক্তিরস পরমানন্দস্বরূপ হয় হউক, কিন্তু কান্তাদিবিষয়ক শৃঙ্গারাদি রস যখন সেরূপ নয় অর্থাৎ

স্থায়ীভাব, আর যাহার বিষয়রূপী ভগবান্ হন তাহার আলম্বন-বিভাব। বিভাবাদির পরিচয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম জগদুপাদানমিতি প্রতিপাদিতম্, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূঃ ১ অঃ, ১ পাঃ, ২ সূঃ) ইতি ন্যায়েন তত্রৈব নির্ণীতম্। উপাদানাভিন্নঞ্চ সর্ব্বং কার্য্যং মৃদভিন্নঘটবৎ সর্ব্বত্র দৃষ্টম্, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাং ৩ অঃ, ১৪ খঃ, ১), "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৭।) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬ অঃ, ২ খঃ, ১) ইত্যাদিশ্রুতিভিশ্চ তত্রৈব প্রতিপাদিতম্, "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূ ২ অঃ, ১পাঃ, ১৫সূঃ) ইতি ন্যায়েন চ নির্ণীতম্। এবং সত্যপ্যখণ্ডানন্দাদ্বয়াকারেণ তদভানে হেতু মায়ানিমিত্তা-বাবরণবিক্ষেপাবিত্যাহ—কার্য্যেতি। অকার্য্যস্যাপি কার্য্যাকারেণ ভানং বিক্ষেপঃ, অখণ্ডানন্দাকারেণ স্বতোঽভানমাবরণম্। তদুক্তম্—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" [ভাঃ ২।৯।৩৩] ইতি ॥ ১১ ॥

কথং তর্হি তস্য ভানমিত্যত আহ—

পরমানন্দের প্রকাশ নহে, তখন সে সকল রসের পরমানন্দরূপতা হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"কান্তা" ইত্যাদি।

'আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে, জন্মের পরেও আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং প্রলয়সময়েও আনন্দেই প্রবেশ করিয়া থাকে' ইত্যাদি বাক্য পরমানন্দরূপী ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তাহার পর, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, [তিনি ব্রহ্ম], এই বিচারাত্মক ব্রহ্মসূত্রেও সেইরূপই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাহার পর, মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন (ভিন্ন নয়), তেমনি কার্য্যমাত্রই উপাদান কারণ হইতে অভিন্ন দৃষ্ট হয়; এনিয়মও সার্ব্বত্রিক; 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মস্বরূপ' 'হে সোম্য, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপই (ব্রহ্মস্বরূপই) ছিল', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সেইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং 'আরম্ভণশব্দ'—প্রভৃতি হেতু হইতেও জানা যায় যে, 'এই জগৎকার্য্য সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন' ইত্যাদি বিচারপর ব্রহ্মসূত্রও সেইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। যদিও এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দরূপেই তাঁহার অনুভূতি করা সম্ভব হয় সত্য, তথাপি মায়াজনিত আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবে তাঁহার অনুভূতির অভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায়েই মূলে 'কার্য্যাকারতয়া' বলিয়াছেন। যাহা কার্য্য বা উৎপন্ন নহে, তাহাকেও যে, কার্য্যের ন্যায় (উৎপন্নের মত) প্রতীতিকরান, তাহার নাম 'বিক্ষেপ', আর স্বাভাবিক অখণ্ড আনন্দাকারে যে, তাহার প্রতীতি না হওয়া, তাহাই আবরণ (১)। সে কথা ভাগবতে উক্ত আছে—'বিষয় না থাকিলেও অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান—অসত্য বিষয়ও

(১) তাৎপর্য্য—মায়ার দুইটী শক্তি—এক আবরণ, অপর বিক্ষেপ। আবরণশক্তি প্রথমে দৃষ্ট বস্তুর বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি আবৃত করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি তাহাতেই অন্যপ্রকার বস্তু সৃষ্টি করে; সেই কারণে অজ্ঞানবশে এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে হয়।
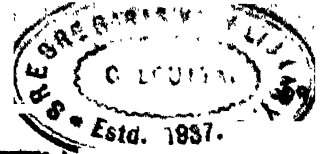
সদজ্ঞাতঞ্চ তদ্ব্রহ্ম মেয়ং কান্তাদিমানতঃ।
মায়াবৃত্তি-তিরোধানে* বৃত্ত্যা সত্ত্বময়া ক্ষণম্॥ ১২॥

সরলার্থঃ। [কথং তর্হি মায়াবৃতস্য চিৎসুখস্য ভানম্? ইত্যাহ—"সদজ্ঞাতঞ্চ" ইত্যাদি।] তচ্চ অবিজ্ঞাতং (মায়াবৃতত্বাদ্ লৌকিক-জ্ঞানাবিষয়ীভূতং) সৎ ব্রহ্ম কান্তাদি-মানতঃ (কান্তাদিবিষয়কেন প্রমাণেন) সত্ত্বময়া বৃত্ত্যা (সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধিবৃত্ত্যা) মায়াবৃত্তি-তিরোধানে (মায়াকৃতাবরণবিনাশে সতি) ক্ষণং (তস্মিন্ ক্ষণে) মেয়ং (জ্ঞান-বিষয়ো ভবতি)। [ততশ্চ তদ্ভানম্, অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন প্রমাণানাং প্রামাণ্যমপি সিধ্যতীতি ভাবঃ।] ১২॥

মূলানুবাদ। স্ত্রীপ্রভৃতি বিষয়ে প্রযুক্ত প্রমাণদ্বারা মনের সাত্ত্বিক বৃত্তি উপস্থিত হয়; সেই বৃত্তিদ্বারা মায়াকৃত আবরণ—যে আবরণের ফলে চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইত না, তাহা নিবারিত হয়, তখন সেই অবিজ্ঞাত সৎ ব্রহ্মও মেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। [ইহাতে চিদানন্দের প্রতীতি এবং অজ্ঞাতজ্ঞাপকরূপে প্রমাণেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল]॥ ১২॥

টীকা। অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেনৈব হি সর্ব্বেষাং মানানাং মানতা, অন্যথা স্মৃতেরপি মানতাপত্তেঃ। অজ্ঞাতঞ্চ স্বপ্রকাশতয়া ভাসমানং চৈতন্যমেব, ন জড়ম্, তস্য ভানাপ্রসক্ত্যা তত্রাবরণকৃত্যাভাবাৎ; অতঃ কান্তাদিগোচর-মানানামজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেন প্রামাণ্যায় তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব বিষয়ো বাচ্যঃ, অন্যথা

যাহার সাহায্যে প্রতীত হয়, অথচ বিদ্যমান বিষয়ও প্রতীত হয় না, তাহাকেই আত্মার (ভগবানের) মায়া বলিয়া জানিবে। আভাস ও অন্ধকার ইহার দৃষ্টান্ত। আভাসস্থলে মায়াপ্রভাবেই এক বস্তুর দুইটী আকার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, আর অন্ধকারে পতিত সত্য বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না (১)॥ ১১॥

টীকানুবাদ। ভাল, তাহা হইলে তৎপ্রতীতির উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সদজ্ঞাতঞ্চ" ইত্যাদি।

লোকের অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত করে—জানাইয়া দেয় বলিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য; নচেৎ স্মৃতিরও (স্মরণেরও) প্রামাণ্য হইতে পারে? স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশমান চৈতন্যই একমাত্র অবিজ্ঞাত বস্তু, অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবৃত, কিন্তু জড় পদার্থ সেরূপ নহে; কারণ, অচেতন জড়পদার্থের প্রকাশই সম্ভব হয় না; এইজন্য উহার আবরণেও কোন কার্য্য সম্ভব

* মায়াবৃত্তিতিরোভাবে ইতি ক, খ পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—ভাগবতের টীকাকারগণ এই শ্লোকের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্মধ্যে উপরে যে অর্থ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই—অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরিলে এক বস্তুর দুইটী আকার দেখা যায়। সেই আকারটী আভাস। যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন। সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্র অসত্য হইলেও মায়াপ্রভাবে তাহা দৃষ্ট হয়। তম অর্থ অন্ধকার। অন্ধকারে যে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহারাও যে দৃষ্ট হয় না, ইহাও মায়া। অসত্য বিষয়ের দর্শনে দৃষ্টান্ত—আভাস, আর বস্তুর অপ্রতীতির উদাহরণ—তম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাগবতে দ্রষ্টব্য।

তদযোগাৎ; তথাচ সাত্ত্বিক্যা প্রমাণজনিতাপরোক্ষবৃত্ত্যা আবরণতিরোধানে সতি তত্তদ্বিষয়াবচ্ছিন্নত্বেন ভাসতে। বস্তুতঃ পরমানন্দরূপ-বিষয়োপাদানচৈতন্যাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্বরূপাভানাচ্চ ন সদ্যোমুক্তিঃ স্ব-প্রকাশভঙ্গো বা॥ ১২॥

ততঃ কিম্? অত আহ—

অতস্তদেব ভাবত্বং‡ মনসি প্রতিপদ্যতে।
কিঞ্চিন্ম্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্য-বিমিশ্রণাৎ॥ ১৩॥

সরলার্থঃ। [তৎফলমাহ—"অতঃ" ইতি।] অতঃ (অস্মাৎ মায়াবরণ-তিরোধানেন ব্রহ্মণো জ্ঞাতত্বাদেব হেতোঃ) তৎ (কান্তাদিবিষয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যং) মনসি ভাবত্বং (স্থায়িভাবত্বং প্রকাশ-মানতাং বা) প্রতিপদ্যতে (মনঃপ্রকাশ্যং ভবতীত্যর্থঃ); তথা জাড্যবিমিশ্রণাৎ (জড়-বিষয়সম্পর্কাদ্

হইতে পারে না; [কেন না, প্রকাশেরই আবরণ হইতে পারে, অপ্রকাশের আবার আবরণ কি?]; এই কারণেই জড়স্বভাব কামিনীপ্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত প্রমাণসমূহের অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব-রূপেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে; তদনুরোধে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্যই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়, (শুদ্ধ জড়বস্তু নহে)। তাহা না হইলে প্রমাণসমূহের প্রামাণ্যই হইতে পারে না (১)। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে, অপরোক্ষ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তদ্দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়বিশিষ্টরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আশ্রয়ভূত যে পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্য, তৎকালে সেই চৈতন্যের অনুভূতি হয় না; এই কারণেই (অনুভবকর্ত্তার) তৎক্ষণাৎ মুক্তি (সদ্যোমুক্তি) সম্ভবপর হয় না, এবং উহার স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হয় না (২)॥ ১২॥

‡ স্বদাবির্ভাবিত্বম্ ইতি ক পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রভৃতি যে সকল প্রমাণ প্রসিদ্ধ আছে, সে সকলের কার্য্য হইতেছে—লোকে অবিজ্ঞাত বিষয়কে জানাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ যে সকল বিষয় অজ্ঞানে আবৃত আছে—বুদ্ধ্যারূঢ় হয় নাই, অজ্ঞানাবরণ অপনয়ন করিয়া সে সকল বিষয়কে বুদ্ধির বিষয় করিয়া দেওয়া। যাহা প্রকাশময়, তাহারই আবরণ সম্ভব হয়, কিন্তু যাহা জড় বস্তু—প্রকাশহীন, তাহার আবার আবরণ কি? সেত সর্ব্বদাই অজ্ঞানে আবৃত আছে। আবরণ না থাকায় তন্নি-বারণার্থ প্রমাণেরও প্রয়োজন বা কার্য্য নাই। কার্য্য না থাকায় তদ্বিষয়ক প্রমাণেরও প্রামাণ্য থাকিতে পারে না, এইজন্য বলিলেন যে, শুদ্ধ জড় বস্তু কখনই প্রমাণের বিষয় নহে, পরন্তু সেই সেই জড় বস্তু-অবচ্ছিন্ন (বস্তুগত) চৈতন্যই বিষয়; সুতরাং চৈতন্যপ্রকাশের আবরণ নষ্ট করে বলিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। স্মৃতিও (বস্তুবিশেষের স্মরণও) একপ্রকার জ্ঞান; কিন্তু তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক নহে, পরন্তু পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়েরই প্রকাশক; এই কারণে স্মৃতি প্রমাণমধ্যে গণ্য হয় না।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। সেই চৈতন্য স্বরূপতঃ এক। বৈদান্তিক সেই একই চৈতন্যের তিন প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—১। প্রমাণ চৈতন্য, ২। প্রমেয়চৈতন্য, ও ৩। প্রমাতৃ চৈতন্য। তন্মধ্যে মনোবৃত্তি-গত চৈতন্যের নাম প্রমাণ চৈতন্য। ঘটপটাদি বিষয়গত চৈতন্যের নাম প্রমেয়চৈতন্য (বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য)।
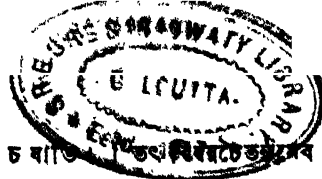
হেতোঃ) কিঞ্চিৎ ন্যূনাং (ভক্ত্যপেক্ষয়া ঈষদল্লাং) রসতাং চ যাতি। [অতো বিষয়]চৈতন্যমেব রসরূপেণ প্রকাশতে, জড়সম্পর্কাত্তু তস্য ভক্ত্যপেক্ষয়া অল্পত্বম্, ভক্তেস্তু পূর্ণত্বমিত্যাশয়ঃ]॥ ১৩॥

মূলানুবাদ। উপরে যেরূপ কল্পনা করা হইল, তাহা[র ফ]ল কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, "অতঃ" ইত্যাদি। যেহেতু মায়ার আবরণ অপনীত হইলে প[র] বিষয়চৈতন্যও জ্ঞাত হয়, সেই হেতু তখন সেই চৈতন্য মনোমধ্যে ভাবরূপে প্রকাশমান হয়, এবং তাহাই রসভাব প্রাপ্ত হয়। জড় বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত থাকায় সেই রস ভক্তিরস অপেক্ষা কিছু ন্যূন হয় মাত্র॥ ১৩॥

টীকা। বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব দ্রবাবস্থ-মনোবৃত্ত্যারূঢ়তয়া ভাবত্বং প্রাপ্য রসতাং প্রাপ্নোতীতি ন লৌকিক-রসস্যাপি পরমানন্দরূপত্বানুপপত্তিঃ। অতএব অনবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণা-দ্ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য ; লৌকিকরসে [তু] বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব ; তস্মাদ্ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ। ১৩॥

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্ত-স্থাপিনা রসতোদিতা।
সাংখ্যসিদ্ধান্তমাশ্রিত্যাপ্যধুনা প্রতিপাদ্যতে ¶॥ ১৪॥

সরলার্থঃ। বেদান্তসিদ্ধান্তস্থা[পি]না [ময়া] ইতি (ইত্থং) রসতা (রসাভিব্যক্তিঃ) উদিতা (উক্তা) ; অধুনা সাংখ্যসিদ্ধান্তং ([সা]ংখ্যাভিমতং সিদ্ধান্তং) অপি আশ্রিত্য প্রতিপাদ্যতে (রসা-ভিব্যক্তিঃ নিরূপ্যতইত্যর্থঃ)॥

মূলানুবাদ। এপর্য্যন্ত বেদান্তসিদ্ধান্তানুসারে আমি রসের স্বরূপ বলিয়াছি, এখন সাংখ্য দর্শনসম্মত সিদ্ধান্তানুসারেও রসের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছি॥ ১৪

টীকা। স্থায়িনো[র]সতেত্যনুষঙ্গঃ॥ ১৪॥

টীকানুবাদ। তাহাতে কি হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অতঃ" ইতি। যেহেতু বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই (বিষয়চৈতন্যই) দ্রবীভূত মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া অভিব্যক্ত ভাবে রসভাব প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ব্যবহারিক শৃঙ্গারাদি রসেরও পরমানন্দরূপত্ব অসঙ্গত হইতেছে না। যেহেতু চৈতন্যই রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন বা অসীম আনন্দস্বরূপ ভগবানের স্ফুরণ থাকায় ভক্তিরসে আনন্দের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু লোকব্যবহারসিদ্ধ যে, শৃঙ্গারাদি রস, সে সকল রসে চিদানন্দরূপী ভগবানের বিষয়া-বচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশটুকুমাত্র স্ফুরিত হওয়ায়, সে সকল রসে আনন্দের পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে, অতএব লৌকিক রসসমূহ উপেক্ষা করিয়া (পূর্ণানন্দময়) ভক্তিরসেরই সেবা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য॥ ১৩॥

আর জীবচৈতন্যের নাম প্রমাতৃচৈতন্য। লৌকিক রসে কেবল বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ মাত্রের স্ফুরণ হয়, আর ভক্তিরসে পূর্ণ চিদানন্দের স্ফুরণ হয়, এই কারণে লৌকিক রস অপেক্ষা ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা।

¶ প্রতিপদ্যতে ইতি ক, খ পাঠঃ।

এতাবদেব ব্যুৎপাদয়িতুং সাংখ্যসিদ্ধান্তং ব্যুৎপাদয়তি—

তমোরজঃসত্ত্বগুণা মোহ-দুঃখ-সুখাত্মকাঃ।
তন্ময়ী প্রকৃতির্হেতুঃ সর্ব্বং কার্য্যঞ্চ তন্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমভীষ্টবিষয়ে সাংখ্যসিদ্ধান্তং সংক্ষেপেণ নিরূপয়ন্নাহ—"তমঃ" ইত্যাদি।] তমোরজঃসত্ত্বগুণাঃ মোহদুঃখসুখাত্মকাঃ (তমোগুণঃ মোহস্বভাবঃ, রজোগুণঃ দুঃখস্বভাবঃ, সত্ত্বগুণশ্চ সুখস্বরূপ ইত্যর্থঃ), তন্ময়ী (যথোক্তগুণত্রয়রূপা) প্রকৃতিঃ (প্রধানং) হেতুঃ (কার্য্যমাত্রস্যোপাদানম্); [অতঃ] সর্ব্বং কার্য্যং (জায়মানবস্তুমাত্রং) তন্ময়ং (ত্রিগুণময়ং ; সুতরাং মোহ-দুঃখ-সুখাত্মকমিতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। [এখন আপনার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির জন্য সাংখ্যসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে নিরূপণ করিতেছেন—"তমঃ" ইত্যাদি।] তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বনামক তিনটী গুণ যথাক্রমে মোহ, দুঃখ ও সুখস্বভাব। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতু, অর্থাৎ সমস্ত জন্য পদার্থের উপাদান কারণ ; অতএব কার্য্য অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুমাত্রই ত্রিগুণময় ; সুতরাং মোহ-দুঃখ-সুখময় ॥ ১৫ ॥

টীকা। তথা হি, সাংখ্যা এবমাচক্ষতে—সর্ব্বে ভাবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকৈকসামান্যপ্রকৃতিকাঃ, সুখদুঃখমোহাত্মকত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ ; যে যদাত্মকত্বেন প্রতীয়ন্তে, তে তদাত্মকসামান্য-প্রকৃতিকাঃ, যথা—মৃদাত্মকতয়া প্রতীয়মানা মৃৎসামান্যপ্রকৃতিকা ঘটশরাবাদয়ঃ, অনুগত-কারণাতিরিক্তসামান্যানভ্যুপগমাৎ ন ঘটত্বাদিনা ব্যভিচারঃ ; সুখদুঃখমোহাত্মকত্বেন চৈতে প্রতীয়ন্তে, তস্মাৎ তৎসামান্যপ্রকৃতিকা

টীকানুবাদ। মূলে শুধু "রসতা" শব্দ থাকিলেও উহা দ্বারাই স্থায়িভাবের রসরূপত্ব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ। এই বিষয়টীকেই বুঝাইবার জন্য এখন সাংখ্যের সিদ্ধান্ত বুঝাইতেছেন—"তমোরজঃ" ইত্যাদি। সাংখ্যবাদীরা এইপ্রকার বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত বস্তুই এমন একটী সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন, যাহা সুখদুঃখমোহাত্মক ; কেন না, সমস্ত বস্তুই সুখদুঃখমোহাত্মক-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। [দেখা যায়,] যে যে বস্তু যদাত্মক অর্থাৎ যেরূপ স্বভাব-বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন একই উপাদান হইতে উৎপন্ন। যেমন—মৃদাত্মকরূপে প্রতীয়মান ঘট-শরাপ্রভৃতি বস্তু একই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন দৃষ্ট হয়। কারণ, যে বস্তু যাহাতে নিয়মিতভাবে অনুগত বা সম্বন্ধ থাকে, তদতিরিক্ত অন্য কোনও সাধারণ বস্তুকে তৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না ; সুতরাং ঘটত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম [ঘটাদি-কার্য্যে] অনুগত থাকিলেও উহা দ্বারা উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না (১)।

(১) তাৎপর্য্য—যে বস্তুতে যে বস্তু নিয়মিতরূপে সাধারণভাবে অনুস্যূত বা অনুগত থাকে, সাধারণভাবে অনুগত সেই বস্তুটীই সেই বস্তুর উপাদান কারণ হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও শরাপ্রভৃতিতে অনুগত মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান কারণ হয়। এই বিষয়ের উপর আপত্তি হইতেছে যে, ঘটেতে যেমন মৃত্তিকা অনুগতভাবে থাকে, ঠিক তেমনই ঘটত্ব

ইত্যনুমানেন সুখদুঃখমোহাত্মকপ্রকৃতিসিদ্ধিঃ। তত্র যৎ সুখং তৎ সত্ত্বং, যদ্ দুঃখং তদ্রজঃ, যো মোহঃ—বিষাদঃ স তম ইতি, তস্মাৎ ত্রিগুণাত্মকতাসিদ্ধিঃ। ১

ন চ পরমাণুভির্ব্রহ্মণা চার্থান্তরতা; পরমাণুবাদে কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভ্যুপগমেন তেষামতীন্দ্রিয়ত্বেন চ তদাত্মকতয়া কস্যাপি কার্য্যস্য প্রতীয়মা[illegible]ভাবাৎ, পরমাণুষু প্রমাণাভাবাচ্চ। সর্গাদ্যকালীন-কার্য্যোপাদানানুমানস্য লাঘবতর্কসহকারেণ এক[illegible]াদানবিষয়কত্বাৎ, ক্ষিত্যাদিকর্ত্রনুমানস্যৈককর্ত্তৃবিষয়কত্ববৎ। ২

জাগতিক সমস্ত বস্তুই সুখ-দুঃখ--মোহাত্মকরূপে [illegible] হয়; এই হেতু সে সমস্তই সুখদুঃখমোহাত্মিকা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এ[illegible]রূপ অনুমানের দ্বারা জগৎপ্রকৃতির সুখদুঃখমোহাত্মকতা সিদ্ধ হয়। কার্য্যগত যাহা [illegible] তাহাই সত্ত্ব, যাহা দুঃখ, তাহা রজ, এবং যাহা মোহ বা বিষাদনামে পরিচিত, তাহাই তমঃ; [illegible]ই কারণে জগদুপাদান প্রকৃতিরও ত্রিগুণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ১

এখন. আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত নিয়মানুসারে ত্রিগুণাত্মক প্র[illegible]তির অস্তিত্ব সিদ্ধ না হইয়া অন্য কারণ—পরমাণু বা ব্রহ্মও ত সিদ্ধ হইতে পারে? না—তাহা [illegible]ইতে পারে না; কারণ, পরমাণুবাদে কার্য্য ও [illegible]রণের ভেদ স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ ঘটাদি ক[illegible] তৎকারণ পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু [illegible]লিয়া স্বীকার করা হয়; এই কারণে, বিশেষতঃ পরমাণুসকল অতীন্দ্রিয় (চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়); সুতরাং তদাত্মক অর্থাৎ পরমাণুস্বরূপ কোন কার্য্যবস্তুই প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না; অধিকন্তু তার্কিকসম্মত পরমাণুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণও নাই; তাহার[illegible]র, সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে যেসকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলের উপাদান কারণ নির্ণয়ের জন্য যে অনুমান করা হইয়াথাকে, তাহাদ্বারাও একপ্রকার উপাদানকল্পনাই প্রমাণিত হয়; কারণ, বহু প্রকার উপাদান কল্পনা করা অপেক্ষা লাঘবতঃ একপ্রকার উপাদান (প্রকৃতির উপাদানত্ব) কল্পনা করাই সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত। যেমন তার্কিকসম্মত ক্ষিত্যাদি জন্য-পদার্থের উৎপাদক কর্ত্তার (ঈশ্বরের) অনুমানে লাঘবতঃ একটীমাত্র কর্ত্তার (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব সাধন করা হইয়া থাকে, এখানেও তেমনই করিতে হইবে (১)। ২

জাতিও উহাতে অনুগত থাকে; সুতরাং ঘটত্বও ঘটের উপাদান হইতে পারে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, ঘটত্ব কেবল ঘটেই থাকে, শরাপ্রভৃতিতে অনুগত থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকা সমানভাবে ঘটের ন্যায় শরাপ্রভৃতি মৃন্ময় বস্তুমাত্রেই অনুগত থাকে, এইজন্য মৃত্তিকাই উহার উপাদান, ঘটত্ব নহে।

(১) তাৎপর্য্য—তার্কিকগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করেন যে, "ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্ত্তৃকং, জন্যত্বাৎ ঘটবৎ। যদ্ যদ্ জন্যং (কার্য্যং), তৎ সর্ব্বং সকর্ত্তৃকং" ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্ষিতি ও অঙ্কুর প্রভৃতি উৎপন্ন বস্তুসমূহ সকর্ত্তৃক, অর্থাৎ এসকল উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয়ই কাহারো কর্তৃত্বে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি আছে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ত্তাও

কার্য্যকারণয়োরভেদাভ্যুপগমেঽপি ন জগতো ব্রহ্মাত্মনা প্রতীয়মানত্বং সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব-লৌকিক-মানাগোচরত্বাভ্যুপগমাৎ। সদ্রূপেণ ব্রহ্মাপি সর্ব্বপ্রমাণগোচরঃ, তথা চ তদাত্মনা কার্য্যস্য প্রতীয়মানত্বমস্ত্যেবেতি চেৎ ? কিমনেনাকাণ্ডতাণ্ডবেন, ব্রহ্মণো নিঃসামান্য-বিশেষত্বেন নানারূপাসম্ভব ইতি সাংখ্য-সংখ্যাবতামভিমানঃ ॥ ১৫ ॥

নমু ভবতামসিদ্ধো হেতুঃ, সুখদুঃখমোহানামান্তরাণাং বাহ্যঘটাদি-তাদাত্ম্যাসম্ভবাৎ, সম্ভবে বা সর্ব্বং বস্তু সর্ব্বং প্রমাতারং প্রতি ত্র্যাকারত্বয়ে স্ফুরেত ? ইত্যত আহ —

ত্রিগুণাত্মকমেতং বস্তু ত্র্যাকারমীক্ষ্যতে।
নিজমানস-সঙ্কল্পভেদেন পুরুষৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ। [নমু সর্ব্বেষাং ত্রি... কিমিতি সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র ত্রৈগুণ্যং নোপলভ্যতে ? ইত্যত আহ—"ত্রিগুণাত্মকম্" ইত্যাদি।]

[ব্রহ্মকারণবাদেও কথা এই যে,] কার্য্য ও কারণের অভেদ স্বীকৃত হইলেও দৃশ্যমান জগৎ যে, ঠিক ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়, এরূপ প্রতীতি কখনই সম্ভবপর হয় না; কারণ, ব্রহ্মকারণবাদে ব্রহ্মকে ব্যবহারসিদ্ধ সর্ব্বপ্রমাণের অগোচর—প্রমাণাতীত বলিয়া স্বীকার করা হয়। যদি বল, ব্যবহারিক সমস্ত বস্তুই যখন সৎ-রূপে (সত্য রূপে) প্রতীত হয়, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মও নিশ্চয়ই সৎ-রূপে সর্ব্বপ্রমাণের বিষয়ীভূত হন ? সুতরাং সেইরূপে (সৎরূপে) সমস্ত বস্তুতে নিশ্চয়ই ব্রহ্মাত্মভাবও অনুভূত হইয়া থাকে ? না, এই অসাময়িক নৃত্যে (উল্লাসে) ফল কি ? কেননা, ব্রহ্মের যখন সাধারণ বা অসাধারণ কোন বিশেষণই নাই—ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, তখন তাঁহার নানারূপে—বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীতিই অসম্ভব; সুতরাং উক্ত কল্পনাও অনাবশ্যক, ইহাই সাংখ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ। ভাল, [তোমরা বাহ্য বস্তুর ত্রিগুণত্বসাধনের জন্য—সর্ব্বত্র সুখদুঃখ-মোহানুভূতিরূপ যে হেতুটীর উল্লেখ করিয়াছ,] তোমাদের উল্লিখিত সেই হেতুই ত অসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক; কারণ, সুখ দুঃখ ও মোহ হইতেছে আন্তরিক অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, বাহ্য ঘটপটাদির সহিত উহাদের তাদাত্ম্য বা অভিন্নভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ? আর যদি সম্ভবপরই হয়, তাহা হইলেও সকল বস্তুই সকল দর্শকের নিকট তিনআকারে—সুখদুঃখ-মোহরূপে প্রকাশ পাইতে পারে ? অর্থাৎ তাহা হইলে সকলেই সকল বস্তু সুখদুঃখমোহময় দর্শন করিত ? অথচ কেহই সেরূপ দর্শন করে না; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"ত্রিগুণাত্মকম্"।

আছে। ঘট শরা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সেই কর্ত্তা হইতেছেন ঈশ্বর। এখন সেই ঈশ্বর এক কি অনেক ? এই শঙ্কায় লাঘবতঃ একই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। একের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হইলে অনেক কারণ স্বীকারে গৌরব দোষ ঘটে।

[যদ্যপি] একৈকং (প্রত্যেকং) বস্তু ত্রিগুণাত্মকং (তমোরজঃসত্ত্বময়ং), [তথাপি] ক্ষিতিঃ পুরুষৈঃ (ত্রিভির্জনৈঃ) নিজমানস-সংকল্পভেদেন (স্বস্বমনোগতভাবনাভেদেন) ত্র্যাকারং (ত্রিপ্রকারং—স্বসংকল্পানুসারেণ কেনচিৎ মোহাত্মকং, কেনচিৎ দুঃখাত্মকং, কেনচিদ্বা সুখাকারং) ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে—অনুভূয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। [সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক হইলে, স[...] সকল বস্তুতে ত্রিগুণ দর্শন করে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্রিগুণাত্মকম্" ইত্যাদি]। [...] প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণাত্মক, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজনিজ মানসিক ভাবনা অনুসারে তি[...] দর্শন করে,—কেহ মোহময়, কেহ দুঃখময়, কেহ বা সুখময় রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

টীকা। ন তাবদান্তর-বাহ্যয়োস্তাদাত্ম্যসম্ভবঃ [...] প্রতিবিম্বিতত্বেনান্তরত্বাৎ; নাপি সর্ব্বান্ প্রতি তুল্যভান-প্রসঙ্গঃ, তত্তদ্বাসনারূপসহক[...]

এতদেবোদাহরতি—

কামিন্যাঃ সুখতা ভর্ত্রা সপত্ন্যা দুঃখরূপতা
তদলাভাৎ তথান্যেন মোহত্বমনুভূয়তে ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ। [এতদেব ত্রৈবিধ্যমুদাহরণেন দ্রঢ়য়ন্নাহ—"কামিন্যাঃ" ইতি।] কামিন্যাঃ সুখতা (সুখরূপত্বং) অনুভূয়তে, সপত্ন্যা দুঃখরূপতা, তথা অন্যেন (লম্পট তদলাভাৎ (তস্যাঃ কামিন্যা অপ্রাপ্তের্হেতোঃ) মোহত্বং [অনুভূয়তে ইতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ত্রৈবিধ্যাদেব একৈব কামিনী ভর্ত্তুঃ সুখায়, সপত্ন্যা দুঃখায়, লম্পটস্য চ মোহায় সম্পদ্যত ইতি-ভাবঃ] ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। [সমস্ত বস্তু ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই—] একই কামিনীকে স্বামী সুখরূপে, সপত্নী দুঃখরূপে, ও অন্যলোক—যে তাহাকে পায় নাই, সে মোহরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

টীকা। ভর্ত্তারং প্রতি হি কামিন্যাঃ সত্ত্বাংশ এবোদ্রিচ্যতে, সপত্নীং প্রতি তু রজোহংশ এব, তাং কাময়মানমলভমানং প্রতি তমোহংশ এব, অতঃ ক্রমেণ তেষু সুখদুঃখবিষাদাঃ প্রাদুর্ভবন্তি;

বাহ্য বস্তুগত সুখাদি বিষয়ই যখন চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া আন্তর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন ত বাহ্য ও আন্তরের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শঙ্কাই সম্ভবপর হয় না; তাহার পর, সকল বস্তুই যে, সকলের নিকট একই ভাবে প্রকাশ পায় না, লোকের বাসনাভেদই তাহার কারণ, অর্থাৎ বাসনাই (প্রাক্তন সংস্কারই) সমস্ত অনুভূতির সহকারী কারণ; সেই বাসনা প্রত্যেকের বিভিন্ন-প্রকার; সুতরাং বাসনারূপ সহকারী কারণের প্রভেদ অনুসারে লোকের অনুভূতিতেও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; সেইজন্যই সকলের তুল্যরূপ দর্শন হয় না ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"কামিন্যাঃ" ইত্যাদি। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে একই কামিনীর স্বীয় স্বামীর প্রতি সত্ত্বগুণের ভাগ অভিব্যক্ত হয়, সপত্নীর

অতো ব্যবস্থোপপত্তিঃ। বাসনাভেদেনৈকস্মিন্নপি ভানভেদো ভট্টাচার্য্যৈরপ্যুক্তঃ—

"পরিব্রাট্-কামুক-শুনামেকস্যাং প্রমদা-তনৌ।
কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্যমিতি তিস্রো বিকল্পনাঃ॥" ইতি॥ ১৭॥

ফলিতমাহ—

এবং সতি [illegible]কারঃ প্রবিষ্টো মানসে যদা।
তদা স স্থ[illegible]বত্বং প্রতিপদ্য রসো ভবেৎ॥ ১৮॥

সরলার্থঃ। এবং সতি ([illegible]পত্বে সিদ্ধে সতি) যদা মানসে (চিত্তে) সুখাকারঃ প্রবিষ্টঃ [ভবেৎ], তদা সঃ ([illegible] ভাবত্বং (রত্যাদিরূপত্বং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) রসঃ ভবেৎ (রসাকারেণ প্রকাশত [illegible])।

মূলানুবাদ। এইরূপ [illegible] [illegible] হইতেছে যে,] বস্তুর সুখাকার যখন মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই সুখাকারই স্থায়িভাব[illegible]ত করিয়া রসাকারে পরিণত হয়॥ ১৮॥

টীকা। [illegible]দিভাবস্যাপি রজস্তমোমিশ্রিতসত্ত্বোদ্রেক- (ক) নিবন্ধন-চিত্তদ্রুতিফলিতত্বাৎ সুখময়ত্বমিত্য[illegible]। দ্রবীভাবস্য সত্ত্বধর্ম্মত্বাৎ, তং বিনা চ স্থায়িভাবাসম্ভবাৎ, সত্ত্বগুণস্য চ সুখ-রূপত্বা[illegible]। [illegible]ষাং ভাবানাং সুখময়ত্বেঽপি রজস্তমোঽং[illegible]শ্রণাৎ তারতম্যমবগন্তব্যম্; অতো ন সর্ব্বেষু রসেষু তুল্যসুখানুভবঃ। উপরিষ্টাচ্চ স্পষ্টীকরিষ্যতে॥ [illegible]॥

প্রতি রজোগুণের ভাগ প্রবল হয়, আর অপর যে লোক তাহাকে কামনা করিয়াও লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার প্রতি কেবল তমোগুণের অংশমাত্র উদ্রিক্ত (অভিব্যক্ত) হয়; এই কারণে তাহাদের তিন জনের সম্বন্ধে যথাক্রমে সুখ দুঃখ ও মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; এই কারণেই একই বস্তুতে উপলব্ধিগত পার্থক্য সঙ্গত হইতেছে। প্রাক্তন সংস্কারভেদে যে, প্রতীতিভেদ হয়, তাহা ভট্টাচার্য্যও বলিয়াছেন। যথা—'একই কামিনীশরীরকে লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী), কামুক ও কুকুর, এই তিনের তিনপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্ন্যাসী মনে করেন ইহা মৃতদেহের ন্যায় অস্পৃশ্য, কামুক মনে করে ইহা অতীব আনন্দদায়ক, আর মাংসভোজী প্রাণী মনে করে ইহা অতীব কমনীয় খাদ্য' ইত্যাদি (১)॥ ১৭॥

(১) তাৎপর্য্য—মনে করুন, একজন নিষ্কাম সন্ন্যাসী, একজন ভোগলম্পট ও একটী মাংসলোলুপ কুকুর ইহারা একই সময়ে একটী সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছে। ইহাদের বাহ্য দৃষ্টি একরূপ হইলেও মনের ভাব একরূপ নহে—সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সন্ন্যাসী মনে করেন—মৃতদেহের ন্যায় ইহা আমার অস্পৃশ্য, লম্পট মনে করে—ইহা আমার পরম উপভোগ্য, আবার কুকুর দেখিতেছে, ইহা আমার একটী উপাদেয় খাদ্য। এই ত্রিবিধ মনোভাবের একমাত্র কারণ হইতেছে উহাদের মানসিক সংস্কারভেদ বা বাসনার পার্থক্য। সন্ন্যাসী ত্যাগ অভ্যাস করিয়াছেন, কামুক ভোগচর্চ্চা করিয়াছে, এবং কুকুর মাংস ভোজন শিক্ষা করিয়াছে, সেইজন্য উহারা তিন রকম ভাবনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এনিয়ম জগতের সর্ব্বত্র।

(ক) 'রজস্তমোহমিশ্রিতত্বোদ্রেক' ইতি পাঠস্তু ক, খ, ঘ সম্মতঃ।

অত্রাহুস্তার্কিকাঃ—নিত্যং নিরবয়বমণুপমিাণং মনঃ, তস্য কথং সাবয়বদৃষ্টান্তেন দ্রবীভাবদ্বারা বিষয়াকারপরিণামো বক্তুং শক্যতে? নহি নিরবয়বস্য হ্রাস-বৃদ্ধী সম্ভবতঃ; তস্মাচ্চিত্তস্থায়িতাবনিরূপণমসঙ্গতমিতি। তত্রাহ—

পরমাণ্বেকরূপস্তু চিত্তং ন বিষয়া
ইত্যাদি মতমন্যেষামপ্রামাণ্যাদু [illegible] ক্ষিতম্ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ। [নিরবয়বস্যাণুপরিমাণস্য মনসঃ প [illegible] তবাদ্ দ্রবীভাবাস্তু [illegible]ক্তিরযুক্তৈবেতি তার্কিকমতমনঙ্গীকুর্ব্বন্নাহ—"পরমাণ্বেক" ইত্যাদি।]

অন্যেষাং (তার্কিকাণাং) পরমাণ্বেকরূপং (পরম [illegible] নিরবয়বমিত্যর্থঃ) চিত্তং বিষয়াকৃতি (বিষয়স্যাকৃতিরিব আকৃতির্যস্য, তৎ তথা) ন [illegible] মতং তু (পুনঃ) অপ্রামাণ্যাৎ (প্রমাণবিরুদ্ধত্বাৎ) উপেক্ষিতং (বিচারং বিনৈব প [illegible]) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ। [নিরবয়ব পরমাণুতুল্য সূ [illegible] ত্তের বিষয়াকারে পরিণতি অসম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রবীভাবাদি-উক্তি যুক্তিসঙ্গত হয় না, তার্কিকগণের এই সি [illegible] অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন—"পরমাণ্বেক" ইত্যাদি।]

পরমাণুর সমপরিমাণ মন কখনই দৃশ্যবিষয়াকার ধারণ করিতে পারে না, তা [illegible] অভিমত এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য বলিয়া বিনা বিচারে পরিত্যক্ত হইল ॥ ১৯ ॥

টীকা। আদি-শব্দাদ্ বিভু মন ইতি প্রাভাকরাণাং, সমনন্তরপ্রত্যয় এবোত্তরজ্ঞানকারণতয়া মন ইতি সৌগতানাঞ্চ মতং সংগৃহীতম্। অয়ং ভাবঃ—করণত্বাৎ পরশ্বাদিবৎ (ক), ইন্দ্রিয়ত্বাচ্চক্ষুরাদিবদ্ মনসো মধ্যমপরিমাণত্বমনুমীয়তে, ন চাণুত্বানুমানে কিঞ্চিল্লিঙ্গমস্তি। ১

টীকানুবাদ। এখন ইহার ফলিতার্থ (তাৎপর্য্যার্থ) বলিতেছেন—"এবম্" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, চিত্তসত্ত্বের দ্রবীভাবনিবন্ধন যে, ক্রোধাদিভাবের উদয় হয়, সে সকল ভাবও বস্তুতঃ সুখময়; কারণ, সত্ত্বোদ্রেক ব্যতীত দ্রবীভাব হয় না, আবার দ্রবীভাব না হইলেও উহারা স্থায়িভাবরূপে গণ্য হইতে পারে না। সত্ত্বগুণ স্বভাবতই সুখময়; সুতরাং তন্মূলক ক্রোধাদিভাবগুলিও সুখময়; বিশেষ এই যে, তৎকালীন সত্ত্বগুণটী রজোগুণে ও তমোগুণে মিশ্রিত, বিশুদ্ধ নহে। যদিও মানসিক সমস্ত ভাবই সুখময়, তথাপি আংশিক ভাবে রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রিত থাকায় সুখের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; এইজন্যই সমস্ত রসে সমানভাবে সুখানুভব হয় না। একথা পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ। এবিষয়ে তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন—মন স্বভাবতই নিত্য নিরবয়ব ও পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ। সাবয়ব জতুর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার দ্রবীভাবকল্পনা এবং তদ্দ্বারা তাহারই আবার বিষয়াকারে পরিণামব্যবস্থা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? কারণ,

(ক) পরশ্বাদিবৎ' ইতি ক, ঘ পাঠঃ।

নাপি নিত্যেন্দ্রিয়ত্বাৎ শ্রোত্রবদ্ বিভুত্বানুমানং, নিত্যত্বস্যাসিদ্ধত্বাৎ; আকাশস্যাপি নিত্যত্বাভাবেন তৎকার্য্য-শ্রোত্রস্য সুতরাং নিত্যত্বাভাবাৎ। অতএব জন্যস্য বিভুত্বাভাবান্মধ্যম-পরিমাণত্বানুমানস্য শ্রোত্রে ন (ক) ব্যভিচারঃ। যদিন্দ্রিয়ং যদ্গুণগ্রাহকং, তদিন্দ্রিয়ং তদ্গুণবদিতি ব্যাপ্তেঃ, যথা—চক্ষুরাদেঃ স্বগ্রাহ্যগুণবদ্ভূতারব্ধত্বং সাধ্যতে, [illegible] মনসোঽপি পঞ্চমহাভূতগ্রাহকত্বেন তত্ত্বনিশ্চয়াৎ স্বগ্রাহ্যগুণবদ্ভিরেব ভূতৈরারব্ধত্বং সাধ্যতাম্ [illegible] শেষাভাবাৎ। ২

নিরবয়ব বস্তুর হ্রাস বা বৃদ্ধি [illegible] সম্ভবপর হয় না; অতএব পূর্ব্বকথিত চিত্তদ্রবীভাবের স্থায়িভাবত্ব কল্পনা করা সঙ্গত [illegible] পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"পরমাণু" ইত্যাদি (১)।

শ্লোকস্থ "ইত্যাদি" কথা [illegible] মনের বিভুত্ববাদী (ব্যাপকতাবাদী) প্রভাকর-সম্প্রদায়ের, এবং বৌদ্ধস [illegible] 'পরবর্ত্তী জ্ঞানের উৎপাদক অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয়ই অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিই ম[illegible] নামে [illegible]', এই দুষ্ট সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, [illegible] যখন পরশু (কুঠার) প্রভৃতির ন্যায় করণ (জ্ঞানোৎপাদক) এবং চক্ষুঃ-প্রভৃতির ন্যায় [illegible]দ্রিয় (জ্ঞানসাধন), তখন উহাদের ন্যায় মনেরও মধ্যম পরিমাণই অনুমিত হয় [illegible] অণুপরিমাণত্বকল্পনার সাধক কোনও হেতু বা যুক্তি দেখা যায় না (২)। ১

ভাল, নিত্য আকাশস্বরূপ বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের যেমন বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) অনুমিত হয়, তেমনি মনেরও বিভুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে? না; কারণ, তোমার কথিত (আকাশের) নিত্যত্ব হেতুটাই অসিদ্ধ (অপ্রামাণিক)। আকাশের নিত্যত্ব না থাকায় তদুৎপন্ন শ্রবণেন্দ্রিয়েরও নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। অতএব উৎপন্ন কোন পদার্থেই যখন সর্ব্বব্যাপকতারূপ বিভুত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না, [তখন উৎপত্তিশীল মনের] মধ্যম-পরিমাণত্বই অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, যে ইন্দ্রিয় যে গুণ গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় নিজেও সেই গুণযুক্ত হয়;

(ক) শ্রোত্রেণ' ইতি ক, খ, পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—তার্কিকগণ বলেন—মনঃ নিত্য ও অণুপরিমাণ—পরমাণুর মত সূক্ষ্ম পদার্থ। মন সূক্ষ্ম বলিয়াই একসময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না; এইজন্য একসময়ে একাধিক জ্ঞানও জন্মায় না। তবে যে, কখন কখন একই সময়ে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম। যেমন একশত পদ্মপত্র সূচ বিদ্ধ করিলে হঠাৎ মনে হয় যে, একই সময়ে যেন এই সমস্ত পত্র বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সেখানেও ক্রমেক্রমেই পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে—একসঙ্গে নহে, এই নিয়মে জ্ঞানের স্থলেও ঠিক সেইরূপই ক্রমোৎপত্তি বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) এবিষয়ে ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন যে, ন্যায়ের ঐ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে—মন নিত্যও নহে, অণুও নহে, অথবা বিভুও (সর্ব্বব্যাপীও) নহে; মন মধ্যম-পরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যত বড়, মনও তত বড়—মন সম্পূর্ণ দেহটাকে ব্যাপিয়া থাকে; এইজন্যই সর্ব্বশরীরব্যাপী স্পর্শাদির অনুভব হইয়া থাকে, এবং এক সময়েও অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে ইত্যাদি। টীকাকার এবিষয়ে আরও অনেক কথা পরে বলিবেন।
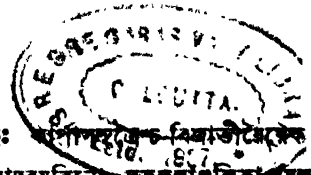
ন বিজাতীয়ানামনারম্ভকত্বং বিশেষঃ, সুবর্ণসূত্রৈঃ পট্টসূত্রৈঃ কার্পাসসূত্রৈশ্চ বিজাতীয়ৈরেকবস্ত্রদর্শনাৎ। তত্রাবয়ব্যনঙ্গীকারেঽন্যত্রাপি তথানঙ্গীকারসম্ভবাদবয়বিনো মাত্রস্যৈবাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতারভ্যং সত্ত্বপ্রধানং সঙ্কোচবিকাশশীলং স্বচ্ছদ্রব্যং চক্ষুর্বন্মূর্ত্তদ্রব্যাভিঘাতযোগ্যঞ্চ দেহপরিমাণং মনোঽভ্যুপগন্তব্যম্। সিদ্ধান্তে সুখদুঃখেচ্ছাজ্ঞানাদীনাং তদাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, তেষাঞ্চ সর্ব্বশরীরব্যাপিত্বেনোপলম্ভাৎ তদাশ্রয়স্য মনসোঽপি শরীরব্যাপিত্বাৎ। ৩

শ্রবণেন্দ্রিয়েও সেই ব্যাপ্তির (নিয়মের) ব্যতিক্রম হ[illegible] না। কেননা, যে ইন্দ্রিয় যেগুণ গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় সেইরূপ গুণবিশিষ্ট ভূত হ[illegible] [illegible]য়, এইরূপ নিয়মানুসারে চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেমন স্বগ্রাহ্য-রূপাদিগুণবিশিষ্ট [illegible] উৎপত্তি সাধন করা হইয়া থাকে, তেমনি মনও যখন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকেই [illegible] করে), তখন মনও নিশ্চয়ই পঞ্চভূতযুক্ত; অতএব মনেরও তদ্‌গ্রাহ্য-গুণযু[illegible] [illegible]ত হইতেই উৎপত্তির অনুমান করা যাইতে পারে; কোনই বিশেষ নাই; [illegible] যেমন আকাশজাত বলিয়া মধ্যমপরিমাণ, তেমনি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন মনও মধ্যম-[illegible]মাণ; [illegible]তরাং নিত্য নিরবয়ব ও বিভু নহে; কাজেই উহার দ্রবীভাব সম্ভবপর হয়]। ২

এখানে একথাও বলিতে পার না যে, বিজাতীয় পঞ্চভূত কখনই মি[illegible] একটী কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য [illegible]ছে? কারণ, নানাজাতীয় কারণের—সুবর্ণসূত্র, পট্টসূত্র ও কার্পাস সূত্রের সমবায়েও বস্ত্রনির্ম্মাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যদি ঐসকল সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রের অবয়বিত্ব (সূত্ররূপ অবয়বে নির্ম্মিত একটী বস্ত্র বলিয়া) অস্বীকার কর, তাহা হইলে অন্য সকল স্থলেও এইরূপেই অবয়বিত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে; তাহা হইলেত সমস্ত অবয়বীকেই জলাঞ্জলি দিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে জগতে 'অবয়বী' বলিয়া কোনও বস্তু থাকিতে পারে না (১); অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মন বস্তুতঃ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত (আকাশাদি সূক্ষ্মভূত) হইতে উৎপন্ন, সত্ত্বগুণপ্রধান, সঙ্কোচ-বিকাশস্বভাব, চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ দ্রব্য, এবং পরিমিত অপর বস্তুদ্বারা বাধা পাইবার যোগ্য ও দেহপরিমিত অর্থাৎ দেহের সমপরিমাণযুক্ত; [কিন্তু মন বিভুও নয়, এবং পরমাণু-তুল্যও নয়]; কারণ, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রভৃতি গুণগুলি মনের ধর্ম্ম—মনে থাকে এবং সাধারণতঃ সর্ব্বশরীরব্যাপীরূপে অনুভূত হয়। এইসকল গুণের আশ্রয়ভূত মন সর্ব্বশরীরব্যাপী বলিয়াই তদাশ্রিত গুণসমূহের সর্ব্বশরীরে অনুভব করা

---

(১) তাৎপর্য্য—কতকগুলি অবয়বের সমবায়ে একটী কার্য্য (ঘটপটাদি) উৎপন্ন হয়। সেই উৎপন্ন কার্য্যটীকে বলে অবয়বী। ন্যায়মতে এই অবয়বী বস্তুটী অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। এখন বিভিন্ন জাতীয় স্বর্ণ কার্পাসাদি সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রকে যদি অবয়বী বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে ঘটপটাদি কোন কার্য্যকেই আর অবয়বী বলিতে পারা যায় না; তাহা হইলে লোক-ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে; অতএব উক্ত আপত্তি সমর্থন-যোগ্য নহে।

অণুত্বাভাবে যুগপৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্বন্ধসম্ভবাদ্‌ যুগপন্নানাজ্ঞানোপপত্তিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? ন, একেনে-ন্দ্রিয়েণৈকদা একমেব জ্ঞানং জন্যতে—ইতি নিয়মস্তাবদাবয়োঃ সমঃ, অন্যথা যুগপৎ চাক্ষুষজ্ঞানদ্বয়োৎপত্তিঃ কিং ন স্যাৎ ? নানেন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানানান্ত যুগপদুৎপত্তিরিষ্যত এব, দীর্ঘাং শষ্কুলীং ভক্ষয়তঃ শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধানাং যুগপদনুভবাৎ। সুষুপ্ত্যনু[illegible]পপত্ত্যা ত্বঙ্‌মনঃসংযোগস্য জ্ঞানমাত্রকারণত্বেন (ক) ত্বয়াভ্যুপ-গমাদ্‌ রসনাবচ্ছিন্ন-ত্বঙ্‌মনঃসংযুক্তস্য [illegible] যুগপদ্‌ রসস্পর্শোপলম্ভস্তবাপি দুর্নিবারঃ ; তস্মাদস্মদভ্যুপগতে মনসি শ্রুতিস্মৃতি-ন্যায়সিদ্ধে বিমতিঃ [illegible]তি। সমনন্তরপ্রত্যয়স্তুতিনির্যুক্তিকত্বাদুপেক্ষিতঃ। বিস্তর-স্ত্বস্মদীয়-বেদান্তকল্পলতায়ামনুসন্ধেয়ঃ [illegible]

অতঃ স্বচ্ছস্বভাবস্য সাবয়বস্য [illegible] যদিবদ্‌ বিষয়াকারগ্রাহকত্বং বেদান্তশাস্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্রে চ যন্নিরূপিতম্‌, তৎ প্রামাণিকত্বাদ্‌ [illegible] বেত্যাহ—

[illegible]

সম্ভবপর হইয়া থাকে, নচেৎ [illegible] ভ[illegible]

যদি বল—মন [illegible] না [illegible] মধ্যম[illegible]ণ হইলে একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ থাকা [illegible]পর হয় ; সুতরাং একসঙ্গে বহু জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ? না—তাহাও বলিতে পার[illegible] কেন না, একটী ইন্দ্রিয় যে, একই সময়ে একই জ্ঞান জন্মায়, অধিক জ্ঞান জন্মা[illegible] [illegible]ম তোমার আমার উভয়েরই সমান, নচেৎ একই সময়ে একসঙ্গে দুইটী চাক্ষুষ জ্ঞান হয় না কেন ? কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা একসময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি আমরা অবশ্যই স্বীকার করি ; কারণ, দীর্ঘ শষ্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) ভক্ষণকর্ত্তার একই সময়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভূতি হইতে দেখিতে পাওয় যায়। সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-সম্বন্ধ-শূন্য 'সুষুপ্তি' অবস্থাসম্ভব হয় না বলিয়া তুমি যখন ত্বঙ্‌মনঃসংযোগকে (ত্বকের সহিত মনের সংযোগকে) জ্ঞান-সামান্যের (সমস্ত জ্ঞানের) কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তখন রসনাস্থিত ত্বঙ্‌মনঃসংযুক্ত গুড়ে যে, একই সময়ে রস ও স্পর্শের অনুভব, তাহাত তোমার পক্ষেও অনিবার্য্য। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত আমাদের অভিমত মনের স্বরূপ সম্বন্ধে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না। আর বৌদ্ধসম্মত 'সমনন্তরপ্রত্যয়বাদ' একেবারেই যুক্তিহীন বলিয়া আমরা উহা উপেক্ষা করিলাম, [সেই মতের খণ্ডনে আর যত্ন করিলাম না।] এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, আমার কৃত বেদান্তকল্পলতানামক গ্রন্থে অনুসন্ধান করিতে হইবে (১) ॥ ১৯ ॥

(ক) ত্বঙ্‌মনঃসংযোগজং জ্ঞানমত্র কারণত্বেন' ইতি ক, খ পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—'সমনন্তরপ্রত্যয়' অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান। বৌদ্ধেরা বলেন, মন বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটী পরবর্ত্তী জ্ঞান (প্রত্যয়) জন্মাইয়া মরিয়া যায় ; এই প্রকারে যে, প্রত্যয়প্রবাহ চলে, তাহাই মন, তদ্ব্যতিরিক্ত মন বলিয়া কিছু নাই। প্রত্যয় মাত্রই ক্ষণিক—এক ক্ষণমাত্র থাকে, পর ক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু নষ্ট হইবার সময়ে অপর একটী জ্ঞান জন্মাইয়া যায় এবং আপনার সমস্ত সংস্কার সেই জ্ঞানে রাখিয়া যায়,

গৃহ্ণাতি বিষয়াকারং মনো বিষয়যোগতঃ।
ইতি বেদান্তিভিঃ সাংখ্যৈরপি সম্যঙ্‌নিরূপিতম্‌ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং সাংখ্য-বেদান্তসিদ্ধান্তম ... ং প্রস্তৌতি—"গৃহ্ণাতি" ইতি।] মনঃ (সাবয়বং দেহপরিমিতং চিত্তং) বিষয়যোগতঃ (ইন্দ্রিয় ... ালিকয়া বিষয়দেশং গতং সৎ) বিষয়াকারং (বিষয়স্য ঘটাদেরাকারমিব আকারং) গৃহ্ণাতি (বি... ারং ভবতীত্যর্থঃ)। ইতি (এতদ্‌ বিষয়াকারগ্রহণং) বেদান্তিভিঃ সাংখ্যৈঃ অপি সম্যক্‌ ...) নিরূপিতং (প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। উক্ত দেহপরিমিত সাবয় ... বিষয়ে যাইয়া সেই সকল বিষয়ের অনুরূপ আকার ধারণ করে, ইহা সাংখ্য ও বেদা... রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

টীকা। যদ্যপি সাংখ্যানামাহঙ্কারিকং ম ... ভৌতিকমিতি মহান বিশেষঃ, তথাপি বিষয়াকারগ্রাহকত্বং সমানমিতি তুল্যবদ্‌ ... ল্লাসঃ

দ্রবীভাবপূর্ব্বকং চিত্তস্য বিষয়াকারভজনং ... ভাষ্যকারবচনমুদাহরতি—

মূষাসিক্তং যথা তা ... তন্নিভং জায়তে তথা।
ঘটাদি ব্যাপ্ত ... ন্নিভং জায়তে ধ্রুবম্‌ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ। [অস্মিন্‌ ... ভাষ্যকারোক্তিমুদাহরতি—"মূষা" ইত্যাদি।] [অগ্নিসন্তাপাদিভিঃ দ্রবীভূতং] তাম্রং যথা মূষাসিক্তং (মূষায়াং প্রতিমাদ্যাকারঘটিত-মৃদাদিসংস্থানে নিষিক্তং সৎ) তন্নিভং (মূষানুরূপং) জায়তে, তথা চিত্তং ঘটাদি ব্যাপ্নুবৎ (গ্রাহ্যং বস্তু ব্যাপ্য স্থিতং সৎ) ধ্রুবং (নিশ্চয়ে) তন্নিভং জায়তে (তদাকারাকারিতং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ। গলিত তাম্র যেমন প্রতিমাদির ছাঁচে পতিত হইয়া সেই ছাঁচের আকার ধারণ করে, ঠিক তেমনি চিত্তও ঘটাদি বিষয়ে যাইয়া নিশ্চয়ই সেসকল বিষয়াকার ধারণ করে ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রে ও বেদান্তশাস্ত্রে যে, দর্পণাদির ন্যায় স্বচ্ছস্বভাব ও সাবয়ব মনের বিষয়াকারগ্রাহকতা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহা যখন প্রমাণসিদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই সুসঙ্গত; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"গৃহ্ণাতি" ইতি।

সাংখ্যমতে মন আহঙ্কারিক—অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, আর বেদান্তমতে উহা ভৌতিক—পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যদিও এ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তমতের যথেষ্ট পার্থক্য থাকুক, তথাপি গ্রাহ্যবিষয়ের প্রতিবিম্বগ্রহণ সম্বন্ধে উভয়ের মতই সমান; এই কারণে মূল শ্লোকে উভয়ের তুল্যভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এইরূপ প্রত্যয়প্রবাহ অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে ও চলিবে।

টীকা। মূষায়াং পুটকপাকযন্ত্রে তদ্দ্বারা দ্রবীভূতং তাম্রং যন্ত্রপ্রতিমাদ্যাকারঘটিতে মৃদাদিসংস্থান-বিশেষে সিক্তং সৎ তচ্ছিদ্রস্থসংস্থানাকারং ভবতি দ্রুতত্বাৎ, এবং রাগদ্বেষাদিনা দ্রবীভূতং চিত্তং চক্ষুরাদিদ্বারা যত্র সিক্তং ভবতি, স্বয়মপি তদ্বিষয়াকারং ভবতীতি কারিকার্থঃ।

যদ্যপ্যস্মিন্ বাক্যে সামান্যত এব দ্রাবীভাব উক্তঃ, তথাপ্যনুভববলাদ্ রাগদ্বেষাদিবিষয়ে ব্যবস্থাপ্যতে, তদভাবে তু শিথিলীভাবমাত্রমিত্যুক্তম্ যুগৎ ॥ ২১ ॥

মনো বিষয়াকারং বিষয়গতাবর[illegible]তি। [illegible]ত্বাদালোকবদিত্যনুমানমস্মিন্নর্থে প্রমাণমাহ—

ব্যঞ্জকো বা[illegible]কো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্ব্বার্থব্যঞ্জ[illegible]কারা প্রদৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। [এতদনুক্[illegible]] [illegible]রূপং দৃষ্টান্তমবতারয়তি—"ব্যঞ্জকো বা" ইতি।] ব্যঞ্জকঃ (সিদ্ধবস্তুপ্রকাশকঃ [illegible]দিপ্রকাশঃ) যথা বাঙ্গ্যস্য (প্রকাশ্যস্য ঘটাদেঃ) আকারতাং (তৎসদৃশমাকারং) [illegible] প্রাপ্[illegible] তথা ধীঃ (চিত্তং) সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ (সর্ব্ববিষয়-প্রকাশকত্বাৎ চেতো[illegible] অর্থাকারা (গৃহীতবিষ[illegible]) প্রদৃশ্যতে। [অয়ং ভাবঃ—আলোকো যথা অন্ধকারস্থং ঘটাদি[illegible] বিষয়ীকৃত্য, তদ্গতমন্ধকার[illegible]থা তদভিব্যাপ্য তদ্বদেব ভবতি, তথা তৈজসং মনো[illegible] অজ্ঞাতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য [illegible]মজ্ঞানং বাধতে; অনন্তরঞ্চ তদাকারমাসাদ্য তৎ[illegible]তীতি দৃষ্টান্তানুসারিণীয়ং ব্যবস্থেতি ॥ ২[illegible]

মূলানুবাদ। [কথিত বিষয়ে অনুম[illegible]দর্শন করিতেছেন—"ব্যঞ্জকো বা" ইত্যাদি।] পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুর প্রকাশক প্রদীপা[illegible] ব্যঙ্গ (প্রকাশ্য ঘটপটাদি) বস্তুতে পতিত হইয়া তদাকার ধারণ করে, তেমনই সর্ব্ব বস্তুপ্রকাশক মনও সেই সেই বিষয়ের আকারে আকারিত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ। চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যে, বিষয়াকার গ্রহণ করে, এবিষয়ে ভাষ্যকারের (শঙ্করাচার্য্যের) উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—"মূষা" ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকের অর্থ—পুট-পাকযন্ত্রে দ্রবীকৃত তাম্র যেমন মূষামধ্যে অর্পিত হইলে, সেই মূষার অভ্যন্তরস্থ আকৃতির অনুরূপ আকৃতি ধারণ করে; কারণ, তাম্র তখন গলিয়া দ্রবীভূত হইয়াছে; তেমনই রাগদ্বেষাদি দ্বারা দ্রবীভূত চিত্তও চক্ষুঃপ্রভৃতির সাহায্যে বাহ্য বিষয়ে স্থাপিত হইলে, নিজে সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। এখানে মূষা অর্থ—যন্ত্র—প্রতিমাদির আকারে মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত আকৃতি-বিশেষ (ছাঁচ)।

যদিও উক্ত বাক্যে (শ্লোকে) দ্রবীভাবের কথা সাধারণভাবেই বলা হইয়াছে, তথাপি যখন দেখা যায় যে, রাগদ্বেষাদি কারণেই চিত্তের দ্রবীভাব হয়, তখন তদ্বিষয়েই দ্রবীভাব কল্পনা করিতে হইবে। রাগদ্বেষাদির অভাবে যে, চিত্তের শিথিলতা মাত্র (কেবল কোমলতা মাত্র) হয়, একথা পূর্ব্বেই (১৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

টীকা। ব্যঞ্জকস্ত তদাকারত্বাভাবে তদ্‌গতাবরণনিবৃত্তেরদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ভগবৎপূজ্যপাদানামিয়মুক্তিঃ সযুক্তিকা।
তথা বার্ত্তিককারৈরপ্যয়মর্থো নি   তঃ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। [বার্ত্তিককারসম্মতিপ্রদর্শনেন ভাষ্যকারোদি   মর্থয়তে—"ভগবৎ" ইত্যাদিভিঃ।] ভগবৎ-পূজ্যপাদানাং (আচার্য্য-শঙ্করপাদানাং) ইয়ং উক্তিঃ (বা ইত্যাদি বচনং) সযুক্তিকা (যুক্তিযুক্তা—অনুমানেন সমর্থনযোগ্যা)। তথা বার্ত্তিক   সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃ) অপি অয়ং (ভাষ্যকারোক্তঃ) অর্থঃ (সিদ্ধান্তঃ) নিরূপিতঃ (নির্দ্ধারি   নোপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ। [এখন বার্ত্তিককারের উক্তি   ক্তি সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"ভগবৎ" ইত্যাদি।] ভগবৎ-পূজ্য   সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মতও বটে; এবং বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যও এইরূপ সিদ্ধান্তই নি

টীকা। ব্যঞ্জকো বেত্যাদ্যুক্তির্বার্ত্তিককারা   ক্তরনু   পা   ২৩ ॥

বার্ত্তিককারাণাং বাক্যান্তরমুদাহরন্তি—

মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তি   নিষ্পন্নং মেয়মেতি চ।
মেয়াভিসঙ্গতং ক   পদ্যতে ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ। এখন এ নি   আলোকের ন্যায় (দীপপ্রভার মত) গ্রাহ্য-বিষয়গত অজ্ঞানাবরণের নিবর্ত্তক, ... হই মন বিষয়াকার-গ্রাহক'—এইরূপ অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—"ব্যঞ্জকো বা" ইত্যাদি। শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যঞ্জক (বস্তু-প্রকাশক) পদার্থ যে, ব্যঙ্গ্য বস্তুর আকার প্রাপ্ত না হইয়া তদ্‌গত আবরণ (অন্ধকারাদি) নিবারণ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় (৩) ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ। ["ভগবৎপূজ্যপাদানাম্" ইত্যাদি।] "ব্যঞ্জকো বা" ইত্যাদি উক্তি [কেবল ভাষ্যকারেরই নহে, পরন্তু] বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যেরও সম্মত। শ্লোকোক্ত যুক্তি অর্থ—অনুমান, যাহা উপরে (২২ শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

(ক) মাত্রাভিনিষ্পত্তিঃ, ইতি ক পাঠঃ।

(৩) তাৎপর্য্য—দীপালোক অন্ধকারস্থ ঘটপটাদি বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে; এইজন্য দীপালোক হয় ব্যঞ্জক, আর ঘটপটাদি বস্তু হয় তাহার ব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ্য। আলোক কোন বস্তু উৎপাদন করে না, পরন্তু যাহা উৎপন্ন আছে, তাহাই প্রকাশ করে মাত্র। প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে প্রকাশ্য বস্তুর আবরণ—অন্ধকার দূরীভূত করে, এবং প্রকাশ্য বস্তুটীকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে ও প্রকাশিত করে। যতটুকু অংশ ব্যাপ্ত করে, ততটুকুমাত্র প্রকাশ করে, ইহা সকলেরই বিদিত। অন্তঃকরণবৃত্তির অবস্থাও এতদনুরূপ। ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস পাইয়া অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশময় হয়, এবং বাহ্য ঘটাদি বিষয়ে পতিত হইয়া তদ্‌গত অজ্ঞান-আবরণ অপনয়ন করে, পশ্চাৎ সেই অজ্ঞাত ঘটাদি বস্তুকে প্রকাশ করে—জানাইয়া দেয়।

সরলার্থঃ। মাতুঃ (প্রমাতুঃ চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপাদন্তঃকরণাৎ) মানাভিনিষ্পত্তিঃ (মানস্য অন্তঃকরণবৃত্তেঃ উৎপত্তিঃ) [ভবতি]। [তচ্চ] মানং নিষ্পন্নং সৎ [তড়াগোদকবৎ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারা] মেয়ং (ঘটাদিবিষয়ং) এতি (প্রাপ্নোতি)। তচ্চ (মানং) মেয়াভিসংগতং (মেয়েন ঘটাদিনা সহ মিলিতং সৎ) মেয়াভত্বং (মেয়সাদৃশ্যং ঘটাদ্যাকারং) প্রপদ্যতে (ঘটাদ্যাকারেণ প্রতিভাসত-ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ। চিজ্জড়[illegible] অন্তঃকরণ হইতে মান-শব্দবাচ্য বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। জলাশয়ের জল যেরূপ প্রণালী[illegible]র যায়, ঠিক সেইরূপ ঐ অন্তঃকরণবৃত্তিও (মান) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে নির্গত হইয়া ঘটাদি প্র[illegible]দিবদায়, এবং ঘটাদি মেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সেই মেয় ঘটাদির অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥ [illegible]

টীকা। মাতুশ্চিদচি[illegible]দন্তঃকরণাদ্ বৃত্তিজ্ঞানাখ্যস্য দ্রবীভাবপূর্ব্বকস্য মান-(খ) শব্দবাচ্যস্য পরিণাম[illegible]র্ভবতি। তচ্চ পরিণামবিশেষাত্মকং মানং নিষ্পন্নং সৎ চক্ষুরাদিদ্বারা [illegible]দিবিষ[illegible] হইতৌরাবচ্ছিন্নমন্তঃকরণমত্যজদেব কুল্যাজলবৎ; ততশ্চ ঘটাদিসম্বদ্ধং সদ্[illegible]াকারতাং (ঘ) প্রা[illegible]তশ্চ তত্র চৈতন্যাভিব্যক্ত্যা ঘটাদ্যুপলম্ভ ইতি কারিকার্থঃ। [illegible] চেয়ং প্রক্রিয়াস্মাভির্বি[illegible] সিদ্ধান্তবিন্দৌ প্রতিপাদিতা, গ্রন্থগৌরবভিয়া [illegible] ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ। এ বিষয়ে বার্ত্তিককারে[illegible] উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—"মাতুঃ" ইত্যাদি। উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ[illegible]) অর্থ—চৈতন্যাধিষ্ঠিত চিদচিৎ-গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ চেতনাচেতন-সম্মিশ্রণাত্মক অন্তঃকরণ; 'মান' শব্দের অর্থ—দ্রবীভূত অন্তঃ-করণের একপ্রকার পরিণাম, যাহার অপর নাম বৃত্তিজ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ হইতে এই মান-শব্দবাচ্য বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বৃত্তিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্গত হইয়া মেয়—ঘটপটাদি-বিষয়দেশপর্য্যন্ত গমন করে। পরে ঐ 'মান' পদবাচ্য বৃত্তিজ্ঞানটী জলাশয়গত জলপ্রবাহের ন্যায় তখনও শরীরস্থ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্ত্তী অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়াই ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ে গমন করে, তাহার পর ঘটাদি প্রমেয়-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ ঘটাদির আকার ধারণ করে। অনন্তর সেই চিত্ত-বৃত্তিটী চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পাইয়া উজ্জ্বল হইলে পর, তদ্দ্বারা ঘটাদি বস্তুর উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালীসম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমরা সিদ্ধান্তবিন্দুনামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি; গ্রন্থের আকারবৃদ্ধির ভয়ে এখানে আর সেসকল কথার উল্লেখ করিলাম না ॥ ২৪ ॥

(খ) মাতৃশব্দ'—ইতি ক পাঠঃ। মাতুঃশব্দ-' ইতি ঘ পাঠঃ।

(গ) পরিমাণবিশেষস্য' ইতি ক, গ, ঘ পাঠঃ।

(ঘ) ঘটাকারতাং' ইতি খ, গ পাঠঃ।

পঞ্চদশ্যাং (৬) বিদ্যারণ্যৈরপ্যয়মর্থো দর্শিতঃ, তমুপসংহারব্যাজেনাহ—

অতো মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। [অস্মিন্ বিষয়ে বিদ্যারণ্যস্বামিসম্মতিং [...]তি—"অতঃ" ইত্যাদিভিঃ।] অতঃ (একস্মিন্ বস্তুনি বিভিন্নপ্রত্যয়ানুপপত্তের্হেতোঃ) কাচিৎ [...]কা] যোষিৎ (স্ত্রী) মাংসময়ী (মাংসপিণ্ডাদিরূপা, যা সর্ব্বৈঃ সমানমুপলভ্যতে), অন্যা কা[...]) মনোময়ী (মানস-সংকল্পরূপা, যা বাসনানুসারেণ ভিন্নরসতয়োপলভ্যতে)। [অত্র] [...] (যোষিতঃ) অভেদে অপি (ঐক-রূপ্যে সত্যপি) মনোময়ী (মানস-সংকল্পনির্ম্মিতা [...]তে (প্রতিপুরুষং ভিন্নতয়া অনুভূয়ত-ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ।

মূলানুবাদ। [উপরে উক্ত বিষয়ে [...] প্রদর্শন করিতেছেন—"অতঃ" ইত্যাদি।] যেহেতু মানসিক সংকল্পভেদ ব্যতি[...] [...] দৃষ্ট হইতে পারে না, সেই-হেতু [বলিতে হইবে যে,] মাংসময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি [...]নোময়ী অর্থাৎ মানসিকবাসনা-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি অপর একটী পৃথক্। ত[...] [...]ংসময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সকলের নিকট সমান হইলেও মনোময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিটী ভিন্ন, অর্থাৎ একই মাং[...] বিভিন্ন লোকের বাসনা বা [...]ভাব অনুসারে ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

। মনোময়াকারভেদং [...] [...]ক-পিণ্ডে ভেদপ্রত্যয়াযোগাৎ ॥ ২৫ ॥

ভেদপ্রতীতিমেব সর্ব্বসিদ্ধাম্[...]

ভার্য্যা স্নুষা ন[...] যাতা মাতেত্যনেকধা।
জামাতা শ্বশুরঃ পুত্রঃ পিতেত্যাদি পুমানপি ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ। পঞ্চদশীনামক গ্রন্থে বিদ্যারণ্যস্বামীও এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রস্তাবের উপসংহারচ্ছলে এখানে তাহা প্রকাশ করিতেছেন—"অতো" ইত্যাদি। মনোময় আকারভেদ না থাকিলে অর্থাৎ মনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকার কল্পিত না হইলে, পঞ্চভূতে রচিত একই বস্তুতে কখনই বিভিন্নাকার প্রতীতি হইতে পারে না; এইজন্য [বাহ্য আকারের অতিরিক্ত আর একটী মানসিক আকারও স্বীকার করিতে হয়] (৪) ॥ ২৫ ॥

(৬) পঞ্চদশপ্রকরণ্যাং' ইতি খ, গ পাঠঃ।

(৪) তাৎপর্য্য—পঞ্চদশীকার অপর একটী শ্লোকে এই বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। শ্লোকটী এই—"সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়-ধীময়ৌ। মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ॥" ভাবার্থ এই যে,—আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় একটী নহে—দুইটী,—একটী সাধারণ, আর একটী অসাধারণ (মনোময়)। ঘট আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়। সেই ঘটের দুইটী আকার একটী মৃন্ময়—মৃত্তিকার পরিণাম, অপরটী ধীময় বা মনের সংকল্পপ্রসূত। তন্মধ্যে মৃন্ময় ঘট চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, আর মনোময় ঘটটী কেবল আত্মানুভূতির বিষয় হয়। উহা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না।

সরলার্থঃ। [ইদানীং ভেদপ্রতীতিমেব বিশদয়তি—"ভার্য্যা" ইত্যাদিনা] [অতঃ একৈব স্ত্রী সম্বন্ধিভেদেন] ভার্য্যা, স্নুষা (পুত্রবধূঃ), ননান্দা (পত্যুর্ভগিনী), যাতা (দেবরপত্নী), মাতা (জননী চ), ইতি (ইত্থং) অনেকধা (বহুপ্রকারেণ) [ভিদ্যত ইতি শেষঃ।] তথা পুমান্‌ (পুরুষঃ) অপি [একএব সম্বন্ধিভেদেন] জামাতা, শ্বশুরঃ, পুত্রঃ, পিতা চ—ইত্যাদি (এবমাদিরূপেণ) [ভিদ্যত-ইতি শেষঃ। একস্মিন্নপি বিষয়ে লোকা[illegible] ভাবনাভেদেন ভিন্নো ব্যবহারঃ সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ] ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ। [এখন এ[illegible] ষয়ে প্রতীতিভেদ দেখাইতেছেন—"ভার্য্যা" ইত্যাদি।] [একই স্ত্রী সম্পর্কভেদে যেরূপ] ভা[illegible]ধূ, ননান্দা (পতির ভগিনী), যাতা (জা), ও মাতা, ইত্যাদিরূপে অনেকপ্রকার ব্যবহারে[illegible] সেইরূপ পুরুষও সম্পর্কভেদে জামাতা, শ্বশুর, পুত্র ও পিতাপ্রভৃতিরূপে [বিভিন্নপ্রতী[illegible]ৎ লোকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবনা অনুসারে একই ব্যক্তি বিভিন্নপ্রকার ব্যবহার প্রা[illegible]।]

টীকা। ভিদ্যত ইত্যা[illegible]

একানেকত্ববৈধর্ম্ম্যমু[illegible] বিনা[illegible]বিনাশি[illegible] [illegible]রমাহ—

[illegible]হ্যপিণ্ডস্য নাশেঽপি [illegible]চ ত্যব মনোময়ঃ।
[illegible] অতঃ স্থায়ীতি বিদ্বদ্ভির[illegible] রূপিতঃ ॥ ২৭ ॥

[illegible]র্থঃ। [অথেদানীমান্তরভেদমাহ—[illegible]] বাহ্যপিণ্ডস্য (বস্তুনঃ বাহ্যাকারস্য) বিনাশে অপি মনোময়ঃ (মানস-সংকল্পনির্[illegible] উদাহৃ[illegible] এব (নৈব নশ্যতীত্যর্থঃ)। অতঃ (অস্মাৎ মনোময়স্য স্থায়িত্বাদ্‌ হেতোঃ) বি[illegible] এব স্থায়ী (স্থায়ী ভাবঃ) ইতি নিরূপিতঃ (নির্ণীত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ। বস্তুর বাহিরের আকারটী বিনষ্ট হইলেও মনোময় আকারটী বিনষ্ট হয় না; এই কারণে পণ্ডিতগণ ইহাকেই (মনোময় রূপকেই) স্থায়ী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

টীকা। 'অপি'শব্দাদ্‌ বাহ্যস্য দেশকালাদিনা ব্যবধানেঽপি মনোময়োঽব্যবহিত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ। এখন সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ভেদপ্রতীতির উদাহরণ দিতেছেন—"ভার্য্যা" ইতি। এখানে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত "ভিদ্যতে" ক্রিয়াটী আহরণ করিয়া সম্বন্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ ভার্য্যা স্নুষা ইত্যাদিরূপে ভিন্ন প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ। বাহ্য বস্তুর একত্ব ও অনেকত্বরূপ বৈধর্ম্ম্যের (বিরুদ্ধ ধর্ম্মের) কথা বলিয়া এখন বিনাশিত্ব ও অবিনাশিত্বরূপে অন্যপ্রকার বৈধর্ম্ম্যও প্রদর্শন করিতেছেন—"বাহ্যপিণ্ডস্য" ইত্যাদি। মূল শ্লোকে "নাশে অপি" (নাশ হইলেও) এই 'অপি' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য বস্তুটী দেশের দ্বারা বা কালের দ্বারা ব্যবহিত (দূরবর্ত্তী কিংবা অতীতকালীন) হইলেও উহার মনোময় রূপটী অব্যবহিতই (সন্নিহিতই) থাকে, অর্থাৎ মানস-নেত্রে তাহাও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এবং স্বভাবতো ভাবস্বরূপমুপবর্ণিতম্।
বিশেষেণ তু সর্ব্বেষাং লক্ষণং বক্ষ্যতে পৃথক্ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ। এবংস্বভাবতঃ (যথোক্ত-স্থায়িত্বস্বভাবাৎ), ·স্বরূপং (স্থায়িভাবস্য স্বরূপম্) উপবর্ণিতং (সম্যক্ নিরূপিতম্), সর্ব্বেষাং (ভাবানাং) বিশে [illegible] লক্ষণং তু (পুনঃ) পৃথক্ বক্ষ্যতে (নিরূপয়িষ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ। এইপ্রকার বস্তুস্বভাবদর্শনে স্থায়িভা[illegible]রূপ বর্ণিত হইল; এই সমস্ত স্থায়িভাবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পরে পৃথক্ ভাবে বলা [illegible]

টীকা। মনোময়ো বিষয়াকার এবাবিনাশি[illegible]ম্, তস্য তু রতি-হাসাদিরূপেণ ভেদস্তল্লক্ষণঞ্চ বক্ষ্যতেঽনন্তরোল্লাস ইত্যর্থঃ। যর্দ্[illegible] বিষয়াকারোঽনপায়ঃ, অস্মাৎ স্থায়ী ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ভগবন্তং বিভুং নিত্যং [illegible]ম্
যদ্ গৃহ্ণাতি দ্রুতং [illegible]মন্যদবশিষ্যতে ॥ ২[illegible]

সরলার্থঃ। [ফলিতার্থমাহ—"ভ[illegible]ত্যাদি।] চিত্তং দ্রুতং (দ্র[illegible]সৎ) যৎ (যদি) বিভুং (সর্ব্বব্যাপিনং) নিত্যং ([illegible]র্ণং (অনাধেয়াতিশয়ং) বোধসুখা[illegible] (পরমেশ্বরং) গৃহ্ণাতি (তদাক[illegible]দা] অন্যৎ কিং [করণীয়ং] অবশিষ্যতে ? (ন কিমপি, স কৃতার্থোভবতীতি[illegible]

মূলানুবাদ। ভগবদ্ভাবে দ্র[illegible]দি সর্ব্বব্যাপী জন্মমরণরহিত পরিপূর্ণ জ্ঞানসুখময় ভগবান্‌কে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর কি কর্ত্তব্য থাকে ? অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, অর্থাৎ তিনি কৃতার্থ হন ॥ ২৯ ॥

টীকা। বিভুমিতি সর্ব্বদেশব্যাপকত্বম্, নিত্যমিতি সর্ব্বকালব্যাপকত্বম্, পূর্ণমিত্যদ্বিতীয়তয়া সর্ব্বদ্বৈত-প্রমাধিষ্ঠানত্বম্, বোধসুখাত্মকমিতি নিরতিশয়পুমর্থত্বং দর্শিতম্। এতাদৃশেন ভগবদাকারেণ

টীকানুবাদ। যেহেতু বাহ্যবস্তুর মনোময় আকারটী সহজে বিনষ্ট হয় না, সেই হেতু উহাই 'স্থায়িভাব' নামে কথিত হয়। ঐ স্থায়িভাবের 'রতি' 'হাস্য' প্রভৃতি বিভাগ ও পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় উল্লাসে বলা হইবে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়াকারটী অবিনাশী (চিরস্থায়ী), সেই হেতুই উহা 'স্থায়িভাব' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ। "ভগবন্তম্" ইত্যাদি। "বিভুম্" কথায় [ভগবানের] সর্ব্বব্যাপিত্ব, "নিত্যম্" কথায় সর্ব্বকালব্যাপিত্ব, "পূর্ণম্" কথায় অদ্বিতীয়ত্বনিবন্ধন সমস্ত দ্বৈতপ্রতীতির অধিষ্ঠানত্ব, এবং "বোধসুখাত্মকম্" কথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থত্ব (পরমপুরুষার্থত্ব) প্রদর্শিত হইল।

মনোগতেন অনাদিকালপ্রবিষ্টাসংখ্য-বিষয়াকারাণাং কবলীকরণাৎ তন্মাত্রপরিস্ফূর্ত্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

দ্রবীভাবস্য প্রয়োজনং পূর্ব্বোক্তমেব স্মারয়তি—তত্র প্রযত্নদার্ঢ্যায়—

কঠিনা শিথি[illegible] বা ধীর্ন গৃহ্ণাতি ন বাস্যতে।
উপেক্ষাজ্ঞা[illegible]ত্যাহুস্তদ্বুধাঃ প্রস্তরাদিষু ॥ ৩০ ॥

সরলার্থঃ। [পূর্ব্বোক্ত[illegible]ভাবং আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং পুনরুপদিশতি—"কঠিনা" ইতি।] ধীঃ (চিত্তং) কঠিনা স[illegible] যায়,[illegible] (বিষয়াকারং ন আদত্তে), তথা শিথিলা (ঈষদ্ দ্রবীভাবযুক্তা সতী) বা ন বা[illegible]য়, এব ন ভবতি), বুধাঃ (পণ্ডিতাঃ) তৎ উপেক্ষাজ্ঞানং (উপেক্ষাত্মকং জ্ঞানং—সংস্কার[illegible] আহুঃ (কথয়ন্তি)। 'প্রস্তরাদিষু' ইত্যুদাহরণম্—যথা স্বভাবকঠিনেষু প্রস্তরা[illegible]] [illegible] ন জায়তে, তথা তাদৃশে চিত্তেঽপি বিষয়াকারো নাভিব্যজ্যতে ইতি ভাবঃ। [illegible]

[illegible] [চিত্তের দ্রবীভাব [illegible] বিষয়ে লোকের আগ্রহাতিশয় জ্ঞাপনার্থ পুনরায় সেই দ্রবাভাবের [illegible] বলিতেছেন—"ক[illegible]"।] কঠিন চিত্ত কোন বিষয়েরই আকার ধারণ [illegible] আর কোমলভাব প্রাপ্ত চি[illegible] সংস্কার জন্মে না। এইজন্য পণ্ডিতগণ [illegible] স্থার জ্ঞানকে উপেক্ষাজ্ঞান বলেন[illegible] প্রভৃতি কঠিন বস্তুতে কোন প্রকার সংস্কার হয় না, তাদৃশ চিত্তেও তেমনই কোন [illegible]

টীকা। কঠিনা ধীর্ন গৃহ্ণাত্যেব, [illegible] ন বাস্যতে দ্রবীভাবাভাবাৎ, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তং, অদ্রবীভাবঃ কাঠিন্যম্ (ক), ঈষদ্[illegible]ল্যাৎ, তচ্চ দ্রবাবস্থাকার্য্যভূত-সাত্ত্বিক-ভাবাদিত্যবসেয়ম্, তে চ—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা গুণাঃ ॥" (সাহিত্য দর্পণঃ। ৩ পঃ)

ইত্যভিপ্রায়ঃ। ১

ভগবানের এবম্বিধ আকার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা—অনাদিকালসঞ্চিত অসংখ্য বিষয়াকারসমূহ কবলীকৃত (অভিভূত) হইয়া যায়; তখন একমাত্র ভগবদাকারই প্রতিভাত হয় বলিয়া সাধক কৃতার্থ হইয়া থাকেন। [তখন তাঁহার আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না] ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রবীভাবে দৃঢ়তর প্রযত্নসম্পাদনের অভিপ্রায়ে দ্রবীভাবের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনই পুনরায় স্মরণকরাইয়া দিতেছেন—"কঠিনা" ইত্যাদি। কঠিন চিত্ত মোটেই বিষয়াকার গ্রহণ করে না; শিথিল চিত্ত গ্রহণ করিলেও বাসিত হয় না, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সংস্কার লাভ করে না; কারণ, তখন চিত্তের দ্রবীভাব নাই; [দ্রবীভাবের অভাবে যে, বাসনা বা সংস্কার

(ক) দ্রবীভাবঃ কাঠিন্যম্' ইতি ক, খ পাঠঃ।

অতএব ভগবদ্‌বিষয়ে কাঠিন্যং নিন্দ্যতে—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" (ভাঃ ২।৩।২৪)
"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ভাঃ ১১। ১৪। ২৩)

ভক্তিশ্চ দ্রবতা চেতসা বিনা কথং স্যাৎ? দ্রবচ্চিত্তত্ব ক' ... ানন্দাশ্রু বিনা জায়ত ইত্যর্থঃ। অশ্রু-পুলকয়োরভিধানং স্তম্ভস্বেদাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। যা ... ব চিত্তং ন বাস্যতে, অতো বুধাঃ পণ্ডিতাঃ কামক্রোধাদ্যনাস্পদীভূতং পতিতপা ... (চ) উপেক্ষাজ্ঞানং সংস্কারাজনকমিত্যাহুঃ। ২

তথা চাহুর্ন্যায়বার্ত্তিককৃতঃ—"যন্ন সুখসাধনং, ... দেবোপেক্ষণীয়ম্" ইতি সুখ-

---

জন্মে না, একথা] পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ... ত্তের কাঠিন্য, আর অল্পমাত্র দ্রবত্বের নাম শৈথিল্য (শিথিলতা)। ... সেই দ্রবা... ও আব ... তৎকার্য্য বা তাহার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত সাত্ত্বিকভাব দর্শ... ণ করিতে হয়। আ... সেই সকল সাত্ত্বিক ভাব হইতেছে এই—১ শরী... স্পন্দভাব), ২ ঘর্ম্ম, ৩ রো... (কণ্ঠস্বরের বিকৃতি), ৫ ... অশ্রু-উদ্‌গম, ৮ প্রলয়—পড়িয়া ...ত্রী' ইতি। ১

এই কারণেই ভগবদ্বি... াস্ত্রে নিন্দিত হইয়া থাকে—"হরিনাম শ্রবণ-করিয়াও যে হৃদয় বিকৃত বা দ্রবীভূত না হয়, কিংবা নয়নে জল (অশ্রু) ও রোমরাজিতে হর্ষ (রোমাঞ্চ) দেখা দেয় না, সেই হৃদয় অশ্মসার অর্থাৎ পাষাণের ন্যায় কঠিন [জানিতে হইবে]। 'উপযুক্ত চিত্ত ব্যতিরেকে দ্রবতা হয় না; দ্রবতাও আবার রোমহর্ষ ও আনন্দাশ্রু ব্যতিরেকে থাকে না, এবং ভক্তি না হইলেও বাসনা শুদ্ধ হয় না।' অভিপ্রায় এই যে, ভক্তিরূপ যে দ্রবতা, তাহা চিত্ত ব্যতিরেকে কিরূপে হইতে পারে? আর রোমহর্ষ ও আনন্দাশ্রুর অভাবে চিত্তই বা দ্রবীভূত হইবে কি প্রকারে? এখানে কেবল অশ্রু ও পুলকের উল্লেখ থাকিলেও উহা পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভ স্বেদপ্রভৃতিরও বোধক। যেহেতু দ্রবত্বের অভাবে চিত্তে বাসনা জন্মে না, সেই হেতু পণ্ডিতগণ বলেন, কামক্রোধাদির উদয়েও চিত্ত পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় কঠিন থাকে—গলিয়া যায় না, সেই হেতু তদবস্থায় উৎপন্ন জ্ঞানই উপেক্ষাত্মক জ্ঞান; ঐ জ্ঞানে মনের মধ্যে কোনও সংস্কার জন্মে না। ২

ন্যায়বার্ত্তিকনামক-গ্রন্থকর্ত্তাও সেই কথা বলিয়াছেন—'যাহা সুখও জন্মায় না, দুঃখও

(চ) কামক্রোধাদিনা অস্পন্দীভূত-পাষাণাদিপ্রতিমতয়া জ্ঞানম্' ইতি ক পাঠঃ। কামক্রোধাদিনাস্পন্দীভূতং পতিতয়া পাষাণাদিজ্ঞানম্' ইতি খ পাঠঃ।

সাধনে রাগঃ সংস্কারহেতুর্দুঃখসাধনে দ্বেষস্তথা, তদুভয়াভাবে তু চিত্তদ্রবত্বাভাবান্ন জায়তে সংস্কার-ইত্যর্থঃ। এতাবান্ হি সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং রহস্যভূতোঽর্থঃ—যদ্বিষয়াকারতা-নিরাকরণপূর্ব্বকং চিত্তস্য ভগবদাকারতাসম্পাদনম্, সর্ব্বেষামপি শাস্ত্রাণামত্রৈব ব্যাপারভেদেন পর্য্যবসানাৎ॥ ৩০॥

নন্বনাদিকালে দ্রবচিত্তে প্রবি[illegible]ষ্টানিষ্টবিষয়কোটিসংকীর্ণতা চিত্তস্য স্বভাবভূতা—শীততেব তোয়স্য, উষ্ণতেব দহনস্য, সঙ্করিস্তু[illegible]বনস্য কথং নিবর্ত্ততাং ধর্ম্মিণি সতি অসতি বা? স্বভাবানুপমর্দ্দাৎ, ইত্যত আহ—

কাঠিন্যং বি[illegible]ঘ্যাদ্ দ্রবত্বং ভগবৎপদে।
উপায়ৈঃ শ[illegible]রনুক্ষণমতো বুধাঃ॥ ৩১॥

সরলার্থঃ। [ননু অ[illegible] চিত্তস্য কঠিনতা কথং নিবারয়িতুং শক্যতে? তত্রাহ—"কাঠিন্যম্" ইতি।] [illegible] ন [illegible]ঃ) বুধঃ (বিচারবুদ্ধিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টৈঃ (শাস্ত্রবিহিতৈঃ) উপায়ৈঃ [illegible] নিরন্তরং) [চিত্তস্য] বিষয়ে (ভোগ্যবিষয়ে) কাঠিন্যং (দ্রবাভাবং), ভগব[illegible] (ভগ[illegible]) দ্রবত্বং কুর্য্যাৎ (চিত্তস্য ভগবদাকারতাং সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ) [illegible]॥

[illegible]আর্থ। [অনাদিকাল হইতে দ্র[illegible]ার সঞ্চতা (নীরসভাব) সঞ্চিত হইয়া আছে, তা[illegible]রণ করিবার উপায় কি? তদু[illegible] "[illegible]ঠিন্যম্" ইত্যাদি।] গৃহদারাদি ভোগ্য বিষয়ে চিত্তের কঠিনতা, আর ভ[illegible] এক সময়ে [illegible]ন করিবে, অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুতে মনের আসক্তি রহিত করিয়া ভগবদ্বিষ[illegible]কবিশেষ) [illegible]॥ ৩১॥

টীকা। বিষয়াকারতা হি ন চিত্তস্য স্বভাবভূ[illegible]গাধিকহেতুজন্যত্বাৎ। তথাহি—স্থূল-

---

জন্মায় না, তাহা উপেক্ষণীয়—উপেক্ষার যোগ্য'। সাধারণতঃ সুখসাধন বিষয়ে যে, অনুরাগ এবং দুঃখসাধন বিষয়ে যে দ্বেষ, তাহাই চিত্তে সংস্কার জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত রাগদ্বেষের অভাবে চিত্তের দ্রবীভাব হয় না; দ্রবীভাবের অভাবে তদনুরূপ সংস্কারও জন্মে না। চিত্তের বিষয়াকারতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ভগবদাকারতা সম্পাদন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের রহস্য বা গুহ্য অর্থ; কারণ, সাধনাপ্রণালী পৃথক্ হইলেও এইরূপ অর্থেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে॥ ৩০॥

টীকানুবাদ। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনাদিকাল হইতে দ্রবীভূত চিত্তে ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয় অসংখ্য বিষয়-সংস্কার প্রবিষ্ট রহিয়াছে; চিত্ত সে সকল সংস্কারে সংকীর্ণ (গাঢ়ভাবে মিশ্রিত) হইয়া আছে; সুতরাং সে সংকীর্ণতা—জলের শীতলতার ন্যায়, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় এবং বায়ুর স্পন্দনশীলতার ন্যায় চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; সুতরাং তদাশ্রয়ভূত চিত্ত বর্ত্তমান থাকিতে সেই বাসনান্তর-সংকীর্ণতা কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? কারণ, স্বভাবের ধ্বংস কখনই সম্ভবপর হয় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"কাঠিন্যম্" ইত্যাদি।

বিষয়াকারতাহেতুরিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি জাগরণে, সূক্ষ্মবিষয়াকারতাহেতুর্মনোগতবাসনা স্বপ্নে, তদুভয়াভাবে তু সুষুপ্তিবৎ নির্ব্বিষয়মেব চিত্তং ভবতি। সুষুপ্তৌ চিত্তলয়াভিধানং নির্ব্বিষয়কত্বাভিপ্রায়মেব। এতচ্চ ভগবতা সূত্রকারেণৈব প্রদর্শিতম্—"তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥" (ব্রহ্মসূঃ ৪।২।৮।) ১

অপীতির্লয়ঃ, মর্য্যাদায়ামাঙ্, অপীতিং লয়ং মর্য্যাদীকৃত্য মনসো লয়াৎ পূর্ব্বকালে সংসারব্যপদেশঃ, ন তু তন্নয়ে সতীতি সূত্রার্থঃ। তথা চ সুষুপ্তান[illegible]ুনরুত্থানেন সংসারব্যপদেশস্য দর্শনাৎ ন মনোলয়ঃ। বিবরণকারাণান্তু "কেয়ং সূক্ষ্মতা নাম" ইত্যাদি[illegible] মনোলয়াভিধানম্, তৎ পরমতখণ্ডনাভিপ্রায়েণ, ন তু স্বমতানুসারেণ, সূত্রবিরোধাদিতি ভ[illegible]

চিত্তের যে, বিষয়াকারে পরিণতি (বিষয়া[illegible] চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে ; উহা আগন্তুক বা সাময়িক কারণ হইতে [illegible] জাগরণ অবস্থায় চিত্তের যে স্থূল-বিষয়াকারতা, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের [illegible] সন্নিকর্ষ বা নিকটসম্বন্ধপ্রভৃতি তাহার কারণ। স্বপ্নাবস্থায় যে [illegible] কারণ—মনের বাসনা বা সংস্কার; আর সুষুপ্তিদশায় [illegible] তদুভ[illegible]ার কা[illegible]ার অনুপস্থিতিতে চিত্ত নির্ব্বিষয় হয়, অর্থাৎ তখন চিত্তে[illegible]র বিষয়াকারই থাকে [illegible] (১)। তবে সুষুপ্তিতে যে, চিত্তলয়ের কথা উক্ত [illegible] অভিপ্রায়—চিত্তের নির্ব্বি[illegible]পাদন করা, (কিন্তু চিত্তের বিনাশ — [illegible]াদ ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাসও এই [illegible]য় "তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশা[illegible]।১

'অপীতি' অর্থ—লয় [illegible]া যাওয়া); 'আ+অপীতেঃ' এই 'আ' র অর্থ—মর্য্যাদা বা সীমা। [ইহার অর্থ এই যে,] অপীতিকে অর্থাৎ চিত্তলয়কে সীমা করিয়া—মনোলয় না হওয়া পর্য্যন্ত। সূত্রটীর অর্থ এই যে, সেই মনোলয় হওয়ার পূর্ব্বে সংসারব্যপদেশ অর্থাৎ জন্মমরণাদি ব্যবহার, কিন্তু মনের লয় হইলে পর [আর সংসারব্যবহার] থাকে না।

সুষুপ্ত ব্যক্তিরও যখন উত্থানের পর অর্থাৎ সুষুপ্তিভঙ্গের পরেও পুনরায় সংসার-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তিদশায় মনের লয় হয় না। তবে যে, বিবরণকর্ত্তা মনোলয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা তিনি পর-মতখণ্ডনের অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, কিন্তু স্বমতানুসারে বলেন নাই ; কারণ, তাহাতে উক্ত সূত্রবিরোধ উপস্থিত হয়। ২

(১) তাৎপর্য্য—জাগরণ-সময়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের যে সমুদয় বিষয় অনুভব করা হয়, সে সকলকে স্থূল বিষয় বলে। মন চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই সকল স্থূল বিষয়াকার ধারণ করে। স্বপ্নসময়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে, তখন কেবল মনের সংস্কার মাত্র জাগরিত থাকে; সেই সংস্কারবশে মন তখন বিষয়ের সূক্ষ্ম ছবিমাত্র স্মরণ করিতে থাকে ; সুতরাং তৎকালীন বিষয়াকারতাকেও সূক্ষ্ম বলা হয়। সুষুপ্তিসময়ে বাহ্য বিষয় ও মানসিক সংস্কার উভয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে না, সেই জন্য সে সময়ে মনের বিষয়াকারতাও ঘটে না; এইজন্য তখন মনকে নির্ব্বিষয় বলা হইয়া থাকে।

ভগবদাকারতা তু চিত্তস্য স্বাভাবিকী, তস্য (ক) কারণীভূতভূতসূক্ষ্ম-কারণানির্বচনীয়বিচিত্রানেক-শক্তিমন্মায়াধিষ্ঠানস্য বিভোঃ সর্বান্তর্যামিণঃ সর্ব্বত্রানুগতত্বাৎ। যথা ঘটস্য জলাদিপূর্ণতা কারণ-সাধ্যা, আকাশপূর্ণতা তু স্বতঃ, তস্য সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ, তদ্বৎ। তদুক্তং বার্ত্তিককারপাদৈঃ—

"বিষয়স্য [illegible]ভাবানুরোধাদেব ন কারকাৎ।
তাৎপত্তো কুম্ভস্যেব দশা ধিয়াম্॥
[illegible]স্বং ধিয়াং ধর্ম্মাদিহেতুতঃ।
স্বতঃ [illegible]ভাবং স্বাধ-ব্যাপ্তির্বস্ত্বনুরোধতঃ॥" ইতি। ৩

চিত্তস্য ভগবদাকারতায়াঃ [illegible] হেত্বনপেক্ষায়াং শাস্ত্রস্য কোপযোগ ইতি চেৎ? অস্যা-

চিত্তের যে ভগবদা[illegible]বদাকারে পরিণতি, তাহা কিন্তু চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, [[illegible] রণ, চিত্তের কারণীভূত যে সূক্ষ্মভূত, সে সমুদয়েরও কারণ যে [illegible] শক্তিযুক্ত অনির্ব্বচনীয় মায়া, তাহারও আশ্রয়ভূত সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্ব[illegible]াপী [illegible] সর্ব্ব[illegible]ই অনুস্যূত রহিয়াছেন; [সুতরাং মনের মধ্যেও তিনি [illegible]ন আছেন]। ঘট[illegible]]র্ণ করিতে হইলে, উহা যেমন চেষ্টাসাধ্য, কিন্তু [illegible] পূর্ণতা সেরূপ চেষ্টাসাধ[illegible]ার সদ্‌ সর্ব্ববব্যাপিত্বনিবন্ধন উহার পূর্ণতা [illegible] [উহার পূর্ণতার জন্য যেরূপ [illegible] পূর্ণতা [illegible] হয় না], ইহাও তদ্রূপ। সে কথা পূজনীয় বার্ত্তিককারও বলিয়া[illegible] স্তুটী স্বভাবতই পূর্ণ, উহার পূর্ণতা কোনও কারণ হইতে জন্মে না[illegible] উৎপত্তি স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বাভাবিক পূর্ণতা অস্বীকার করিলে (চিত্তে[illegible]) ঠিক ঘটের জলপূর্ণতার সমান হইয়া পড়ে (২)। জ্ঞান যে, ঘটগত সুখদুঃখাদি গ্রহণ করিয়া তন্ময় হয়, তাহার হেতু—দ্রষ্টার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু জ্ঞান যে, আত্মচৈতন্যদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে, ইহা তাহার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম (আগন্তুক নহে)।' ইতি। ৩

যদি বল, চিত্তের ভগবদাকারতা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া যদি তাহার জন্য আর সাধনের অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে সাধনশাস্ত্রের উপযোগিতা (সার্থকতা) কোথায়? হাঁ,

(ক) 'চিত্তকারণীভূত' ইত্যাদিঃ খ, গ পাঠঃ।

(২) তাৎপর্য্য—এইমতে আকাশ সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ পদার্থ; কিন্তু কেহ যদি আকাশের স্বাভাবিক পূর্ণতা স্বীকার না করিয়া, উহা লোকের চেষ্টাসাধ্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে ঘটবিষয়কজ্ঞানের সহিত ভগবদাকারতার—ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের কিছুই পার্থক্য থাকে না; তাহার ফলে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বও বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হইলে চিত্ত ত আপনা হইতেই তদাকারে আকারিত হইয়া পড়িবে, তজ্জন্য আর চেষ্টার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কিন্তু অপূর্ণতা পক্ষে, জলপূর্ণ ঘটের পূর্ণতা সম্পাদনের ন্যায় চিত্তেরও ভগবদাকারতা-সম্পাদনার্থ চেষ্টার আবশ্যক হইতে পারে, এই কারণেই চিত্তের ভগবদাকারতা স্বতঃসিদ্ধ বলা হইয়াছে।

কারতাবিরোধি-ভগবদাকারতাসম্পাদনে ইত্যবেহি। যা হি স্বাভাবিকী ভগবদাকারতা চিত্তস্য, বিষয়াকারতা-সহচরিতত্বাৎ তৎসাধকত্বাচ্চ ন সা তদ্বিরোধিনী, শাস্ত্রজন্যা তু সাধনোপক্রমে পরোক্ষে ভাসমানা অভ্যাসক্রমেণ বিষয়াকারতাং শনৈঃ শনৈস্তিরোদধতী সাধনপরিপাকেণাপরোক্ষতাং নীতা সতী তাং সমূলঘাতমুপহন্তি। ৪ অত এবোক্তম্—

"যর্হ্যব্জনাভ-চরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতো মলানি বিধমেদ্গুণকর্ম্মজানি
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মত'
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতুঃ
"যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বম্ভজতে চ
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূ
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যা
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যা
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণ
তথা তথা পশ্
চক্ষুর্যথৈ

চিত্তের অন্যবিষয়াকারতার [illegible] সম্পাদনেই সাধনের সার্থকতা জানিবে। চিত্তের যে, স্বভাবসিদ্ধ ভগ [illegible] কারতার সহচর—সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া এবং বিষয়াকারসমুৎপাদনে সহকারতা [illegible] প্রকৃতপক্ষে বিষয়াকারতার বিরোধী নহে, কিন্তু শাস্ত্রজনিত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সাধনানুষ্ঠানক্রমে সমুৎপন্ন যে ভগবদাকারতা, উহা প্রথমতঃ সাধনাভ্যাসসময়ে পরোক্ষরূপে প্রকাশ পায়, এবং অল্প অল্প করিয়া বিষয়াকারতা ক্ষয় করিতে থাকে; শেষে সাধনার পরিপক্কতাদশায় অপরোক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই বিষয়াকারতাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ৪

এই জন্যই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন—

যখন পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণপদ্মের ইচ্ছায় প্রবল ভক্তিপ্রভাবে সত্ত্বাদিগুণানুগত কর্ম্মজাত রাগদ্বেষাদি চিত্ত-মলসকল বিনষ্ট হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে—নির্ম্মল নয়নে সূর্য্যালোকের ন্যায় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়।' 'সুবর্ণ যেমন অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত হইয়া মলরাশি ত্যাগ করে, এবং আপনার স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হয়, আত্মাও তেমনি মদীয় ভক্তিযোগ লাভ করিয়া বাসনারাশি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার পুণ্য কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা আত্মা যেমন যেমন পরিমার্জ্জিত (বিশুদ্ধ) হয়, অঞ্জনযুক্ত চক্ষুর ন্যায় আত্মাও সেই পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু (পরমাত্মাকে) দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামেব স্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা [illegible] সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥" [ভাঃ ১১।১৩।১৪] ৫

স চ কপিলদেবেনোক্তঃ—

[illegible] মিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
[illegible] ভাবং [illegible] ক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥
[illegible] বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
[illegible] তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥
[illegible] মানা হ্যহর্নিশম্।
[illegible] যোনিরিবারণিঃ ॥"
[ভাঃ ৩। ২৭। ২১,২২,২৩]

[illegible] বিষয়া [illegible] তত্ত্বার্থঃ [illegible] তাসু চ—
"গুণেষ্বাবিশতে [illegible] শ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসন্ত্যাগো [illegible] তিতীর্ষোঃ ॥" ইতি [ভাঃ ১১।১৩।২৪]। ৬

যে [illegible] বিষয় চিন্তা করে, তাহার চি[illegible] আর যে লোক কেবল আমাকেই স্মরণ করে, তাহার চিত্ত [illegible]) হয়। অতএব স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় অসৎ বিষয়ের অনুধ্যান পরিত্যাগ ক[illegible] ভাবিত করিয়া আমাতেই (ভগবানেই) সমাহিত কর, অর্থাৎ একাগ্রতাসহকারে স্থাপন কর।' 'আমার শিষ্য সনকাদি ঋষিগণ এই পর্য্যন্তই যোগপথ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, মনকে অপর সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে আমাতে আবেশিত (অবশভাবে স্থাপিত) করা যায়, তাহাই উত্তম যোগ।' ৫

ভগবান্ কপিলদেবও (দেবহূতিকে) এই যোগতত্ত্বই উপদেশ করিয়াছেন—'নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার প্রতি গুণশ্রবণজাত তীব্র ভক্তি, তত্ত্বপ্রকাশক জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপস্যাসহকারে যোগানুষ্ঠান, এবং আত্মবিষয়ক সমাধিদ্বারা পুরুষের (সাধকের) প্রকৃতি (স্বাভাবিক বিষয়াকারতা) দিবারাত্র দগ্ধ হইয়া—অগ্নির আশ্রয়ভূত অরণির ন্যায় (কাষ্ঠখণ্ডের মত) ক্রমে অন্তর্হিত হয়।' এখানে প্রকৃতি অর্থ—চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াকারতা (চিত্তের বিষয়াকারে পরিণতি)। হংসগীতাতেও [উক্ত আছে]—'হে প্রভো, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক জড় বিষয়ে প্রবেশ করে, গুণত্রয়ও আবার চিত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে; অতএব যাহারা সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক—মুমুক্ষু, তাহাদের পক্ষে পরস্পরাপেক্ষিত ঐ উভয়কে ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়?' ইতি। ৬

সনকাদিপ্রশ্নপ্রত্যুত্তরং ভগবানুবাচ—

"মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥" [ভাঃ ১১।১৩।২৪]

"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃ[ত্তয়]ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বে[ন ব্য]বস্থিতঃ॥
যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গু[ণবৃত্তি]দঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যা[গস্তদ্গুণ]চেতসাম্॥
অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থ[বিপর্য্যয়ম্]।
বিদ্বান্ নির্বিদ্য সংসারচি[ন্তাং তুর্য্যে স্থি]তস্ত্যজেৎ॥
যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো [ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভি]ঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্ব..."

সনকাদি ঋষির প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ ব[লিলেন — হে ঋষিগ]ণ, তোমরা] উত্তমরূপে জানিবে যে, মন, বচন, চক্ষুঃ ও অপরা[পর ইন্দ্রিয়গণ]এর দ্বারা [যাহা] গৃহীত (অনুভূত) হয়, তাহা আমিই, আমার অতিরিক্ত নহে। 'জ[াগ্রৎ, স্বপ্ন] ও সুষুপ্তি, এই অবস্থা[ত্রয়] ত্রিগুণপরিণাম বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম, [ক ...] জীবাত্মা উক্ত অবস্থা[ত্রয় হইতে] সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; জীব ঐসকল বৃত্তির [... দ্র]ষ্টারূপে) অবস্থান করে। ... এই দেহাদিগত অধ্যাসরূ[প ... উপ]স্থিত হয়], তখনই উহা জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থারূপ গুণবৃত্তি (ত্রি[...], কিন্তু জীব যখন তুরীয়ে (জাগ্রদাদি অবস্থার অতীত) আমাতে ... অর্থাৎ আমাকেই সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করে, অথবা আমাকেই অভিন্নরূপে প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সংসারবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়; তখন গুণ ও চিত্ত উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করে, অর্থাৎ তখন চিত্ত হইতে গুণাধিকার বিলুপ্ত হয় (১)। আত্মার দুঃখপ্রদ সংসারবন্ধন কেবল অহঙ্কারকৃত অর্থাৎ অবিবেকমূলক অহংভাব হইতে উত্থিত, (বাস্তবিক নহে), এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিয়া তুরীয় ব্রহ্মপদে স্থিতিলাভ করত সংসারচিন্তা পরিত্যাগ করিবে। পুরুষের বিভিন্ন-

---

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং গুণাতীত; সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতীত। উক্ত অবস্থাত্রয়-রহিত বলিয়াই ব্রহ্মকে তুর্য্য বা তুরীয় বলা হয়। জীবাত্মাও বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং তাহাতেও জাগ্রদাদি অবস্থা থাকিতে পারে না; অথচ জীবের জাগ্রদাদি অবস্থা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ বিরুদ্ধভাব কেন হয়? তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অনাদি অজ্ঞানবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদিতে তাহার তাদাত্ম্যাধ্যাস হয়; সেইজন্যই দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, দেহেন্দ্রিয়াদিগত অবস্থাগুলিও আত্মার বলিয়া ভ্রম হয়, এবং সেই কারণেই বুদ্ধিগত জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাগুলি আত্মার বলিয়া মনে হয়। জাগ্রৎ অবস্থা সত্ত্বগুণের, স্বপ্নাবস্থা রজোগুণের এবং সুষুপ্তি অবস্থা তমোগুণের ফল। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কখন কখন সত্ত্বগুণেও হয়। জীব দেহেন্দ্রিয়াদি-অধ্যাস ত্যাগ করিয়া যদি আপনার ব্রহ্মভাব (তুরীয়ভাব) অনুভব করিতে পারে, তখন তাহার জাগ্রদাদি অবস্থাগুলি আর আপনার বলিয়া মনে হয় না। ফলে তখন চিত্তও আর ত্রিগুণের কার্য্যে আত্মাকে জড়িত না করিয়া পৃথক্ হয়।

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা।
যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে স [illegible]ত্বকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত [illegible] পসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়া [illegible] গুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥
এবং বি [illegible] ভাবং তা মনসন্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া [illegible] তি নিশ্চিতার্থাঃ ॥
সংছিদ্য [illegible] ন ভ [illegible] তীক্ষ্ণ-
জ্ঞান [illegible] ংশয়াধিম্ ॥" [ভাঃ ১১।১৩।২৭-৩৩]
[illegible]
[illegible] না [illegible] ত্মভ্রমমাত্মনি।
সক [illegible] র্প্য সর্ব্বগে ॥" ইত্যাদি [ভাঃ ১১।১৩।২১] ৭

পদার্থবিষয়ক ভেদ [illegible] যে পর্য্যন্ত যুক্তি দ্বারা [illegible] ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই অজ্ঞ পুরুষ জাগরিত, উঁহার [illegible] বস্তুতঃ নিদ্রিত—নিদ্রি [illegible] —যেমন স্বপ্নে জাগরণদর্শন হয়, [illegible] পুরুষ মধ্যেও যেমন ভ্রান্তিবশে [illegible] প্রভৃতি [illegible] মনে হয়, ইহাও তেমনই। আত্মভিন্ন [দেহাদি] সমস্ত বস্তুই যখন [illegible] সেই দেহাদিঘটিত আত্মার যে, বর্ণাশ্রমাদি ভেদ, স্বর্গাদি ফল, এবং [illegible] তৎসমস্তই স্বপ্নবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা বা অসত্য। যিনি জাগরণাবস্থায় নিরন্তর [illegible] বিষয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভোগ করেন, এবং স্বপ্নদশায় জাগ্রৎ-দৃশ্যের অনুরূপ বিষয় সকল মনে মনে ভোগ করেন; আবার সুষুপ্তি সময়ে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ই উপসংহার (ত্যাগ) করেন, উক্ত অবস্থাত্রয়দর্শী ইন্দ্রিয়াধিপতি সেই আত্মা এক; কারণ, সমস্ত অবস্থায়ই একই আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারা বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ যে আমি জাগরণে বিষয় ভোগ করিয়াছিলাম, সেই আমিই স্বপ্নে সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করিয়াছি, এবং সুষুপ্তিসময়েও সেই আমিই অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় আনন্দ ভোগ করিয়াছি; এইরূপ স্মৃতি হইতে বুঝাযায় যে, অবস্থাভেদেও আত্মা ভিন্ন নয়—এক। হে ভক্তগণ, এইপ্রকার বিচার করিয়া এবং ত্রিগুণকৃত মানসিক ত্রিবিধ অবস্থা (জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) মদীয় মায়াদ্বারা আমাতে (আত্মাতে) আরোপিত হইয়াছে, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া অনুমান ও সদুপদেশলব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা হৃদয়গত সর্ব্বপ্রকার সংশয়-ব্যাধি ছেদনপূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর।' 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ এইরূপে আত্মগত নানাত্বভ্রম (ভেদবুদ্ধি) অপনয়ন করিয়া এবং নির্মল মনটী আমাতে সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব বিষয় হইতে বিরত হইবে' ইত্যাদি। ৭

"অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—চিত্তেষ্বাকারসমর্পকা বিষয়াঃ, তে ভগবদ্ব্যতিরিক্তা ন ভবন্তি, ভগবত্যধ্যস্তত্বাৎ। ভগবত এব সদ্রূপতয়া ঘটঃ সন্ পটঃ সন্নিত্যাদি-সদাকারেণৈব সর্ববিষয়াণাং স্ফুরণাৎ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" [ছান্দো ৩।১৪।১] ইতি শ্রুত্যা ভগবদেকোদ্ভবত্ব-[illegible]-লয়ত্বেন মৃদ্‌ঘটবদ্ অভেদবোধনাৎ, স্বপ্নাদিপ্রপঞ্চবদ্ বাধ্যত্বাচ্চ [illegible] ভগবদাকারক[illegible] সর্ব্বে নিবর্ত্তমানাঃ সদ্রূপা (খ) এব ভবন্তি, অধিষ্ঠানজ্ঞ[illegible]নাম্। [illegible] বিষয়নিষ্ঠঃ সর্ব্বোঽপি প্রেমা ভগবত্যেবাপিতো ভবতি, তথা [illegible]ধ্যাং [illegible] প্রহ্লাদেন প্রার্থিতা ;— "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বন-

পায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপ-

সর্পতু" ইতি [বিঃ পুঃ১অংশঃ২০অঃ১৯]।৮

উক্ত বচনসমূহের মর্ম্মার্থ এইরূপ—সাধার[illegible] বিষয়-সমূহই চিত্তে 'বিভিন্ন-প্রকার আকার উৎপাদন করিয়া থাকে, অথচ সে[illegible]ঃ ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; কারণ, উহারা সকলেই মায়া দ্বারা ভগবানে[illegible]। ভগবান্ সৎস্বরূপ বলিয়া তাঁহারই সত্তা লইয়া ঘটপটাদি বি[illegible]ঘট [illegible] পট সত্তা' ইত্যাদিভাবে সৎ-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে (২)। [illegible] 'এই সম[illegible] জগৎ ব্র[illegible]স্বরূপ, এবং ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে স্থিত ও ব্রহ্মে[illegible] হয়', এই শ্রুতিতে একম[illegible] ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ক[illegible]ট' বলিলে যেমন মৃত্তিকা ও [illegible] বুঝায়, তেমনি ব্রহ্ম ও জগ[illegible]য়াছে। স্বপ্নদৃশ্য ও মায়া-মরীচিকাদির ন্যায় জগতের বাধ্যত্বও এপক্ষে[illegible]রূপেই হৃদয়ে যখন ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ পায়, তখন সমস্ত বিষয়ই [illegible]রূপে অবধারিত হইয়া ভগবৎস্বরূপ হইয়া যায়; কারণ, অধ্যস্ত বা আরোপিত পদার্থমাত্রই অধিষ্ঠানজ্ঞানে—যে বস্তুর উপরে অধ্যাস হয়, তাহা জানিতে পারিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিষয়ের উপর যতপ্রকার প্রেম বা অনুরাগ আছে, তৎসমস্তই ভগবানে সমর্পিত হয়; কারণ, তদবস্থায় ভগবানের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই প্রতীতিগোচর হয় না, অর্থাৎ সেরূপ অবস্থায় সর্বত্রই তিনি একমাত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ এইপ্রকার অবস্থাই প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে ভগবন্, বিবেক-জ্ঞানরহিত ব্যক্তি-গণের ভোগ্য-বিষয়ের উপর যে প্রীতি বা ভালবাসা আছে, নিরন্তর তোমার স্মরণতৎপর আমার হৃদয় হইতে যেন সে প্রীতি কখনও অপগত না হয়।' ইতি। ৮

(খ) তদ্রূপাঃ ইতি খ, গ পাঠঃ।

(২) তাৎপর্য্য—অধ্যাস অর্থ যাহা যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে জানা, অর্থাৎ একবস্তুকে অন্য বস্তুরূপে অথবা অন্যপ্রকারে জানা। যেমন স্বভাবশুভ্র স্ফটিককে রক্তবর্ণ বস্ত্রের নিকটে থাকায় রক্তবর্ণ বলিয়া মনে করা, এবং জলশূন্য মরুভূমিকে জলাশয় বলিয়া জ্ঞান করা। সেইরূপ বস্তুতঃ দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকিলেও মায়াদ্বারা ভগবানে দৃশ্যমান জগৎ আরোপিত (অধ্যস্ত) হয়, সেই কারণেই আমরা ভগবান্‌কে দর্শন না করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করিয়া থাকি। আবার জগৎ নিজে অসত্য হইয়াও সত্যস্বরূপ ভগবানে অধ্যস্ত থাকায় ভগবৎসত্তায় সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।

তস্মাদেতাদৃশযুক্ত্যনুসন্ধানেন সর্ব্বাধিষ্ঠান-সন্মাত্রং পরিপূর্ণসচ্চিদানন্দঘনং ভগবত্তত্ত্বমদ্বয়মাত্মানং নিশ্চিন্বতা স্বাপ্নিকবিষয়েষ্বিব জাগ্রদ্বিষয়েষ্বপ্যনুগতানুসন্ধানেন বৈরাগ্যং মহদুপজায়তে বশীকারাখ্যম্। এতচ্চ সূত্রিতং ভগবতা পতঞ্জলিনা;—"দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" [পাতঃ ১।১৫ সূঃ] ইতি। ৯

চতুর্ব্বিধং হি বৈরাগ্যং সাধ্য-[illegible]ভাবাপন্নমাগমপ্রসিদ্ধম্। তত্র মহতা প্রয়াসেনাপি চিত্তদোষানবশ্যং নিরাকরিষ্যামীত্যধ্যবসায়াত্মক[illegible]ত্মং যতমানসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ততো নিরন্তরমুপায়ানুষ্ঠানে ক্রিয়মাণে, এতাবন্তো দোষা [illegible]ভাবং ক্ষীণাঃ, এতাবন্তশ্চাবশিষ্যন্ত ইতি চিকিৎসকবৎ প্রতিক্ষণমবধানং দ্বিতীয়ং ব্যতিরেকসংজ্ঞা বৈরা[illegible]রং প্রতিক্ষণং ভূমিকাদ্বয়াভ্যাসং কুর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভাবেন বহিরিন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃ[illegible]বাসনায়াং সত্যামপি, সা তৃতীয়মেকেন্দ্রিয়সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। এবং ভূমিকাত্রয়াভ্যাসাদ্ দৃ[illegible]বিকেষু স্বর্গাদিষু চেন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যমাণেষ্বপি দোষদর্শন-পরিপাকজন্যা অস্পৃহাত্মক[illegible]চতুর্থং বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১০

তদপি দ্বিবিধম্—অপর[illegible] সূত্রিতং পতঞ্জলিনা—"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণ-

---

অতএব [illegible]শত যুক্তি অনুসারে [illegible] 'জগতের আশ্রয়ভূত সচ্চিদানন্দময় পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় মধ্যে স্বস্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে[illegible]হারা স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জাগ্রদ্বিষয়কেও [[illegible]অসত্য বলিয়া অবধারণ করেন। [illegible]প্রভৃতি অয় 'বশীকারসংজ্ঞা' নামক মহাবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। একথা ভগবান্ প[illegible] একসময়ে [illegible] অলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগে তৃষ্ণারহিত পুরুষের 'বশীকারসংজ্ঞা' [illegible]কবিশেষ) [illegible] সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯

যোগশাস্ত্রে চারিপ্রকার বৈরাগ্য প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ হয় সাধন, আর পরবর্ত্তী যোগ হয় তাহার সাধ্য বা ফল। উক্ত চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্যের মধ্যে,—'মহৎ প্রযত্নেও আমি চিত্তগত মালিন্য-দোষ নিবারণ করিব', এইরূপ যে নিশ্চয় (অধ্যবসায়), তাহা 'যতমানসংজ্ঞা' প্রথম বৈরাগ্য। তাহার পর, অনবরত উপযুক্ত উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে করিতে—'এতগুলি' দোষ ক্ষীণ হইয়াছে, আর এতগুলি দোষ ক্ষয় করিতে বাকী আছে, চিকিৎসকের ন্যায় এইভাবে যে, প্রতিমুহূর্ত্তে মনোযোগ রাখা, তাহা 'ব্যতিরেকসংজ্ঞা' দ্বিতীয় বৈরাগ্য। এইভাবে নিরন্তর উক্ত ভূমিকাদ্বয় অভ্যাস করিবার ফলে যে, 'অন্তঃকরণে বিষয়বাসনা বিদ্যমান থাকিতেও বহিরিন্দ্রিয় সমূহের বিষয়ে অপ্রবৃত্তি (অ-গমন), তাহা 'একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা' তৃতীয় বৈরাগ্য। এইপ্রকারে উক্ত ভূমিকাত্রয় অভ্যাসের ফলে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামিনীকাঞ্চনাদি বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বর্গাদিবিষয়ে ক্ষয়াদিদোষ দর্শনবশতঃ মনের অস্পৃহা বা তৃষ্ণানিবৃত্তি, তাহা 'বশীকারসংজ্ঞা' চতুর্থ বৈরাগ্য। ১০

মহামুনি পতঞ্জলি উক্ত বৈরাগ্যকেও আবার "তৎ পরম্" ইত্যাদি সূত্রে পর ও অপরভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ এইরূপ 'পুরুষখ্যাতি' অর্থ—আত্মজ্ঞান;

বৈতৃষ্ণ্যম্।" (পাতঃ ১।১৬ সূঃ) ইতি। পুরুষখ্যাতিরাত্মজ্ঞানং, তদনন্তরং তদ্গুণেষু শব্দাদিষু (গ) বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যং, তৎ পরং শ্রেষ্ঠফলরূপত্বাৎ, ততঃ পূর্ব্বমপরং সাধনরূপত্বাদিত্যর্থঃ। তস্য চ লিঙ্গমিতরফলনিরপেক্ষত্বেন মোক্ষমাত্রস্পৃহালুত্বম্, যথা মুচুকুন্দস্য ;—

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো
আরাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনং
তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ স[...]
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধ[...]
নিরঞ্জনং নির্গুণ[...]
ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পু[...]
চিরমিহ বৃজিনার্ত্ত[...]
রবিতৃষ-ষড়মিত্রে [...] গুঃ ক[...]
শরণদ সমুপে[...] [...]ং পরাত্মন্,
অভয়মমৃ[...] [...]মাপন্নমীশ॥" ইতি (ভাঃ [...] [...]৫৫-৫৭) ১১

এতাদৃশদশায়াঞ্চ ভগবৎপে[...] [...]রাহতীতি তৎ প্রতি ভগবতোক্তম্-

সেই আত্মজ্ঞান লাভের [...] [...]ব্দাদি বিষয়ে তৃষ্ণার অভাব, তাহার নাম বৈরাগ্য; সর্ব্বাপেক্ষা [...] [...]গ্য উহার নাম 'পরবৈরাগ্য'। ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে বৈরাগ্য, তাহা পরবৈরাগ্য লাভের উপায়, এইজন্য অপরবৈরাগ্য নামে অভিহিত। অপর কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যে, কেবল মোক্ষাভিলাষিতা, তাহা দ্বারা পরবৈরাগ্যের অনুমান করিতে হয়। যেমন মুচুকুন্দ মহারাজের [বৈরাগ্য।]।

[মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন—] 'হে বিভো, অকিঞ্চন জনের পরম প্রার্থনীয় তোমার পাদসেবা ভিন্ন অন্য কোনও বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরে, কোন বিবেকী পুরুষ মোক্ষদাতা তোমার আরাধনা করিয়া স্বীয় বন্ধনকর বর বরণ করে? অতএব, হে ঈশ, আমি রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার আশিষ্ (কাম্য বর) উপেক্ষা করিয়া কেবল নিরঞ্জন নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ পরম পুরুষ তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। হে আশ্রয়প্রদ পরমাত্মন্, আমি চিরকাল পাপভারাক্রান্ত ও অনুতাপে তপ্ত এবং কাম-ক্রোধাদি ছয়টী রিপুর তৃষ্ণা পূর্ণ করিতে না পারায় সর্ব্বপ্রকার শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া শোকভয়নিবারক তোমার অমৃতময় চরণকমল আশ্রয় করিয়াছি। হে ঈশ, শরণাগত আমাকে তুমি রক্ষা কর' ইতি। ১১

(গ) রূপাদিবিষয়েষু' ইতি গ, ঘ পাঠঃ।

"ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূনবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদপাশ্রয়ঃ ॥
জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্॥" ইতি। (ভাঃ১০।৫১।৬২-৬৩)

অপরবৈরাগ্যঞ্চ সূত্রিতং পতঞ্জলি[illegible] "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ইতি। তেন চ ন প্রেমকাষ্ঠেতি ন তদানী[illegible] [illegible]র্থতা, পরবৈরাগ্যাভাবেন ভক্তিপ্রকর্ষাভাবাৎ, তত্রৈব চ কৃতকৃত্যতাহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। পরবৈর[illegible] মোক্ষপর্য্যন্তং সকলফলনিরপেক্ষত্বম্। ১২

যথা— "ইমং [illegible] ন আত্মানমুভয়ায়িনম্।
আত্মা[illegible] [illegible]ঃ পশবো গৃহাঃ ॥
বিসৃ[illegible] [illegible]ন এবং বিশ্বতোমুখম্।
[illegible] মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ (ভাঃ ৩।৩২।৩৯-৪০)

সাধক এরূপ [illegible]বস্থায় [illegible]দ্ধ বুদ্ধিময় [illegible] বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন; এইজন্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—'[illegible]] তুমি ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া [illegible] মৃগয়াপ্রভৃতি (পশুহি[illegible]ার) দ্বারা বহু প্রাণী নিহত করিয়াছ; অতএব [[illegible]] চিত্তে আমার আশ্রয় গ্রহণ [illegible] সেই পাপ বিনষ্ট কর। হে রাজন্, পরবর্ত্তী জন্মে সর্ব্বভূতহিতে র[illegible] করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইবে' (১) ইত্যাদি।

পতঞ্জলি মুনি "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য [illegible]" সূত্রে অপরবৈরাগ্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই অপরবৈরাগ্য দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা বা পরমোৎকর্ষ হয় না; এই কারণে অপরবৈরাগ্য লাভেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে না; কারণ, পরবৈরাগ্য না হইলে ভক্তির উৎকর্ষ হয় না; ভক্তির উৎকর্ষ না হইলে কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না; কারণ, উহাই কৃতকৃত্যতালাভের একমাত্র হেতু। মোক্ষপর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে উপেক্ষা বা অনাদর হইতেছে পরবৈরাগ্যের চিহ্ন, অর্থাৎ যাহার পরবৈরাগ্য হয়, মুক্তিলাভেও তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ১২ উদাহরণ যথা—

'যাহারা ইহলোক, পরলোক, ও উভয়লোকগামী আত্মা, এবং আত্মসম্পর্কিত যে সমস্ত ধনসম্পদ্, পশু ও গৃহপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বতোমুখ

(১) তাৎপর্য্য—এখানে ভগবানের উপদেশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তপস্যা বা ভগবৎসেবাদ্বারাও জাতি-পরিবর্ত্তন হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে মহারাজ মুচুকুন্দকে 'তুমি ইহজন্মে তপস্যা কর, এই তপস্যার ফলে পরজন্মে দ্বিজত্ব লাভ করিবে,' একথা বলা কখনই সঙ্গত হইত না। অতএব তপস্যায় জাতি পরিবর্ত্তন হয় না; পরন্তু পর জন্মে উৎকৃষ্ট জাতি লাভ হয় মাত্র। যাহারা "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।" এই শ্লোকের বলে, ইহজন্মেই জাতি-পরিবর্ত্তনের কথা বলেন, তাহাদের উপরি উক্ত ভগবদুক্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥" ॥২৫।৩৪)

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্য
ন সার্বভৌমং ন রসাধি
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভব
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ ১১।১৪।১৪)। ১৩

প্রহ্লাদঃ- "অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্ত
নাত্মপেহাবরোয়ং

পৃথুঃ— "ন কাময়ে না
ন যত্র যুষ্ম

(সর্ববব্যাপী) আমাকে না করে, আমি (ভগবান্) তাঁহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে প ক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব (ব্রহ্মতে মিলিয়া যাও াদি প্রদান করিলেও, ভক্তজনেরা আমার পাদসেবা ভিন্ন ঐসকল বিষয় চাহে না। (২)। 'কেহ কেহ আমার সঙ্গে মিলিয়া এক হইতে ইচ্ছা করেন না। [কাহারা ? না—] যে সকল ভগবদ্ভক্ত আমার পাদসেবায় নিরত ও আমাকেই পাইতে অভিলাষী এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া আদর-সৎকারে আমার লীলা-কথা আলাপ করে।' 'যে ভগবানের চরণরেণু-আশ্রিত ভক্তগণ ব্রহ্মপদ চাহেন না, ইন্দ্র-ভবনও কামনা করেন না, এবং সর্ববশাসনক্ষমতা বা পৃথিবীর আধিপত্যও চাহেন না; অধিক কি, যোগসিদ্ধি (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য), কিংবা যাহা লাভ করিলে আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, সেই মুক্তি পর্য্যন্তও কামনা করেন না।' ১৩

(ক) মূলে তু "মযর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ" ইতি পাঠঃ।

(২) তাৎপর্য্য—মুক্তির পাঁচপ্রকার বিভাগ। তন্মধ্যে সালোক্য অর্থ—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে (বৈকুণ্ঠ ধামে) বাস। সার্ষ্টি অর্থ—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য। সামীপ্য অর্থ—ভগবৎসমীপে পার্ষদপ্রভৃতিরূপে বাস করা। সারূপ্য অর্থ—ভগবানের সমান রূপ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দেহপ্রাপ্তি। একত্ব অর্থ—ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া—পৃথক্‌স্থিতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া। এসকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর ভাবগুলি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একত্বই যথার্থ মুক্তি, অপর চারিটী উন্নত অবস্থামাত্র। এইকারণেই সালোক্যাদি অবস্থায় পতনের ভয় আছে, জয় ও বিজয়ের পতন ইহার উদাহরণ; কিন্তু একত্বে সে ভয় থাকে না।

মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥" (ভাঃ ৪।২০।২৪)

ধ্রুবঃ— "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
[illegible]হিমন্যপি নাথ মাভূৎ
[illegible]র্খতলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥" (ভঃ ৪।৯।১০)

মহিষ্যঃ— "ন বয়ং [illegible] সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌমমপ্যুত।
[illegible] পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥
[illegible]ঃ পদ্মাদরজঃশ্রিয়ঃ।
[illegible] বক্ষং বিবোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥" [ভাঃ ১০।৮৩।৪১-৪২]।

ইন্দ্রঃ— [illegible] মৃত্যোস্তো ত্রায়তান্নঃ স্বভাগাঃ,
[illegible] প্রামের [illegible]দগৃহং প্রত্যবোধি।
কা[illegible], কিম্[illegible] শুশ্রূষতাং তে,
মুক্তিস্তেষাং নহি [illegible] হাপরৈঃ কিম্ ॥" [ভাঃ ৭।৮।৪২]

[illegible] যস্য ভক্তির্ভগবতি [illegible] নি (১)।
[illegible] বিক্রীড়তোঽমৃতা[illegible] দকৈঃ ॥
[illegible] [ভাঃ ৬।১২।২২] ১৪

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—'হে ভগবন্, আ[illegible] ভৃত্য, তুমিও নিরপেক্ষ বা নিষ্কাম স্বামী (প্রভু)। তোমার আমার সম্বন্ধ রাজা ও রাজ-ভৃত্যসম্বন্ধের ন্যায় অন্যপ্রকার (অভিসন্ধিমূলক) নহে।' পৃথুমহারাজ বলিয়াছিলেন—'হে নাথ, যেখানে মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত ও হৃদয়াভিনন্দিত তোমার চরণকমলের মহিমা-শ্রবণজাত আনন্দ নাই, আমি নিশ্চয় সে পদ চাহি না। আমি চাই—দশসহস্র শ্রবণে যাহাতে ইচ্ছামত তোমার মহিমা শ্রবণ করিতে পারি, তাহা কর।' ধ্রুব বলিয়াছিলেন—'হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মধ্যানে কিংবা তোমার ভক্তজনের চরিত্র-শ্রবণে দেহিগণের যে পরম প্রীতি হইয়া থাকে, হে নাথ, স্বমহিম-প্রতিষ্ঠ ব্রহ্মেতেও অর্থাৎ ব্রহ্মলাভেও সে প্রীতি হয় না; কিন্তু যাহারা যমরাজের অসি-স্থানীয় কালের দ্বারা ছিন্ন বিমান (স্বর্গাদি স্থান) হইতে পতিত হয়, তাহাদের আর কথা কি?' কৃষ্ণ-মহিষীগণ বলিয়াছিলেন—'হে সাধ্বি, আমরা সাম্রাজ্য, স্বারাজ্য (স্বর্গরাজ্য), অথবা তদুভয়ের ভোগ-প্রাচুর্য্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, কিংবা ব্রহ্মপদ, এমন কি নির্ব্বাণমুক্তি বা বিষ্ণুত্বও লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা কেবল এই গদাধর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধূলি—যাহা লক্ষ্মী দেবীর কুচ-কুমকুমের শোভায় রঞ্জিত, তাহাই মস্তকে বহন করিতে ইচ্ছা করি।' ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—

(১) হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে' ইতি গ-পাঠান্তরম্।

বৃত্রঃ— "ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যম্
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস, ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥" [ভা: ৬।১১।২৫]

শ্রুতয়ঃ- "দুরধিগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥" [ভাঃ ১০।৮৭।২১]

এবমন্যদপ্যূহনীয়ম্। ১৫

এতাদৃশমোক্ষপর্য্যন্ত-(১) সকলফলনিরপেক্ষত্ব... ইতি ফলান্তরে প্রেম্ণোহভ্যুদয়াৎ পরমানন্দরূপে (৭) পরমাত্মন্যেব প্রেমপরাকাষ্ঠামারো...

"অজাতপক্ষা ইব মাত...
স্তন্যং যথা... ক্ষুধা...
প্রিয়ং প্রিয়েব ... ...ণ্ণা
ম... ...দিদৃক্ষতে ত্বাম্" ইতি॥ [ঐ। ৬।১১।২৬]

'হে পরম, আপনি আমা... ...হইতে] পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ... স্বামী আমার ...ই উদ্ধার করিয়াছেন। [... ...তারই বাসগৃহ আমাদের যে হৃদয়কমল এতকাল দৈত্যগণকর্ত্তৃক ... ...আজ প্রফুল্ল হইল। হে নাথ, এই সাময়িক বিবাদ-নিবারণ করা তো... ...শেষ কি? হে নরসিংহ, যাহারা তোমার সেবা-পরায়ণ, তাহাদের নিকট মুক্তিলাভও অধিক মনে হয় না।' ১৪

এইরূপ আরও আছে—'সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীচরিতে যাহার ভক্তি, [বুঝিতে হইবে,] অমৃতসাগরে বিহরমাণ তাহাদের আর কূপোদকে প্রয়োজন কি?' বৃত্র বলিয়াছিলেন—'হে সমদর্শিন্, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গরাজ্য, পরমেষ্ঠিপদ (ব্রহ্মপদ), সর্ব্বভূমির আধিপত্য, কিংবা ভূলোকের প্রভুত্ব, অথবা অণিমা লঘিমাপ্রভৃতি যোগসিদ্ধি, কিংবা নির্ব্বাণ মুক্তিও পাইতে ইচ্ছাকরি না।' শ্রুতিসমূহ বলিয়াছিলেন—'হে ঈশ্বর, বুদ্ধির অগম্য স্বীয় তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্তই তুমি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছ; তোমার অমৃতময় লীলাসাগরে অবগাহন করিয়া যাহারা বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, এবং তোমার চরণকমলে হংসের ন্যায় রত থাকিয়া সাধুসঙ্গের প্রভাবে গৃহপর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কোন কোন ভক্ত অপবর্গও (মুক্তি পর্য্যন্তও) পাইতে অভিলাষ করেন না।' এই জাতীয় আরও উদাহরণ অনুসন্ধেয়। ১৫

মোক্ষপর্য্যন্ত সমস্ত ফলে নিস্পৃহত্বরূপ এবংবিধ পরবৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, অন্য

(১) 'এতাদৃশে মোক্ষপর্য্যন্তনিরপেক্ষত্বলক্ষণে' ইতি খ. গ পাঠঃ।

অতএব জ্ঞানং বিনা পরবৈরাগ্যাভাবাৎ তদৃতে চ ভগবৎপ্রেমপরমকাষ্ঠাভাবাৎ (২) তদর্থং জ্ঞান-বৈরাগ্যে দৃঢ়ীকর্ত্তব্যে। তদুক্তম্—

"অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুর্ণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
[illegible] প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে॥" [ভাঃ ৩।২৫।২৭]
[illegible] মোক্ষযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
[illegible] মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্॥" [ভাঃ ৩।২৫।৪৩]
[illegible] পদ [illegible] তোঽনুবৃত্ত্যা
[illegible] এবং বি [illegible] ভগবৎপ্রবোধঃ।
[illegible] মৃত্যো [illegible] রাজন্,
[illegible] স্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥" [ভাঃ ১১।২।৪৩]

[illegible] প্রথমং ভগবৎপ্রবোধঃ, ততঃ পরং বৈরাগ্যং, ততঃ [illegible]
এতচ্চ দর্শিতমুদ্ধব [illegible]—
"জ্ঞানিনস্ত্বহমেবে [illegible] সম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ [illegible]॥
জ্ঞানবিজ্ঞানস [illegible]।
জ্ঞানী প্রিয়তমো [illegible] মাম্॥" [ভাঃ১১।১৯।২-৩]. ।১৬.

কোনপ্রকার ফলেই প্রেম বা অনুরাগ জন্মে না, তখন একমাত্র পরমানন্দময় পরমাত্মবিষয়েই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বা চরম উৎকর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন বৃত্রাসুরের হইয়াছিল—'হে অরবিন্দাক্ষ, অ-জাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমন মাতাকে, ক্ষুধার্ত্ত বৎসগণ যেমন মাতৃস্তনকে, এবং বিরহকাতরা রমণী যেরূপ প্রবাসগত প্রিয়কে পাইতে ও দেখিতে ইচ্ছা করে, আমার মনও তেমনই তোমাকে দেখিতে চায়।' এই জন্যই জ্ঞানের অভাবে পরবৈরাগ্য হয় না, পরবৈরাগ্যের অভাবে প্রেমের পরাকাষ্ঠা জন্মে না; সুতরাং প্রেমপ্রকর্ষ লাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক হয়। সে কথা ভাগবতেও উক্ত আছে। যথা—

এইজীব ত্রিগুণময় প্রকৃতির পরিণাম জগতের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যলব্ধ জ্ঞান, সমাধি ও আমাতে অর্পিত ভক্তি, এই সকল উপায় আমাকে পরমাত্মরূপে অবরুদ্ধ করে।' 'যোগিগণ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের সাহায্যে পরম কল্যাণের জন্য সর্ব্বভয়নিবারক আমার পাদমূল আশ্রয় করে।' 'হে রাজন্, অনুগতভাবে যাহারা ভগবানের চরণসেবা করে,

(২) পরমাকাষ্ঠায়া অনুদয়াৎ, ইতি খ, গ পাঠান্তরম্।

(খ) 'জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ' ইতি, 'জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ' ইত্যপি পাঠৌ দৃশ্যেতে মূলে।

কীদৃশং তজ্জ্ঞানমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সঙ্ক্ষেপেণ তদুক্তম্—

"ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং
স্যুরাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে॥ [ভাঃ ১১।১৯।৭]

ভগবদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং মায়াময়ত্বাৎ স্বপ্নবদ্যাবিকং তুচ্ছ ...পেক্ষ হেয়ম্, ভগবান্ প্রত্যাগভিন্ন-পরমাত্মৈব সত্যঃ (ঙ) স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপো নিত্যো বিভুশ্চে ...ত্তি—স্বরূপং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ১৭

সেই- ভক্তের ভগবানে ভক্তি, বিষয়ে বৈরাগ্য ... সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, অনন্তর নিজে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।'

যিনি ভাগবত—ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক... হয় ভগবদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান, তাহার পরে হয় বৈরাগ্য এবং তৎ... ভক্তি। ভগবান্ নিজেই উদ্ধবকে একথা বলিয়াছেন—'আমিই ... অভিলষিত, পরমার্থ ও সর্ববিধ লক্ষ্য, এবং আমিই স্বর্গ ও অপবর্গ; আমি ... নও প্রিয় বস্তু তাহার নাই। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণ আম... নিয়া থাকে; এই কারণে জ্ঞানী আমা অত্যন্ত প্রিয়; কারণ, জ্ঞ... পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকে।' ১৬

সেই জ্ঞান যে কি প্রকার ... তিনিই বলিয়াছেন—'হে উদ্ধব, তোমাতে যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ... যে তিনপ্রকার বিকার (দেহাদি) উপস্থিত হয়, ইহা বস্তুতঃ মায়া—অসত্য; যেহেতু ইহা মধ্যাবস্থায়ই থাকে, আদি ও অন্তে থাকে না। সেই মায়াময় দেহের যে, এই সকল জন্মাদি-অবস্থা, তাহাতে তোমার (আত্মার) কি? কারণ, আদিতে ও অন্তে যাহা অসৎ, মধ্যেও তাহা সেইরূপই অর্থাৎ অসৎই (১)।

ভগবানের অতিরিক্ত সমস্তই মায়াময়—তুচ্ছ এবং দুঃখরূপী, অতএব উহা পরিত্যাজ্য। জীবের সহিত অভিন্ন পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এবং নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বা আশ্রয়ণীয়। এই প্রকার জ্ঞানই এখানে 'জ্ঞান'-পদবাচ্য। ১৭

(ঙ) 'ভগবান্' ইত্যারভ্য 'সত্যঃ' ইত্যত্র "ভগবানেব সেব্যঃ" ইতি প পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যগণ বলেন—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি মধ্যেঽপি তৎ তথা মতম্।" অর্থাৎ যাহা আদিতেও অসৎ, অন্তেও অসৎ, তাহা মধ্যাবস্থায়ও নিশ্চয়ই অসৎ। এই নিয়মানুসারে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ স্বপ্নের পূর্ব্বে ও স্বপ্নভঙ্গের পরে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া যেমন অসৎ বা অসত্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অবস্থাও ঠিক তেমনই। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং পরে প্রলয়সময়েও জগৎ থাকে না; সুতরাং উহা সত্য হইতে পারে না।

ভগবদ্গীতাসু চ তদেবোক্তম্—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং [illegible]নী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো [illegible]জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
[illegible] এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আ[illegible]ভা [illegible] যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥
বহুনা[illegible]ন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসু[illegible] স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥" ইতি [গীতা ৭।১৬-১৭-১৮-১৯]

বাসুদেবাতিরিক্তং সর্ব্বং [illegible] তুচ্ছত্বাৎ। বাসুদেব এবাত্মত্বাৎ প্রিয়তমঃ সত্যঃ স্থায়িভাব ইত্যর্থঃ। ১৮

এতাদৃশজ্ঞানপূর্ব্বকবৈর[illegible]

[illegible]ময় [illegible] প্র[illegible]মানং চতুষ্টয়ম্।
প্রম[illegible]বনবস্থান[illegible] বিরজ্যতে ॥
কর্ম্মণাং পরিণামিত্ব[illegible]দমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যে[illegible] ॥" [ভাঃ ১১।১৯।১৭-১৮]

ভগবদ্গীতায়ও তাহাই উক্ত হই[illegible]সময়ে [illegible] করিয়া অর্জ্জুন, আর্ত্ত (কাতর), তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ধনার্থী ও জ্ঞানী, এই চ[illegible]কবিশেষ) [illegible] লোক আমার ভজনা করে; তন্মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন ও নিত্য[illegible]ক্ষা উত্তম। কারণ, আমি জ্ঞানী লোকের অতিশয় প্রিয়, এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইহারা সকলেই (আমার ভজনাকারী উক্ত চতুর্ব্বিধ লোকই) উদার (শ্রেষ্ঠ) সত্য, কিন্তু জ্ঞানীকে আমি আত্মা বলিয়াই মনে করি। কারণ, সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান মনে করিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়াথাকে। বহু জন্মের সাধনা ফলে 'বাসুদেবই সর্ব্বময়—বাসুদেব-ভিন্ন আর কিছু নাই' এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়; সেরূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।' একথার তাৎপর্য্য এই যে, বাসুদেবের অতিরিক্ত সমস্তই অসত্য; কারণ, সে সমস্তই মায়িক বা মায়াকল্পিত বলিয়া তুচ্ছ (অসত্য); সুতরাং নিত্যসত্য বাসুদেবই আত্মস্বরূপ বিধায় পরমপ্রিয় (১); অতএব তিনিই ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব। ১৮

(১) তাৎপর্য্য—জগতে আনন্দই সর্ব্বপ্রাণীর একমাত্র প্রিয়। সেই আনন্দলাভে সহায়তা করে বলিয়া জাগতিক জড় বস্তুসকলও প্রিয় হইয়া থাকে; সুতরাং সে সকলের প্রিয়ভাব মুখ্য নহে—গৌণ; আত্মা কিন্তু সে রকম প্রিয় নহে। আত্মা নিজেই আনন্দস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ বলিয়াই তাহার প্রতি সকলের এত অধিক প্রীতি দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি কখনও স্ত্রীর প্রিয় হয় না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হন, ইত্যাদি।

তথাত্র—"কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥
নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধি
এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম ম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তি ॥" [ভাঃ ১১।৩ ১৮-২০]

কীদৃশী ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুর্জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ব্বিকা ভগবতি ভ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামুক্তম্—
"যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো লম্।
ময়ি কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নি
শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ শৃণ্বন্
গায়ন্নমুস্মরন্ জন্ম কর্ম্ম চ
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানা
লভতে নিশ্চলাং ভ ব সনা ॥" [ভাঃ ১১।১১।২২—২৪] ১৯

এবংবিধ জ্ঞানসম্ভূত বৈরাগ্য যে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে—'প্রমাণ চারি-প্রকার—শ্রুতি (বেদ), প্রত্যক্ষ কপ্রসিদ্ধি) ও অনুমান। বিকল্প অর্থ বিভিন্নপ্রকার প্রতীতির কিন্তু উক্ত চারিপ্রকার প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না, পর বাধিতই হয়; এই কারণে বিবেকী পুরুষ বিকল্পময় উক্ত জগৎপ্রপঞ্চ ত) হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলই পরিণামী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল অতএব ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সমস্তই অমঙ্গল অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলকর নহে; এই কারণে দূরদর্শী পুরুষ অদৃষ্ট—চক্ষুর অগোচর স্বর্গাদি স্থানকেও ঐহিক বস্তুরই মত নশ্বর—বিনাশশীল মনে করিবে (১)। অন্যত্রও এইরূপ আছে—দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য যে সকল মানব মিথুনীচারী (স্বামী-স্ত্রীভাবে ব্যবহার করে), তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলের পরিণামদশা আলোচনা করিবে। 'সর্ব্বদা দুঃখপ্রদ এবং নিজেরই মৃত্যুর কারণ অথচ দুর্লভ ও নশ্বর বিত্ত, গৃহ, সন্তান, স্বজন ও পশুদ্বারা কি প্রীতি হইতে

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার ধ্বংসও আছে। যুক্তিপার বলিতেছেন—"যৎ কৃতকং, তদনিত্যম্।" যাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন, তাহাই অনিত্য—ধ্বংসশীল। শ্রুতি বলিতেছেন—"তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" অর্থাৎ ইহ লোকে যেমন কৃষ্যাদি কর্ম্মার্জ্জিত শস্যপ্রকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি পরকালেও, শুভাশুভ কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদিলোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অনিত্য। যে ব্যক্তি পরা ভক্তি লাভ করিতে চাহে, তাহাকে বৈরাগ্যলাভের নিমিত্ত উক্ত নিয়মে সংসারের অনিত্যতা ভাবনা করিতে হইবে। তাহার আরও একটা ভাবনা করিতে হইবে যে, সংসারে ঐহিক বা পারলৌকিক যাহাকিছু ভোগ্য আছে, সে সমস্তের মধ্যে কোন কোনটা পরস্পর সমান, কোন কোনটা আবার অসমান—অল্প বা অধিক। সমান ভোগ্য পাইলেও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মে, অল্প ভোগ্য পাইলেও বিষাদ-দুঃখ জন্মে; অতএব উহা প্রার্থনীয় নহে।

তথা— "ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥
শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ প[illegible] য়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূ[illegible] কা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্ব[illegible] চেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণ[illegible] কাম-বিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽ[illegible] ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং [illegible] র্থ মদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং [illegible] -নিবেদিনাম্।
ময়ি [illegible] ভক্তিোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥" [ভাঃ১২।১৯।১৯-২৪]২০

পারে? এইরূপে নিজ-কর্ম্মা[illegible] ইহলো[illegible] সুরলোক উভয়কেই নশ্বর (বিনাশশীল) বলিয়া দর্শন করিবে, এবং রাষ্ট্রমধ্যবর্ত্তী [illegible] দিগের ন্যায় জাগতিক সমস্ত বস্তুই সাম্য, ন্যূনাধিক্য ও ধ্বংসশীল বলিয়াও চিন্তা [illegible]

শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভাগবত ধর্ম্মসেবক [illegible] রিয়[illegible]য়ের পর, ভগবানের প্রতি কিপ্রকার ভক্তির উদয় হয়? এই আকাঙ্[illegible]

'হে উদ্ধব, যদি তুমি ব্রহ্মবিষয়ে নিশ্চলভাবে [illegible] অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিষ্কাম হইয়া সমস্ত কর্ম্ম কর। যে লোক শ্রদ্ধাসহকারে লোকপাবন মঙ্গলময় আমার কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করে, গান করে, কিংবা স্মরণ করে, অথবা আমার জন্ম ও কর্ম্মসকলের অভিনয় (অনুকরণ) করে, এবং আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম (বিষয়-সেবা) অর্পণ করে, সে ব্যক্তি সনাতন আমার প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করে।' ১৯

এইরূপ আছে—'হে নিষ্পাপ উদ্ধব, আমি প্রথমেই প্রীতিভাজন তোমাকে ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছি, পুনরায় তোমাকে মদীয় ভক্তিলাভের উত্তম উপায় বলিতেছি—আমার অমৃতময় গুণকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তন, আমার অর্চ্চনায় পরিনিষ্ঠা, নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি, সেবায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা বন্দনা (যেমন অষ্টাঙ্গ প্রণাম), মদীয় ভক্তগণের সমধিক পূজা, সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শন, আমার উদ্দেশ্যে শারীরিক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, বচনে আমার গুণকথন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, সর্ব্বপ্রকার কামনা-বিসর্জ্জন, আমার উদ্দেশ্যে অর্থ, ভোগ ও সুখসম্ভোগ ত্যাগ, এবং আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান, হোম ও জপানুষ্ঠান, এই সকল

তথাহুত্র—   "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌॥
তত্র ভাগবতান্‌ ধর্ম্মান্‌ শিক্ষেদ্‌ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতে(ষ্ব)   যথোচিতম্‌
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্ব
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্ব
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈব
বিবিক্তং চীরবসনং স
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে
মনোবাক্‌কায়-দণ্ডঞ্চ
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যা   ...
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ   ...দচেষ্টিতম্‌
ইষ্টং দত্তং ত   ...ং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্‌।
দারান্‌ সু   ...ন্‌ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্‌॥
...চ সৌহৃদম্‌।
...সু সাধুষু॥

উপায়ে যে সকল মনুষ্য ... ...ন করে, হে উদ্ধব, আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি প্রকাশ পায়, তাহাদের আর কি প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে?' ২০

অন্যত্রও এইরূপ আছে—'অতএব উত্তম শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি এমন গুরুর শরণাপন্ন হইবেন, যিনি শাব্দ ব্রহ্মে (অপর ব্রহ্মে) ও পর ব্রহ্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং প্রশান্তভাবাপন্ন। গুরুকে আত্মা ও আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া এবং অকপট আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট সেই সকল ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, যাহাদ্বারা আত্মস্বরূপ হরি—যিনি ভক্তের নিকট আপনাকে পর্য্যন্ত দান করেন, তিনি তুষ্ট হইতে পারেন। প্রথমে সমস্ত বিষয় হইতে মনের আসক্তি ত্যাগ এবং সাধুসঙ্গ, যথোপযুক্তরূপে সর্ব্বভূতে দয়া, মৈত্রী ও বিনয়, শৌচ (৩), তপস্যা, সহিষ্ণুতা বা উপেক্ষা, মৌনব্রত, বেদাদিশাস্ত্রপাঠ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসংযোগেও সমভাব, সর্ব্বত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরের সত্তাদর্শন, অকিঞ্চন-ভাব, নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ত্যাগ, নির্জ্জনস্থানে অবস্থান, ছিন্নবস্ত্রপরিধান, যে কোন প্রকারে সন্তোষ,

(৩) তাৎপর্য্য—শৌচ সাধারণতঃ দুই প্রকার—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা যে শৌচ, তাহা বাহ্য, আর প্রাণায়াম ও মন্ত্রাদিরূপে যে, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তাহা আন্তর শৌচ।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ॥
ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা (শিক্ষন্) তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥" [ভাঃ ১১।৩।২১—৩৩]

তস্মাদেবম্বিধৈঃ শাস্ত্রীয়ৈরুপায়ৈ[illegible] যদিত্যর্থঃ॥ ৩১॥

শাস্ত্রীয়ানেবোপায়ান্ প্রতি[illegible]ষ্কোঽভেদিকাভেদেন বক্তুং প্রতিজানীতে—

উপায়াঃ [illegible]স্কন্ধে [illegible] পরলোনাপবর্ণিতাঃ।
সংক্ষেপাৎ তানহং ব[illegible]দিগেষ্ট-বিভাগতঃ॥ ৩২॥

ভগবদ্‌গুণপ্রকাশক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বা[illegible] করা, কায়-মন-বাক্‌দণ্ড অর্থাৎ উহাদের সংযম, সত্যনিষ্ঠা, শম[illegible]য়ের দম (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম), অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির জন্ম ও কর্ম্মাদি শ্রবণ, কী[illegible]প্রকারে তাঁহার কার্য্য করা, এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, কর্ম্ম, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু নিজের প্রিয়, সে সমুদয় পরমেশ্বরে নিবেদন করা, আমার-আমার ভাব ত্যাগ করা, ও যেসকল লোক শ্রীকৃষ্ণকেই আপনার প্রভু বলিয়া মনে করেন, সেই সকল লোকের সঙ্গে সৌহার্দ্দস্থাপন করা এবং মহাত্মা ও সাধু পুরুষের পরিচর্য্যা, পরস্পরের মধ্যে ভগবানের পবিত্র চরিত্র কথন এবং পরস্পর রতি, পরস্পর সন্তোষ ও পরস্পর শান্তি অনুভব করত সর্ব্বপাপহর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ও অপরের স্মরণ করাইয়া ভক্তিলব্ধ ভক্তি (পরা ভক্তি) দ্বারা সর্ব্বদা পুলকপূর্ণ শরীর ধারণ করেন। যাঁহারা অলৌকিক অর্থাৎ লোকব্যবহারের অতীত, তাঁহারা ভগবৎ-চিন্তায় রত হইয়া কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দ করেন, কিংবা ভগবৎকথা বলেন, আবার কখনও নৃত্য করেন, গান করেন, কখনও বা ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করেন। অবশেষে তাঁহারা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া তুষ্ণীভূত হন—বাগ্‌ব্যবহারপর্য্যন্ত বন্ধ করেন। নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি এইপ্রকারে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করেন; অনন্তর ভাগবত ধর্ম্মপ্রসূত ভক্তি দ্বারা দুস্তর মায়া-সাগর অনায়াসে পার হইয়া থাকেন।' ইত্যাদি। অতএব জিজ্ঞাসু পুরুষ এইজাতীয় শাস্ত্রোক্ত উপায়ে মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবেন॥ ৩১॥

সরলার্থঃ। [শাস্ত্রীয়ানেবোপায়ান্ সংক্ষেপেণ সূচয়ন্নাহ—"উপায়াঃ" ইতি।] নারদেন [শ্রীভাগবতস্ত] প্রথমস্কন্ধে উপায়াঃ উপবর্ণিতাঃ (কথিতাঃ); অহং (গ্রন্থকারঃ) তান্ (উপায়ান্) ভূমিভেদবিভাগতঃ (ভূময়ঃ—অবস্থাঃ, তাসাং ভেদাঃ—বিশেষাঃ, তেষাং বিভাগতঃ—পূর্ব্বাপরাবস্থা-ভেদানুসারেণ) সংক্ষেপাৎ বক্ষ্যে (কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ। এখন শাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহ সংক্ষেপে নি[illegible] করিতেছেন—"উপায়াঃ" ইত্যাদি। দেবর্ষি নারদ শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে [ভক্তিলাভের] উপ[illegible] বর্ণনা করিয়াছেন; আমি এখানে বিভিন্ন অবস্থার বিভাগপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সকল উপায় সংক্ষে[illegible]ব ॥ ৩২ ॥

টীকা। স্পষ্টম্ ৩২ ॥

তানেবাহ—

> প্রথমং মহতাং সেবা তদ্দ[illegible]
> শ্রদ্ধাথ তেষাং ধর্ম্মেষু ত[illegible]ঃ ॥ ৩৩ ॥
> ততো রত্যঙ্কুরোৎপ[illegible] .পাধিগা[illegible]ততঃ।
> প্রেমবৃদ্ধিঃ পরা[illegible]খ স্ফুরণং ততঃ ॥ ৩৪ ॥
> ভগবদ্ধর্ম্মনি[illegible] [illegible]ণশালিতা।
> প্রেম্নো[illegible]চা ভক্তিভূমিকা ॥ ৩৫ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানী[illegible]য়ান্ নির্দ্দিশতি—"প্রথমম্" ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ।] প্রথমং মহতাং (সাধূনাং) সেবা (আরাধনা), ততঃ তদ্দয়াপাত্রতা (তেষাং মহতাং কৃপা-ভাজনতা), অথ (অনন্তরং) তেষাং (মহতাং) ধর্ম্মেষু শ্রদ্ধা (দৃঢ়প্রত্যয়ঃ), ততঃ (অনন্তরং) হরিগুণশ্রুতিঃ (ভগবদ্গুণশ্রবণং), ততঃ রত্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ (ভগবদ্বিষয়ায়াঃ রতেঃ প্রকাশোন্মুখতা), ততঃ স্বরূপাধিগতিঃ (ভগবৎস্বরূপাবগমঃ), ততঃ পরানন্দে (পরমানন্দে) প্রেমবৃদ্ধিঃ (অনুরাগাতিশয়ঃ), অথ তস্ত (পরানন্দস্ত) স্ফুরণং (প্রকাশঃ), অতঃ ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা (ভগবদ্গুণশ্রবণাদৌ তৎপরতা), [অনন্তরং] স্বস্মিন্ (স্বাত্মনি) তদ্গুণশালিতা, (ভগবদ্গুণাভিব্যক্তিঃ), অথ প্রেম্নঃ পরমা কাষ্ঠা (চরমোৎকর্ষঃ) [জায়তে]; ইতি (ইত্থং) ভক্তিভূমিকাঃ (ভক্তেঃ অবস্থাভেদাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ) [নারদেনেতি শেষঃ] ॥ ৩৩—৩৫ ॥

মূলানুবাদ। এখন ভাগবতোক্ত সেই সকল উপায় তিনটী শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন—"প্রথমম্" ইত্যাদি। [ভক্তি লাভের জন্ত] প্রথমে সাধুজনের সেবা করিতে হয়, তাহার পর তাঁহাদের

টীকানুবাদ। যাহারা উক্তপ্রকার উপায়গ্রহণে অভিলাষী, তাহারা যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সেইজন্ত শাস্ত্রীয় উপায়সমূহ পারম্পর্য্যক্রমে উপদেশ করিতেছেন—"উপায়াঃ" ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ সহজবোধ্য; অতএব ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ॥ ৩২ ॥

কৃপাপাত্রতা লাভ হয়, অনন্তর তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা জন্মে তাহার পর হরিগুণ শ্রবণে প্রবৃত্তি, এবং তৎপশ্চাৎ রতির অঙ্কুরীভাব হয়, অনন্তর ভগবৎস্বরূপানুভূতি, তাহার পর পরমানন্দে অনুরাগবৃদ্ধি হয়, তাহার পর সেই পরমানন্দের প্রকাশ, অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্ম-শ্রবণাদি বিষয়ে নিষ্ঠা (একাগ্রতা) জন্মে, তাহার পর আপনাতে তদীয় গুণাবলি[illegible] স্ফুরণ হয়, অনন্তর প্রেমের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে, ইহাই ভক্তির ভূমিকা অর্থাৎ ভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী এই [illegible] অবস্থা ক্রমশঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫ ॥

তথা ব্যাস-নারদসংবাদে নারদঃ—

"অহং [illegible] ভবেহভবং মুনে,
[illegible] কাম [illegible] বেদবাদিনাম্।
নিরূ[illegible] যোগিনাং
[illegible] নির্বিবিক্ষতাম্।
[illegible] ড়িনিবে [illegible] কে
[illegible] কহনুবর্ত্তিনি।
[illegible] নাঃ
[illegible] পুরলে [illegible]
শুশ্রূষমাণে [illegible] ষিণি ॥
উচ্ছিষ্টলেপানমুমো[illegible] দিগের
সকৃৎ স্ম ভু[illegible]।
এবং প্রবৃত্তস্য [illegible] সময়ে [illegible] য়ের প
শুদ্ধর্ম্ম এবা[illegible] বিশেষ)
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ [illegible]
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ (রতিঃ) ॥

টীকানুবাদ। এখন সেই সমস্ত উপায় ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"প্রথমম্" ইত্যাদি। ব্যাসের সঙ্গে নারদের যে কথোপকথন হয়, সেখানে নারদ বলিয়াছিলেন—

'হে মুনিবর, পূর্ব্বজন্মে আমি কোন এক দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম, এবং শৈশবেই বেদবাদী যোগিগণ যখন বর্ষাঋতুতে একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযোজিত ছিলাম। যদিও সেই মুনিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী—সকলের প্রতি তুল্য-ভাবাপন্ন, তথাপি তাঁহারা শুশ্রূষারত আমাকে সর্ব্বপ্রকার চপলতাবর্জ্জিত ক্রীড়াবিমুখ শান্তস্বভাব অনুগত ও অল্পভাষী দেখিয়া আমার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে আমি তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিতাম; তাহাতেই আমি পাপবিমুক্ত বা নিষ্পাপ হইয়াছিলাম। এইরূপ আচরণের ফলে আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইল এবং তাঁহাদের ধর্ম্মকথায় আমার রুচি জন্মিল। সেখানে ঋষিগণ প্রত্যহ মনোহর কৃষ্ণকথা

তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥ ১

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরেঃ
বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা॥
তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ॥
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ॥

কীর্ত্তন করিতেন; তাঁহাদের অনুগ্রহে আমিও সেই মনোহর কথা শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধা-সহকারে সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে-করিতে আমার অনতিবিলম্বে পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হইল। হে মহামতে, তখন সেই অনুরাগ-সঞ্চারের ফলে সেই প্রিয়কীর্ত্তি ভগবানে আমার এমনই অচলা মতি হইয়াছিল, যাহাদ্বারা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে আমারই মায়াদ্বারা (অজ্ঞানদ্বারা) সদসৎস্বরূপ অর্থাৎ কার্য্য-কারণভাবাপন্ন এই জগৎ কল্পিত হইয়াছে (১)। ১

এইরূপে বর্ষা ও শরৎ ঋতু—চারিমাস ব্যাপিয়া মহাত্মা মুনিগণকর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত (বর্ণিত) ভগবান্ শ্রীহরির বিমল গুণকথা অনুক্ষণ শ্রবণ করিতে করিতে—যাহাদ্বারা মনের রজো-গুণ ও তমোগুণ বিনষ্ট হয়, আমার সেইরূপ ভক্তির উদয় হইয়াছিল। [চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শেষ করিয়া] যাইবার সময় সেই দীনবৎসল মুনিগণ সেই বালক আমাকে [তাঁহাদের প্রতি] অনুরক্ত, বিনীত, নিষ্পাপ বা নির্দ্দোষ, শ্রদ্ধাবান্, সংযতেন্দ্রিয় ও অনুগত দেখিয়া দয়া-পরবশ হইয়া—সেই যে ভগবদুপদিষ্ট অতিগুহ্য জ্ঞান, যাহার সাহায্যে আমি এই জগৎকে বিশ্ববিধাতা

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সংক্ষেপতঃ তিনপ্রকার বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম অদ্বৈতবাদ, দ্বিতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, তৃতীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। প্রথম মতে বুঝিতে হইবে যে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই; দৃশ্যমান জগৎই মায়াদ্বারা ব্রহ্মেতে কল্পিত; সুতরাং অসৎ—মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু; কেবল অজ্ঞানবশে ভেদ বা পার্থক্য প্রতীতি হয় মাত্র।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই (বাসুদেবেরই) অংশ; সুতরাং জগৎ কল্পিত হইলেও অসৎ বা মিথ্যা নহে। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে এইমাত্র বিশেষ যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বটে, অভিন্নও বটে, তবে এই ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে মানববুদ্ধির ক্ষমতা নাই—সুতরাং ইহা অচিন্ত্য। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে জানা যাইবে।

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্॥
এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্ (ক)।
যদীশ্বরে [illegible]গবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো য[illegible] ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্য[illegible] দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃ[illegible] চ ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবা[illegible] কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রি[illegible] ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং [illegible] ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥

ভগবানের মায়াসম্ভূত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এবং জিজ্ঞাসুগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা উপদেশ করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্, তুমি যে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছ, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ ইহাই উপদেশ করা হইতেছে যে, ব্রহ্মরূপী পরমেশ্বর ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ কর, অর্থাৎ স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর, [ইহাই চিত্তপরিতোষের কারণ]। কেন না, হে সুব্রত, যে দ্রব্যদ্বারা প্রাণিগণের ব্যাধি-সঞ্চার হয়, সেই দ্রব্যই চিকিৎসিত (বিশোধিত) হইলে যেমন আর ব্যাধি জন্মায় না (১), তেমনি যে সমস্ত ক্রিয়াযোগ (কর্ম্ম) মনুষ্যগণের সংসারের (জন্মমরণদুঃখের) কারণ হয়, সেই ক্রিয়াযোগই আবার পরব্রহ্মে সমর্পিত হইলে নিজের বিনাশ সাধন করে, অর্থাৎ সে সকল ক্রিয়া কর্ত্তার বন্ধন সমুৎপাদন না করিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় অসার হইয়া যায় (২)। ভগবৎপ্রীতিসাধনের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উহার অধীন বা অনুগত হয়, অর্থাৎ ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে অনুষ্ঠানকর্ত্তার জ্ঞান ও ভক্তি স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধুগণ ভগবৎ-চিন্তায় অত্যন্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে, ভগবানের মহিমাপ্রকাশক নামসমূহ মুখে উচ্চারণ করেন এবং হৃদয়ে চিন্তা বা স্মরণ করেন।

(ক) ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(১) তাৎপর্য্য—ইহার উদাহরণ শুচিকাভরণ বড়ি। যে সর্পবিষ প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ সংহার করে, সেই বিষই দ্রব্যান্তর-সহযোগে শোধিত হইয়া 'শুচিকাভরণ' নামক ঔষধে পরিণত হইয়া প্রাণদায়ক হয়।

(২) তাৎপর্য্য—কর্ম্ম সাধারণতঃ দুইপ্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। ফল-কামনায় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকাম, আর

ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্ ।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥
ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্ ।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥ [ভাঃ ১।৫।২৩—৩১] । ২

ভগবৎসেবা দ্বিবিধা, ভগবদ্ভক্তসেবা সাক্ষাদ্ভগবৎসেবা চ । [illegible]তা যথা-

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি[illegible] ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা [illegible]
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধ[illegible]
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ,
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥" [ভাঃ ৫।৫।২৩]

সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ ভগবানের মূর্ত্তিপ্রকাশক "নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্রে মূর্ত্তিরহিত (নীরূপ) হইয়াও মন্ত্রময় মূর্ত্তিসম্পন্ন যজ্ঞপুরুষের (যজ্ঞেশ্বর ভগবানের) আরাধনা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ কেশব আমার অবস্থা অবগত হইয়া আমাকে উক্তপ্রকার উপদেশ, ঐশ্বর্য্য ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।' ২

ভগবৎসেবা দুইপ্রকার—ভগবদ্ভক্তের সেবা এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের সেবা। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তের সেবা যথা—'সাধুজনেরা বলেন—মহতের সেবাই মুক্তির দ্বার, আর স্ত্রীসঙ্গী লোকের সঙ্গই নরকের বা দুঃখের দ্বার। তাঁহারাই মহৎ, যাঁহারা প্রশান্তস্বভাব ক্রোধহীন এবং সর্ব্বত্র সমচিত্ত ও সুহৃদ্ভাবাপন্ন সাধু; অথবা পরমেশ্বররূপী আমাতে যাঁহারা সৌহার্দ্দ বা প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং যাহারা কেবল দেহপোষণার্থ জীবিকার্জ্জনে নিরত থাকে, সেই সকল লোকের প্রতি অনুরাগহীন হইয়া স্ত্রী পুত্র ও রোগশোকসঙ্কুল গৃহে প্রীতিসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন এবং

কোনরূপ কামনা না করিয়া যে, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করা, তাহা নিষ্কাম। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতাকে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্ত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, এবং কর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে তাহা করিতে হয় না।

কাম অর্থ—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ, কিন্তু ভগবৎপ্রীতির অভিলাষ কাম-শব্দবাচ্য নহে ; সুতরাং ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মও নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। ভক্তিশাস্ত্রের কথাও এইরূপই—"আত্মপ্রীতি-তরে যাহা, তা'রে বলি কাম। কৃষ্ণপ্রীতি-তরে তাহা ধরে প্রেম নাম।" ধান্যাদি বীজ যেমন তুষবেষ্টিত থাকিলেই অঙ্কুর জন্মায়, তুষরহিত হইলে আর অঙ্কুর জন্মায় না, তেমনি কর্ম্মও কামনাযুক্ত হইলেই নির্দ্দিষ্ট ফল জন্মাইতে সমর্থ হয়, কিন্তু কামনারহিত হইলে আর সমর্থ হয় না, কেবল চিত্তশুদ্ধি মাত্র জন্মায় ; শুদ্ধ চিত্তে ক্রমশঃ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পরাভক্তি আবির্ভূত হয়। এই অভিপ্রায়েই এখানে কর্ম্মবিনাশের কথা বলা হইয়াছে।

তথা— "প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ, সঙ্গদোষহরা হি তে ॥" [ভাঃ ৩।২৫।২০—২৪]। ৩

তথা— "যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥" [ভাঃ ১।১।১৫]
"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥" [ভাঃ ১।১৮।১৩।ভাঃ ৪।৩০।৩৪]

তথা— "দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥

যদৃচ্ছা-লব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট থাকেন।' এইরূপ—'বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—সঙ্গই আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধন-রজ্জু, কিন্তু সেই সঙ্গই সাধুজনে স্থাপিত হইলে উন্মুক্ত মোক্ষদ্বার হইয়া থাকে। হে সাধ্বি, যাঁহারা শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, করুণাপরায়ণ, সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্, অজাতশত্রু, সাধুসঙ্গী ও সাধু এবং দ্বিধাভাবশূন্য হইয়া আমাতে দৃঢ় ভক্তি পোষণ করেন; আর আমার নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম ও বন্ধু বান্ধব ও স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করেন, এবং আমার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক আমার বিমল কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করেন ও অপরকে বলেন, মদ্গতচিত্ত সেই সকল পুরুষকে সাংসারিক নানাবিধ তাপেও সন্তাপ দেয় না। সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত তাঁহারাই যথার্থ সাধু; তোমার পক্ষে তাঁহাদের সঙ্গই প্রার্থনীয়; কারণ, তাঁহারা সঙ্গদোষহর অর্থাৎ সাধারণ সঙ্গে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা সে সকল দোষ খণ্ডন করিয়া থাকেন।' ৩

আরও আছে—'হে সূত, শমগুণান্বিত মুনিগণ যাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া জীবকে সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন, গঙ্গাজল কিন্তু দীর্ঘকাল সেবায় পবিত্র করেন।' ভগবৎসঙ্গীর (ভগবানে অনুরক্ত জনের) সহিত যে সঙ্গ বা সংযোগ, তাহার এক ক্ষুদ্রাংশের সহিতও আমরা স্বর্গ ও অপবর্গের তুলনা করি না। মর্ত্ত্য মানবগণের ইহা অপেক্ষা আর অধিক শুভাশংসা কি আছে। এইরূপ আরও আছে—'প্রাণিগণের পক্ষে মনুষ্যদেহ দুর্লভ; [কারণ, বহু পুণ্যের ফলে উহা পাওয়া যায়।] তাহাও আবার ক্ষণভঙ্গুর, (অল্পকালস্থায়ী), তাহাতেও

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥" [ভাঃ ১১।২।৭]

তথা— "ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণাঃ
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥
বিদ্যাধরাঃ, মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ ।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ ॥" ৪

সাক্ষাদ্ভগবৎসেবা যথা—
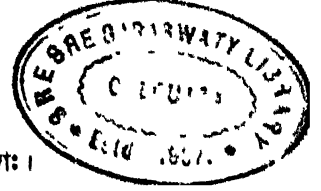
"বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ।
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ ॥

আবার বৈকুণ্ঠ-প্রিয়ের—ভগবৎপ্রিয় জনের দর্শন দুর্লভ মনে করি। এই কারণে—হে নিষ্পাপ মুনিগণ, আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; কারণ, এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও যে, সৎসঙ্গলাভ, তাহাই মানবগণের পরম সম্পদ্ সর্ব্বদুঃখাপহ নিধিস্বরূপ (১)।' অপিচ, 'হে উদ্ধব, চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানরূপ সাংখ্য বা অন্যবিধ ধর্ম্মও আমাকে বাধ্য করিতে পারে না; বেদাদি-শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম (২), সুবর্ণাদি দক্ষিণা এবং সর্ব্বপ্রকার ব্রত, যজ্ঞ, বেদাভ্যাস, তীর্থসেবা, কিংবা যম-নিয়মেও আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, সমস্ত সঙ্গদোষ-নিবারক সৎসঙ্গ আমাকে যেমন বশীভূত করে। হে উদ্ধব, সৎসঙ্গপ্রভাবে বহুতর দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক (যক্ষ) ও বিদ্যাধর [ইহারা দেবযোনিবিশেষ], এবং মনুষ্যের মধ্যেও বেশ্যা, শূদ্র, রমণীগণ, অধিক কি, রাজস-তামস-প্রকৃতিসম্পন্ন ত্বাষ্ট্র—বৃত্রাসুর ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি বহু লোক আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪

(১) তাৎপর্য্য—জগতে যতপ্রকার জন্ম আছে, তন্মধ্যে মনুষ্যজন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য দেহে কেবল স্বকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগমাত্র নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু মনুষ্যদেহে ভোগ ও যোগ দুইই হয়। এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—'ইষ্টাপূর্ত্ত'—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্ম। তন্মধ্যে ইষ্ট যথা—"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবং চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥" পূর্ত্ত কর্ম্ম যথা—"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥" অগ্নিহোত্র যাগ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদপাঠ, অতিথিসেবা, বলিবৈশ্বদেব,

ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে।
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ॥
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ॥
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ॥
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥" [ভাঃ ১১।১২।১—৯]
"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন, যাস্যসি হ্যকুতোভয়ঃ॥" [ভাঃ ১১।১২। ১৩—১৫]।৫

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎসেবার উদাহরণ যথা—'বৃষপর্ব্বা, বলিরাজ, বাণরাজ, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান্, গজেন্দ্র, গৃধ্র, (জটায়ু), বণিক্‌পথ (তুলাধার), ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজবাসিনী গোপীগণ, এবং যজ্ঞপত্নীগণ (১)—ইহারা কেহই বেদ অধ্যয়ন করে নাই, মহাপুরুষেরও উপাসনা করে নাই, কঠোর তপস্যা বা ব্রতানুষ্ঠানও করে নাই, তথাপি কেবল সৎসঙ্গের প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে যোগ, বিবেকজ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যান, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসপ্রভৃতির সাহায্যে যত্ন করিয়াও যাঁহাকে পাইতে পারে না, গোপী, গো, বৃক্ষ, মৃগ, সর্পগণ এবং মূঢ়মতি অপরেও কেবল আন্তরিক তীব্র অনুরাগের প্রভাবে সেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে উদ্ধব, আমার স্বরূপানভিজ্ঞ শতসহস্র অবলা রমণ-উপপতিবোধে সঙ্গ লাভ করিয়াও পরব্রহ্মরূপী আমাকে লাভ করিয়াছে। অতএব তুমিও সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রুত ও শ্রোতব্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ আমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় কর; তুমি নির্ভয়ে অভীষ্ট পদ পাইবে।' ৫

এসকলকে 'ইষ্ট' কর্ম্ম বলে। আর পুষ্করিণী, দীঘী ও কূপ খনন এবং দেবালয়-নির্ম্মাণ, অন্নদান ও উদ্যানপ্রতিষ্ঠা, এসকলকে 'পূর্ত্ত কর্ম্ম' বলে।

(১) তাৎপর্য্য—বৃষপর্ব্বা একজন দানব; সে শৈশবে মাতৃপরিত্যক্ত হইয়া মুনিকর্ত্তৃক পালিত হওয়ায় মুনিসঙ্গ লাভ করে। বলিরাজের স্বপিতা প্রহ্লাদের সঙ্গলাভ হয়। বাণের শিব ও নারদের সহিত সঙ্গ। ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবসঙ্গ। বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও হনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ। গজেন্দ্রের পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ ও পরজন্মে ভগবৎসঙ্গ। জটায়ুর গরুড়সঙ্গ। বণিক্‌পথ—তুলাধারের জাজলি মুনির সম্পর্কবশতঃ সাধুদের সহিত সঙ্গ। ধর্ম্মব্যাধ সৎসঙ্গের প্রভাবে বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া জগন্নাথদেবদর্শনে ভগবৎসাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে নারদসঙ্গে ভগবৎপ্রাপ্তি।

তদয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। ভগবৎসঙ্গংবা ভগবৎসঙ্গিসঙ্গংবা যথাযোগ্যমন্তরেণ ন ভগবতি ভক্তিরুদেতি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ, ভগবৎসঙ্গিনাং কৃতার্থত্বাৎ তৎসঙ্গাপেক্ষা, ভগবৎসঙ্গিসঙ্গানান্তু বিভক্ত এব ফলতয়া ভগবৎসঙ্গাপেক্ষেতি ব্যাখ্যাতা দ্বিবিধা মহৎসেবা। তদ্দয়াপাত্রতা ততঃ। তেষাং মহতাং স্ববিষয়াৎ স্বকীয়ৈঃ সুশীলতাদিগুণৈর্ভবতি। তে চ গুণা ভগবতোক্তাঃ—

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদে[illegible]নাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপ[illegible]কঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচির[illegible]ঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥" [ভাঃ ১১।১১।২৯—৩১]।৬

তথা— "মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥
অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥
জায়াপত্য-গৃহ-ক্ষেত্র-স্বজন দ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ, সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥" [ভাঃ ১১।১০।৫—৭]
ইত্যাদ্যাঃ। ৭

এসকল কথার সার মর্ম্ম এই যে, যথাসম্ভব ভগবৎসঙ্গ কিংবা ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ ব্যতিরেকে ভগবানে ভক্তি জন্মে না; বিশেষ এই যে, যাহারা ভগবানের সঙ্গলাভ করেন, তাঁহারা তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন; এইজন্য তাঁহাদের আর অন্যসঙ্গের অপেক্ষা থাকে না; কিন্তু যাহারা ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ করেন, তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই ভগবৎসঙ্গের অপেক্ষা থাকে; কারণ, ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গের উহাই চরম ফল। এই অভিপ্রায়েই দুইপ্রকার মহৎসেবা বর্ণিত হইয়াছে। মহৎসেবার ফলে তিনি প্রথমে তাঁহাদের দয়ার পাত্র হন; অনন্তর তাঁহাদের সুশীলতাদি গুণে শ্রদ্ধাবান্ হন। তাঁহাদের সেই সকল গুণাবলী ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—'মহৎ ব্যক্তি স্বভাবতই দয়ালু, পরদ্রোহশূন্য, সহিষ্ণু, সর্ব্বপ্রাণীর শুভচিন্তাপরায়ণ, নির্ম্মলচিত্ত, সমদর্শী, সকলের উপকারী, নিষ্কামচিত্ত, সংযত, কোমলপ্রকৃতি, পবিত্র, অকিঞ্চন, চেষ্টাবিহীন, মিতাহারী, শান্ত ও স্থিরস্বভাব, মদেকশরণ, মদীয় ধ্যানপরায়ণ, সাবধান, গভীরপ্রকৃতি, ধৈর্য্যশীল, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিবিজয়ী, নিরভিমান, অথচ পরের মানপ্রদ, দক্ষ, সর্ব্বসুহৃদ্, কারুণিক ও কবি অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকেন।' ৬

এইরূপ—'যে লোক অভিমান ও মাৎসর্য্যরহিত, কর্ম্মকুশল, মমতাশূন্য, স্থিরসৌহার্দ্দ, ত্বরারহিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অসূয়া ও মিথ্যাবচনবিমুখ, পত্নী, সন্তান, গৃহ, ভূমি ও ধনাদি বিষয়ে

গোপীরা দুই শ্রেণীর, এক নিত্যসিদ্ধ, অপর সাধনসিদ্ধ। তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধ গোপীগণের নিত্যসিদ্ধ গোপীসঙ্গলাভ ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ হইয়াছিল।

উদাহরণং প্রহ্লাদো যথা—

"তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।
প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ ॥
ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানামেকঃ প্রিয়সুহৃত্তমঃ ॥
দাসবৎ সন্নতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবৎ দীনবৎসলঃ ।
ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ ॥
বিদ্যার্থ-রূপ-জন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জ্জিতঃ ॥
নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিস্পৃহঃ,
শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ববস্তুদৃক্
দান্তেন্দ্রিয়প্রাণশরীরধীঃ সদা
প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ ॥" [ভাঃ ৭।৪।৩০—৩৩] । ৮

এতাদৃশশিষ্যগুণাভাবে তু মহত্তমসঙ্গো নিরর্থক ইতি তদ্দয়াপাত্রতা ভবতি দ্বিতীয়া ভূমিকা। সাপি দ্বিবিধা—স্বপ্রযত্নানপেক্ষা, তৎসাপেক্ষা চ । তত্রাদ্যা যথা—

উদাসীন (অনাসক্ত) এবং আত্মতুলনায় সকলের প্রয়োজন সমানভাবে দর্শন করেন; তিনি আমার (ভগবানের) তত্ত্ববেত্তা ও মদাত্মক (যিনি আমাকেই আত্মস্বরূপে অনুভব করেন, সেই) শান্তস্বভাব গুরুর উপাসনা করিবেন' ইত্যাদি । ৭

এরূপ শিষ্যের উদাহরণস্থল—প্রহ্লাদ। যথা—'সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাশ্চর্য্যময় চারি পুত্র ছিল। প্রহ্লাদ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি সাধুপুরুষগণের সেবাপরায়ণ, ব্রহ্মণ্য, সুশীল, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ও প্রিয়সুহৃদ্, দাসের ন্যায় গুরুজনের চরণে অবনত, পিতার ন্যায় দীনজনে স্নেহশীল, সমানের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় প্রীতিসম্পন্ন, গুরুজনে প্রভুবুদ্ধিযুক্ত, উত্তম বিদ্যা অর্থ রূপ ও জন্মসম্পন্ন, অভিমান ও দম্ভবর্জ্জিত, বিপদেও স্থিরচিত্ত, স্পৃহারহিত, ঐহিক ও পারলৌকিক ত্রিগুণময় বস্তুতে অসত্যতাদর্শী, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শরীর ও বুদ্ধির নিয়মনকারী এবং অসুরকুলে জন্ম লাভ করিয়াও অসুরভাবরহিত ছিলেন।' ৮

শিষ্য-জনোচিত এবংবিধ গুণহীনের কিন্তু উত্তম সাধুসেবাও নিরর্থক হয়, অর্থাৎ উক্তপ্রকার গুণহীন শিষ্যের পক্ষে কেবল মহাপুরুষের সেবাতেই কৃতার্থতা লাভ হয় না; এই কারণে তাঁহাদের কৃপাপাত্রতা লাভ হইতেছে দ্বিতীয় ভূমিকা (অবস্থা) (১)। সেই দ্বিতীয় [ভূমিকা] আবার দুইপ্রকার—নিজের প্রযত্ননিরপেক্ষ (অনায়াসনিষ্পন্ন),

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩সংখ্যক মূল শ্লোকে সাধনের ক্রমিক ভূমিকা (অবস্থা) প্রদর্শন প্রসঙ্গে সাধনমার্গে মহৎসেবাকে প্রথম ও তাঁহাদের দয়াপাত্রতাকে দ্বিতীয় ভূমিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন ব্যাখ্যাচ্ছলে বলা

"তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ ॥
স তান্ প্রপন্নার্ত্তিহরো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
ধর্ম্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতান্ প্রীত উবাচ হ ॥ ৯

শ্রীরুদ্র উবাচ—

যূয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ॥
যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥
স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং, বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥
অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥

সাপেক্ষ অর্থাৎ নিজের যত্নসাধ্য। তন্মধ্যে প্রথমা ভূমিকা যথা—'প্রাচেতস রাজপুত্রগণ (প্রচেতা—বরুণ, তাহার সন্তানগণ) তপ্তকাঞ্চনপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল প্রসন্নবদন নীলকণ্ঠ ত্রিলোচনকে (মহাদেবকে) দর্শন করিয়া কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রণাম করিলেন। শরণাগতপালক ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ রুদ্র নির্ম্মলচরিত্র ধর্ম্মজ্ঞ সেই সকল রাজপুত্রকে আনন্দিত দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক বলিলেন।' ৯

শ্রীরুদ্র বলিলেন—'হে যজ্ঞবেদীনিষ্ঠ বরুণের পুত্রগণ, তোমাদের অভিপ্রেত কার্য্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপে দর্শন দিয়াছি। যে লোক নিয়ত জন্মমরণশীল ত্রিগুণের অধীন জীবগণ হইতে পৃথক্ ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়, সেই লোক আমার প্রিয়। হে বিবুধগণ, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর লোক শত শত জন্মের পর প্রথমে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়, পরে আমাকে প্রাপ্ত হয়; তাহার পর সমস্ত বাসনা বিলয়প্রাপ্ত হইলে আমার ন্যায় তাহারাও ভগবানের বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়া থাকেন। হে ভগবদ্ভক্তগণ, তোমরা ভগবানের মতই আমার প্রিয় এবং আমিও ভগবদ্ভক্তগণের প্রিয়; তাহাদের আমা অপেক্ষা অপর প্রিয় বস্তু কোথাও নাই। পরম মঙ্গলময় ও মুক্তিপ্রদ এই শুদ্ধ

হইতেছে যে, প্রহ্লাদের ন্যায় গুণবান্ শিষ্যের পক্ষে মহৎসেবার পরই ভগবৎসেবার অধিকার জন্মে, কিন্তু যে শিষ্য তাদৃশ গুণসম্পন্ন নয়, তাহার পক্ষে মহৎ সেবাই কৃতার্থতা জন্মায় না। তাহার পক্ষে মহৎসেবাই এমনভাবে করিতে হয় যে, তাঁহারা সেবকের প্রতি দয়া করিতে বাধ্য হন—যেমন নারদের প্রতি মুনিগণ হইয়াছিলেন। এইজন্য নির্গুণ শিষ্যের পক্ষে মহত্তের দয়াজাত হইতেছে দ্বিতীয় ভূমিকা।

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ।
নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রূয়তাং তদ্ বদামি বঃ ॥
ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তান্ শিবঃ ।
বদ্ধাঞ্জলীন রাজপুত্রান্ নারায়ণপরো বচঃ ॥" [ভাঃ ৪।২৪।২৫—৩২]

ইত্যাদৌ রুদ্র-প্রাচেতস-সংবাদে । [illegible] বা—

"তে ময় [illegible]তাখিলচাপলেঽর্ভকে ॥" [ভাঃ ১।৫।২৪] ইত্যত্র । ১০

স্বপ্রযত্নাপেক্ষা যথা ধ্রুব-নারদসংবাদে [illegible]ঃ—

"সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখ-হতাত্মনাম্ ।
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসা দুর্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥
অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মমুপেয়ুষঃ ।
সুরুচ্যা দুর্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥
পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে ।
ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥
নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥
ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্ নারদস্তদা ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥ ১১

পবিত্র মন্ত্র বা নাম নিয়ত জপ করিতে হইবে, আমি তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। নারায়ণপরায়ণ ভগবান্ শিব এইভাবে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া কৃতাঞ্জলি রাজপুত্রগণকে বলিয়াছিলেন।' ইত্যাদি রুদ্র-প্রাচেতস-সংবাদ, অথবা 'বালকোচিত সর্ব্বপ্রকার চপলতারহিত আমাতে (নারদে) তাঁহারা' ইত্যাদি নারদসংবাদ [যাহা প্রথমোক্ত 'তদ্দয়াপাত্রতা' প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে,] ইহার উদাহরণ। ১০

নিজের যত্নসাপেক্ষ দয়াপাত্রতা যথা—ধ্রুব-নারদসংবাদে ধ্রুব বলিয়াছিলেন—'পরম পুরুষ ভগবান্ দয়া করিয়া সুখদুঃখে কলুষমতি আমাদিগকে সেই শান্তিপথ দর্শন করাইয়াছিলেন, যাহা আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে দর্শনের অযোগ্য। [হে ভগবন্,] ক্ষত্রিয়োচিত স্বভাবসম্পন্ন জয়াভিলাষী ও দুর্ব্বিনীত আমার হৃদয় সুরুচির (বিমাতার) বাক্যবাণে বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই হৃদয়ে ত্রিজগৎ-দুর্লভ পরম উৎকৃষ্ট পদও স্থান পাইতেছে না, অর্থাৎ আমার হৃদয় সে পদও পাইতে চাহে না। হে ব্রহ্মন্, আমার পিতৃপুরুষগণ কিংবা অপর সকলে যে পদ অধিকার করিতে পারেন নাই, আপনি সেই পদের কথা বলুন। ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গসম্ভূত আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় জগতের মঙ্গলার্থ বীণাবাদন করত পর্য্যটন করিতেছেন। ভগবান্ নারদ ধ্রুবের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া দয়াপূর্ব্বক

শ্রীনারদ উবাচ—

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে।
ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তৎপ্রবণাত্মনা॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং (কেবলং) পাদসেবনম্॥
তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনম্, যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥" [ভাঃ ৪।৮।৩৫—৪২]
ইত্যাদি। ১২

"শ্রদ্ধাথ তেষাং ধর্ম্মেষু"। পূর্ব্বোক্তগুণসম্পন্নস্য মহত্তমান্ সেবমানস্য তাদৃশধর্ম্মানুষ্ঠানাদ্—'অহমপি কৃতার্থো ভবেয়ম্' ইতি রুচিবিশেষরূপা শ্রদ্ধা তদ্ধর্ম্মেষু ভবতি। ততশ্চ স্বয়মনুতিষ্ঠতি। তদুক্তম্—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্ম গ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥" [ভাঃ ১।২।১৫—১৬]

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উভয়ত্র গুণেষসঙ্গঃ।

বালক আমাকে এই সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন।' ১১—

শ্রীনারদ বলিলেন—'[হে ধ্রুব,] ভগবান্ বাসুদেবই পরম কল্যাণলাভের উৎকৃষ্ট উপায়, যাঁহার কথা তোমার মাতা (সুনীতি) বলিয়াছিলেন। তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভজনা কর। যে লোক আপনার শ্রেয়ঃ বা পরম কল্যাণবুদ্ধিতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পাইতে ইচ্ছা করে, ভগবান্ শ্রীহরির চরণসেবাই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। অতএব, বৎস, তুমি যমুনার পবিত্র তটভূমিতে গমন কর, যেখানে পবিত্র মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন।' ইত্যাদি। ১২

অতঃপর "শ্রদ্ধা চ তেষাং ধর্ম্মেষু" কথার [ব্যাখ্যা হইতেছে—] পূর্ব্বোক্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন যে ব্যক্তি মহত্তমগণের সেবা করে, তাহার সেই মহত্তমগণের আচরিত ধর্ম্মের উপর—'আমিও এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কৃতার্থ হইব' এইরূপ রুচি (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হইয়া থাকে; অনন্তর তিনি নিজেও সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এ কথা অন্যত্রও উক্ত আছে—'হে বিপ্রগণ, শ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎ-কথা শুশ্রূষু ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থসেবার ফলে বাসুদেবের কথা-শ্রবণে রুচি জন্মে। পণ্ডিতগণ যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসির সাহায্যে বন্ধন-নিদান কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া থাকেন, তাঁহার কথায় কোন ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ না করে?'

কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ,
কো নির্ব্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥" [ভাঃ ২।৩।১২]

ইত্যাদি। ১৩

হরিকথাপদমন্যেষামপি ভাগবতধর্ম্মাণামুপলক্ষণম্। যথাহ ব্রহ্মা—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥" [ভাঃ ১০।১৪।৩০]

ইত্যত্র পাদসেবনম্। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা সাধনপরিপাকেন বর্দ্ধমানৈহিকামুষ্মিক-সর্ব্ববিষয়ারুচিমুপজনয়ন্তী বুভুক্ষেব ভক্ষ্যমাত্রৈকশরণং ভগবদ্ধর্ম্মাচরণৈকজীবনং পুণ্যমাসাদয়তি। যথা (ক) পরীক্ষিতঃ—

"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥" [ভাঃ ১০।১।১৩] ইত্যাদি। ১৪

অথবা শৌনকাদীনাম্—

'যাহা দ্বারা ত্রিগুণের বিক্ষোভপরম্পরা নিবৃত্ত হয়, অথবা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণামভূত ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি অন্তর্মুখ হয়, সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথমে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহার পর ঐহিক ও পারলৌকিক গুণপরিণাম ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে, অনন্তর কৈবল্যোপযোগী সৎপথে প্রবৃত্তি হয়, তাহার পরে ভক্তিযোগ আবির্ভূত হয়; [ভক্তিলাভে] পরিতুষ্ট কোন ব্যক্তি হরিকথায় তৃপ্তিবোধ না করিয়া পারে?' ইত্যাদি। ১৩

এখানে কেবল 'হরিকথা' শব্দ থাকিলেও অপরাপর ভাগবত ধর্ম্মের কথাও বুঝিতে হইবে। যে কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'হে নাথ, এই দেহেই হউক বা পশুপক্ষিদেহেই হউক, আমার সেই প্রকার মহাভাগ্যোদয় হউক, যাহাতে আমি তোমার ভক্তজনের একজন হইয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।' এখানে পাদসেবনের কথা মাত্র উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ অন্যান্য ভাগবত-ধর্ম্মের কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে। এই শ্রদ্ধাই সাধনার পরিপক্কতাদশায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে অরুচি জন্মায়, এবং বুভুক্ষা (ক্ষুধা) যেরূপ লোককে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণে ব্যাকুল করে, শ্রদ্ধাও সেইরূপ ভক্তজীবনকে ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর করিয়া থাকে। যেমন পরীক্ষিতের হইয়াছিল। [মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—] 'আমি জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি; তথাপি এই অতিদুঃসহ ক্ষুধা আমাকে পীড়া দিতেছে না; কারণ, আমি আপনার মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত হরিকথারূপ অমৃত পান করিতেছি।' ইত্যাদি। ১৪

(ক) 'তথা' ইতি ক-ঘ পাঠঃ।

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যঃ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ॥" [ভাঃ ২।৩।১৭]

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত,
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাম্,
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ,
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥

অথবা শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের [যেরূপ হইয়াছিল—] 'সূর্য্যদেব উদয়াস্ত-গমনপ্রসঙ্গে সকল লোকেরই আয়ু হরণ করেন, কিন্তু কেবল তাহার সেই ক্ষণে আয়ু হরণ করেন না, যে ক্ষণটী উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথায় অতিবাহিত হয়।' 'হে সূত, মানুষের যে-কর্ণদ্বয় ভগবানের চরিত্রসমূহ শ্রবণ না করে, সেই কর্ণদ্বয় কেবল গর্ত্তবিশেষ অর্থাৎ নিষ্ফল, আর যে জিহ্বা ভগবানের গুণগাথা গান না করে, সেই জিহ্বা ভেকের জিহ্বার ন্যায় অসতী, অর্থাৎ অনর্থের কারণ মাত্র (১)। যে উত্তমাঙ্গ (মস্তক) মুকুন্দের চরণে প্রণাম না করে, তাহা উষ্ণীশ-মুকুটশোভিত হইলেও কেবল ভারস্বরূপ; আর যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির অর্চ্চনা না করে, সেই হস্তদ্বয় সুবর্ণ-কঙ্কণভূষিত হইলেও মৃত মানুষের হস্তের তুল্য—অনর্থক। মনুষ্যগণের যে নয়নদ্বয় শ্রীহরির মূর্ত্তি বা চিহ্নসকল নিরীক্ষণ না করে, সেই নয়নদ্বয় ময়ূর-পুচ্ছের তুল্য; আর যে চরণদ্বয় শ্রীহরির তীর্থসেবায় গমন না করে, সেই চরণদ্বয় বৃক্ষ-তুল্য, অর্থাৎ সেই চরণ থাকিয়াও না থাকার তুল্য। মরণশীল যে মানব কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু পাইতে ইচ্ছা না করে, সে জীবিত শববিশেষ, অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই মৃতের তুল্য; আর

(১) তাৎপর্য্য—ভেকের জিহ্বার বিশেষত্ব এই যে, ভেক সর্পের খাদ্য। কিন্তু সে সর্পের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গর্ত্ত ও গৃহকোণ প্রভৃতি নিভৃত স্থানে স্থিরভাবে লুকাইয়া থাকে। অবাধ্য জিহ্বা কিন্তু তাহার মৃত্যুরূপী কাল-সর্পকে ডাকিয়া আনে। ভেক স্থিরভাবে থাকিলেও তাহার জিহ্বা থাকিয়া থাকিয়া এমন 'কটকট' শব্দ করে, যাহা শুনিয়া সর্প ঐ ভেকের বাসস্থান বুঝিতে পারে, এবং নিকটে যাইয়া তাহাকে সংহার করে। মানুষের জিহ্বাও যদি হরিনাম গান করে, তাহা হইলে দুরন্ত কালভয় বারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই জিহ্বাই যদি হরিনাম ছাড়িয়া অসৎ কথা বলে, তাহা হইলে সে-ই আবার মানুষের কালভয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্,
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥" [ভাঃ ২।৩।২০—২৪] ইত্যাদি। ১৫

শ্রদ্ধাবিহীনাস্তু বিষয়ভোগপরাঃ, কেচিচ্চ পাণ্ডিত্যাদি-গর্ব্বেণ ভগবদ্ভক্তনিন্দাপরাঃ সন্তো নিরয়েঽপি নিন্দনীয়া এব তে ভবন্তি। তত্র প্রথমে যথা—

"যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদান্,
শৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥" [ভাঃ ৩।১৫।২৩]
"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে ॥
শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥" [ভাঃ ২।৩।১৮—১৯]
ইত্যাদি। ১৬

যে মানব শ্রীবিষ্ণুর চরণ-লগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ না করে, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত শববিশেষ। বড়ই দুঃখের কথা; সেই হৃদয় কঠিন পাষাণের তুল্য, যে হৃদয় হরিনাম উচ্চারণেও বিকৃত (আর্দ্র) হয় না, অর্থাৎ হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হইলে, নয়নে অশ্রু ও শরীরে পুলক পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা যাহার হয় না।' ইত্যাদি। ১৫

কোন কোন লোক ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন এবং বিষয়ভোগে তৎপর, কোন কোন লোক আবার স্বীয় পাণ্ডিত্যাদির অভিমানে স্ফীত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নিন্দাপরায়ণ হয়, তাহারা কিন্তু নরকে যাইয়াও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কথা যথা—'যাহারা অন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সর্ব্বপাপহর শ্রীহরির সমীপে যায় না, অথবা তাঁহার গুণকথা শ্রবণ করে না, অথচ বুদ্ধিকলুষকারিণী কুকথা শ্রবণ করে, হতভাগ্য সেই সকল মনুষ্যের শ্রুত সেই সকল কুকথাই তাহাদিগকে সেই সকল নরকে নিক্ষেপ করে, যেখানে কেহ রক্ষা করিবার লোক নাই।' 'তরুসকল কি বাঁচিয়া নাই? ভস্ত্রা (কামারের জাঁতা) কি শ্বাস ত্যাগ করে না, এবং গ্রাম্য পশুগণ কি আহার করে না? কিংবা মলমূত্র ত্যাগ করে না? ভগবান্

ভগবদ্ভক্তনিন্দাপরা যথা—
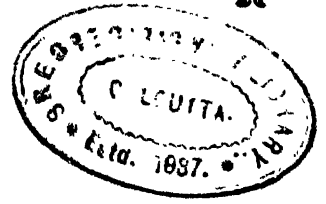
"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥" [ভাঃ ১১।৫।২-৪] ১৭

"রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্।
বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।

গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) যাহার কর্ণপথে কখনও প্রবেশ করেন না, সে লোক কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভবসদৃশ পশু।' ইত্যাদি। ১৬

ভগবদ্ভক্তের নিন্দাপরায়ণ লোক যথা—'ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ চারিটী আশ্রমের সহিত আদি পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে গুণভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হইল (১)। ইহাদের (ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের) মধ্যে যে লোক স্বয়ম্ভূ পুরুষ পরমেশ্বরের ভজনা না করে, পরন্তু অভক্তি করে, সে লোক স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় (২)। কেহ কেহ হরিকথা শ্রবণ করে না, সুতরাং হরিকথা কীর্ত্তন করিতেও অধিকারী হয় না, এবং স্বভাবতঃ অজ্ঞ যে সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদি জাতি, তাহারাও আপনাদের ন্যায় মহানুভবগণের অনুগ্রহের পাত্র, অর্থাৎ তাহাদের প্রতিও আপনাদের কৃপা করা উচিত।' ১৭

'অনিষ্টচিন্তাপরায়ণ, কামাতুর এবং সর্পের ন্যায় ক্রোধী দম্ভ ও মানসম্পন্ন পাপাত্মা রাজসিক লোকেরা ভগবানের প্রিয়জনদিগকে উপহাস করিয়া থাকে। রমণীসেবাপরায়ণ

(১) তাৎপর্য্য—এখানে গুণ অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ নহে। মানুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মলাভ করে, যাহাকে যেরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তাহাকে তদুপযুক্ত দেহ ধারণ করিতে হয়। সেই ভোগানুকূল প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি সম্পাদনের জন্য যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ—সত্ত্ব, কিংবা রজঃ অথবা তমোগুণ প্রবল হইয়া থাকে। মানুষের প্রাক্তন কর্ম্ম ও তদনুকূল সত্ত্বাদি গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন জাতিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে।

(২) তাৎপর্য্য—'স্থানভ্রষ্ট' ও 'অধঃপতন' কথার অভিপ্রায় এই যে, মানুষ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে যখন যেরূপ স্থান বা অধিকার লাভ করে, তাহাই অপেক্ষাকৃত উত্তম স্থান বুঝিতে হইবে। যে মানুষ সেইরূপ স্থান বা জন্মাদি প্রাপ্ত হইয়াও তদুপযুক্ত কার্য্য না করে, বুঝিতে হইবে, সে লোক সে স্থানের উপযুক্ত নহে; এই কারণে তাহার সেরূপ উচ্চ স্থান হইতে অধঃপতনই সুসঙ্গত হয়। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করে, তাহা হইলে সে পতিত

যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধান-দক্ষিনম্,
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥
শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥
সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া॥" [ভাঃ ১১।৫।৭—২০]

"হিত্বাত্ম্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ॥" [ভাঃ ১১।৫।১৮]

"ন ভজতি কুমনীষিনাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুত-ধন-কুল-কর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥" [ভাঃ ৪।৩১।২১]

সেই সকল লোকেরা স্ত্রী-পুরুষসম্ভোগপ্রধান গার্হস্থ্যবিষয়েই পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকে, এবং যাহাতে অন্নদান নাই, বিধিবিধান নাই এবং দক্ষিণারও সম্বন্ধ নাই, এমনভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, আর কেবল জীবনের জন্য পশুহিংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, [ইহার ফল কি ?]। খলপ্রকৃতি লোকেরা ধন, জন, কুল, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, ধনদান, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও কর্ম্মের গর্ব্বে হতবুদ্ধি হয়, এবং শ্রীহরির প্রিয় সাধুগণকে—অধিক কি, ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মা ও ঈশ্বররূপে (অন্তর্য্যামিভাবে) নিত্য বিদ্যমান, এবং যিনি বেদান্তবেদ্য পরমেশ্বর, অবোধ লোকেরা তাঁহার কথাও শ্রবণ করে না, পরন্তু কেবল মনঃকল্পিত ভোগ্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলে।' 'বাসুদেব-বিমুখ লোকেরা অতিশয় শ্রমার্জ্জিত গৃহ, সন্তান, বন্ধু ও ধনসম্পদ্ [মৃত্যুকালে] পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বকও মোহময় অজ্ঞানে প্রবেশ করিয়া থাকে।' 'যাহারা স্বয়ং নির্দ্ধন, অথচ ভগবান্‌কেই ধনবুদ্ধিতে আদর করেন, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদিগকে ভালবাসেন, কারণ, তিনি পরহৃদয়জ্ঞ। সেই ভগবান্ সেই সকল কুমতি লোকের অর্চ্চনা গ্রহণ করেন না, যাহারা পুত্র, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মদ্বারা মত্ত হইয়া অকিঞ্চন (গরীব) সাধুজনের প্রতি পাপাচরণ করে।'

হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, অধিকন্তু মৃত্যুর পর নরকগামী হয়, এবং পরজন্মে নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মানুষ হইয়াও যদি ভগবৎসেবা না করে, পরন্তু ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হয়, এবং মৃত্যুর পর নরকগামী হয়, ইহাই তাহার স্থানভ্রংশ ও অধঃপতন।

এবমন্যদপ্যূহনীয়ম্। তস্মাদ্ভগবদ্ধর্ম্মশ্রদ্ধা ভবতি তৃতীয়া ভূমিকা। ১৮

"ততো হরিগুণশ্রুতিঃ"। যথা—

"ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্ম-রিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥
মর্ত্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তয়ৈতি।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গম্,
গ্রামাদ্ বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ॥" [ভাঃ ১০।৯০।৪৯—৫০]
"সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখ-দবার্দ্দিতস্য॥" [ভাঃ ১২।৪।৪।]
"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥" [ভাঃ ১০।১।৪]। ১৯

এইরূপ আরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব ভগবৎ-ধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা হইতেছে—সাধনার তৃতীয় ভূমিকা (স্তর)। ১৮

তাহার পর হয়—হরিগুণ-শ্রবণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। যথা—'যিনি এইরূপে স্বীয় ধর্ম্মমার্গ সংরক্ষণার্থ লীলাবিগ্রহ গ্রহণপূর্ব্বক তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে রত থাকিয়া কর্ম্মফল-নিবারক তাঁহার কর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিবে (১)। মরণশীল মানব অনুক্ষণ পরিবর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তা দ্বারা দুরন্ত কৃতান্তভয়-নিবারক সেই পদ প্রাপ্ত হয়, যাহা পাইবার জন্য নৃপতিগণ গ্রাম ছাড়িয়া বনে গিয়াছেন।' 'যে পুরুষ নানাপ্রকার দুঃখ-দাবানলে প্রপীড়িত হইয়া এই দুরন্ত সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের (শ্রীকৃষ্ণের) লীলারস আস্বাদন ব্যতীত আর কোনও উপায়ান্তর নাই।' 'নিষ্কাম মুক্তপুরুষগণ যাহা গান করিয়া থাকেন, যাহা ভবরোগের মহৌষধ, এবং শ্রবণের ও মনের প্রীতিদায়ক, উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সেই গুণকথা হইতে একমাত্র পশুঘ্ন ব্যতীত আর কোন লোক বিরত হয় ?'। ১৯

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মকর্ত্তাকে উপযুক্ত ফল প্রদান করে, কিন্তু যে লোক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের

হরিগুণশ্রুতিরিতি কৃৎস্নভাগবত-ধর্ম্মোপলক্ষণম্। তথাচ—

"কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥" [ভাঃ ১১।২।২]

তচ্চ ভজনং বিবৃতম্— "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" [ভাঃ ৭।৫।২৩—২৪]

তদেবং সংক্ষিপ্তম্— "তস্মাদ্ ভারত, সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥" [ভাঃ ২। ১।৫]। ২০

ক্রমেণোদাহরণম্—

"সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥
মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।

এখানে 'হরিগুণশ্রুতি' কথায় সমস্ত ভাগবত ধর্ম্মের শ্রবণই বুঝিতে হইবে। তদনুরূপ প্রমাণ—'সর্ব্বপ্রকারে মৃত্যুর অধিকারে স্থিত কোনও শক্তিমান্ পুরুষ মুকুন্দের পাদপদ্ম—যাহা উত্তম পুরুষ ব্রহ্মাদিরও উপাস্য, তাহা ভজনা না করে ?'। উক্ত ভজনাও সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা (নমস্কারাদি), দাস্য (সেবকভাব), সখ্য (বন্ধুভাব) ও আত্মনিবেদন (সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা), এই নব লক্ষণ-লক্ষিতা ভক্তি যদি কেহ ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিতে পারে, [প্রহ্লাদ বলিতেছেন—] আমি মনে করি, তাহাই উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন, অর্থাৎ ইহাই জ্ঞানার্জ্জনের সারভূত পথ।' এই ভাবই অন্যত্রও সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে—'হে ভারত (পরীক্ষিৎ), অতএব যে লোক অভয় পদ পাইতে ইচ্ছা করে, সে লোক সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে, কীর্ত্তন করিবে ও স্মরণ করিবে।' ২০

এসকলের ক্রমিক উদাহরণ যথা—'যাহারা ভগবান্ অনন্তের (শ্রীকৃষ্ণের) নাম কীর্ত্তন করে, এবং মহিমা শ্রবণ করে, তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া—সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার-

কর্ম্মাবলি শ্রবণ করে, তাহার কর্ম্মসকল শক্তিহীন হইয়া যায়; সুতরাং সে সকল কর্ম্ম আর ফল প্রদান করে না। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মকে 'কর্ম্মকষণ' বলা হইয়াছে।

তদেব সত্যং তদিহৈব মঙ্গলম্,
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবম্,
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাম্,
যদুত্তমশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ॥
ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো-
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং নতু হংসসেবিত
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥
স বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥" [ভাঃ ১২।১২।৪৮—৫২] ২১

"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচার-তপঃ-শ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদরাদিভিঃ ॥

নাশ করেন, এবং প্রবল বায়ু যেরূপ মেঘমালা বিদূরিত করেন, সেইরূপ তাহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করেন। সেই সকল শব্দ অসত্য, এবং সেই সকল কথা (বাক্যপ্রবন্ধ) অসৎ, যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা না থাকে, পক্ষান্তরে, জগতে সেই শব্দই সত্য, সেই কথাই মঙ্গলকর, এবং সেই কথাই পবিত্র, যাহাতে ভগবানের গুণ প্রকাশিত হয়। ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে যশোগান, তাহাই রমণীয়, নিত্যনূতন রুচিকর, তাহাই মনের নিত্য উৎসবকর, এবং তাহাই মানবগণের শোক-সাগর শুষ্ক করিয়া দেয়। বিচিত্র পদাবলীযুক্ত হইলেও সেই বাক্য বাক্যই নহে, যে বাক্য কখনও শ্রীহরির জগৎপাবন মহিমা প্রকাশ না করে, তাহা কাকতীর্থস্বরূপ, সেখানে হংসগণ রমণ করে না, অর্থাৎ সেরূপ কথা নিকৃষ্ট জনেরই সেব্য, সাধুসেব্য নহে; পরন্তু যেখানে ভগবানের কথা আছে, বিমল সাধুগণ সে কথারই আদর করেন। পক্ষান্তরে সেই বাক্যই লোকের পাপনিবারণে সমর্থ, যাহার প্রত্যেক শ্লোক (পদ) অসম্বদ্ধ হইলেও ভগবানের মহিমাপ্রকাশক নাম-সমন্বিত হয়, কারণ, সাধুগণ ঐরূপ বাক্যই শ্রবণ করেন, গান করেন এবং পাঠ করেন।' ২১

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের অনুযায়ী যে আচার, তপস্যা ও অধ্যয়নাদি বিষয়ে পরিশ্রম, তাহা কেবল যশঃ ও সম্পদেরই কারণ হয়, কিন্তু ভগবানের গুণকথাদি শ্রবণ ও

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ-বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্ ॥" [ভাঃ ১২।১২।৫৪—৫৫]

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিম্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্‌গুরুঃ ॥
দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥" [ভাঃ ১০।৬৯।১৮]

"তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥" [ভাঃ ১০।৭৩।১৫]

"তস্মাদ্রজোরাগ-বিষাদ-মন্যু-
মান-স্পৃহা-দৈন্য-ভয়াধিমূলম্।
হিত্বা গৃহং সংসৃতি-চক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥" [ভাঃ ৫।১৮।১৪] ২২

তদ্বিষয়ে আদর বা অনুরাগপ্রভৃতি দ্বারাই কেবল শ্রীধরের (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মদ্বয়ের অবিস্মৃতি ঘটে, অর্থাৎ যে লোক ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণাদি করে, সে লোক কখনও তাঁহার পাদপদ্ম বিস্মৃত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ের যে অবিস্মৃতি, তাহা অমঙ্গল নিবারণ করে, এবং সঙ্গেসঙ্গে চিত্তের বিশুদ্ধি, পরমাত্মার প্রতি ভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যসহকৃত জ্ঞান সম্পাদন করে।' 'যে লোক শ্রদ্ধাসহকারে জগদ্‌গুরু ভগবানের চরণকমল স্মরণ করেন, তিনি তাহার জন্য আপনাকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করেন, কিন্তু অপর সাধারণের অভীষ্ট ধনসম্পত্ ও ভোগবিভব দান করেন না। হে ভগবন্, অগাধবোধসম্পন্ন ব্রহ্মাপ্রভৃতিও নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে তোমার ভক্তিপ্রদ চরণকমল হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। আমিও সংসার-কূপে পতিত জনের উদ্ধার লাভের একমাত্র অবলম্বন [সেই চরণকমল] ধ্যান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি; তুমি কৃপা কর, যাহাতে আমার ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়, অর্থাৎ কখনও যেন না ভুলি।' 'ভগবন্, তুমি আমাদিগকে সেই উপায় উপদেশ কর, যাহাতে সংসারাসক্ত আমাদের পক্ষেও তোমার চরণকমলের স্মৃতি বিরত না হয়, অর্থাৎ যাহাতে তোমার পাদপদ্ম ভুলিয়া না যাই, তাহার উপদেশ দাও (১)।' 'অতএব, তোমরা রজোগুণসম্ভূত অনুরাগ, বিষাদ, ক্রোধ, সম্মানস্পৃহা, দৈন্য (কাতরতা), ভয় ও মনোবেদনার মূলকারণ

(১) তাৎপর্য্য—নরকাসুর বধের পর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ দ্বারকাপুরীতে গত নৃপতিকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

"অহোবতৈষাং কিমকারি শোভনম্,
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥" [ভাঃ ৫।১৯।২০]

"যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ।
জগদ্‌গুরুং ভর্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥" [?]

"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥" [ভাঃ ১১।২৭।৭]
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মর্ত্ত্যো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥ [ভাঃ ১১।২৭।৪৯]। ২৩

যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীম্
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্ত্তিমিচ্ছেৎ॥ [?]

সংসারচক্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভয়বারক নৃসিংহের (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্ম ভজনা কর (১)। ২২

[কিম্‌পুরুষবর্ষবাসী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিয়া থাকেন—] 'অহো, ইহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম কত সুন্দর; স্বয়ং শ্রীহরি কি ইহাদের প্রতি স্বতই প্রসন্ন? যাহারা ভারতবর্ষে মনুষ্যমধ্যে শ্রীহরির ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়াছে, ইহা আমাদেরও স্পৃহনীয়।' 'যে রমণীগণ স্বামীবোধে প্রীতিপূর্ব্বক জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল সেবাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা আর কি বলিব।' 'আমার আরাধনার্থ বিহিত যজ্ঞ তিনপ্রকার—এক বৈদিক—বেদবিহিত, দ্বিতীয় তান্ত্রিক—তন্ত্রোক্ত, আর তৃতীয় বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়-পদ্ধতিমিশ্রিত। উক্ত তিনপ্রকারের মধ্যে যে-টী মনঃপূত হয়, সাধক তাহা দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিবে।' 'সাধক পুরুষ উক্তপ্রকার বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়-মিশ্রিত ক্রিয়াযোগের সাহায্যে আমার অর্চ্চনা করত আমা হইতেই ঐহিক ও পারলৌকিক অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে।' ২৩

সরলমতি লোক যাঁহার চরণদ্বয়ে জল (পাদ্য) প্রদান করিয়া এবং দূর্ব্বাদলে উত্তম পূজা বিধান করিয়া ত্রিলোকে উত্তম গতি লাভ করে, তাঁহারই সেবাপরায়ণ অক্লান্তচিত্ত

(১) তাৎপর্য্য—ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবার বংশসম্ভূত প্রধান পুরুষগণ 'ভদ্রাশ্ববর্ষে' 'হয়শীর্ষ'-মূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবের এইরূপ স্তব করিয়াছেন।

"অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদে সুরেঽর্পিতঃ॥" [?]
"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো-
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" [ভাঃ ১০।১৪।৮]। ২৪

"মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্॥" [ভাঃ ১০।৩৮।৬]
"পতিতঃ স্খলিতো বার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বাঽপ্যবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষাৎ॥" [ভাঃ ১২।১২।৪৭]
"নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ॥" [?]। ২৫

ব্যক্তি দুঃখ-যাতনা পাইবে কেন?' 'বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি প্রণামের জন্য যে উদ্যম করিয়াছি, তাহাই শরণাগত ভক্তজনের প্রার্থিত ফলে পরিণত হইল (১)। কারণ, তোমার যে অনুগ্রহ ইতঃপূর্ব্বে লোকাধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণও পাইতে পারেন নাই, সেই অনুগ্রহ এই অধম অসুরে অর্পিত হইল।' 'যে লোক তোমার দয়ার প্রভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কায়-মনোবাক্যে তোমার পাদপদ্ম প্রণামপূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, নিশ্চয়ই সে লোক মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হয়। ২৪

'আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, এবং আমার জন্মও সফল হইল; যে হেতু যোগিগণের আরাধ্য ভগবানের চরণকমল প্রণাম করিতে সমর্থ হইয়াছি।' 'যে লোক পতিত, আচারভ্রষ্ট, রুগ্ন অথবা অশুচি অবস্থায়ও অবশভাবে অর্থাৎ আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও যদি 'হরয়ে নমঃ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করে, সে লোকও ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত হয়।' 'হে নাথ, গুরুতর কর্ম্মপাশ হইতে মোক্ষ-লাভেচ্ছু যোগিগণ অনুরাগযুক্ত হইয়া হৃদয়মধ্যে যাহা ধ্যান করেন, আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বচনদ্বারা তোমার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি।' ২৫

(১) তাৎপর্য্য—অহো ভগবানের কি অসীম দয়া! স্বর্গাদিলোকের অধিপতিগণ বহু সাধনায়ও ভগবানের যে অনুগ্রহ পান না, আমি কেবল প্রণাম করিতে উদ্যত মাত্র হইয়াছি—সম্পূর্ণরূপে প্রণামও করি নাই; তাহাতেই

গীতাসু চ—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" [গীঃ ১৮।৬৫]
"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥" [ভাঃ ৯।৫।১৬]
"কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ॥" [ভাঃ [illegible]২৯।৪]
"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥" [ভাঃ ১১।২।৩৬]। ২৬

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥" [ভাঃ ১০।১৪।৩২।]
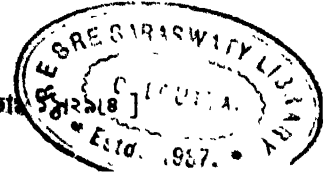
ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—'হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতে মন সমর্পন কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার অর্চ্চনা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।' 'যাঁহার নাম-শ্রবণ মাত্রে পুরুষ নির্ম্মল (পাপমল-রহিত) হয়, এবং যাঁহার চরণ তীর্থস্বরূপ, তাঁহার দাসগণের আর অধিক কি পাইবার আছে ?' 'হে সর্ববন্ধুহৃদ্ অচ্যুত, তুমি যে, আপনাকে অনন্যাশ্রিত (কেবল তোমাতেই একনিষ্ঠ) দাসজনের অধীন করিয়া থাক, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? কারণ, যে তোমার পাদপীঠে (পাদাসনে) লোকাধিপতি ইন্দ্রপ্রভৃতির পরম শোভন মুকুটপ্রান্ত লুণ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই তুমি নিজে মৃগগণের সহিত সহবাস বা সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াও তৃপ্তিবোধ করিয়াছিলে (১)।' 'মানুষ স্বকৃত বাসনাবশে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা চিত্তের সাহায্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে সমস্তই 'নারায়ণায় নমঃ' বলিয়া পরমেশ্বরে সমর্পন করিবে।' ২৬

ভগবান্ আমাকে শরণাগত ভক্তজনের উপভোগ্য অনুগ্রহ দান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিক অনুগ্রহ কি হইতে পারে ?

(১) তাৎপর্য্য—এখানে মূলে "মৃগৈঃ সহ" কথামাত্র আছে। টীকাকারগণ এই কথাটীর অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—শ্রীরামরূপে বানরের সহিত বন্ধুতা, কেহ বলিয়াছেন—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে হরিণ গো ও বানরগণের সহিত সখ্যভাব, কেহ আবার শ্রীরামরূপ ও শ্রীকৃষ্ণরূপ উভয় রূপ ধরিয়াই অর্থ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনধামে হরিণ প্রভৃতি পশুগণের সহিত প্রীতি-সম্বন্ধরূপ সহজ অর্থেই সঙ্গত হয়।

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃকৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥" [ভাঃ ১০।১২।১১]
"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" [ভাঃ ১১।২৯।৩৪]
"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ-
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং—
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ [ভাঃ ৭।৬।২৫]
"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥" [ভাঃ ১১।৫।৪১]

তস্মাদেবংরূপেণ যথাশক্তি ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানং ভবতি চতুর্থী ভূমিকা, এতচ্চতুষ্টয়ং সাধনমেব। ২৭

'অহো, নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের কি পরম সৌভাগ্য,—নিত্য পরমানন্দঘন স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র।' 'রাশীকৃত পুণ্যসম্পন্ন গোপবালকগণ এইরূপে—যিনি জ্ঞানিগণের নিকট চিদানন্দময় ব্রহ্ম, দাসভাবাপন্ন ভক্তগণের নিকট পরম দেবতা, এবং মায়ামুগ্ধ জনগণের নিকট নরকাসুরহন্তারূপে বিবেচিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়াবিহার করিয়াছিল।' 'মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত নিবেদন করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার অধীন হইয়া পড়ে, তখন আমি তাহাকে বিশিষ্ট পদ দিতে ইচ্ছা করি; তাহার ফলে সে লোক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত ঐক্য লাভের যোগ্য হয়।' 'শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম, অর্থ, কামনামক যে ত্রিবর্গ এবং জ্ঞানপ্রতিপাদক যে, বেদান্তশাস্ত্র, কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগ, দণ্ডনীতি, অর্থনীতি ও নানাপ্রকার বার্ত্তা (কৃষিশিল্পাদিবিষয়ক শাস্ত্র), আমি মনে করি, এসমস্তই যদি আত্মবন্ধু (অন্তর্য্যামী) পরম পুরুষ ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণের উপায় হয়, তাহা হইলেই সত্য (সার্থক), [নচেৎ সমস্তই নিরর্থক] (১)।' 'হে রাজন্, যে লোক ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম রক্ষাকর্ত্তা মুকুন্দের

---

(১) তাৎপর্য্য—মানুষের প্রার্থনীয় বিষয়গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারিটীর সাধারণ নাম চতুর্ব্বর্গ। তন্মধ্যে মোক্ষ বাদে প্রথম তিনটীর নাম ত্রিবর্গ। দণ্ডনীতি—রাজশাসন, অর্থনীতি—আয়-ব্যয়ের চিন্তা, আর বার্ত্তা অর্থ কৃষিশিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি।

"ততো রত্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ"। ভক্তির্নাম ভক্তিরসস্থায়িভাবো দ্রুতচিত্তপ্রবিষ্ট-ভগবদাকারতারূপঃ সংস্কারবিশেষ ইতি বক্ষ্যতে, স এব ধর্ম্মো ভগবতো ধর্ম্মানুষ্ঠানাঙ্কুরবীজস্য। তদুক্তম্—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥" [ভাঃ ৩।২৫।২৫]

শ্রদ্ধা ভক্তিরসাস্বভবে, ততো রতিঃ স্থায়ী ভাবঃ, ততঃ স এব ভক্তিরসতাং প্রাপ্তোঽনুক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ২৮

"এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে,
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে,
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥" [ভাঃ ৫।৫।৬]

শরণাপন্ন হয়, সে লোক দেবতা, ঋষি, প্রাণী মনুষ্য ও পিতৃগণের অধীনভাবে ঋণী থাকে না (১)।'

অতএব স্বীয় শক্তি অনুসারে এইভাবে যে, ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহা হইতেছে—সাধনার চতুর্থ ভূমিকা বা স্তর। উক্ত চতুর্বিধ ভূমিকাই সাধন—সিদ্ধিলাভের উপায়। ২৭

তাহার পরে রতিভাবের অঙ্কুরোদ্গম হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে রতির বিকাশ হয়। এখানে ভক্তি অর্থ—ভক্তিরসের স্থায়িভাব, যাহা ভগবদ্ভাবে দ্রুত (আর্দ্রীভূত) চিত্তে প্রবিষ্ট ভগবদাকারে আকারিত একপ্রকার সংস্কার। এই সংস্কারই ভাগবত ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ বীজের ধর্ম্ম বা স্বাভাবিক ফল। একথা অন্যত্রও উক্ত আছে—'সাধুসঙ্গের ফলে—যাহা শ্রবণ করিলে কর্ণ ও হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে, আমার মহিমা-প্রকাশক সেই সকল কথা হইতে থাকে। সেই কথা তৃপ্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মুক্তিপথের দিকে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে (২)।' উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ ভক্তিরস অনুভব করিবার জন্য শ্রদ্ধা হয়; শ্রদ্ধার পর [ভক্তিরসের] স্থায়িভাব রতি দেখা দেয়; তাহার পর সেই রতিই ক্রমে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ২৮

(১) তাৎপর্য্য—মানুষ তিনপ্রকার ঋণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এক দেবঋণ, দ্বিতীয় ঋষিঋণ, তৃতীয় পিতৃঋণ; ইহা ছাড়া স্বজনপোষণাদিও তাহার ঋণমধ্যে গণ্য। এই সকল ঋণমোচনের জন্য মনুষ্যকে নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তকে আর সেই সকল ঋণশোধের জন্য কর্ম্মের দাস থাকিতে হয় না।

(২) তাৎপর্য্য—ভক্ত সাধুগণ স্বভাবতই ভগবানের মহিমাপ্রকাশক কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন; সুতরাং সাধুসঙ্গী

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত, সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥" ভাঃ ১০।৫১।৫৩]
"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥" [বিঃ পুঃ]
"কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥" [ভাঃ ১০।৪৭।৬৭]

ইয়ং পঞ্চমী ভূমিকা ভক্তেঃ স্বরূপম্, এতস্যা এব পরিপাকবিশেষাদন্যাঃ ষড়্‌ভূমিকাঃ ফলভূতাঃ। ২৯

"স্বরূপাধিগতিস্ততঃ"। প্রত্যগাত্মস্বরূপস্য স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেন সাক্ষাৎকারঃ ষষ্ঠী ভূমিকা। অন্যথা দেহেন্দ্রিয়াদিবিক্ষেপেণ জাতায়া অপি রতেরনির্ব্বাহাৎ। তদুক্তম্—

"জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্।
যদাহুর্বর্ণয়ে তত্তে হৃদয়-গ্রন্থিভেদনম্॥
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥

আত্মা অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, মন প্রাক্তন কর্ম্মের পরবশ হইয়া কার্য্য করিয়াথাকে। যে পর্য্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে প্রীতি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধ রহিত হয় না, অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত তাহার জন্মপ্রবাহ নিবৃত্ত হয় না। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে মানুষের যখন জন্ম বা দেহসম্বন্ধ পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুনরায় আর জন্মের সম্ভাবনা থাকে না, হে অচ্যুত, তখন তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়; আর যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সাধুজনের পরমাশ্রয় পরমেশ্বর তোমার প্রতি রতি জন্মে।' 'হে মধুপতে, গঙ্গা যেমন সমুদ্রাভিমুখে স্বীয় জলপ্রবাহ বহন করে, তেমনি আমার মনও অন্য বিষয় পরিত্যাগ করত তোমার প্রতি যথার্থ রতি বহন করুক।' 'সংসারে প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে আমরা ঈশ্বরেচ্ছাবশে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন, পবিত্র আচরণ ও দানক্রিয়ার ফলে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের রতি (অনুরাগ) হউক।'

ইহাই পঞ্চমী ভূমিকা; এবং ইহাই ভক্তির স্বরূপ; ইহারই পরিপক্কতা-অবস্থায় অপর যে ছয়টী ভূমিকা উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ইহারই ফল স্বরূপ। ২৯

অতঃপর "স্বরূপাধিগতিস্ততঃ"—এ কথার অর্থ এই যে, তাহার পর স্বরূপের অনুভূতি হয়—অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার স্বরূপটী স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অতিরিক্তরূপে প্রত্যক্ষ

লোক শ্রুতিমধুর সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন। ঐ সকল কথা নিরন্তর শ্রবণ করিবার ফলে শ্রোতার হৃদয়ে প্রথমে মুক্তিসাধনে শ্রদ্ধা জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহার পর প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়।

স এব প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥" [ভাঃ ৩।২৬।২]
"এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥" [ভাঃ ৩।২৬।৬।৭]

তথা— "আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং-মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥" [ভাঃ ৭।৭।১৯-২০]। ৩০

হয় (১)। এইরূপ সাক্ষাৎকারই ষষ্ঠ ভূমিকা। সাক্ষাৎকার না হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে চিত্তের বিক্ষেপ (আত্মভ্রান্তি) বিদূরিত হয় না; সুতরাং তদবস্থায় রতি উৎপন্ন হইয়াও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না (২)।

এ কথা অন্যত্র উক্ত আছে—'তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পুরুষের নিঃশ্রেয়সলাভের (মুক্তি-লাভের) জন্য যে, আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকেন, হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থিচ্ছেদনকারী সেই জ্ঞানের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি—আত্মা অনাদি (যাহার আদি নাই), পুরুষ (হৃদয়-পুরে বর্তমান), নির্গুণ, ত্রিগুণা প্রকৃতির অতীত, সর্ব্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ,—এই জগৎ যাহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই এই স্বাধীন পুরুষ অপ্রার্থিতরূপে সমাগতা ত্রিগুণময়ী সূক্ষ্মা (অব্যক্তরূপা) প্রকৃতিকে লীলার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পুরুষই—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে নিজের অনুরূপ নানাপ্রকার বস্তু সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়াছে। এই প্রকারে বিমোহিত পুরুষ প্রকৃতিতে আত্মভাব অধ্যাস বশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনাতে আরোপ করিয়া থাকে। ইহাই নিত্যতৃপ্ত সর্ব্বসাক্ষী অকর্তা পরমেশ্বরস্বরূপ আত্মার সংসার-

(১) তাৎপর্য্য—আত্মপ্রতীতি সকল মনুষ্যেরই আছে, কিন্তু সেই আত্মা বস্তুটী কি দেহ, না ইন্দ্রিয়, অথবা তদতিরিক্ত, এ সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান অনেকেরই নাই। সেই কারণেই লোকে কখনও দেহকে, কখনও ইন্দ্রিয়কে, কখনও বা প্রাণপ্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে আর সেরূপ ভ্রমের অবসর থাকে না, তখন আত্মা যে স্থূল দেহও নয় এবং সূক্ষ্ম দেহও নয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

(২) তাৎপর্য্য—স্বরূপসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ে আত্মভ্রম বিদ্যমান থাকায় চিত্ত পর্য্যায়ক্রমে দেহেন্দ্রিয়াদিকে আত্মা বলে, ইহাই চিত্তের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য। চঞ্চল চিত্তে কখনই রতির (অনুরাগের) পুষ্টি লাভ সম্ভবপর হয় না।

এবং শুদ্ধে ত্বং পদলক্ষ্যেঽবগতে তৎ-পদলক্ষ্যেণ সহাভেদজ্ঞানং ভবতি। তদপ্যুক্তম্—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥" [ভাঃ ১০।১৪।৫৫]

ইত্যাদি। এতাদৃশজ্ঞানস্য চ ভক্ত্যুত্তরকালত্বং দর্শিতম্—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" [ভাঃ ১।২।৭]

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" [ভাঃ ১০।১৪।৪]

ইত্যাদি। ৩১

বন্ধন, এবং এই অধ্যাসের দ্বারাই তাহার পরতন্ত্রতা (অনীশ্বরভাব) হইয়া থাকে (১)।' এইরূপ—'আত্মা স্বভাবতই নিত্য অব্যয় শুদ্ধ এক ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয় নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ হেতু সর্ববব্যাপী অসঙ্গী ও অপরিচ্ছিন্ন (২)। বিদ্বান্ পুরুষ আত্মার উক্তপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্বাদশটী লক্ষণ অবগত হইয়া দেহাদির উপর যে, 'আমি আমার' ইত্যাকার অসত্য ব্যবহার (ভ্রান্তি), তাহা পরিত্যাগ করিবেন।' ৩০

এইরূপে 'ত্বং'-পদের লক্ষ্য শুদ্ধ আত্মা অবগত হইলে পর, 'তৎ'-পদের লক্ষ্য পরমাত্মার সহিত তাহার অভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে (৩)। সে কথা অন্যত্রও বলা আছে—'তুমি শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের হিতার্থ মায়া-সহযোগে দেহীর ন্যায় (সাধারণ মনুষ্যের মত) প্রকাশ পাইতেছেন।' ইত্যাদি। এবংবিধ জ্ঞান যে, ভক্তি-লাভের পরেই হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত হইয়াছে—'ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ বিন্যস্ত হইলে

(১) তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর কেন যে মায়ার বশীভূত হন, তাহা মানববুদ্ধি বুঝিতে পারে না; তাই ইহাকে ভগবানের লীলা বলিতে হয়। মায়ার আশ্রয়ে থাকিয়াই আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যান, এবং মায়াতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করেন, ইহাই তাঁহার জীবভাব। এই জীব মায়াতে আত্মাধ্যাস করিয়া মায়া বা মায়ার পরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে, তাহার ফলে সংসারে বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থার উদয় হয়। এখানে মায়া ও প্রকৃতি একই বস্তু।

(২) তাৎপর্য্য—এখানে 'নিত্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থ এইরূপ—নিত্য—উৎপত্তি-বিনাশহীন। অব্যয়—ক্ষয়রহিত। শুদ্ধ—পাপ-পুণ্যহীন। এক—যাহার দ্বিতীয় নাই। ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মা। আশ্রয়—জগতের আশ্রয়। হেতু—সর্ব্বকারণ। অসঙ্গী—নির্লেপ।

(৩) তাৎপর্য্য—জীব ও পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক অভিন্ন বস্তু। কিন্তু জীব 'আমি আমার' ইত্যাদি ভাবযুক্ত আর পরমাত্মা তদ্বিপরীত; তাহার পর জীব কালপরিচ্ছিন্ন, আর পরমাত্মা কালাতীত। এই সকল বিরুদ্ধ ভাব বিদ্যমান থাকিতে জীব ও পরমাত্মার অভেদ বা একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; উক্ত বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে দোষ বলা হয়, এই দোষ

এতাদৃশতত্ত্বজ্ঞানে সতি বৈরাগ্যদার্ঢ্যাদ্ ভগবতি প্রেম্ণো বৃদ্ধির্ভবতীতি সপ্তমী ভূমিকা। যথা—

"ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥
আসীনঃ পর্য্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দ-পরিরম্ভিতঃ ॥
কচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তাশবলচেতনঃ।
কচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি কচিৎ ॥
নদতি কচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ।
কচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
কচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥

সেই ভক্তিযোগই বৈরাগ্য ও অকৃত্রিম জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।' 'হে বিভো, যাহারা কল্যাণময় তোমার ভক্তি উপেক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের সেই পরিশ্রম তুষরাশি-আঘাতকারীর ন্যায় কেবলই ক্লেশমাত্রে পরিণত হয়, আর কিছু হয় না।' ইত্যাদি। ৩১

এবংবিধ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা জন্মে; তাহার ফলে ভগবদ্বিষয়ে প্রেমভাব পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ইহা হইতেছে—সপ্তমী ভূমিকা। উদাহরণ যথা—

'বালক প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত থাকায় ক্রীড়াদ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিয়া জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেন, এবং কৃষ্ণরূপী গ্রহের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট (১) থাকায় জগদ্বৈচিত্র্যও চিন্তা করিতেন না। তিনি [অন্তরে অন্তরে] গোবিন্দের সঙ্গে একীভূত হওয়ায়—আসনে উপবেশন, অন্নাদির ভোজন, শয্যায় শয়ন, জলাদি পান ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও সে সমস্ত বিষয় স্মরণ করিতেন না। তিনি কখনও শ্রীহরির চিন্তায় বিবশচিত্ত হইয়া রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। কখনও মুক্তকণ্ঠে রোদন করেন, কখনও নির্লজ্জ-ভাবে নৃত্য করেন; কখনও বা শ্রীকৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হইয়া তাঁহারই অনুকরণ করেন; কখনও

পরিহারের জন্য 'লক্ষণা' করিতে হয়, অর্থাৎ ঐ উভয় পদের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ অংশমাত্র গ্রহণ করা। ইহাকেই বলে লক্ষণা। ইহার উদাহরণ—গুরু শিষ্যকে উপদেশ করিলেন, 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমি সেই ব্রহ্ম), এখানে 'ত্বং' পদের অর্থ—জীবচৈতন্যের বিশেষাংশ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যাংশমাত্র গ্রহণ, আর 'তৎ'পদার্থ পরমাত্মার পরোক্ষত্বাদি বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যাংশমাত্র গ্রহণ; এইভাবে উভয় চৈতন্যের ঐক্যে কোন বাধা ঘটে না। এইরূপ অর্থ ই 'লক্ষ্যার্থ' নামে কথিত।

(১) তাৎপর্য্য—মঙ্গলাদি গ্রহের আবেশ হইলে কিংবা ভূতাবেশ হইলে মানুষ যেমন আপনার সত্তা হারাইয়া জড় ও উন্মত্তাদির ন্যায় পূর্ব্বাপর চিন্তা করিতে পারে না, ঠিক তেমনই প্রহ্লাদও শ্রীকৃষ্ণের আবেশে আত্মহারা হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই জগতের শোভাও চিন্তা করিতে পারেন নাই।

স উত্তমশ্লোক-পদারবিন্দয়ো-
র্নিষেবয়াকিঞ্চন-সঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহু-
র্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃশমং ব্যধাৎ ॥" [ভাঃ ৭।৪।৩৭—৪২]। ৩২

তথা— "এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥
নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্,
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মগতির্গতত্রপঃ ॥
তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥

আবার অন্তরে ভগবৎস্পর্শসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে স্থিরতর প্রেমবশে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। সেই প্রহ্লাদ উত্তমশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের নিষ্কাম সেবাদ্বারা আপনার পরমানন্দ প্রকট করত বিষয়াসঙ্গ-দোষে কলুষচিত্ত অপরের মনেও শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।' ৩২

এইরূপ—'এইপ্রকারে কামাদি ষড়্‌বর্গবিজয়ী (১) সাধকগণ পরমেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে এমন ভাবে ভক্তি পোষণ করেন, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে রতি লাভ হয়। সাধক যখন লীলা-বিগ্রহধারী ভগবানের অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি, অনুপম গুণসমূহ ও নানাবিধ প্রভাব শ্রবণ করিয়া সমধিক উৎকণ্ঠা ও নিরতিশয় আনন্দসহকারে ও অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, শব্দ করেন এবং নৃত্য করেন। যখন তিনি গ্রহাবিষ্টের ন্যায় কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও ধ্যান করেন, কখনও লোককে প্রণাম করেন, কখনও বা পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং আত্মনিষ্ঠ ও নির্লজ্জ হইয়া—হে হরে, হে জগৎপতে, হে নারায়ণ ইত্যাদি

(১) তাৎপর্য্য—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয়টীর সাধারণ নাম ষড়্‌বর্গ। এই ছয়টী মানুষের অন্তরঙ্গ শত্রু, ইহারা স্বভাবতই মানুষকে সাধনপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপথে চালিত করে। সেই কারণে সাধককে প্রথমেই এই ছয়টীকে (ষড়্‌বর্গকে) জয় করিয়া পরে সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অধোক্ষজালম্বমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্রশাতনম্।
তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥" [ভাঃ ৭।৭।৩৩—৩৭]

এবমন্যদপ্যূহনীয়ম্। এতাদৃশস্য সপ্তমীপর্য্যন্ত এব সাধনাভ্যাসঃ। অতঃ পরং তু ভূমিকাচতুষ্টয়মযত্ন-সাধ্যম্। ৩৩

"তস্যাপ স্ফুরণং ততঃ।" তস্য প্রেমাস্পদীভূতস্য ভগবতঃ সাক্ষাৎকারঃ প্রেমাতিশয়হেতুকোঽষ্টমী ভূমিকা। তদুক্তম্—

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥
পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥
তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।

নাম করেন, তখন সেই প্রবল ভক্তিযোগের প্রভাবে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, অনুরাগসহকারে ভগবদনুচিন্তনের ফলে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্য আকৃতিও তদনুরূপ ভাব ধারণ করে, এবং সংসার-বীজ অবিদ্যা ও বাসনা নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়াযায়, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতগণ বলেন—অশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের পক্ষে অধোক্ষজকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অবলম্বন করাই সংসার-চক্র নিবৃত্তির উপায়, এবং তাহাই তাহার ব্রহ্মানন্দলাভ। অতএব হে বালকগণ, তোমরা মনে মনে সেই অন্তর্য্যামীকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা কর।' এইজাতীয় আরও উদাহরণ দ্রষ্টব্য। এবংবিধ সাধকের পক্ষে এই পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকাই অভ্যাসসাপেক্ষ সাধন মাত্র, ইহার পরবর্ত্তী যে, চারিটি ভূমিকা, তাহা অযত্নসাধ্য, অর্থাৎ সেগুলি আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য আর যত্ন করিতে হয় না। ৩৩

অতঃপর "তস্যাপ স্ফুরণং ততঃ" কথার ব্যাখ্যা হইতেছে—প্রেমাস্পদ সেই ভগবানের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনুভব হইতেছে—অষ্টম ভূমিকা। প্রেমের আতিশয্যই এই সাক্ষাৎ-কারাত্মক অবস্থাটী জন্মায়; সে কথা অন্যত্র উক্ত আছে—'আমার চরণসেবার নিমিত্ত এবং আমার জন্যই যাহাদের সর্ব্বপ্রকার প্রসত্ন, এমন কোন কোন লোক ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবও

হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-

রনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥" [ভাঃ ৩।২৫।৩৩—৩৫]

এবমন্যদপ্যূহ্যম্। ৩৪

"ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাতঃ"। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্ন্যস্তমানসঃ।

উবাস রুচিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ॥

অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।

অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে॥

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।

কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥

নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎস্বপ্নান্তরেষ্বপি।

এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ॥

সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।

নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ॥" [বিঃ পুঃ ২।১৩।৭-১১]

পৃথিবীপতির্ভরতঃ। ৩৫

(এক হইয়া যাওয়া—নির্ব্বাণ মুক্তিও) পাইতে চাহে না—যে সকল ভগবদ্ভক্ত পরস্পরে মিলিত হইয়া কেবল আমারই মহিমার অর্চ্চনা করে। হে মাতঃ, সেই সকল সাধু পুরুষ—প্রসন্নবদন ও অরুণনয়ন ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ আমার অলৌকিক মনোহর রূপসমূহ [লীলাবিগ্রহ সকল] দর্শন করেন, এবং আমার মনোহর কথা অন্যের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। আমার সেইসকল সুদৃশ্য দেহাবয়ব এবং উদার বিলাস, হাস্য, দর্শন ও সুভাষিত দ্বারা তাহাদের মন ও প্রাণ বিবশ হইয়া যায়; তখন তাহারা ইচ্ছা না করিলেও ভক্তিই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম গতি প্রদান করিয়া থাকে।' এইপ্রকার আরও উদাহরণ বুঝিয়া লইতে হইবে। ৩৪

"ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাতঃ" অতঃপর ভগবদ্ধর্ম্মে নিষ্ঠা জন্মে। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

'হে মৈত্রেয়, মহাভাগাবান্ পৃথিবীপতি মহারাজ ভরত ভগবানে মন সমর্পণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল শালগ্রামনামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। গুণিবর ভরত মহারাজ অহিংসা প্রভৃতি সমস্ত গুণে এবং মনঃসংযমেও পরম নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই রাজা সর্ব্বদা হে যজ্ঞেশ, হে অচ্যুত, হে গোবিন্দ, হে মাধব, হে অনন্ত, হে কেশব, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, হে হৃষীকেশ, এই কথাই কেবল বলিতেন। হে মৈত্রেয়, তিনি স্বপ্নের মধ্যেও অন্য কিছু বলিতেন না, এবং এই সকল শব্দ ও তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় চিন্তা করিতেন না; এবং যোগযুক্ত তপস্যায় রত থাকিয়া অনাসক্তভাবে দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কাষ্ঠ, পুষ্প ও কুশ আহরণ করিতেন, অন্য কোন কর্ম্ম করিতেন না।' এখানে 'পৃথিবীপতি' অর্থে—মহারাজ ভরত। ৩৫

শ্রীভাগবতে চ—

"অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি॥
মেনেঽতিদুর্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।
বিদ্বান্ বিভবনির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্॥
বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্॥
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো—
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ-লিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্য-গাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ-সৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥
এবং সদা কর্ম্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাম্
তন্নিষ্ঠ-বিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥" [ভাঃ ৯।৪।১৮—২১]। ৩৯

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—'মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপসমন্বিত পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ্ ও অতুল বিভব (ঐশ্বর্য্য) লাভ করিয়াও, অপর লোকের দুর্লভ সেসকল বিষয় স্বপ্নদৃশ্যবৎ মনে করিয়াছিলেন; কারণ, বিদ্বান্ পুরুষও বিভবক্ষয়ে বিষাদে মুগ্ধ হন। [এইরূপ চিন্তার পর তিনি] ভগবান্ বাসুদেবে ও তাঁহার ভক্ত সাধুজনে পরম অনুরাগী হইয়াছিলেন, যাহার ফলে এই সমস্ত জগৎটাকেই মৃৎপিণ্ডের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে মন, ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনে বাক্য, শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্যে হস্ত, শ্রীকৃষ্ণের কথাশ্রবণে কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহাদিযুক্ত মন্দিরদর্শনে নয়নদ্বয়, কৃষ্ণ-দাসের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, তদীয় পাদপদ্মের সৌরভ-গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অর্পিত তুলসীর আস্বাদনে রসনা, শ্রীহরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈষ্ণবতীর্থগমনে চরণদ্বয়, হৃষীকেশের চরণবন্দনায় মস্তক এবং তাঁহার দাস্যবৃত্তিতে কামনা

যথা বা—

"তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা-
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং, গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥
পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ, প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু, যাং যামুপযামি সৃষ্টিম্,
মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র, নমো দ্বিজেভ্যঃ॥
ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুত-ন্যস্তভারঃ॥" [ভাঃ ১।১৯।১৫—১৭]

রাজা পরীক্ষিৎ। ৩৭

"এবংহি তস্মিন্ নরদেবদেবে
প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসঙ্ঘাঃ।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈ-
র্মুদা মুহুর্দ্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ॥" [ভাঃ ১।১৯।১৮]

নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগকামনায় নহে। তিনি এইভাবে সর্ব্বদা আপনার সমস্ত কর্ম্ম যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করত ভগবন্নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন।' ৩৬

অথবা, যেমন—[রাজা পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—] 'ব্রাহ্মণগণ ও গঙ্গা দেবী অবগত হউন—আমি ভগবানে মন স্থাপন করিয়াছি; ব্রাহ্মণার্পিত কুহকই হউক বা তক্ষকই (সর্পই) হউক, আমাকে যথেচ্ছরূপে দংশন করুক; তোমরা সকলে কৃষ্ণগাথা (কৃষ্ণস্তুতি) গান কর। ভগবান্ অনন্তে (শ্রীকৃষ্ণে) এবং কৃষ্ণাশ্রিত সাধুজনে যেন আমার পুনরায় রতি ও আসক্তি হয়, এবং আমি যতপ্রকার জন্ম লাভ করি, সর্ব্বত্র মৈত্রী (বন্ধুভাব) যেন আমার অক্ষুণ্ণ থাকে; ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার। এইপ্রকার কৃতনিশ্চয় ধীরপ্রকৃতি রাজা পরীক্ষিৎ নিজে পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি উত্তরমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।' এখানে—রাজা অর্থ—পরীক্ষিৎ। ৩৭

'সেই নরদেবদেব রাজা পরীক্ষিৎ এইপ্রকারে প্রায়োপবেশন করিলে পর (মৃত্যুর জন্য কৃতনিশ্চয় হইলে পর) স্বর্গে দেবতাগণ প্রশংসা করিয়া পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং

যথা বা—

"বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥" [ভাঃ ১১।৬।৪৮]
"ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥" [ভাঃ ১১।৬।৪৬]

এবমন্যদপ্যূহনীয়ম্। ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রযত্নপূর্ব্বিকা সাধনম্, স্বতঃসিদ্ধা তু ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা ভবতি ফলভূতা নবমী ভূমিকা। ৩৮

"যস্মিংস্তদ্‌গুণশালিতা" যথা—

"অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাম্,
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে॥" [ভাঃ ৩।২৫।৩৭]
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি, নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥" [ভাঃ ৩।২৫।৩৮]

এবমবিনশ্বর-ভগবত্তুল্যগুণাবির্ভাবো ভবতি দশমী ভূমিকা। ৩৯

আনন্দে দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিলেন।' অথবা—'হে মহাযোগিন্, এজগতে আমরা কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তোমার নাম করিয়া তোমার গুণেই দুস্তর দুঃখসাগর পার হইব।' ['হে ভগবন্,] তোমার উপভুক্ত অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যে অর্পিত মাল্য গন্ধ বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা নিশ্চয়ই মায়াকে জয় করিব।' এইজাতীয় আরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিবে। প্রযত্নপূর্ব্বক যে, ভগবদ্ধর্ম্মে নিষ্ঠা, তাহা হইতেছে ভক্তি লাভের সাধন, আর স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ অযত্নসাধ্য যে, ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাহা হইতেছে ফল। এই ফলরূপা নিষ্ঠাই নবম ভূমিকা। ৩৮

তখনই—হয় "যস্মিন্ তদ্‌গুণশালিতা।" যেমন—'অবিদ্যানিবৃত্তির পর ভক্তগণ আমার মায়ানির্ম্মিত ধন, সম্পদ্, যোগফল অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য (১), এসমস্তই ভক্তিলাভের পর আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়; ভক্তগণ এ সমস্ত ভোগ্য বস্তু কিংবা বৈকুণ্ঠ-ধামগত মঙ্গলালয় সার্ষ্টি-সম্পদ্‌ও স্পৃহা করেন না; কিন্তু তথাপি তাহারা আমার বৈকুণ্ঠ ধামে যাইয়া সে সমস্ত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন।' আমার ভাবনায় তৎপর (একান্ত রত)

---

(১) তাৎপর্য্য—অষ্ট ঐশ্বর্য্য "অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বংচ যত্র কামাবসায়িতা।" অর্থ—অণিমা—অতি সূক্ষ্মতা, লঘিমা—অত্যন্ত হালকা, যেমন তুলা। প্রাপ্তি—হস্তপ্রসারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্পর্শ করা;

"প্রেম্ণোঽথ পরমা কাষ্ঠা" প্রাণ-পরিত্যাগাবধি-বিরহাসহিষ্ণুতারূপা। যথা—

"গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥" [ভাঃ ১০।১৯।১৬]

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥" [ভাঃ ১০।৩১।১৫] ৪০

পুরুষেরা শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া কখনও নষ্ট হয় না—মদীয় পরমানন্দভোগে বঞ্চিত হয় না, এবং আমি যাহাদের প্রিয়—স্বামীর মত প্রীতি ভাজন, এবং আত্মা—পরমাত্মার ন্যায় প্রশান্ত, সুত—পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখা—বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাসের পাত্র, গুরু—পিতার ন্যায় হিতোপদেষ্টা, সুহৃদ্—হিতকারী, ও ইষ্ট দেবতারূপে ভাবনীয়, আমার অব্যর্থ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করে না, অর্থাৎ তাহারা কালগ্রাসে পতিত হয় না (১)।' এইরূপ ভাবনার ফলে ভগবদ্‌গুণের অনুরূপ নিত্য গুণসমূহ তাহাতে আবির্ভূত হয়। এই ভগবত্তুল্যগুণাবির্ভাব হইতেছে সাধনের দশম ভূমিকা। ৩৯

তাহার পর "প্রেম্ণোঽথ পরমা কাষ্ঠা" অর্থাৎ প্রেমের চরম উৎকর্ষ হয়, যাহা হইলে ভগবদ্বিরহ এমনই অসহনীয় হয় যে, প্রাণপরিত্যাগপর্য্যন্তও তাহাতে সংঘটিত হইতে পারে। যেমন—'গোবিন্দদর্শনে গোপীগণের এমন অসীম আনন্দ হইত যে, তাঁহার অদর্শনে গোপীগণের নিকট ক্ষণমাত্র কালও শত শত যুগের মত মনে হইত।' 'হে কৃষ্ণ, তুমি যখন কাননে পর্য্যটন কর, তখন তোমার অদর্শনে অত্যল্প সময়ও আমাদের নিকট যুগের মত মনে হয়। তোমার কুটিল কুন্তলমণ্ডিত মনোহর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণকারী চক্ষুগুলির যিনি আবরণকারক পক্ষ্ম (পাখা) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই জড় (নির্ব্বোধ) (২)।' ৪০

প্রাকাম্য—ইচ্ছার বাধা না হওয়া, মহিমা—পর্ব্বতের ন্যায় বৃহত্ত্ব; ঈশিত্ব—শাসনক্ষমতা বা প্রভুত্ব, বশিত্ব—সকলকে বশে রাখা, কামাবসায়িতা—কামনা ব্যর্থ না হওয়া। প্রথম সাতটী এই অষ্টম ঐশ্বর্য্যেরই বিবৃতি মাত্র।

(১) তাৎপর্য্য—প্রিয় অর্থ কান্তভাবে ভজনীয়, যেমন—লক্ষ্মী ও গোপীগণের। আত্মা অর্থ—পরমাত্মভাবে উপাস্য, যেমন সনকাদির। সুত অর্থ—স্নেহদৃষ্টিতে সেবনীয়, যেমন শ্রীযশোদার। সখা অর্থ—বন্ধুভাবে ভজনীয়, যেমন পাণ্ডবগণের। গুরু অর্থ—পূজ্যবুদ্ধিতে ভাবনীয়, যেমন প্রদ্যুম্নপ্রভৃতির। সুহৃদ্ অর্থ—হিতকারীরূপে আরাধ্য, যেমন উদ্ধবপ্রভৃতির। ইষ্টদেব অর্থ—পরমারাধ্য, যেমন ভক্তজনের।

ভগবান্‌কে এইসকল ভাবে ভজনার উল্লেখ অন্যত্রও উক্ত আছে—"পতিপুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥" ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

(২) তাৎপর্য্য—রাসক্রীড়াসময়ে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে কাতর হইয়া গোপীগণ অভিমানে বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ, তোমার দর্শনে ও অদর্শনে কোন কালেই আমরা সুখী হইতে পারি না। যখন তুমি বনে গোচারণে যাও, তখন তোমার

"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্-
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥" [ভাঃ ১।১১।৬]

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥
দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥" [ভাঃ ১০।২৯।৯—১১]

ইত্যাদি। অনন্তরোল্লাসে চৈতৎ সপ্রপঞ্চমুদাহরিষ্যতে প্রেম—ইত্যুপরম্যতে ॥ ৩৫ ॥

'হে পদ্মপলাশলোচন অচ্যুত, যখনই তুমি বন্ধুজন দর্শনের ইচ্ছায় কুরুদেশে বা মধুপুরীতে চলিয়া যাও, তখনই আমাদের নিকট ক্ষণকালও কোটি-বৎসরের তুল্য প্রতীত হয়; সূর্য্য দেবের অভাবে চক্ষুদ্বয়ের যেরূপ অবস্থা ঘটে, তোমার অদর্শনে আমাদেরও সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়।'

'কোন কোন গোপী গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকায় বহির্গমনে অসমর্থ হইয়া তদ্ভাবে ভাবিতচিত্ত ও মুদ্রিতলোচন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন। দুঃসহ প্রিয়বিরহজনিত তীব্র সন্তাপে তাঁহাদের অশুভরাশি (যাহা দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে,) বিনষ্ট হইল, এবং ধ্যানযোগে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনসুখে তাহাদের সঞ্চিত পুণ্যরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, এইরূপে পাপপুণ্য-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জারবুদ্ধিতে ধ্যান করিয়াও ত্রিগুণময় স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি (১)। পরবর্ত্তী উল্লাসে এই প্রেমের কথা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করা হইবে, এইজন্য এখানে বিরত হওয়া গেল, আর অধিক কিছু বলা হইল না ॥ ৩৫ ॥

অদর্শনে অত্যন্ত অসুখী হই, আবার দর্শনেও সুখী হইতে পারি না ; কারণ, তোমার শ্রীমুখ যখনই দর্শন করিতে থাকি, তখনই নিমেষ আসিয়া দর্শনে বাধা ঘটায়, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে দেয় না ; কাজেই তোমার দর্শনেও সুখ হয় না। অতএব বিধাতা চক্ষুর পাখা নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছেন বলিতে হয়।

(১) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক মানুষকেই স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। ভোগশেষ না হইলে কাহারও মুক্তি হয় না। এইজন্য এখানে বলা হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া এমনই তীব্র দুঃখভোগ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানযোগে এতই আনন্দ পাইয়াছিলেন যে, তাহাতেই সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল ; কাজেই পাপপুণ্য রহিত হওয়ায় তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষণং ভগবদ্ভক্তেঃ সাধনং সোপপত্তিকম্।
সভূমিকং স্বরূপঞ্চ যথাবুদ্ধীহ বর্ণিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতে ভগবদ্-
ভক্তিরসায়নে স্বরূপ-সাধন-ভূমিকাসহিত-ভক্তিসামান্যনিরূপণং
নাম প্রথম উল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ—"লক্ষণম্" ইতি। ইহ (প্রথমে উল্লাসে) ভগবদ্ভক্তেঃ লক্ষণং, সোপপত্তিকং (সযুক্তিকং) সাধনং, সভূমিকং (যথোক্তভূমিকাসহিতং) স্বরূপং চ যথাবুদ্ধি (স্ববুদ্ধ্যনুসারেণ) বর্ণিতং (ময়েতি শেষঃ) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতে ভক্তিরসায়নে প্রথমোল্লাসে
শ্রীমদ্ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতা
সরলাখ্যা ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। এখন উপসংহারচ্ছলে প্রকরণের বিষয় বলিতেছেন—"লক্ষণম্" ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ, সাধন ও তদ্বিষয়ে যুক্তি, এবং স্বরূপ ও অবস্থাভেদ এই গ্রন্থের প্রথম উল্লাসে যথামতি নিরূপিত হইল ॥ ৩৬ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতীকৃত ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে
ভক্তির স্বরূপ, ভূমিকা, সাধন ও ভক্তিসামান্যনিরূপণনামক
প্রথম উল্লাসের টীকানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

দ্রুতে চিত্তে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা।
সা ভক্তিরিত্যভিহিতা বিশেষস্ত্বধুনোচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্বস্বাচার্য্যগণোদিতম্।
ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যা সরলাখ্যা প্রতন্যতে ॥

ইহ খলু অনেকানর্থসার্থসংকুলে দুষ্পার-সংসারপারাবারে মগ্নপ্রায়ান্ মকর-নক্রচক্রনিভৈ-বিষয়ৈরিতস্ততঃ সমাকৃষ্যমানান্ স্বয়মাত্মোদ্ধরণাসমর্থান্ ভোগাসঙ্গবিবশান্ স্বভাব-কৃপণান্ মানবান্ কৃপয়া সমুদ্দিধীর্ষুঃ সকলনিগমাগমপারদর্শী তত্রভবান্ গ্রন্থকারঃ পরমশ্রেয়োনিদানং ভক্তিতত্ত্বং প্রতিপাদয়িষ্যন্ প্রথম উল্লাসে তাবৎ স্বরূপ-সাধন-ভূমিভেদসমন্বিতং ভক্তিসামান্যং নিরূপয়ৎ, স্বকৃতব্যাখ্যানেন চ তদর্থমুদদীপয়ৎ। অথেদানীং তদ্বিশেষমুপদিদিক্ষুর্বিনৈব ব্যাখ্যাং দ্বিতীয়মুল্লাসমারভমাণঃ প্রথমং তাবৎ প্রাগুক্তমর্থং স্মারয়ন্নাহ—"দ্রুতে" ইত্যাদি।

[কামাদি-তাপকসংযোগাৎ] দ্রুতে চিত্তে প্রবিষ্টা (পূর্ব্বোক্তরীত্যা জায়মানা) যা স্থিরা (ভাবান্তরৈরবিচাল্যা) গোবিন্দাকারতা (ভগবদাকারতা), সা ভক্তিঃ—ইতি অভিহিতা (প্রথমোল্লাসে উক্তা), (দ্বিতীয় উল্লাসে) বিশেষঃ (ভক্তেরবান্তরভেদঃ) উচ্যতে (লক্ষণভেদৈঃ নিরূপ্যতইত্যর্থঃ) ॥

টীকানুবাদ। পরম কৃপালু গ্রন্থকার সংসারসাগরমগ্ন মানবগণকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রথম উল্লাসে ভক্তির স্বরূপ, সাধন ও ভূমিকাসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন; এবং স্বকৃত ব্যাখ্যাদ্বারা তাহার অর্থও প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভে প্রথমোল্লাসোক্ত বিষয়গুলি স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—"দ্রুতে" ইত্যাদি।

কাম ক্রোধাদি ভাবগুলি চিত্তের তাপক; সেই সকলের সহিত যোগ হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। এইরূপে দ্রবীভূত চিত্তমধ্যে স্থিরভাবে অর্থাৎ অপর কোনও ভাবের দ্বারা অভিভূত না হয়, এমনভাবে আবির্ভূত যে গোবিন্দাকারতা, তাহা প্রথম উল্লাসে তৃতীয় শ্লোকে ভক্তি নামে (১) উক্ত হইয়াছে, এখন দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিভাগ কথিত হইতেছে।

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম উল্লাসের ষষ্ঠ শ্লোকে সাধারণভাবে সংস্কার ও বাসনাপ্রভৃতি শব্দে যাহার সাধন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তৃতীয় শ্লোকে যাহার (ভক্তির) সাধারণ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এখানে বিশেষ করিয়া তাহারই প্রতি-নির্দ্দেশ করিতেছেন। দ্রবীভূত চিত্তে যদি ভগবদাকারতা স্ফুরিত হয় এবং তাহা যদি স্থিরতর থাকে, তবেই উহা ভক্তিরসে পরিণত হয়, নচেৎ রসত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে ভক্তিলাভার্থ লোককে প্রথমে চিত্তের দ্রবতা সম্পাদন

অয়মাশয়ঃ—প্রথম উল্লাসে তাবৎ—

"চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে ॥"

ইত্যুক্তদিশা তাপকসংযোগ এব চিত্তস্য দ্রবীভাবে কারণতয়া নিরূপিতঃ। তে চ তাপকাঃ কামাদয় এব মুখ্যতয়া গ্রাহ্যাঃ, নাপরে—"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্ত-জতুনঃ"

ইত্যাদিনা স্বয়মেব তত্রাভিহিতত্বাৎ। ততশ্চ কামাদি-তাপকসংযোগাৎ দ্রবীভূতং সৎ—মূষাসিক্তং দ্রুততাম্রং যথা মূষাকারং ভজতে, তথা চিত্তমপি বিষয়বিশেষাকারং প্রতিপদ্যতে ইত্যায়াতম্। বিষয়াকারতা চ কদাচিৎ স্থিরা, কদাচিদস্থিরাপি সম্ভবতি, অতো বিশিনষ্টি স্থিরেতি। স্থিরেতি বিশেষণেন তস্যাঃ স্থায়িভাবত্বং জ্ঞাপিতম্—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥" [সাহিত্য দঃ ৩]

ইত্যালঙ্কারিকবচনাৎ। তথা চ দ্রুতে চিত্তে জায়মানা ভগবদাকারতা যদি স্থিরা ভবেৎ, তদৈব সা ভক্তিরসতয়া পরিণমতে, নান্যথা,—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥" [১।৩]

ইতি স্বয়মেব প্রাগুপদর্শিতত্বাৎ ॥ ১ ॥

অভিপ্রায় এই যে, প্রথম উল্লাসে "চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ" ইত্যাদি শ্লোকে তাপক-সংযোগই চিত্তের দ্রবীভাব সমুৎপাদনের কারণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সেই তাপক পদার্থ যে, কাম-ক্রোধাদি ভিন্ন অপর কিছু নহে, তাহাও "কামক্রোধ" ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব মূষাতে (ছাচে) নিক্ষিপ্ত গলিত তাম্র যেরূপ মূষার আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিত্তও কামক্রোধাদি তাপকসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। চিত্তগত বিষয়াকারতা সময়ে চঞ্চলাকারও হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ 'স্থিরা' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং উহাই যে ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ অপর কোনও ভাবদ্বারা অভিভূত না হওয়াই স্থায়িভাবের লক্ষণ। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তগত গোবিন্দাকারতা যদি স্থির থাকে—চঞ্চল না হয়, তাহা হইলেই উহা ভক্তিরসাকারে প্রকটিত হয়, একথা—প্রথমের তৃতীয় শ্লোকে নিজেই বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ ১ ॥

করিতে হয়, পরে ভগবদ্বিষয়ে দৃঢ়তর রতি অর্জ্জন করিতে হয়, তাহার সেই রতিই অন্যান্য সহকারীর সহযোগে ক্রমে ভক্তিরসে পরিণত হয়। যাহার চিত্তে ভগবদ্বিষয়ে রতি স্থির নাই, তাহার ভাগ্যে ভক্তিরস আস্বাদন করিবার সম্ভাবনাও নাই।

চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্তু ভিদ্যতে।
তান্যুক্তানি তু সংক্ষেপাদ্ ব্যাখ্যাস্যন্তেঽধুনা স্ফুটম্ ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। অথ ভক্তিভেদস্য কারণভেদাধীনত্বাৎ প্রথমং কারণভেদান্ প্রতিপাদয়ন্নাহ—"চিত্তদ্রুতেঃ" ইত্যাদি।

চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাৎ ভক্তিঃ তু (অপি) ভিদ্যতে (চিত্তদ্রবীভাবস্য বিলক্ষণানেককারণ-জন্যত্বাৎ তন্মূলা ভক্তিরপি অনেকবিধা ভবতীত্যর্থঃ)। তানি (কারণানি) তু (পুনঃ) সংক্ষেপাৎ উক্তানি (নামোদ্দেশমাত্রতঃ কামক্রোধ-ভয়েত্যাদিনা প্রথমোল্লাসে কথিতানি), অধুনা (দ্বিতীয়োল্লাসে) স্ফুটং (বিশদং যথা স্যাৎ, তথা) ব্যাখ্যাস্যন্তে (লক্ষণাদিভিঃ তানি প্রতিপাদ্যন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

কামঃ শরীর-সংবন্ধবিশেষে (ক)স্পৃহয়ালুতা।
সন্নিধানাসন্নিধানভেদেন স ভবেদ্ দ্বিধা ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। প্রাগুক্তান্ চিত্তদ্রুতিহেতূন্ যথোদ্দেশং স্বরূপ-লক্ষণভেদৈর্নিরূপয়ন্ প্রথমং কামং বিবৃণোতি—"কামঃ" ইত্যাদিনা।

শরীরসম্বন্ধবিশেষে (শরীরস্য শরীরেণ বা যঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগাত্মকঃ, তদ্বিষয়ে যা) স্পৃহয়ালুতা (স্পৃহা—ইচ্ছাবিশেষঃ, তচ্ছালিতা—স্পৃহেতি ফলিতার্থঃ)। [সা] কামঃ (কামপদার্থঃ বিজ্ঞেয়ঃ)। সঃ (কামঃ) সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং (বিষয়স্য নৈকট্য-ব্যবধানাভ্যাং) দ্বিধা (দ্বিপ্রকারঃ—সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভরূপঃ—সন্নিধানে সম্ভোগঃ, অসন্নিধানে তু বিপ্রলম্ভঃ) ভবেৎ

টীকানুবাদ। কারণভেদেই ভক্তির ভেদ ঘটিয়া থাকে; সেইজন্য এখন প্রথমে কারণগত ভেদ-প্রদর্শনের জন্য, বলিতেছেন—"চিত্তদ্রুতেঃ" ইতি। চিত্তগত দ্রবীভাবের কারণ অনেকপ্রকার; সেই সকল কারণের ভেদ অনুসারে ভক্তিও বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও কারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। [যে সকল কারণে চিত্তের দ্রুতি ঘটে], সে সকল কারণ প্রথম উল্লাসে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ "কামক্রোধ" ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকে সে সকলের নামমাত্র কথিত হইয়াছে, এখন লক্ষণ পরিচয়াদিদ্বারা বিস্পষ্টরূপে সে সকলের ব্যাখ্যা করা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ। পূর্ব্বে চিত্তদ্রুতির কারণরূপে যে সকল হেতুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন সেইসকল হেতুর নির্দ্দেশক্রমানুসারে স্বরূপ ও লক্ষণাদিভেদ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকার প্রথমে কামের স্বরূপ ও বিভাগ প্রতিপাদন করিতেছেন—"কামঃ" ইত্যাদি।

স্বীয় শরীরের সহিত একপ্রকার সম্বন্ধলাভের যে স্পৃহয়ালুতা, অর্থাৎ তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহার নাম কাম। স্পৃহনীয় বিষয়ের সান্নিধ্য ও অসান্নিধ্য (ব্যবধান) অনুসারে কাম দুইপ্রকার

(ক) বিশেষ' ইতি ক, খ পাঠঃ।

অত্র যদ্যপি সামান্যতঃ শরীরসম্বন্ধবিশেষবিষয়ক-স্পৃহামাত্রং কামত্বেনাভিহিতং, তথাপি সামান্যস্য বিশেষপর্য্যবসায়িত্বনিয়মাৎ স্পৃহয়ালুতাপদেন স্পৃহাবিশেষোঽভিপ্রেতইত্যবধেয়ম্। বৈশিষ্ট্যং চ স্পৃহায়া স্থায়িভাব-রতিসহকৃতত্বেন বোধ্যম্। ততশ্চ মানঘটিতবিপ্রলম্ভাদৌ ন ব্যভিচারঃ। এবঞ্চ সন্নিহিতবিষয়ে তাদৃশকামসত্তায়াং সম্ভোগঃ, ব্যবহিতবিষয়ে চ বিপ্রলম্ভ ইতি পর্য্যবস্যতি ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ চিত্তে যা স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা।
সম্ভোগ-বিপ্রযোগাখ্যা রতিঃ সা, সা ক্রমাদ্ ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। এতদেব স্পষ্টয়িতুং সম্ভোগ-বিপ্রযোগাভ্যাং রতিং বিভজতে "তজ্জন্যায়াম্" ইত্যাদিনা। তজ্জন্যায়াং (সন্নিধানেন অসন্নিধানেন বা সমুৎপাদিতায়াং দ্রুতৌ সত্যাং) চিত্তে যা শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা (শ্রীকৃষ্ণাকারতা) স্যাৎ, সা সম্ভোগ-বিপ্রযোগাখ্যা রতিঃ [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। সা চ (রতিঃ) ক্রমাৎ ভবেৎ (সন্নিধানপূর্ব্বিকা রতিঃ সম্ভোগঃ, অসন্নিধানপূর্ব্বিকা চ বিপ্রয়োগঃ ইতি

—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিষয়টী সন্নিহিত থাকিলে হয় সম্ভোগ, আর অসন্নিহিত থাকিলে হয় বিপ্রলম্ভ (বিরহ ॥

মূল শ্লোকোক্ত 'স্পৃহয়ালুতা' পদের অর্থ স্পৃহা বুঝিতে হইবে। এখানে যদিও সাধারণ-ভাবে স্পৃহয়ালুতামাত্রকেই (স্পৃহামাত্রকেই) 'কাম' বলা হইয়াছে, তথাপি স্পৃহা অর্থে স্পৃহাবিশেষ বুঝিতে হইবে; কারণ, সামান্যার্থবোধক শব্দেরও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করাই স্বভাব (১)। অতএব 'স্পৃহয়ালুতা' শব্দে রতিনামক স্থায়িভাব-সহকারে স্পৃহা বুঝিতে হইবে; সুতরাং মানঘটিত বিপ্রলম্ভ স্থলেও উক্ত নিয়মের (কামসত্তার) ব্যাঘাত হইতেছে না; কারণ, সেখানেও নায়ক ও নায়িকার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায়ই রতিসংযুক্ত স্পৃহা বিদ্যমান থাকে। ইহা হইতে এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে, হৃদয়ে রতিসহকৃত স্পৃহা বর্ত্তমান থাকিলে সন্নিহিত বিষয়ে হইবে সম্ভোগ, আর অসন্নিহিত বিষয়ে হইবে বিপ্রলম্ভ; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র ভেদ ॥ ৩৯ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত বিষয়টীকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সম্ভোগ ও বিপ্র-যোগভেদে রতির বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"তজ্জন্যায়াং" ইতি। বিষয় সন্নিহিতই থাকুক আর অসন্নিহিতই থাকুক, চিত্ত দ্রবীভূত হইলে পর, সেই চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা অর্থাৎ

---

(১) তাৎপর্য্য—কোন শব্দ সামান্যভাবে প্রযুক্ত হইলেও সেই শব্দ হইতে কোন বিশেষ একটী অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। যেমন—কেহ বলিল—'ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও'। এখানে সামান্যতঃ ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ থাকিলেও পৃথিবীর সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান সম্ভব হয় না; কাজেই এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণই বুঝিতে হয়। সেইরূপ এখানেও স্পৃহাকে কাম বলা থাকিলেও উহা হইতে বিশেষপ্রকার স্পৃহাই বুঝিতে হইবে। সেই বিশেষটা এখানে এই যে, স্পৃহার সঙ্গে রতিভাব বিদ্যমান থাকা। যে স্পৃহার সঙ্গে রতি ভাব নাই, তাহা এখানে 'কাম' বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। নায়ক-নায়িকার মান স্থলেও ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই রতিভাব বিদ্যমান থাকে।

ভাবঃ)॥ ক্রমেণৈতয়োরুদাহরণং যথা—

"নদ্যাঃ পুলিনমাসাদ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা॥" [ভাঃ ১০।৩০।৪৫]

যথাবা— "এবং পরিষ্বঙ্গ-করাভিমর্শ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥" [ভাঃ ১০।৩৩।১৭]

"তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥" [ভাঃ ১০।৩০।৪৩]

যথাবা— "হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥" [ভাঃ ১০।৩০।৩৯]

অত্রেদমবধেয়ম্—যদ্যপি "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যুপনিষৎ-প্রামাণ্যাৎ ভগবদ্বিগ্রহমাত্রস্যৈব রসরূপতয়াবির্ভাবাৎ "শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা" ইতি বিশেষণমনু-চিতমিব প্রতিভাতি; তথাপি অভিব্যক্তানভিব্যক্তিকৃতাদ্বৈশিষ্ট্যাদেতৎ সমাধেয়ম্। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" "ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি" ইত্যাদিভিঃ প্রমাণশতৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণতয়াবির্ভাবাবগমাৎ ব্রজবাসিভিস্তথা-

---

শ্রীকৃষ্ণাকারতা (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি), সেই রতিই যথাক্রমে সম্ভোগ ও বিপ্রযোগ (বিপ্রলম্ভ) নামে কথিত হয়। উক্ত দ্বিবিধা রতির ক্রমিক উদাহরণ এই—

[সম্ভোগ যথা] 'শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তরঙ্গসঙ্গে চঞ্চল ও আনন্দপ্রদ কুমুদামোদযুক্ত বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।' অথবা 'বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্ব লইয়া খেলা করে, তেমনি রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত এই প্রকার আলিঙ্গন ও করস্পর্শপ্রভৃতি দ্বারা রমণ করিয়াছিলেন।'

[বিপ্রযোগ যথা—] 'গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধী আলাপ ও তদনুরূপ চেষ্টা করত তন্ময়ভাবে তাঁহারই গুণগান করিতে করিতে নিজের ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত স্মরণ করেন নাই।' অথবা 'হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হে মহাবাহো, হে সখে, আমি তোমার কাতরা দাসী; আমাকে দেখা দাও।"

এখানে বুঝিতে হইবে যে, যদিও 'তিনি (ভগবান্) রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ), জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়' এই সকল প্রামাণিক শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায় যে, আনন্দরূপী ভগবানের সমস্ত বিগ্রহই রসময়; সুতরাং এখানে বিশেষ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা' বলা যেন অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, তথাপি বিশেষভাবে অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিকৃত বৈলক্ষণ্য অনুসারে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্', 'শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর বিগ্রহে ভগবৎ-শব্দ গৌণভাবে প্রযুক্ত হয়' ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই পরমানন্দভাব পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত,

যেনানুভূতত্বাৎ—অন্যত্র তু সত্যামপি স্বরূপতো রসরূপতায়াং কলোপধায়কত্বাভাবাচ্চ তস্যৈবাত্র বিশিষ্য নির্দ্দেশঃ ।

তথা যদ্যপি আলঙ্কারিকমতে রসস্যৈব সম্ভোগ-বিপ্রযোগাখ্যৌ ভেদৌ পরিপঠ্যেতে, নতু স্থায়িভাবস্য রতেরপি, তস্যা রসাঙ্কুরীভাবরূপত্বাৎ; তথাপি রসোপাদানতয়া রতেরপি রসবৎ তাদৃশ-বিভাগদ্বয়মুপচর্য্যতে, কার্য্যগুণস্য কারণগুণপূর্ব্বকত্বনিয়মাৎ। নচ বাচ্যং—বিপ্রলম্ভে রতিরেব নাস্তীতি, তত্রাপি—"যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ" ইত্যালঙ্কারিক-বচনাদানুভবিকত্বাচ্চ রতিপ্রকর্ষসদ্ভাবঃ সিধ্যতীতি বেদিতব্যমিতি ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

ক্রোধ ঈর্ষ্যানিমিত্তং তু চিত্তাভিজ্জ্বলনং ভবেৎ ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ সা তু দ্বেষ-শব্দেন গৃহ্যতে ॥ ৪১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং চিত্তদ্রুতের্দ্বিতীয়ং কারণং ক্রোধং লক্ষয়ন্ তদ্বিশেষমাহ—"ক্রোধঃ" ইত্যাদিনা। ঈর্ষ্যানিমিত্তং (ঈর্ষ্যা—পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা, তয়া জনিতং) চিত্তাভিজ্বলনং (মনসউদ্দীপনং,) তু ক্রোধঃ (তদাখ্যা চিত্তবৃত্তিঃ) ভবেৎ। [অত্র তু-শব্দেন ইর্ষ্যেতরনিমিত্তত্বং বারয়তি।] তজ্জন্যায়াং

ব্রজবাসীরাও তাঁহাকে সেই ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের অপরাপর বিগ্রহে পূর্ণ আনন্দ থাকিলেও তাহার পূর্ণতা অভিব্যক্ত হয় না; এই জন্যই এখানে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছে।

তাহার পর, আলঙ্কারশাস্ত্রে রসের সম্বন্ধেই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ নামে দুইপ্রকার ভেদ বর্ণিত আছে, কিন্তু রসের স্থায়িভাবের (রতির) সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বিভাগ প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ, 'রতি' হইতেছে রসের অঙ্কুর বা প্রাথমিক অবস্থা মাত্র; এই কারণে যদিও রতির সম্বন্ধে উক্ত বিভাগ অসঙ্গত মনে হউক, তথাপি কার্য্যমাত্রই যখন কারণ হইতে গুণ প্রাপ্ত হয়, তখন কার্য্যের গুণগুলি অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কারণমধ্যেই সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে বুঝিতে হইবে, সুতরাং রতিজন্য রসের উক্ত বিভাগদ্বয় তৎকারণীভূত রতিতেও কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং এখানে তাহাই করা হইয়াছে। আর একথাও বলা চলে না যে, বিপ্রলম্ভস্থলে আদৌ রতিভাবই থাকে না। বস্তুতঃ সেখানেও রতিভাব পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। 'রতিভাব উত্তমরূপে থাকিয়াও যদি অভীষ্ট নায়কাদি লাভ না করে, তবে, তাহার নাম বিপ্রলম্ভ বা বিরহ', এই আলঙ্কারিক উক্তি হইতে জানা যায় এবং অনুভবেও বুঝাযায় যে, সেখানেও পূর্ণমাত্রায়ই রতি বিদ্যমান থাকে ॥ ৪০ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ। এখন চিত্তদ্রুতির দ্বিতীয় কারণ—ক্রোধের লক্ষণ ও তদগত বিশেষ কথা বলিতেছেন—"ক্রোধঃ" ইত্যাদি।

অপরের উৎকর্ষ বা উন্নতি সহ্য করিতে না পারার নাম ঈর্ষ্যা। সেই ঈর্ষ্যা বশতঃ চিত্তে

(ক্রোধোৎপন্নায়াং) জাতৌ (অপীভাবে সতি) [চিত্তে জায়মানা]-সা (শ্রীকৃষ্ণাকারতা) তু (পুনঃ) দ্বেষ-শব্দেন গৃহ্যতে (দ্বেষনাম্না ব্যবহ্রিয়তে)। [ক্রোধবশাদ্ দ্রুতে চিত্তে যা শ্রীকৃষ্ণাকারতা, সা রতি-শব্দবাচ্যা ন ভবতি, যথা কংসাদীনামিত্যাশয়ঃ] ॥ ৪১ ॥ ৫ ॥

অত্র চেতোব্যাকুলত্বং সোপদ্রাবকদর্শনাৎ।
উপদ্রাবক-নাশার্থং তৎপ্রীত্যর্থং চ তদ্দ্বিধা ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। উদ্দেশ্যভেদেন যথোক্তদ্বেষস্য দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি—"অত্র" ইতি। অত্র (দ্বেষে সতি) সোপদ্রাবকদর্শনাৎ (উপদ্রবজনকানাং মনস্তাপাদীনামনুভবাৎ) চেতোব্যাকুলত্বং (চেতসঃ বিক্ষেপঃ চাঞ্চল্যং জায়তে)। তৎ চ (ব্যাকুলত্বং) উপদ্রাবকনাশার্থং (মনস্তাপাদিনিবৃত্ত্যর্থং) তৎপ্রীত্যর্থং (চেতসঃ প্রীতয়ে চ ভবতীতি) দ্বিধা ভবতীত্যর্থঃ ॥

দ্বেষে সতি মনসি স্বত এব ব্যাকুলত্বং জায়তে, তচ্চ কদাচিৎ মনস্তাপাদ্যুপদ্রবনিবৃত্তয়ে, কদাচিদ্বা স্বাত্মপ্রীতয়েঽপি সম্পদ্যতে, অতস্তস্য দ্বৈবিধ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

তত্রাদ্যং দ্বেষ এব স্যাদ্ দ্বিতীয়ং রতি-শব্দভাক্।
উপরিষ্টাৎ তদুভয়ং ময়া স্পষ্টীকরিষ্যতে ॥ ৪৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। তদেব দ্বৈবিধ্যং বিভজ্য দর্শয়তি—"তত্র" ইতি। অত্র (তয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ

যে, একপ্রকার উদ্দীপনার ভাব জন্মে, তাহাই ঈর্ষ্যানিমিত্ত চিত্তাভিজ্বলন, এবং তাহারই অপর নাম ক্রোধ। শ্লোকে 'তু' শব্দ থাকায় ঈর্ষ্যাভিন্ন কারণে যে চিত্তের অভিজ্বলন, তাহা ক্রোধ বলিয়া গণ্য হইবে না—বুঝিতে হইবে। উক্ত ক্রোধ দ্বারা দ্রবীভূত চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণাকারতা, তাহা 'দ্বেষ' নামে অভিহিত হয়। ফলকথা এই যে, ক্রোধবশেও চিত্ত দ্রবীভূত হইতে পারে, এবং সেই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণাকারেও আকারিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা 'রতি' নামে ব্যবহৃত হয় না; যেমন কংসপ্রভৃতির হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ। উদ্দেশ্যভেদে দ্বেষফলের দ্বিবিধ ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—"অত্র" ইত্যাদি। দ্বেষ উপস্থিত হইলেই চিত্ত ব্যাকুল (চঞ্চল) হইয়া পড়ে। দ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের উপদ্রবকর বা উদ্বেগকর মনস্তাপপ্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন উপদ্রবকর মনস্তাপপ্রভৃতি নিবারণের জন্য এবং চিত্তপ্রসাদের জন্য চিত্তে ব্যাকুলতা জন্মে। এইপ্রকার উদ্দেশ্যভেদানুসারেই ব্যাকুলতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, দ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই চিত্তের অশান্তিকর মনস্তাপ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই অশান্তিপ্রশমনের নিমিত্তও চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, কখনও বা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্যও ঐরূপ ব্যাকুলতা হইয়া থাকে, এই প্রকার উদ্দেশ্যভেদ অনুসারে ব্যাকুলতাকে দুইপ্রকার বলা হইল ॥ ৪২ ॥ ৬ ॥

ব্যাকুলত্বয়োর্মধ্যে) আদ্যং (প্রথমং—উপদ্রাবকনিবৃত্ত্যর্থং ব্যাকুলত্বং) দ্বেষঃ (দ্বেষসংজ্ঞকঃ) এব (নিশ্চয়ে) স্যাৎ, দ্বিতীয়ং (তৎপ্রীত্যর্থং ব্যাকুলত্বং তু) রতিশব্দভাক্ (রতিশব্দবাচ্যম্, রতিরত্র মান-বিপ্রলম্ভরূপা) [ভবেৎ]। ময়া (গ্রন্থকর্ত্রা) তৎ উভয়ং (দ্বেষঃ রতিশ্চেতিদ্বয়ং) উপরিষ্টাৎ (অগ্রিমগ্রন্থে—"ঈর্ষ্যাজ-ভয়জৌ দ্বেষৌ" ইত্যত্র "কামজে দ্বে" ইত্যত্র চ) স্পষ্টীকরিষ্যতে (বিভজ্য দর্শয়িষ্যত ইত্যর্থঃ)। ক্রমেণোদাহরণম্—

"শুক্র নিশ্বসন্নথ বিলোল-সদবপুরপূর্বচোবিষম্।
কীর্ণ-দশনকিরণাগ্নিকণঃ ফণবানিবৈষ বিসসর্জ্জ চেদিপঃ॥" [মাঘঃ ১৫।৬২]

অত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শিশুপালস্য ঈর্ষ্যাজনিতো দ্বেষঃ।

তথা— "বালে, নাথ, বিমুঞ্চ মানিনি রুষম্, রোষান্ময়া কিং কৃতম্?
খেদোঽস্মাসু; নমেঽপরাধ্যতি ভবান্, সর্ব্বেঽপরাধা মম।
তৎ কিং রোদিষি গদ্‌গদেন বচসা, কস্যাগ্রতো রুদ্যতে?
নন্বেতন্মম, কা তবাস্মি? দয়িতা, নাস্মীত্যতো রুদ্যতে॥" [বিশ্বনাথঃ ৮৫]

অত্র চের্ষ্যাজনিতো মানো নায়িকায়াঃ॥ ৪৩॥ ৭॥

টীকানুবাদ। এখন উক্ত দ্বিবিধ ভেদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত সেই দ্বিবিধ ব্যাকুলতার মধ্যে প্রথম ব্যাকুলতা (যাহা উপদ্রাবক-নিবৃত্তির জন্য হয়, তাহা) প্রসিদ্ধ 'দ্বেষ' নামেই পরিচিত হয়, আর দ্বিতীয়টী (যাহা চিত্তভৃপ্তির জন্য হয়, তাহা) 'রতি'শব্দবাচ্য হয়। এখানে 'রতি' শব্দে মান ও বিপ্রলম্ভ উভয়ই ধরিতে হইবে। [গ্রন্থকার বলিতেছেন—] আমি এই উভয়ই পরে স্পষ্ট করিয়া দেখাইব, অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিব। উভয়ের ক্রমিক উদাহরণ যথা—'অনন্তর ক্রোধে কম্পিতকলেবর চেদিপতি (শিশুপাল) অগ্নিকণার মত দন্তপ্রভা বিস্তার করিয়া বিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাক্য-বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন।' এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ঈর্ষ্যাজনিত দ্বেষ হইয়াছে।

এইরূপ—[মানিনী নায়িকার সঙ্গে নায়কের উক্তিপ্রত্যুক্তি। নায়ক সম্বোধনপূর্ব্বক বালিকা নায়িকাকে বলিলেন—] 'হে বালে; নায়িকা বলিলেন—হে নাথ। নায়ক—হে মানিনি, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। নায়িকা—আমি ক্রোধবশে কি করিয়াছি? নায়ক—আমার খেদ (দুঃখ) জন্মাইতেছ। নায়িকা—তুমিত আমার নিকট কোন অপরাধ কর নাই; সমস্ত অপরাধইত আমার। নায়ক—তবে গদ্‌গদস্বরে কাঁদিতেছ কেন? নায়িকা—কাহার সম্মুখে কাঁদ্‌ছি? নায়ক—ওগো, এই যে আমার সম্মুখে। নায়িকা—আমি তোমার কে? নায়ক—তুমি আমার দয়িতা (প্রিয়া)। নায়িকা—তা' নই বলিয়াইত রোদন করিতেছি।' এখানে নায়িকার ঈর্ষ্যাজনিত মান॥ ৪৩॥ ৭॥

দ্বেষাহেতুঃ স্বমন্তুত্থং বৈক্লব্যং চিত্তগং তু যৎ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ যাস্তে রতিঃ সা ভয়মুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। অথ ক্রমপ্রাপ্তং ভয়ং নিরূপয়তি—"দ্বেষাহেতুঃ" ইতি। যৎ তু দ্বেষাহেতুঃ (দ্বেষানুৎপাদকং) স্বমন্তুত্থং (স্বাপরাধজনিতং) চিত্তগং বৈক্লব্যং (কাতর্য্যং ত্রাসবিশেষ ইতি যাবৎ), তজ্জন্যায়াং (তাদৃশ-বৈক্লব্যজনিতায়াং) দ্রুতৌ (চিত্তদ্রবীভাবে সতি) যা রতিঃ আস্তে (ভবতি), সা (রতিঃ) ভয়ং উচ্যতে (তাদৃশভয়রূপাপি রতির্ভক্তিরসে স্থায়িত্বং প্রতিপদ্যত ইতি ভাবঃ)॥

অয়মাশয়ঃ—যদা খলু স্বাপরাধজ্ঞানাৎ চিত্তে বৈক্লব্যমুৎপদ্যতে, তচ্চেদ্ দ্বেষমনুৎপাদ্য চিত্তদ্রবীভাবপূর্ব্বকং রতিমুৎপাদয়েৎ, তদা সা রতিরেব ভয়রূপতয়া পরিণতা সতী সংকীর্ণবিধয়া ভক্তিরসস্য স্থায়িত্বং প্রতিপদ্যতে; দ্বেষহেতুত্বে তু বৈক্লব্যস্য বিরোধিসম্পর্কাৎ ন তথাত্বমিতি ফলিতমিতি ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

স্নেহঃ পুত্রাদিবিষয়ঃ পাল্য-পালকলক্ষণঃ।
সেব্য-সেবকভাবোঽন্যঃ, সোঽপ্যুক্তস্ত্রিবিধো বুধৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। অথ ক্রমপ্রাপ্তং স্নেহং লক্ষয়ন্ দ্বিধা বিভজতে—"স্নেহঃ" ইতি। স্নেহো দ্বিবিধঃ, তত্র প্রথমঃ পাল্য-পালকলক্ষণঃ (পাল্য-পালকভাবেন লক্ষণীয় ইত্যর্থঃ), স চ পুত্রাদীনধিকৃত্য প্রবর্ত্তত-ইতি পুত্রাদিবিষয়ঃ, অন্যঃ (দ্বিতীয়ঃ পুনঃ) সেব্য-সেবকভাবঃ (সেব্যত্বেন সেবকত্বেন চ লক্ষণীয়ঃ) সঃ (সেব্য-সেবকভাবঃ) অপি বুধৈঃ (স্নেহাভিজ্ঞৈঃ) বক্ষ্যমাণরীত্যা ত্রিবিধ উক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর ভয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"দ্বেষাহেতুঃ" ইত্যাদি। নিজের অপরাধ বশতঃ যে চিত্তের 'বৈক্লব্য' কাতরতা বা ত্রাস, সেই কাতরতা যদি দ্বেষবুদ্ধি না জন্মায়, তাহা হইলে সেই বৈক্লব্য দ্বারা দ্রবীভূত চিত্তে যে রতিভাব হয়, তাহা ভয় নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ সেই ভয়াত্মক রতিও ভক্তিরসে পর্য্যবসিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলে স্বভাবতই চিত্তে কাতরতা বা ত্রাস সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই কাতরতার ফলে চিত্তের দ্রবতাও জন্মে। সেই দ্রবীভূত চিত্তে দ্বেষও হইতে পারে, আবার রতিও (প্রীতিও) হইতে পারে; কিন্তু তদবস্থায় যদি দ্বেষবুদ্ধি না হইয়া রতিভাব হয়, তাহা হইলে সেই রতিভাবই ভয়নাম ধারণপূর্ব্বক ভক্তিরসের স্থায়িভাব হয়, কিন্তু চিত্তগত সেই বৈক্লব্যই যদি দ্বেষবুদ্ধি জন্মায়, তাহা হইলে রতি সত্ত্বেও ভক্তিরস জন্মায় না; কারণ, দ্বেষ হইতেছে ভক্তিরসের বিরোধী; কাজেই বিরোধী ভাব থাকায় রসের স্ফুরণ হয় না ॥ ৪৪ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর যথাক্রমে স্নেহের লক্ষণ ও বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"স্নেহঃ" ইত্যাদি। স্নেহ দুইপ্রকার—এক পাল্য-পালকভাবরূপ, অপর সেব্যসেবকভাবরূপ। তন্মধ্যে

ভগবদ্দাস্য-সখ্যাভ্যাং মিশ্রিতং চাপরং ত্রয়ঃ।
যা কৃষ্ণাকারতা চিত্তে তজ্জন্য-দ্রুতিশালিনি ॥ ৪৬ ॥ ১০ ॥
পাল্যপালকভাবেন, সা বৎসলরতির্ভবেৎ।
সেব্য-সেবকভাবেন প্রেয়োরতিরিতীর্য্যতে ॥ ৪৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্ত-সেব্য-সেবকভাবরূপস্নেহস্য ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—"ভগবদ্দাস্য-সখ্যাভ্যাং"ইতি। ভগবদ্দাস্য-সখ্যাভ্যাং (ভগবতো দাসভাবেন একং, সুহৃদ্ভাবেন চৈকম্, মিশ্রিতং (দাস্য-সখ্যভাবযুক্তং) চ অপরং (তৃতীয়ং স্নেহম্) ত্রয়ঃ (কথয়ন্তি, রসশাস্ত্রজ্ঞাঃ)। [তথাচ ভগবতো দাসভাবেন, সখিভাবেন, তাভ্যাং মিশ্রিতত্বেন চ স্নেহস্য ত্রৈবিধ্যমিতিভাবঃ]। তত্র বিলক্ষণ-সম্ভ্রমনিবন্ধনং দাস্যং, সরসবিশ্রম্ভনিবন্ধনং তু সখ্যমিত্যনয়োর্ভেদঃ, সেব্য পুনরুভয়ত্রৈব সমনুগতেতি বিজ্ঞেয়ম্। "তজ্জন্য-দ্রুতিশালিনি (তাদৃশস্নেহ-বশেন দ্রবতাযুক্তে) চিত্তে পাল্য-পালকভাবেন যা কৃষ্ণাকারতা, সা 'বৎসলরতিঃ' (বাৎসল্যাপরনাম্নী রতিঃ) ভবেৎ। যথা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যশোদায়াঃ। [তাদৃশে এব চিত্তে] সেব্য-সেবকভাবেন [যা কৃষ্ণাকারতা, সা] 'প্রেয়োরতিঃ' ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে, রসজ্ঞৈরিতি শেষঃ)। যথা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূরাদীনাম্-ইত্যূহনীয়মিতি। ৪৬—৪৭ ॥ ১০—১১ ॥

হর্ষশ্চিত্ত-সমুল্লাসঃ কথ্যতে স চতুর্ব্বিধঃ।
একঃ পরানন্দময়ঃ শ্রীশ-মাহাত্ম্যকারণম্ ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। অথ ক্রমপ্রাপ্তং হর্ষং লক্ষয়ন্ তদ্ভেদান্ দর্শয়তি—"হর্ষঃ" ইত্যাদি। চিত্তসমুল্লাসঃ (চিত্তস্য সম্যক্ উল্লাসঃ স্ফুরণং সুখবিশেষ ইতি যাবৎ) হর্ষঃ (হর্ষশব্দেন) কথ্যতে (পণ্ডিতৈরিতিশেষঃ)।

প্রথমোক্ত স্নেহ পুত্রাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় স্নেহটীকে রসাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বক্ষ্যমাণ নিয়মে তিন প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সেব্য-সেবকভাবাত্মক স্নেহের তিনপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—"ভগবদ্দাস্য" ইত্যাদি। স্নেহ তিনপ্রকার—ভগবানের দাসভাবে প্রথম, বন্ধুভাবে দ্বিতীয় এবং দাসভাব ও সখ্যভাবের মিশ্রণে তৃতীয়। (তন্মধ্যে) দাস্য ও সখ্যের প্রভেদ এই যে, দাস্যে বিশেষভাবে সম্ভ্রমবুদ্ধি থাকে, আর সখ্যে বিশ্বাসের আতিশয্য থাকে। 'সেব্য'-সম্বন্ধ উভয় স্থলেই সমান থাকে। সেই স্নেহবশে দ্রবীভূত চিত্তে পাল্য-পালকভাবে—আমি পালক, শ্রীকৃষ্ণ আমার পালনীয়, এইভাবে যে কৃষ্ণাকারতা, তাহা হয় 'বৎসল-রতি' নামে প্রসিদ্ধ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার ছিল। আবার স্নেহপ্রযুক্ত দ্রবীভূত চিত্তে সেব্য-সেবকভাবে—আমি সেবক, শ্রীকৃষ্ণ আমার সেবনীয় (আরাধ্য), এইভাবে যে কৃষ্ণাকারতা, রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেয়োরতি' নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূর ছিল ॥ ৪৬-৪৭ ॥ ১০-১১ ॥
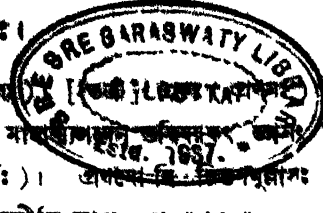
স চ (হর্ষঃ) চতুর্ব্বিধঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চতুঃপ্রকারঃ) [illegible] [তেষু] [illegible] পরমানন্দময়ঃ (পরমানন্দস্বরূপঃ), [স চ] শ্রীশ-মাহাত্ম্যকারণং (অত্র মা[illegible] [illegible] [illegible] বিবক্ষিতম্, ততশ্চ শ্রীশস্য ভগবতঃ মাহাত্ম্যজ্ঞানজনকঃ ভবতীত্যর্থঃ)। [illegible] [illegible] পরমানন্দ-ঘনরূপতয়া প্রাদুর্ভবন্ ভগবন্মহিমোপলব্ধৌ যোগ্যতাং জনয়তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

তজ্জন্যায়াং ক্রুতৌ শুদ্ধা রতির্গোবিন্দগোচরা।
এতদন্তং হি শাস্ত্রেষু সাধনাম্নানমিষ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ তদুৎপন্নাং রতিমুপদিশতি—"তজ্জন্যায়াম্" ইতি। তজ্জন্যায়াং (তেন হর্ষেণ সমুৎপাদিতায়াং) ক্রুতৌ সত্যাং গোবিন্দগোচরা (ভগবদ্বিষয়া) শুদ্ধা (ভাবান্তরৈরসংসৃষ্টত্বাদ্ বিশুদ্ধা) রতিঃ [ভবতি]। শাস্ত্রেষু (সাধনগ্রন্থেষু) সাধনাম্নানং (পরমার্থলাভোপায়কথনং) এতদন্তং হি (এতদবসানমেব, নাতঃ পরমপি কিঞ্চিৎ) ইষ্যতে (কাম্যতে—পরমপুরুষার্থিভিরিতি শেষঃ)। উচ্চাবচভেদভিন্নেষু সাধনেষু ইদমেব পরং সাধনং—যদ্ ভগবতি বিশুদ্ধা রতিঃ, তত্রৈব সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যপর্য্যবসানাৎ। তদুক্তং ভগবতা মৈত্রেয়ং প্রতি—

"তাবৎ কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে সাধনানি চ সর্ব্বশঃ।
রতির্ন জায়তে যাবদ্ ময়ি শুদ্ধা পরাত্মনি ॥" ইতি ॥ [বিঃ পুঃ ৮৭] ৪৯ ॥ ১৩॥

ব্রীড়া-বিকৃতবাগ্-বেষ-চেষ্টাদিজনিতোঽপরঃ।
তজ্জন্যায়াং ক্রুতৌ চেতোবিকাসো হাস উচ্যতে ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। হর্ষস্য দ্বিতীয়ং প্রকারং দর্শয়তি—"ব্রীড়া" ইতি অপরঃ (দ্বিতীয়ঃ হর্ষস্তু)

টীকানুবাদ। এখন ক্রমপ্রাপ্ত হর্ষের লক্ষণ ও প্রকারভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—"হর্ষঃ" ইতি। প্রিয় বস্তুর সংযোগে যে চিত্তের উল্লাস, তাহার নাম হর্ষ। সেই হর্ষকে চারি-প্রকার বলা হয়। তন্মধ্যে প্রথমটী পরমানন্দময়, এবং উহাই ভগবানের মহিমা জানিবার প্রধান উপায়। এখানে "শ্রীশ-মাহাত্ম্যকারণম্" কথায় ভগবানের মাহাত্ম্যবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, এই পরমানন্দঘন হর্ষ হইতেই ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৪৮ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত পরমানন্দ হইতে সমুৎপন্ন রতিভাবের পরিচয় দিতেছেন—"তজ্জন্যায়াং" ইতি। উক্ত পরমানন্দ দ্বারা দ্রবীভূত চিত্তে গোবিন্দবিষয়ে যে রতি জন্মে, তাহা শুদ্ধা রতি। শাস্ত্রেতে যতপ্রকার ভক্তি-সাধনের উপদেশ আছে, এখানেই সে সকলের পর্য্যবসান বা পরি-সমাপ্তি, অর্থাৎ ইহার পর আর কোন সাধনের অপেক্ষা থাকে না। একথা স্বয়ং ভগবান্ই মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—'সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত সাধনের সেই পর্য্যন্তই অপেক্ষা, যে পর্য্যন্ত পর-মাত্মরূপী আমাতে বিশুদ্ধা রতি না জন্মে।' ইতি ॥ ৪৯ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ। হর্ষের দ্বিতীয় ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—"ব্রীড়া" ইত্যাদি। ব্রীড়া অর্থ

ব্রীড়াবিকৃত-বাগ্-বেষ-চেষ্টাদিজনিতঃ (ব্রীড়য়া লজ্জয়া কৃতাঃ যে বাগ্-বেষ-চেষ্টাদয়ঃ, তৈঃ কারণৈঃ উৎপাদিতঃ ভবতি)। তজ্জন্যায়াং (তাদৃশহর্ষকৃতায়াং) দ্রুতৌ সত্যাং চেতোবিকাসঃ (মনস উল্লাসঃ) হাসঃ (হাস্যরূপঃ স্থায়িভাবঃ) উচ্যতে ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

লোকোত্তর-চমৎকারি-বস্তুদর্শনজঃ পরঃ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ চেতোবিকাসো বিস্ময়ো মতঃ ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ। হর্ষস্য তৃতীয়ং রূপমাহ—"লোকো" ইতি। অপরঃ (তৃতীয়ঃ হর্ষঃ) লোকোত্তর-চমৎকারি-বস্তুদর্শনজঃ (অলৌকিক-চমৎকারজনকং যৎ বস্তু, তস্য দর্শনাৎ জাতঃ, ভবতীতি শেষঃ)। তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ সত্যাং [যঃ] চেতোবিকাসঃ (চিত্তপ্রসাদঃ), [সঃ] বিস্ময়ঃ (তদাখ্যঃ স্থায়িভাবঃ) মতঃ (পণ্ডিতানামনুমত ইত্যর্থঃ) ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

যুদ্ধাদি-তাপজনিতো বীরাণাং জায়তে পরঃ।
জিতচিত্তস্য বিস্তারো দ্রুতস্যোৎসাহ উচ্যতে ॥ ৫২ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ। হর্ষস্য চতুর্থং প্রকারমাহ—"যুদ্ধাদি" ইতি। যুদ্ধাদি-তাপজনিতঃ (যুদ্ধাদিকৃতাৎ তাপাৎ জনিতঃ) পরঃ (চতুর্থঃ হর্ষঃ) বীরাণাং (যোদ্ধৄণাং) জায়তে। দ্রুতস্য জিতচিত্তস্য (জিতস্য জেতুং প্রবৃত্তস্য যৎ চিত্তং, তস্য যঃ) বিস্তারঃ, [সঃ] উৎসাহ উচ্যতে [শিষ্টৈঃ কথ্যত ইত্যর্থঃ] ॥ ৫২॥১৬ ॥

ইষ্ট-বিচ্ছেদজনিতো যশ্চিত্তে ক্লিষ্টতোদয়ঃ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ বিষ্টারততা শোক উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ। ক্রমপ্রাপ্তং শোকং লক্ষয়তি—"ইষ্ট" ইতি। ইষ্টবিচ্ছেদজনিতঃ (ইষ্টস্য—অভি-

লজ্জা। লজ্জাবশতঃ বিকৃত (অন্যথাভূত) বাক্য, বেশ ও শারীর চেষ্টাপ্রভৃতি কারণ হইতে দ্বিতীয় প্রকার হর্ষ উৎপন্ন হয়। তাদৃশ হর্ষবশতঃ দ্রবতা উপস্থিত হইলে চিত্তের যে বিকাস (উল্লাস) জন্মে, তাহাকে হাস (হাস্য) বলা হয় ॥ ৫০ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ। হর্ষের তৃতীয় বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"লোকো" ইতি। অলৌকিক আশ্চর্য্যজনক বস্তুবিশেষের দর্শনবশতঃ আর একপ্রকার হর্ষ জন্মে, তাহাই হর্ষের তৃতীয় বিভাগ। তাদৃশ হর্ষজনিত দ্রবাবস্থায় যে, চিত্তের বিকাশ, তাহা 'বিস্ময়' বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৫১ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ। হর্ষের চতুর্থ বিভাগ দেখাইতেছেন—"যুদ্ধাদি" ইতি। যুদ্ধাদিঘটিত তাপ-বশতও আর একপ্রকার (চতুর্থ) হর্ষ জন্মে, তাহা কেবল বীরগণের সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। জয়ে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কেবল জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে মাত্র, এমন ব্যক্তির দ্রবীভূত চিত্তের যে বিস্তার বা বিকাশ, তাহাকে 'উৎসাহ' বলা হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ ১৬ ॥

দয়িতবস্তুনঃ বিচ্ছেদেন বিয়োগেন জনিতঃ উৎপাদিতঃ) চিত্তে যঃ ক্লিষ্টতোদয়ঃ (ক্লিষ্টতায়াঃ—ক্লেশস্ত উদয়ঃ), তজ্জন্মায়াং (তাদৃশক্লেশোৎপাদিতায়াং) দ্রুতৌ সত্যাং, বিষ্টা (চিত্তে প্রবিষ্টা) অরততা (অরতিঃ) শোকঃ উচ্যতে। ইষ্টবিয়োগবশেন জায়মানা ক্লিষ্টতা যদি চিত্তং দ্রবীকরোতি, তস্মিংশ্চ চিত্তে যদি অরতিরাবির্ভবতি, তদা সারতিরেব শোক-শব্দবাচ্যা ভবতীতি ভাবঃ॥ ৫৩॥ ১৭॥

দয়া ঘৃণা স্যাদ্বিষয়-তুচ্ছত্বজ্ঞানদীর্ঘিকা।
তয়া দ্রুতে তু মনসি জুগুপ্সা জায়তে ত্রিধা॥ ৫৪॥ ১৮॥

সরলার্থঃ। অথেদানীমুপান্ত্যং দ্রুতিহেতুং লক্ষয়তি—"দয়া" ইতি। বিষয়তুচ্ছত্বজ্ঞান-দীর্ঘিকা (বিষয়াণাং শব্দস্পর্শাদীনাং তুচ্ছত্বজ্ঞানেন হেয়ত্ববুদ্ধ্যা দীর্ঘিকা—দীর্ঘা বা) ঘৃণা (অনুপাদেয়তাবুদ্ধিঃ, সা) দয়া স্যাৎ। তয়া (ঘৃণয়া) দ্রুতে মনসি তু ত্রিধা (ত্রিপ্রকারা) জুগুপ্সা জায়তে। বিষয়েষু তুচ্ছত্বজ্ঞানস্ত ত্রিবিধকারণজন্যত্বেন তজ্জন্যায়া জুগুপ্সায়া অপি ত্রৈবিধ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৪॥ ১৮॥

পূতিব্রণাদিবিষয়ে কথিতোদ্বেগিনী বুধৈঃ।
শ্মশানোত্থ-পিশাচাদিবিষয়া ক্ষোভিনী ভবেৎ॥ ৫৫॥ ১৯॥
দেহেন্দ্রিয়াদিদুঃখে স্ববিচারণ-পুরঃসরা।
ঘৃণা শুদ্ধেতি কবিভিঃ সা জুগুপ্সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫৬॥ ২০॥

সরলার্থঃ। উক্তমেবার্থং ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—"পূতি-ব্রণাদি" ইতি দ্বাভ্যাম্। পূতিব্রণাদিবিষয়ে (দুর্গন্ধিব্রণাদিবিষয়ে) [জায়মানা জুগুপ্সা] বুধৈঃ (পণ্ডিতৈঃ) উদ্বেগিনী (চিত্তোদ্বেগকারিণী) কথিতা। শ্মশানোত্থ-পিশাচাদিবিষয়া (শ্মশানগত-পিশাচাদিবিষয়ে জায়মানা জুগুপ্সা) ক্ষোভিনী

টীকানুবাদ। অতঃপর ক্রমপ্রাপ্ত শোকের লক্ষণ বলিতেছেন—"ইষ্ট" ইত্যাদি। প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদবশতঃ চিত্তে যে, ক্লিষ্টতার (ক্লেশের) আবির্ভাব হয়, সেই ক্লিষ্টতাবশতঃ দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্টা (প্রকাশিতা) যে অরততা অর্থাৎ অপ্রীতিভাব, তাহা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক শোক বলিয়া কথিত হয়॥ ৫৩॥ ১৭॥

টীকানুবাদ। অতঃপর চিত্তদ্রুতিকর দয়ার লক্ষণ বলিতেছেন—"দয়া" ইত্যাদি। শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ্যবিষয়ের তুচ্ছত্ব বা অসারতাজ্ঞানের ফলে তদ্বিষয়ে যে প্রবল ঘৃণা (অনাদরবুদ্ধি) জন্মে, তাহার নাম দয়া। সেই দয়াবশতঃ দ্রবীভূত চিত্তে তিনপ্রকার জুগুপ্সা উপস্থিত হয়॥ ৫৪॥ ১৮॥

টীকানুবাদ। পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে জুগুপ্সার ত্রিবিধভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"পূতি" ইত্যাদি।

পূতিব্রণাদি বিষয়ে অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতপ্রভৃতি সম্বন্ধে যে জুগুপ্সা (ঘৃণা), পণ্ডিতগণ তাহাকে 'উদ্বেগিনী' (উদ্বেগকারিণী) বলিয়া থাকেন। শ্মশানস্থিত পিশাচপ্রভৃতি দর্শনে

(চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী) ভবেৎ। দেহেন্দ্রিয়াদিদুঃখে (দেহেন্দ্রিয়াদিসম্মুখে দুঃখে) তু [বা] অবিচারণ-পুরঃসরা (অবিবেকপূর্ব্বিকা) ঘৃণা, সা জুগুপ্সা কবিভিঃ শুদ্ধা-ইতি প্রকীর্ত্তিতা (কথিতেত্যর্থঃ)।

অয়মাশয়ঃ—জুগুপ্সা হি কার্য্যভেদেন কারণভেদেন চ ত্রিধা সম্পদ্যতে। তত্র বিষয়বিশেষে দোষ-দর্শনাৎ জায়মানা জুগুপ্সা কদাচিৎ চিত্তমুদ্বেজয়তি, কদাচিচ্চ বিক্ষোভয়তি, বিক্ষোভিতং চ চিত্তমনবস্থং ভ্রাম্যতি; কদাচিদ্বা অবিবেকবশাৎ অনাত্মসু দেহেন্দ্রিয়াদিষু আত্মভাবমধ্যারোপয়তো দেহেন্দ্রিয়াদি-নিবন্ধনেষু দুঃখেষু স্বত এব ঘৃণা সংজায়তে। অত্মুপচরিতরূপত্বাদস্যাঃ শুদ্ধতেতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্। ত্রিধা ভিন্নায়া অপি জুগুপ্সায়াঃ স্থায়িভাবত্বে বীভৎসাখ্যো রসোঽভিব্যজ্যতে। তদুদাহরণানি—

"উত্তানোচ্ছূন-মণ্ডূকপাটিতোদরসন্নিভে।
ক্লেদিনি স্ত্রীব্রণে প্রীতিরক্রমেঃ কস্য জায়তে॥" [বৈরাগ্যশতকম্]

অত্র উদ্বেগিনী জুগুপ্সা।

"উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূচ্ছোথভূয়াংসি মাংসা-
ন্যংস-স্ফিক্-পৃষ্ঠপিণ্ড্যাদ্যবয়বসুলভান্যুগ্রগন্ধীনি জগ্ধ্বা।
আর্ত্তঃ পর্য্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করঙ্কাদ্-
অঙ্কস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি॥" [মালতীমাধবম]

অত্র মাধবস্য শ্মশানদৃশ্যদর্শনজনিতা ক্ষোভিনী জুগুপ্সা।

যে জুগুপ্সা হয়, তাহাকে 'ক্ষোভিনী' (চিত্তের চাঞ্চল্যকর) বলা হইয়া থাকে। আর দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতির বৈরূপ্যজনিত দুঃখে যে অবিবেকপূর্ব্বক ঘৃণা, পণ্ডিতগণ তাহাকে শুদ্ধা জুগুপ্সা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অভিপ্রায় এই যে, জুগুপ্সা অর্থ ঘৃণা। ঘৃণার কারণ অনেক প্রকার, এবং উহার ফলও বিভিন্ন প্রকার, এইরূপ কার্য্য ও কারণগত পার্থক্যানুসারে জুগুপ্সা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভোগ্য বিষয়ে দোষদর্শন হইলে সেই বিষয়ের উপর সহজেই ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং মনের মধ্যে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হয়; এই জন্য ঐ ঘৃণাকে 'উদ্বেগিনী' বলা হয়। কখনও বা ঐ ঘৃণা চিত্তের বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য জন্মায়; চঞ্চল চিত্ত অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই জন্য ঐরূপ জুগুপ্সাকে 'ক্ষোভিনী' বলা হয়। কখনও আবার অবিবেকবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিগত দুঃখে আপনা হইতেই যে ঘৃণা উপস্থিত হয়, তাহা 'শুদ্ধা' জুগুপ্সা নামে অভিহিত হয়। কারণ, ঐরূপ ঘৃণাই যথার্থ ঘৃণা, উহাতে অপর কোনও গৌণ-ভাবের সম্পর্ক নাই।

উক্ত তিনপ্রকার জুগুপ্সাই যখন স্থায়ি-ভাবরূপে প্রকাশ পায়, তখন উহারা বীভৎস-রসরূপে পরিণত হয়। উক্ত তিনপ্রকার জুগুপ্সার ক্রমিক উদাহরণ যথা—'উত্তানভাবে (চীৎ হইয়া) আছে, এখন একটী ভেকের স্ফীত উদর বিদারণ করিয়া রাখিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ঠিক সেইরূপ, ক্লেদযুক্ত স্ত্রীব্রণেতে—মূঢ় না হইলে কোন ব্যক্তির প্রীতি জন্মে? এখানে উদ্বেগিনী জুগুপ্সা, অর্থাৎ ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগপর্য্যন্ত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

"বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে, তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥" [বৈরাগ্যশতকং]

অত্র শারীর-দৌস্থ্যনিবন্ধনা জুগুপ্সা ॥ ৫৫-৫৬ ॥ ১৯—২০ ॥

যা তু শোচ্যস্য রক্ষার্থং প্রবৃত্তিরনুকম্পয়া ।
তয়া দ্রুতে তু মনসি দয়োৎসাহঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং প্রসঙ্গত উৎসাহভেদান্ নিরূপয়ন্ প্রথমং দয়োৎসাহং লক্ষয়তি—"যা তু" ইতি। শোচ্যস্য (শোচনীয়স্য) রক্ষার্থং (শোকবারণার্থং) তু অনুকম্পয়া (দয়য়া) যা প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা), তয়া (প্রবৃত্ত্যা) দ্রুতে মনসি তু (পুনঃ) [জায়মানঃ উৎসাহঃ] বুধৈঃ দয়োৎসাহঃ স্মৃতঃ (দয়োৎসাহনাম্না কথিত ইত্যর্থঃ)।

দয়োৎসাহস্থায়িকো দয়াবীরো যথা—নাগানন্দে—

"শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তম্, অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ, কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্ ॥" ইতি।

অত্র গরুত্মন্তং প্রতি নাগকুলরক্ষার্থং দয়মানস্য জীমূতবাহনস্য উৎসাহঃ সূচিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

['মালতীমাধব' নাটকের মাধব শ্মশানে মৃত-মাংসভোজনে রত প্রেতের বর্ণনা করিতেছেন—] 'এই প্রেতদরিদ্র অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত প্রেত বেচারী ক্রোড়স্থ মৃত শরীর হইতে প্রথমে পুনঃ পুনঃ চর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া অনন্তর যে সকল স্থানে স্থূল মাংস অধিক পরিমাণে আছে, সেই স্কন্ধ, নিতম্ব ও পৃষ্ঠাদি অবয়বগত সহজলভ্য অতিদুর্গন্ধময় মাংসসমূহ ভক্ষণ করিয়া কাতরভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দাঁত বাহির করিয়া অস্থিলগ্ন ও শিরাগ্রন্থিমধ্যস্থ মাংস পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে ভক্ষণ করিতেছে!' এখানে শ্মশানদৃশ্য দর্শনে ঘৃণা ও তজ্জন্য মানসিক চাঞ্চল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

[কেহ নিজের দৈহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—] 'বলি' আসিয়া মুখ আক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ মুখের চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে; পলিতে (পক্কতায়) শির চিত্রিত করিয়াছে অর্থাৎ মস্তকের চুল সকল সাদা হইয়াছে, এবং সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণা (জীবিতাশা) কেবল তরুণের মত কার্য্য করিতেছে!'

এখানে স্বীয় শরীরের দুরবস্থাজনিত দুঃখে ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ৫৫-৫৬ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকানুবাদ। এই প্রসঙ্গে এখন এখানে উৎসাহের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া প্রথমে দয়োৎসাহের লক্ষণ বলিতেছেন—"যা তু" ইত্যাদি।

দয়াবশতঃ কোনও শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা হয়, সেই চেষ্টার ফলে দ্রবীভূত চিত্তে যে উৎসাহ জন্মে, তাহা 'দয়োৎসাহ' বলিয়া কথিত হয়।

সর্ব্বস্বমপি দাস্যামি প্রার্থয়েতি চ যো মহান্।
উদ্যমো দ্রুতচিত্তস্য দানোৎসাহঃ স উচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। অথ দানোৎসাহং লক্ষয়তি—"সর্ব্বস্বম্" ইতি। [হে যাচক, ত্বং] প্রার্থয়, সর্ব্বস্বং (সর্ব্বসম্পদম্) অপি [তুভ্যং] দাস্যামি—ইতি (ইত্থং) দ্রুতচিত্তস্য যঃ মহান্ উদ্যমঃ (উৎসাহঃ), সঃ দানোৎসাহঃ উচ্যতে (কথ্যতে, বুধৈরিতিশেষঃ)।

অথ দানোৎসাহস্থায়িকো বীরো যথা—"ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্র-মুদ্রিতমহী-নির্ব্যাজদানাবধিঃ ॥" ইতি। অত্র হি পরশুরামস্য দানবিষয়ক উৎসাহ উপক্ষিপ্তঃ ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

তথা স্বধর্ম্মরক্ষার্থং যা প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নতঃ।
তয়া চিত্তস্য বিস্তারো ধর্ম্মোৎসাহো দ্রুতৌ ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ ধর্ম্মোৎসাহং নিরূপয়তি—"তথা" ইতি। তথা, স্বধর্ম্মরক্ষার্থং (স্বস্য ধর্ম্মরক্ষণায়) প্রযত্নতঃ (প্রকৃষ্টেন যত্নেন) যা প্রবৃত্তিঃ, তয়া চেষ্টয়া দ্রুতৌ সত্যাং চিত্তস্য বিস্তারঃ (বিকাসঃ—উৎসাহ ইতি যাবৎ) ধর্ম্মোৎসাহঃ (তন্নাম্না ব্যবহৃতঃ) ভবেৎ। স্বধর্ম্মপরিপালনার্থং প্রযত্নপূর্ব্বিকয়া চেষ্টয়া দ্রবীভূতে চিত্তে যদি উৎসাহো জায়েত, তদা স ধর্ম্মোৎসাহনাম্না ব্যপদিশ্যেত ইতি ভাবঃ।

উক্ত দয়োৎসাহের স্থায়িভাবত্বনিবন্ধন রস হইলে তাহাকে বলে দয়াবীর। উদাহরণ—নাগানন্দনামক নাটকে [জীমূতবাহন বলিতেছেন—] 'হে গরুড়, এখনও আমার শিরার অগ্রভাগ হইতে রক্ত ক্ষরণ হইতেছে, এবং এখনও আমার দেহে মাংস রহিয়াছে; অথচ তোমারও দেখিতেছি তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি তুমি ভক্ষণ হইতে বিরত হইলে কেন?' এখানে নাগবংশরক্ষার্থ দয়াপরবশ রাজা জীমূতবাহনের উৎসাহ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ। ইহার পর দানোৎসাহের লক্ষণ বলিতেছেন—"সর্ব্বস্বম্" ইত্যাদি। তুমি প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিব, এই ভাবে দ্রবীভূত চিত্তে যে মহৎ উৎসাহের সঞ্চার হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'দানোৎসাহ' বলিয়া থাকেন।

দানোৎসাহনিবন্ধন বীরভাব যথা—বীরচরিতে পরশুরামের প্রতি উক্তি—'সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবীদান যাহার ত্যাগের সীমা' ইত্যাদি। এখানে পরশুরামের দানবিষয়ক উৎসাহ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ। ইহার পর ধর্ম্মোৎসাহ নিরূপণ করিতেছেন—"তথা" ইত্যাদি। স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নসহকারে যে চেষ্টা, এবং সেই চেষ্টার দরুন দ্রবীভূত চিত্তের যে বিস্তার (উৎসাহ), তাহা 'ধর্ম্মোৎসাহ' নামে অভিহিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য আন্তরিক যত্নসহকারে চেষ্টা করিতে যাইয়া
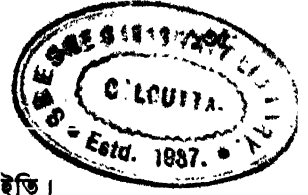
তত্র ধর্ম্মোৎসাহস্থায়িকো বীরো যথা—মহাভারতে—

"রাজ্যং চ বসু দেহশ্চ ভার্য্যা ভ্রাতৃসুতাশ্চ যে।
যচ্চ লোকে মমায়ত্তং তদ্ ধর্ম্মায় সদোদ্যতম্॥" ইতি।

অত্র চ ধর্ম্মবিষয়ে মহারাজ-যুধিষ্ঠিরস্য মহান্ উৎসাহঃ প্রখ্যাপিতঃ॥

অত্রেদমবধেয়ম্—উৎসাহো হি বীররসস্য স্থায়ী ভাবঃ প্রখ্যাতঃ। স চেদুৎসাহো দয়া-দান-ধর্ম্মৈঃ সংসৃজ্যতে, তদা তদাশ্রয়ং বীরং 'দয়াবীরঃ' ইতি, 'দানবীরঃ' ইতি, 'ধর্ম্মবীরঃ' ইতি চাচক্ষতে সুধিয়ঃ। উদহরণান্তরমনুসন্ধেয়ম্॥ ৫৯॥ ২৩॥

বশীকারাখ্য-বৈরাগ্যং যৎ কামাস্পৃহতাত্মকম্।
তেন দ্রুতস্য চিত্তস্য প্রকাশঃ শম উচ্যতে॥ ৬০॥ ২৪॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং প্রথমমভিহিতেষু চিত্তদ্রাবকেষু আদিপদোপাদেয়ং শমং লক্ষয়তি—"বশীকারাখ্য" ইত্যাদি। কামাস্পৃহতাত্মকং (কামেষু ঐহিকামুষ্মিকবিষয়েষু অস্পৃহতা বৈতৃষ্ণ্যং, তদ্রূপং) যৎ 'বশীকারাখ্য'-বৈরাগ্যং (বশীকারনামকং বৈরাগ্যং), তদুক্তং পতঞ্জলিনা—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ইতি। তেন দ্রুতস্য (দ্রবীভূতস্য) চিত্তস্য প্রকাশঃ (স্ফারীভাবঃ) শমঃ (শান্তিঃ) উচ্যতে।

চিত্ত যদি দ্রবীভূত হয় (গলিয়া যায়), এবং তাহার সঙ্গে যদি উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সেই উৎসাহকে 'ধর্ম্মোৎসাহ' নামে নির্দ্দেশ করা হয়।

ধর্ম্মবীরের উদাহরণ যথা মহাভারতে—'রাজ্য, ধন, দেহ, ভার্য্যা, ভ্রাতা ও পুত্রপ্রভৃতি, এবং জগতে আরও যাহা কিছু আমার অধিকারভুক্ত আছে, সে সমস্তই ধর্ম্মার্থ প্রদানের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।' এখানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবিষয়ে মহান্ উৎসাহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, উৎসাহ হইতেছে—বীররসের স্থায়িভাব, অর্থাৎ উৎসাহই অপরাপর কারণের সহযোগে বীররসে পরিণত হয়। উক্ত উৎসাহই যদি দয়া, দান ও ধর্ম্মের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে উৎসাহসম্পন্ন বীরপুরুষকে দয়াবীর, দানবীর ও ধর্ম্মবীর নামে আখ্যাত করা হয়। এসকলের আরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইবে॥ ৫৯॥ ২৩॥

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রুতিকর হেতুপ্রকাশক কারিকাস্থিত 'আদি' (দয়াদয়ঃ) শব্দে 'শম' নামক স্থায়িভাব গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সেই 'শমে'র লক্ষণ বলিতেছেন—"বশীকারাখ্য" ইত্যাদি।

ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ে অস্পৃহতা বা অনাকাঙ্ক্ষারূপ যে 'বশীকার' নামক বৈরাগ্য,

সমস্থায়িকঃ শান্তরসো যথা—

"কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনীরোধসি বসন্,
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন,
প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥" [উদ্ভটঃ]

অত্র সংজাতবৈরাগ্যস্য কস্যচিদুক্তিরিয়ং বক্তুঃ শান্তরসং প্রকটয়তি॥

অত্রেদমবধেয়ম্—পাতঞ্জলাদিষু পরাপরভেদেন দ্বিবিধং বৈরাগ্যমুপলভ্যতে। তত্র আত্ম-সাক্ষাৎকারাৎ ত্রিগুণকার্য্যমাত্রে অনাসক্তিরূপং পরম্। অপরঞ্চ চতুর্ধা ভিদ্যতে—যতসংজ্ঞা ব্যতিরেকসংজ্ঞা একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা বশীকারসংজ্ঞা চেতি চত্বারো বৈরাগ্যভেদা উপদর্শিতাঃ। তত্র প্রথমত্রিকে 'শম' সম্ভবো নাস্তি, চতুর্থে তু বৈরাগ্যে—ঐহিকেষু স্রক্চন্দনবনিতাদিষু আমুষ্মিকেষ্বপি স্বর্গাপ্সরঃপ্রভৃতিষু বিষয়েষ্বনাসক্তি-রূপে জাতে তেন চেৎ চিত্তং দ্রবীভবেৎ, তদা চিত্তপ্রকাশরূপঃ শান্তরসস্য স্থায়ী ভাবঃ শমঃ প্রাদুর্ভবতি। ভক্তিশাস্ত্রে তু আসক্তিত্যাগপূর্ব্বকং বিষয়ানুপভুঞ্জানস্যাপি কৃষ্ণে তদ্ভক্তেষু চ আদরাতিশয়ো বৈরাগ্যনাম্না ব্যপদিশ্যতে। যথা—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণভক্তেষু যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" ইতি [ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বভাগে সাধনলহরী] ॥ ৬০ ॥ ২৪ ॥

সেই বৈরাগ্যদ্বারা দ্রবীভূত চিত্তের যে প্রকাশ অর্থাৎ নির্ম্মলভাবে উচ্ছ্বাস, তাহা 'শম' নামে অভিহিত হয়। এই শম হইতেছে শান্ত রসের স্থায়ী ভাব।

শমের স্থায়িভাবত্বনিবন্ধন শান্তরস যথা—[একজন বিবেকী পুরুষের উক্তি—] 'কবে আমি এই বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে বাস করত কৌপীন পরিধানপূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিপুট স্থাপন করিয়া—'হে গৌরীনাথ, হে ত্রিপুরহর, হে শম্ভো, হে ত্রিনয়ন, তুমি প্রসন্ন হও—অনুগ্রহ কর' উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে নিমেষের ন্যায় দিন সকল অতিবাহিত করিব।' ইতি। এই উক্তিতে বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির শান্তরস প্রকাশ পাইতেছে।

অভিপ্রায় এই যে, পাতঞ্জলপ্রভৃতি যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্য দুই ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়—'পর' ও 'অপর'। তন্মধ্যে সমাধিসাধনার ফলে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পর যে, ত্রিগুণময় সমস্ত বিষয়ে—এমন কি সমাধিতেও বিতৃষ্ণা, তাহার নাম 'পরবৈরাগ্য'। উল্লিখিত 'অপর বৈরাগ্য' চারিভাগে বিভক্ত—যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা। উক্ত চারিপ্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে প্রথম তিনপ্রকার বৈরাগ্যে 'শম' ভাবের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ঐহিক মাল্যচন্দনাদি বিষয়ে এবং পারলৌকিক স্বর্গ ও অপ্সরাদি ভোগ্য বিষয়ে অনাদররূপ 'বশীকার'নামক বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে পর, যদি তাহা দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহা হইলে শান্তরসের স্থায়ী ভাব 'শম' আবির্ভূত হয়, নচেৎ নহে।

রসামৃতসিন্ধুনামক ভক্তিগ্রন্থে কিন্তু আসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ভোগী ব্যক্তিরও

ইতোঽন্যথা তু চিত্তস্য ন দ্রুতির্বিদ্যতে কচিৎ।
তদভাবাত্তু ভাবো ন নিরুক্তান্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্ত-ভাবানামেব চিত্তদ্রুতিহেতুত্বমিত্যপ্রতিষেধেন দ্রঢ়য়তি—"ইতঃ" ইত্যাদিনা। ইতঃ (অস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়া-শমরূপাৎ চিত্তদ্রাবকাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) কচিৎ (অবস্থাবিশেষে) চিত্তস্য দ্রুতিঃ (দ্রবীভাবঃ) ন বিদ্যতে। তদভাবাৎ (চিত্তদ্রুতেরনুৎপাদাৎ হেতোঃ) নিরুক্তান্যঃ (যথোক্তেভ্যঃ কামাদিভ্যো ব্যতিরিক্তঃ) কশ্চন (কোঽপি) ভাবঃ (রসস্য স্থায়ী ভাবঃ) ন (নাস্তীত্যর্থঃ)। অত্র চ শমস্যাপি শান্তরস-স্থায়িভাবতয়া ভাবানাং নবত্বমবধৃতং গ্রন্থকৃতেতি চিন্ত্যম্ ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

যাবত্যো দ্রুতয়শ্চিত্তে ভাবাস্তাবন্ত এব হি।
স্থায়িনো রসতাং যান্তি বিভাবাদিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমেবার্থং বিশদয়তি "যাবত্যঃ" ইতি। চিত্তে যাবত্যঃ (যৎসংখ্যকাঃ) দ্রুতয়ঃ (দ্রবীভাবাঃ), তাবন্তঃ (তৎসমসংখ্যকাঃ) এব স্থায়িনঃ ভাবাঃ (স্থায়িভাবাঃ) বিভাবাদি-সমাশ্রয়াৎ (বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবযোগাৎ) রসতাং (তত্তদ্রসরূপতাং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি, ন ন্যূনাঃ, নাপ্যধিকা ইতি ভাবঃ) ॥

অত্রেদমবধেয়ম্—নন্নু ভাবানাং চিত্তদ্রুতি-সমসংখ্যাকত্বে দ্রুতীনামানন্ত্যাৎ তদনুগতভাবানাম-প্যানন্ত্যমাপদ্যতে, ততশ্চ ভাবানাং নিয়তসংখ্যাবত্ত্বং ব্যাহন্যেত, তৎ কথমুচ্যতে "যাবত্যো দ্রুতয়শ্চিত্তে, ভাবাস্তাবন্ত এব" ইতি। অত্রোচ্যতে—অত্র যদ্যপি সামান্যতো দ্রুতিসমসংখ্যাকত্বং ভাবানামভিহিতম্, তথাপি তত্তজ্জাতীয়ভাবং প্রতি তত্তজ্জাতীয়-দ্রুতেঃ প্রযোজকত্বেন সমনুগতত্বাৎ ন যথোক্তো দোষঃ প্রসরতীতি সুধীভিশ্চিন্ত্যম্ ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণে ও কৃষ্ণভক্তে যে, সমধিক আদর, তাহাই 'বৈরাগ্য' নামে উক্ত হইয়াছে। যথা 'আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া যথাসম্ভব বিষয়ভোগে রত ব্যক্তিরও যে কৃষ্ণভক্তে অতিশয় আদর, তাহাকে 'বৈরাগ্য' বলা হয়।' ইতি ॥ ৬০ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত কামক্রোধাদি ভাব ভিন্ন আর কিছুই যে, চিত্তের দ্রুতিজনক হয় না, তাহাই এখন দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—"ইতঃ" ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক, দয়া, অদয়া (জুগুপ্সা) ও শম, এই কয়েকটী হেতু ভিন্ন অপর কোন হেতুতেই চিত্তের দ্রবীভাব জন্মে না, অতএব রসের স্থায়িভাবও উক্ত নয়প্রকারের অধিক সম্ভব হয় না। স্থায়ীভাব নয়প্রকার হওয়ায় রসও নয়প্রকার বুঝিতে হইবে ॥ ৬১ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ। এখন পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয়টীকেই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—"যাবত্যঃ" ইতি। চিত্তের দ্রুতি (দ্রবতা) যতপ্রকার, স্থায়ী ভাবও ঠিক সেই পরিমাণ—ততপ্রকারই, এবং সেই সকল স্থায়ী ভাবই বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে রসরূপে

ধর্ম্মোৎসাহো দয়োৎসাহো জুগুপ্সা ত্রিবিধা শমঃ।
ষড়প্যেতে ন বিষয়া ভগবদ্‌বিষয়া ন হি ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। ভক্তিরসং প্রতি চিত্তদ্রুতিসামান্যস্য স্থায়িভাবত্বং বারয়তি—"ধর্ম্মোৎসাহঃ" ইতি। [উক্তেষু ভাবেষু মধ্যে] ধর্ম্মোৎসাহঃ, দয়োৎসাহঃ, ত্রিবিধা জুগুপ্সা, শমঃ—এতে ষড়পি ভাবাঃ বিষয়াঃ (ভক্তিরসস্য স্থায়িভাবাঃ) ন [ভবন্তি]; হি (যতঃ) ভগবদ্বিষয়া ন (ভগবন্তমধিকৃত্য নৈতে প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। প্রাগুক্তা ধর্ম্মোৎসাহাদয়ো ভাবা রসান্তরবিষয়ে স্থায়িত্বং ভজমানা অপি ভক্তিরসং প্রতি স্থায়িত্বং ন প্রতিপদ্যন্ত ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মবীরো দয়াবীরো বীভৎসঃ শান্ত ইত্যমী।
অতো ন ভক্তিরসতাং যান্তি ভিন্নাস্পদত্বতঃ ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়ন্নাহ—"ধর্ম্মবীরঃ" ইতি। অতঃ (যথোক্তাদ্ হেতোঃ) ধর্ম্মবীরঃ (ধর্ম্মানুরোধী বীররসঃ), দয়াবীরঃ (দয়ানুবন্ধী বীররসঃ), বীভৎসঃ (জুগুপ্সাত্রয়ানুগতো বীভৎসরসঃ), শান্তঃ (শমনিবন্ধনঃ শান্ত) ইতি (এতে) অমী ভিন্নাস্পদত্বতঃ (ভগবদ্ভিন্নালম্বনত্বাদ্ হেতোঃ) ভক্তিরসতাং ন যান্তি (ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। এতেষামুদাহরণানি প্রাগেব প্রদর্শিতানীতি নেহ প্রদর্শ্যন্তে ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

পরিণত হয়, কমও হয় না, অধিকও হয় না।

এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, চিত্তের দ্রবীভাব অসংখ্য (অর্থাৎ উহারা আট বা নয়টীতেই পরিসমাপ্ত নহে; সুতরাং দ্রুতির সংখ্যা অনুসারে স্থায়িভাবের সংখ্যাও অসংখ্য হওয়াই উচিত; অতএব, "যাবত্যঃ দ্রুতয়ঃ" এই কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, এখানে যদিও সাধারণ ভাবে দ্রুতির সমসংখ্যক স্থায়ী ভাব বলা হইয়া থাকুক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, চিত্তদ্রুতিরও এক একটা শ্রেণী বা সাধারণ ভাব আছে, সেই সাধারণ শ্রেণী এই কয়প্রকারের অধিক নয়; সুতরাং তদনুযায়ী স্থায়ী ভাবও তাহার অধিক নাই, এইপ্রকার শ্রেণী হিসাবে উভয়ই সমসংখ্যক—কমও নহে, অধিকও নহে ॥ ৬২ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রবতামাত্রই যে, ভক্তিরসের স্থায়িভাব নহে, তাহা জ্ঞাপনের জন্য বলিতেছেন—"ধর্ম্মোৎসাহঃ" ইতি। পূর্ব্বকথিত স্থায়িভাবের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ, দয়োৎসাহ, তিনপ্রকার জুগুপ্সা, এবং শম, এই ছয়টী ভাবই ভগবদ্বিষয়ে হয় না বলিয়া ভক্তিরসেরও স্থায়িভাব হয় না। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত ছয়টী ভাব অপরাপর রসের পক্ষে স্থায়িভাব হইলেও ভক্তিরসের সম্বন্ধে স্থায়িভাব হয় না, অর্থাৎ উহারা কখনই ভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপাদন করে না; করে না বলিয়াই ভক্তিরসের স্থায়িভাবত্বও প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬৩ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত কথার দৃঢ়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"ধর্ম্মবীরঃ"

ঈর্ষ্যাজ-ভয়জদ্বেষৌ ভগবদ্বিষয়াবপি।
ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্ দ্রুতিবিরোধতঃ ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

সরলার্থঃ। প্রসঙ্গতঃ ভগবদ্বিষয়েঽপি রসতানর্হং ভাবান্তরং দর্শয়তি—"ঈর্ষ্যাজ" ইতি। ঈর্ষ্যাজ-ভয়জদ্বেষৌ (ঈর্ষ্যাজন্যঃ ভয়জন্যশ্চেতি দ্বৌ দ্বেষৌ) ভগবদ্বিষয়ৌ (ভগবন্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তৌ অপি) সাক্ষাৎ (অব্যবধানেন) দ্রুতিবিরোধতঃ (চিত্তদ্রুতিপ্রতিবন্ধকত্বাদ্ হেতোঃ) ভক্তিরসতাং ন যাতঃ (ন প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ)।

অয়মাশয়ঃ—ঈর্ষ্যাতো ভয়তোঽপি যা দ্বেষবুদ্ধিরুপজায়তে, সা কেবলং চিত্তং ক্লিশ্নাতি, নতু দ্রবীকরোতি, অতঃ ঈর্ষ্যাতো ভয়তো বা যদ্যপি ভগবদ্বিষয়েঽপি দ্বেষবুদ্ধিরুদেতি, তথাপি সা ভক্তিরসস্য স্থায়িভাবত্বং নোপৈতি। তথাচ ভগবদ্বিষয়কত্বে সতি চিত্তদ্রাবকভাবসামান্যমেব ভক্তিরসং প্রতি কারণতাবচ্ছেদকমিতি পর্য্যবসিতমিতি ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

শুদ্ধো রৌদ্ররসস্তত্র তথা রৌদ্রভয়ানকঃ।
নাস্বাদ্যঃ সুধিয়া প্রীতি-বিরোধেন মনাগপি ॥ ৬৬ ॥ ৩০ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্তদ্বেষয়োর্ভক্তানামনাস্বাদ্যত্বং সহেতুকমাহ—"শুদ্ধঃ" ইতি। তত্র (ঈর্ষ্যা-ভয়-তদুভয়াসংকীর্ণদ্বেষস্থলে) শুদ্ধঃ রৌদ্ররসঃ, তথা (তদ্বৎ) [সংকীর্ণতায়াং] রৌদ্রভয়ানকঃ ভবতি। (তাদৃশঃ মিশ্ররসঃ) সুধিয়া (সদ্বুদ্ধিসম্পন্নেন জনেন) প্রীতিবিরোধতঃ (প্রীতিবাধকত্বাদ হেতোঃ) মনাগপি (ঈষদপি) ন আস্বাদ্যঃ (ন সেবনীয় ইত্যর্থঃ)।

ইত্যাদি। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কারণে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, বীভৎস ও শান্ত, এই কয়টী কখনই ভক্তি-রসমধ্যে গণ্য হয় না; কারণ, ভগবান্ উহাদের আলম্বন বা বিষয়ীভূত হন না। উল্লিখিত ধর্ম্মবীর প্রভৃতির উদাহরণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ। ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন হইয়াও কোন কোন ভাব যে, রসত্বলাভে সমর্থ হয় না, এখন প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"ঈর্ষ্যাজ" ইত্যাদি।

ভগবদ্বিষয়েও যদি ঈর্ষ্যা বা ভয়বশতঃ দ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও ঐ দ্বেষ ভক্তিরসরূপে পরিণত হয় না; কারণ, ঐপ্রকার দ্বেষে চিত্তের দ্রবীভাব জন্মাইতে দেয় না, উহারা চিত্তদ্রুতির প্রতিবন্ধক। অভিপ্রায় এই যে, ঈর্ষ্যা ও ভয়বশতঃ যে দ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তাহা কেবল চিত্তের ক্লেশকর হয়মাত্র, কিন্তু দ্রবীভাব জন্মায় না, এই কারণেই ঈর্ষ্যাকৃত বা ভয়জনিত দ্বেষবুদ্ধি যদি ভগবদ্বিষয়েও জন্মে, তথাপি তাহা ভক্তিরস আবির্ভাব করিতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভগবদ্বিষয়ে চিত্তদ্রুতিকর ভাবসমূহই কেবল ভক্তিরস উৎপাদনের একমাত্র নিয়ামক, কিন্তু কেবল ভাবমাত্র নহে ॥ ৬৫ ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত দ্বিবিধ দ্বেষ যে কারণে ভক্তগণের আস্বাদ্য নহে, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"শুদ্ধঃ" ইতি। যেখানে ঈর্ষ্যা বা ভয়বশতঃ দ্বেষ জন্মে, সেখানে বিশুদ্ধ

যদা খলু কেবলং ঈর্ষ্যাবশাদ্ দ্বেষঃ স্ফুরতি, তদা রসান্তরেণাসংকীর্ণঃ শুদ্ধঃ রৌদ্ররসঃ প্রাদুর্ভবতি, যদা ভয়জো দ্বেষঃ প্রকাশতে, তদা ভয়ানকো নাম রস আবির্ভবতি; যদাতু ঈর্ষ্যাভয়সংকীর্ণো দ্বেষ উপজায়তে, তদাতু রৌদ্রভয়ানকরূপঃ রস আবির্ভবতি। সর্ব্বথাপি ভক্তৈস্তাদৃশো রসো নাস্বাদনীয়ঃ, প্রীতিব্যাঘাতকত্বাদেবেতি ভাবঃ॥ রৌদ্ররসস্যোদাহরণং যথা—

"কৃতমনুমতং দৃষ্টং বা যৈরিদং গুরু পাতকম্,
মনুজপশুভির্নির্ম্মর্য্যাদৈর্ভবদ্ভিরুদায়ুধৈঃ।
নরকরিপুণা সার্দ্ধং তেষাং সভীম-কিরীটিনা-
ময়মহমসৃঙ্মেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিম্॥" [বেণীসংহারঃ] ইতি।

অত্র পিতৃবধজনিতামর্ষেণাশ্বত্থাম্না রৌদ্ররস আবিষ্কৃতঃ। অথ ভয়ানকস্যোদাহরণম্—

"ঘোরমম্ভোধরধ্বানং নিশম্য ব্রজবালকাঃ।
মাতুরঙ্কে নিলীয়ন্তে সকম্প-বিকৃতস্বরাঃ॥" ইতি।

তৃতীয়মুদাহরণন্তু সহৃদয়ৈঃ সুধীভিরেবানুসন্ধেয়মিতি॥ ৬৬॥ ৩০॥

কামজে দ্বে রতী শোকঃ প্রীতি-ভী-বিস্ময়াস্তথা।
উৎসাহো যদি দানে চ, ভগবদ্বিষয়া অমী॥ ৬৭॥ ৩১॥

সরলার্থঃ। ইদানীং ভগবদ্বিষয়ে সম্ভাব্যমানোদয়ান্ ভাবান্ বিশিষ্য নির্দ্দিশতি—"কামজে"

রৌদ্র ও ভয়ানক রসমাত্র প্রকাশ পায়, আর যেখানে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের মিশ্রণে দ্বেষ জন্মে, সেখানে রৌদ্রভয়ানক রস আবির্ভূত হয়। সুবুদ্ধি লোক অল্প পরিমাণেও ঐ উভয় রস আস্বাদন করিবে না; কারণ, উহা হইতেছে প্রীতির বিরোধী বা অন্তরায়।

অভিপ্রায় এই যে, যেখানে কেবল ঈর্ষ্যা হইতেই দ্বেষ উৎপন্ন হয়, সেখানে শুদ্ধ 'রৌদ্ররস' আবির্ভূত হয়, এবং যেখানে কেবল ভয়বশতঃ দ্বেষবুদ্ধি জন্মে, সেখানে শুদ্ধ 'ভয়ানক' রস প্রকটিত হয়, আর যেখানে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সম্মিশ্রণে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, সেখানে 'রৌদ্রভয়ানক' রস প্রাদুর্ভূত হয়। এসকল রসে বিমল প্রীতিলাভ সম্ভবপর হয় না; এইজন্য ভক্তগণের পক্ষে চিত্ত-বিক্ষেপকর উক্ত রস আস্বাদন করা সঙ্গত নহে॥ রৌদ্ররসের উদাহরণ যথা—

[দ্রোণাচার্য্য বধের পর কুপিত অশ্বত্থামার উক্তি—] তোমরা মর্য্যাদাহীন পশুপ্রায় যেসকল ধনুর্ধারী এই গুরুতর মহাপাপকর কর্ম্ম করিয়াছ, করিতে অনুমতি দিয়াছ, কিংবা দর্শন করিয়াছ, এই আমি তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনসহকারে সকলের রক্তমজ্জা ও মাংস দ্বারা দিগ্দেবতাগণের উপহার দিতেছি।' এখানে পিতৃবধজনিত ক্রোধপরবশ অশ্বত্থামার 'রৌদ্ররস' প্রকটিত হইয়াছে। অতঃপর 'ভয়ানক' রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—'ব্রজবাসী বালকগণ ভয়ঙ্কর মেঘধ্বনি শ্রবণকরিয়া কম্পিতকলেবরে বিকৃতস্বরে চীৎকার করত মাতার ক্রোড়ে লুকাইতেছে।' ইহার তৃতীয় উদাহরণ সহৃদয় পাঠকগণ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন॥ ৬৬॥ ৩০॥

ইতি। [সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভভেদেন] কামজে যে রতী, শোকঃ, তথা প্রীতির্ভী-বিস্ময়াঃ, দানে উৎসাহশ্চ, অমী (সপ্ত ভাবাঃ) যদি (সম্ভাবনায়াম্) ভগবদ্বিষয়া ভবন্তি, তদা আস্বাদ্যা ইত্যর্থঃ॥ ৬৭ ॥ ৩১ ॥

ব্যামিশ্রভাবরূপত্বং যান্ত্যেতে ক্ষীরনীরবৎ।
বিভাবাদিসমাযোগে তথা ভক্তিরসা অপি॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্তানাং ভাবানাং মিশ্ররূপত্বং ভক্তিরূপত্বং চাহ—"ব্যামিশ্র" ইতি। এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ রত্যাদ্যাঃ ভাবাঃ) বিভাবাদিসমাযোগে (বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাবৈঃ সহ সম্বন্ধে সতি) ক্ষীর-নীরবৎ ব্যামিশ্ররূপত্বং (অন্যোন্যমিশ্ররসত্বং) যান্তি (পৃথক্‌প্রতীত্যর্হা ন ভবন্তীত্যর্থঃ), তথা ভক্তিরসা অপি ভবন্তীত্যর্থঃ।

ক্ষীর-নীরয়োঃ সম্মিশ্রণে সতি যথা রসবিশেষপ্রতীতাবপি পৃথক্তয়া নির্দ্দেষ্টুং ন শক্যতে, তথা এতেষাং মিশ্রণেঽপি কোঽপ্যনির্ব্বচনীয়ো রসোঽভিব্যজ্যত এব, ভগবদ্বিষয়কতয়া প্রবৃত্তৌ তু কেবলং ভক্তিরসত্বমুপজায়তইতি বিশেষঃ॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর ভগবদ্বিষয়ে যে সকল ভাবের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়, বিশেষ করিয়া সেই সকল 'ভাব' নির্দ্দেশ করিতেছেন—"কামজে" ইত্যাদি। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে দুইপ্রকার কামজ রতি, শোক, প্রীতি (সখ্য), ভয়, বিস্ময় এবং দানবিষয়ে উৎসাহ, এই সাতটী 'ভাব' ভগবদ্বিষয়েও হইতে পারে (১)॥ ৬৭ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ। উল্লিখিত ভাবসমূহ যে, রসান্তরমিশ্রিতও হইতে পারে, এবং ভক্তিরসরূপও হইতে পারে, এখন তাহা বলিতেছেন—"ব্যামিশ্র" ইত্যাদি।

উপরি উক্ত রতিপ্রভৃতি ভাবসমূহ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহিত মিলিত হইয়া—ক্ষীর-নীরবৎ ব্যামিশ্ররূপে প্রকাশিত হয়। দুগ্ধে জল মিশ্রিত হইলে যেমন ঐ উভয়কে পৃথক্ করিয়া আস্বাদন করা যায় না, মিশ্রিত ভাবেই আস্বাদন করিতে হয়, উক্ত ভাবসমূহের আস্বাদনও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে। কখনও আবার উক্ত ভাবগুলি ভক্তি-রসরূপেও আস্বাদিত হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে যেমন তদুভয়ের আস্বাদনে একটা বিশেষত্ববোধ থাকিলেও জলের রস ও দুগ্ধের রস পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি উক্ত ভাবগুলির পরস্পর সম্মিশ্রণে একটা অনির্ব্বচনীয় রসাভিব্যক্তি হইলেও পৃথক্ করিয়া আস্বাদন করিতে পারা যায় না, কিন্তু এইসকল ভাবই যখন ভগবদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহারাই আবার শুদ্ধ ভক্তিরসরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে॥ ৬৮ ॥ ৩২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—ব্রজগোপীগণের ভগবদ্বিষয়ে দুইপ্রকার রতিই ছিল। নন্দপ্রভৃতির শোক হইয়াছিল, উদ্ধবপ্রভৃতির প্রীতি ছিল, কংসের ভয় ছিল, অর্জুনপ্রভৃতির বিস্ময় হইয়াছিল এবং বলিপ্রভৃতির দানকালীন উৎসাহ ছিল। এইরূপ উদাহরণ আরও যথেষ্ট আছে।

শৃঙ্গারঃ করুণো হাস্যস্তথা প্রীতির্ভয়ানকঃ।
অদ্ভুতো যুদ্ধবীরশ্চ দানবীরশ্চ মিশ্রিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ ৩৩ ॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং যথোক্তানেব রসান্ নামতোনির্দ্দিশতি—"শৃঙ্গারঃ" ইতি। শৃঙ্গারঃ (রতিস্থায়িভাবকঃ), করুণঃ (শোকাদিস্থায়িভাবকঃ), হাস্যঃ (হাসস্থায়িভাবকঃ), তথা প্রীতিঃ (সখ্যরূপা), ভয়ানকঃ (ভয়স্থায়িকঃ), অদ্ভুতঃ (বিস্ময়স্থায়িকঃ), যুদ্ধবীরঃ (যুদ্ধোৎসাহস্থায়িকঃ) দানবীরঃ (দানোৎসাহস্থায়িকঃ) চ, [এতে] মিশ্রিতাঃ (ভাবান্তর-সম্পর্কাৎ মিশ্ররূপা ভবন্তীত্যর্থঃ)।

তত্র শৃঙ্গারঃ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভভেদেন দ্বিবিধঃ। তত্র সম্ভোগো যথা—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ,
নক্তং, ভীরুরয়ং, ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমম্,
রাধা-মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥" [গীতগোবিন্দম্]

বিপ্রলম্ভস্তু "যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি, বিপ্রলম্ভোঽসৌ" ইত্যুক্তলক্ষণঃ। সচ পূর্ব্বরাগ-মান-প্রবাস-মরণপ্রযুক্তত্বাৎ চতুর্ব্বিধঃ। কেচিত্তু অভিশাপ-বিরহের্ষ্যা-প্রবাস-কোপ প্রভবতয়া পঞ্চবিধমমন্যাহুঃ। বস্তুতস্তু পঞ্চানামপ্যেষাং যথোক্তচতুষ্কে যথাযথমন্তর্ভাবান্ন চাতুর্ব্বিধ্যক্ষতিরিতি জ্ঞেয়ম্। ক্রমেণোদাহরণানি—

টীকানুবাদ। অতঃপর উক্ত রসগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন—"শৃঙ্গারঃ" ইতি। রতিপ্রযুক্ত শৃঙ্গার রস, শোকমূলক করুণ রস, হাসপ্রযুক্ত হাস্য রস, প্রীতি অর্থাৎ সখ্যরস, ভয়মূলক ভয়ানক রস, বিস্ময়প্রযুক্ত অদ্ভুত রস, যুদ্ধোৎসাহ জনিত যুদ্ধবীর রস, দানোৎসাহ-ঘটিত দানবীর রস, এ সমস্ত রসই মিশ্ররস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার ভাবের সম্বন্ধ থাকায় মিশ্ররস-রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

উক্ত শৃঙ্গার রস দুইপ্রকার—সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ। তন্মধ্যে সম্ভোগশৃঙ্গার যথা—[নন্দমহারাজ শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—] 'হে রাধে, নিবিড় মেঘে আকাশমণ্ডল মলীন, তমাল তরুরাশিতে বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রি কাল, এই শিশু শ্রীকৃষ্ণও ভয়ে কাতর; অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। নন্দমহারাজের এইপ্রকার আদেশক্রমে প্রস্থিত (চলিত) শ্রীরাধা ও শ্রীমাধবের যমুনাতীরে পথিস্থিত কুঞ্জকাননে অনুষ্ঠিত গুপ্তক্রীড়ার আর তুলনা নাই।" ইতি

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের লক্ষণ এই যে, যেখানে পূর্ণমাত্রায় রতি বিদ্যমান থাকিতেও অভিলষিত জনের প্রাপ্তি না হয়, সেখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়।' বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণমিশ্রিত। কেহ কেহ অভিলাষ, বিরহ, ঈর্ষা, প্রবাস ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বিপ্রলম্ভকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই বিভাগগুলি উক্ত চারিপ্রকার বিভাগেরই অন্তর্নিবিষ্ট বিধায় বিপ্রলম্ভের চাতুর্ব্বিধ্যে কোন বাধা হইতেছে না।

কথমীক্ষে কুরঙ্গাক্ষীং সাক্ষাল্লক্ষ্মীং মনে
ইতি চিন্তাকুলঃ কান্তো নিদ্রাং নৈতি নিশীথিনী

অত্র কাঞ্চিন্নায়িকামভিলষতো নায়কস্য পূর্ব্বরাগঃ সূচিতঃ। "বালে, নাথ, বিমুঞ্চ মানিনি রুষম্" ইত্যাদৌ তু মানঃ।

"চিন্তাভিঃ স্তিমিতং মনঃ, করতলে লীনা কপোলস্থলী,
প্রত্যূষ-ক্ষণদেশপাণ্ডু বদনং শ্বাসৈকখিন্নোঽধরঃ।
অন্তঃশীকরপদ্মিনী-কিসলয়ৈর্নৈপৈতি তাপঃ শমম্,
কোঽস্যাঃ প্রার্থিতদুর্লভোঽস্তি সহতে দীনাং দশামীদৃশীম্॥"

অত্র প্রোষিতভর্তৃকায়াঃ কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া দশাবিশেষো বর্ণিতঃ।

"অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥" [উত্তর রামচরিতম্]

অত্র সীতাবিরহিণো রামস্য করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গার উপক্ষিপ্তঃ। তত্তদ্বিশেষোদাহরণানি তু স্বয়মূহনীয়ানি, বিস্তরভয়ান্নেহোদাহ্রিয়ন্তে॥ ৬৯॥ ৩৩॥

এ সকলের ক্রমিক উদাহরণ এই—

'কামের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা এই কুরঙ্গনয়নাকে আমি কিরূপে দর্শন করিব, নায়ক এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিতেছেন।' এখানে কোনও নায়িকার প্রতি অভিলাষ বশতঃ নায়কের পূর্ববিরাগ হইয়াছে। মান-জনিত বিপ্রলম্ভের উদাহরণ—পূর্ব্বপ্রদর্শিত—"বালে নাথ, মানিনি রুষম্" ইত্যাদি। প্রবাসের উদাহরণ যথা—'মন চিন্তায় জড়ীভূত, গণ্ডস্থল করতলে ন্যস্ত, মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন শশধরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, অধর দীর্ঘশ্বাসে ম্লান, এবং তাপ এতই প্রবল যে, জলার্দ্র নলিনীদলেও প্রশমিত হইতেছে না; এমন কোন দুর্লভ পুরুষ এই নায়িকার প্রার্থনীয় আছে, যে পুরুষ ইহার এই প্রকার দুর্দ্দশা সহ্য করিতেছে?' এখানে কোন এক নায়িকার প্রবাসগত নায়কের জন্য উক্ত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

'অসীম গাম্ভীর্য্যবশতঃ রামচন্দ্রের করুণরস অর্থাৎ করুণবিপ্রলম্ভ পুটপাকের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া—তীব্র যাতনা প্রদান করিতেছে (১)।' এখানে সীতাবিরহী রামচন্দ্রের করুণবিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলের অন্যান্য বিশেষ উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে, গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে এখানে আর সে সকলের উদাহরণ প্রদত্ত হইল না॥ ৬৯॥ ৩৩॥

(১) তাৎপর্য্য—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য পুটপাকের ব্যবহার করিয়া থাকে। মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। সেই মৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থিত ঔষধে যে তাপ লাগে, সে তাপ বাহিরে প্রকট না হইলেও ভিতরে ভিতরে অতি তীব্রতা ধারণ করে। রামচন্দ্রের অন্তস্তাপও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল।

শুদ্ধা চ বৎসলরতিঃ প্রেয়োরতিরিতি ত্রয়ী।
ভাবান্তরামিশ্রিতত্বাদমিশ্রা রতিরুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

সরলার্থঃ। অথ তদ্ব্যতিরেকেণামিশ্রা রতীরাহ—"শুদ্ধা চ" ইতি। শুদ্ধা (ভাবান্তরৈরসংকীর্ণা রতিঃ), বৎসলরতিঃ (বাৎসল্যমূলকা রতিঃ), প্রেয়োরতিঃ (পূর্বোক্তা) ইতি (ইত্থং) ত্রয়ী (ত্রিবিধা) রতিঃ (রতিনামকঃ স্থায়ী ভাবঃ) ভাবান্তরামিশ্রিতত্বাৎ (রতিবিরোধিভিঃ ভাবৈঃ অমিশ্রিতত্বাৎ হেতোঃ) অমিশ্রা (বিশুদ্ধা) উচ্যতে [রসজ্ঞৈরিতি শেষঃ] ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ানিতি ভক্তিরসাস্ত্রয়ঃ।
রসান্তরামিশ্রিতাস্তে ভবন্তি পরিপুষ্কলাঃ ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

সরলার্থঃ। রতেস্ত্রৈবিধ্যেন ভক্তিরসস্যাপি ত্রৈবিধ্যমাহ—"বিশুদ্ধঃ" ইতি। বিশুদ্ধঃ, বৎসলঃ, প্রেয়ান্—ইতি (ইত্থং) ত্রয়ঃ (ত্রিপ্রকারা যে ভক্তিরসাঃ), তে চ রসান্তরামিশ্রিতাঃ (রসান্তরেণ অসংকীর্ণাঃ) পরিপুষ্কলাঃ (তথাবিধাস্বাদপ্রচুরাঃ) ভবন্তি। অত্র স্থায়িভাবস্য রতের্বিশুদ্ধত্বেন বৎসলত্বেন প্রেয়স্ত্বেন চ তত্তৎস্থায়িকস্য ভক্তিরসস্যাপি যথাক্রমং বিশুদ্ধত্বং, বৎসলত্বং, প্রেয়স্ত্বং চ বোধ্যম্। তথা স্থায়িভাবস্য রতের্ভাবান্তরামিশ্রিতত্বেন তদধীন-ভক্তিরসস্যাপি রসান্তরামিশ্রিতত্বং পুষ্কলত্বং চ সিধ্যতীতি ভাবঃ। তত্র বিশুদ্ধো ভক্তিরসো যথা—

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিত-শারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥" [কুন্দমালায়াম্]

টীকানুবাদ। এখন অমিশ্রা রতিসমূহ প্রদর্শন করিতেছেন—"শুদ্ধা চ" ইত্যাদি। এক শুদ্ধা রতি—যাহা অপরাপর ভাবের সহিত মিশ্রিত নহে, দ্বিতীয় বৎসলরতি অর্থাৎ বাৎসল্য-মূলক রতি, তৃতীয় হইতেছে—প্রেয়োরতি, এই তিনপ্রকার রতিই বিরোধী ভাবের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় অমিশ্রা রতি নামে কথিত হয় ॥ ৭০ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ। রতিভাব তিনপ্রকার বলিয়া তদনুগত ভক্তিরসেরও ত্রিবিধভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"বিশুদ্ধঃ" ইতি। বিশুদ্ধ, বৎসল ও প্রেয়ান্ এই তিনপ্রকার ভক্তিরসই পূর্ণমাত্রায় পুষ্টিলাভ করে; কারণ ঐ তিনটীতে অপর কোনও রসের সংস্পর্শ থাকে না।

অভিপ্রায় এই যে, রতি হইতেছে ভক্তিরসের স্থায়িভাব। সেই রতির বিশুদ্ধত্ব বৎসলত্ব ও প্রেয়োরূপত্ব নিবন্ধন তন্মূলক ভক্তিরসও যথাক্রমে বিশুদ্ধ, বৎসল ও প্রেয়োনামে অভিহিত হয়, এবং রতিনামক স্থায়িভাবটী অপর কোনও ভাবের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় তন্মূলক ভক্তিরসও অপর রসের সহিত মিশ্রিত হয় না; এইজন্য উক্ত তিনপ্রকার ভক্তি-রসকে পুষ্কল বলা হইল। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উদাহরণ যথা—

বৎসলভক্তিরসো যথা—"পর্য্যঙ্কসংস্থিতমিতস্তত ঈক্ষমাণম্,
পাদাবুজম্বুজবদনে বিনিবেশয়ন্তম্।
স্নেহম্ তস্তনমুখী ব্রজরাজপত্নী,
কৃষ্ণং স্তনন্ধয়মগাৎ পরিলালয়ন্তী॥"

প্রেয়োভক্তিরসো যথা—"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি॥" [ভগবদ্গীতা] ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

শৃঙ্গারো মিশ্রিতত্বেঽপি সর্ব্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
তীব্র-তীব্রতরত্বং তু রতেস্তত্রৈব বীক্ষ্যতে ॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

সরলার্থঃ। শৃঙ্গারমেব পুনর্বিশিষ্য নির্দ্দিশতি—"শৃঙ্গারঃ" ইতি। শৃঙ্গারঃ (তদাখ্যো রসঃ) মিশ্রিতত্বে অপি (রসান্তরসংসৃষ্টত্বে সত্যপি) সর্ব্বেভ্যঃ (কেবলসংকীর্ণ-মিশ্রিতাদিভ্যঃ) বলবত্তরঃ (অতিশয়েন বলবান্—সর্ব্বানতিক্রম্য প্রবলো ভবতীত্যর্থঃ)। [যতঃ] তত্র (শৃঙ্গারে) এব রতেঃ (স্থায়িভাবস্য) তীব্র-তীব্রতরত্বং, (উপলক্ষণঞ্চৈতৎ তীব্রতমত্বস্য,—মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বং) বীক্ষ্যতে। তত্র সম্ভোগে রতেস্তীব্রতা বিপ্রলম্ভে তীব্রতরতা, পূর্ব্বরাগে চ তীব্রতমতা ভবতীতি বিশেষঃ॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

[একজন ভক্ত বলিতেছেন—] হে নরকবারণ কৃষ্ণ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা নরকে আমার যথেচ্ছ বাস হয় হউক, [আমার প্রর্থনা এই যে,] আমি যেন মৃত্যুকালেও শারদীয় পদ্ম অপেক্ষাও সুন্দর তোমার চরণদ্বয় চিন্তা করিতে পারি।'

বৎসলভক্তিরসের উদাহরণ—"পর্য্যঙ্কে শয়ান, ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপকারী, এবং নিজের চরণকমল নিজ বদনারবিন্দমধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন, এমন অবস্থায় ব্রজরাজপত্নী যশোদা স্তন্যপায়ী শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদরপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন।'

প্রেয়োভক্তিরসের উদাহরণ—তোমাকে সখা মনে করিয়া আমি যে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তাহা তোমার এইরূপ মহিমা না জানায় এবং অনবধানতা বশতঃ অথবা প্রণয়ে করিয়াছি।' ইতি ॥ ৭১ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ। এখন "শৃঙ্গারঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় শৃঙ্গার রসেরই বিশেষভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। শৃঙ্গার রস অপরাপর রসের সহিত মিলিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত 'কেবলসংকীর্ণ-মিশ্রিত' প্রভৃতি সকল রস অপেক্ষা অধিক বলশালী, অর্থাৎ শৃঙ্গার রস অপর সকল রসকে পরাভূত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কারণ, শৃঙ্গার রসেই রতিভাবের তীব্রত্ব ও তীব্রতরত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সম্ভোগস্থলে রতির তীব্রতা, বিরহস্থলে তীব্রতরতা, আর পূর্ব্বরাগের স্থলে তীব্রতমতা ঘটিয়া পাকে॥ ৭২ ॥ ৩৬ ॥

কেচিৎ কেবলসংকীর্ণাঃ কেচিৎ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ।
কেচিৎ কেবলমিশ্রাশ্চ শুদ্ধাশ্চ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং রসানাং চাতুর্ব্বিধ্যং দর্শয়তি "কেচিৎ" ইতি। কেচিৎ (রসাঃ) কেবল-সংকীর্ণাঃ, কেচিৎ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ, কেচিৎ কেবলমিশ্রাঃ চ, শুদ্ধাঃ চ। [এবঞ্চ রসাঃ] চতুর্ব্বিধাঃ স্যুঃ (ভবন্তীত্যর্থঃ)।

তত্র রতের্ভাবান্তরসংযোগে কেবলসংকীর্ণত্বম্, ভাবান্তরসংকীর্ণত্বে সতি ভগবদালম্বনত্বে সংকীর্ণ-মিশ্রিতত্বম্, ভগবদালম্বনত্বে সত্যপি ভাবান্তরসম্বন্ধে কেবলমিশ্রিতত্বম্, ভাবান্তরাসংযোগে সতি কেবলভগবদালম্বনত্বে শুদ্ধত্বমিতি ভেদঃ ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

তত্র কেবলসংকীর্ণা রৌদ্রো রৌদ্রভয়ানকঃ।
ধর্ম্মবীরো দানবীরো বীভৎসঃ শান্ত ইত্যপি ॥ ৭৪ ॥ ৩৮ ॥
মিশ্রা এবান্যবিষয়াঃ প্রোক্তাঃ সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ।
ভগবদ্বিষয়াস্তে তু খ্যাতাঃ কেবলমিশ্রিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ ৩৯ ॥
শুদ্ধাস্ত্রয়ঃ পুরৈবোক্তাঃ সংকীর্য্যন্তে ন কেনচিৎ।
এবং নিরূপিতা ভক্তিঃ সংক্ষেপাদুচ্যতে পুনঃ ॥ ৭৬ ॥ ৪০ ॥

সরলার্থঃ। উক্তানেব ভেদান্ বিভজ্য দর্শয়তি—"তত্র" ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। তত্র (তেষু বিভাগেষু মধ্যে) রৌদ্রঃ, রৌদ্রভয়ানকঃ, ধর্ম্মবীরঃ, দানবীরঃ, বীভৎসঃ, শান্তঃ, ইতি (এতে) অপি কেবলসংকীর্ণাঃ, [ভগবদালম্বনাঃ] মিশ্রাঃ এব অন্যবিষয়াঃ (ভগবদ্ভিন্নালম্বনাঃ সন্তঃ) সংকীর্ণ-মিশ্রিতাঃ প্রোক্তাঃ, তে (যথোক্তা ভাবাঃ, তু (পুনঃ) ভগবদ্বিষয়াঃ (ভগবন্মাত্রালম্বনাঃ সন্তঃ)

টীকানুবাদ। এখন "কেচিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে রসের চারিপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন। কোন কোন রস 'কেবলসংকীর্ণ', কোন কোন রস 'সংকীর্ণমিশ্রিত', কোন কোন রস 'কেবলমিশ্রিত', এবং কোন কোন রস 'শুদ্ধ' বলিয়া বিখ্যাত, এই প্রকারে উক্ত রস চতুর্বিধ বিভাগ প্রাপ্ত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, যেখানে রতিভাব অপরাপর ভাবের সহিত মিলিত থাকে, সেখানে হয় কেবলসংকীর্ণ, যেখানে অপর ভাবের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ভগবান্ অবলম্বিত হন, সেখানে হয় সংকীর্ণমিশ্রিত, আর ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়াও যেখানে অন্য ভাবের সহিত সংযুক্ত থাকে, সেখানে হয় কেবলমিশ্রিত, আর যেখানে অন্য কোনও ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না—কেবল ভগবান্‌ই আলম্বন হন, সেখানে হয় 'শুদ্ধ' রস ॥ ৭৩ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ। এখন পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিষয়কেই বিশদ করিয়া "তত্র" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত ভেদচতুষ্টয়ের মধ্যে রৌদ্ররস, রৌদ্রভয়ানক রস,

কেবলমিশ্রিতাঃ প্রোক্তাঃ (বিদ্বদ্ভিঃ কথিতেত্যর্থঃ)। পুরা (প্রথমমেব) উক্তাঃ এয়ঃ শুদ্ধাঃ (ভাবাঃ) কেনচিৎ (ভগবদন্ত্যভাবেন) ন সংকীর্য্যন্তে (সংকীর্ণতাং নাপদ্যন্তইত্যর্থঃ)। এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) ভক্তিঃ সংক্ষেপাৎ নিরূপিতা (স্বরূপ-সাধন-বিভাবাদিভিঃ প্রদর্শিতা)। পুনঃ উচ্যতে (প্রকারান্তরেণ ভক্তির্নিরূপ্যত ইত্যর্থঃ)।

অয়মাশয়ঃ—যথোক্তা রৌদ্রাদি-শান্তাবসানা রসাঃ খলু যদানেকালম্বনাঃ স্যুঃ, তদা কেবল সংকীর্ণা আখ্যায়ন্তে; পৃথগালম্বনত্বে সতি সংকীর্ণমিশ্রিতাঃ, অন্যালম্বনত্বে সত্যপি ভগবদালম্বনত্বে কেবলমিশ্রিতাঃ, ভগবন্মাত্রালম্বনত্বে তু শুদ্ধা এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৪—৭৬ ॥ ৩৮—৪০ ॥

রাজসী তামসী শুদ্ধসাত্ত্বিকী মিশ্রিতা চ সা।
ঈর্ষ্যাজ-দ্বেষজাদ্যা স্যাদ্ ভয়জ-দ্বেষজা পরা ॥ ৭৭ ॥ ৪১ ॥
হর্ষজা শুদ্ধসত্ত্বোত্থা কাম-শোকাদিজেতরা।
সত্ত্বজত্বে তু সর্ব্বাসাং গুণান্তরকৃতা ভিদা ॥ ৭৮ ॥ ৪২ ॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং ভক্তেঃ প্রকারভেদান্ দ্বাভ্যামাহ—"রাজসী" ইত্যাদি। সা (ভক্তিঃ) রাজসী (রজঃপ্রধানা), তামসী (তমঃপ্রধানা), শুদ্ধসাত্ত্বিকী (রজস্তমোভ্যামনভিভূত-সত্ত্বপ্রধানা), মিশ্রিতা (গুণপ্রধানভাবেন ত্রিগুণাত্মিকা)। [তত্র] আদ্যা (রাজসী) ঈর্ষ্যাজ-দ্বেষজা স্যাৎ (ঈর্ষ্যাজনিত-দ্বেষতঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ), অপরা (তামসী) ভয়জ-দ্বেষজা (ভয়জনিত-দ্বেষপ্রসূতা), [তৃতীয়া] হর্ষজা শুদ্ধসত্ত্বোত্থা (হর্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্বগুণাৎ জায়তে), ইতরা (মিশ্রিতা চ)

ধর্ম্মবীর, দানবীর, বীভৎস ও শান্ত, এই কয়েকটী রস হয় 'কেবলসংকীর্ণ', আর মিশ্ররস সমূহই যদি ভগবদ্ভিন্ন অপরাপর বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহারা হয় 'সংকীর্ণমিশ্রিত', উহারাই আবার ভগবদ্বিষয়ে হইলে 'কেবলমিশ্রিত' নামে কথিত হয়, আর তিনপ্রকার শুদ্ধরসের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহারা অপর কোনও রসের সহিত মিশ্রিত হয় না। এই প্রকারে স্বরূপ সাধন ও ভেদ- নির্দ্দেশপূর্ব্বক রসের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এখন পুনরায় প্রকারান্তরে আবার রসের কথা বলা হইতেছে।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত রৌদ্ররস হইতে শান্তরসপর্য্যন্ত রসসমূহ যখন অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তখন কেবলসংকীর্ণ নামে প্রখ্যাত হয়, যখন পৃথক্ পৃথক্ বিষয় অবলম্বন সত্ত্বেও ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন হয় সংকীর্ণ-মিশ্রিত, ভগবান্‌কে আলম্বন করিয়াও যখন অপর বিষয়কে অবলম্বন করে, তখন সেই মিশ্ররসসমূহ হয় কেবলমিশ্রিত, আর যখন কেবলই ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া ঐ রস উৎপন্ন হয়, তখন হয় শুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭৪ ॥ ৭৬ ॥ ৩৮—৪০ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর "রাজসী" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে প্রকারান্তরে ভক্তিরসের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ ভক্তি চারিপ্রকার—রাজসী, তামসী, শুদ্ধসাত্ত্বিকী ও

কাম-শোকাদিজা (কামশোকাদিভ্যো হেতুভ্যো জায়তে। অত্র আদিপদেন ভয়স্নেহাদি গৃহ্যতে)। সর্ব্বাসাং (ভক্তীনাং) সত্ত্বজত্বে (সাত্ত্বিকত্বে সত্যপি) তু গুণান্তরকৃতা ভিদা (গুণান্তরস্য গুণপ্রধান-ভাবেন রাজসত্বাদিনা ভেদো ভবতীত্যর্থঃ)।

অত্রেদমবধেয়ম্—যদ্যপি সর্ব্বাসামেব চিত্তবৃত্তীনাং ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিজন্যতয়া ত্রৈগুণ্যাবিশেষাৎ রাজসীত্যাদিবিভাগো নোপপদ্যতে, তথাপি গুণানামন্যোন্যাভিভাবকত্বনিয়মাৎ যত্র যস্য গুণস্য প্রাধান্যম্, তত্র তন্নাম্নৈব ব্যবহারঃ সম্পদ্যতে, ইতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্॥ ৭৭—৭৮॥ ৪১—৪২॥

তত্র তে রতিতাং নৈব যাতঃ সুখবিরোধতঃ।
রতিশব্দং তু ভজতঃ সুখময্যৌ পরে দ্রুতী॥ ৭৯॥ ৪৩॥

সরলার্থঃ। অত্র বিশেষমাহ—'তত্র' ইত্যাদিনা। তত্র (তাসু চিত্তবৃত্তিরূপাসু ভক্তিষু) তে (রাজসী-তামস্যৌ চিত্তদ্রুতী) সুখবিরোধতঃ (দুঃখানুবিদ্ধ-দ্বেষানুষক্ততয়া বিমলানন্দপ্রতিকূলত্বাৎ) রতিতাং (রতিশব্দবাচ্যতাং) নৈব যাতঃ (নৈব প্রাপ্নুতঃ), "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" ইতি সূত্রয়তা পতঞ্জলি-নাপি দ্বেষস্য সুখবিরোধিদুঃখানুবিদ্ধত্বোক্তেঃ। পরে (শুদ্ধসাত্ত্বিকী-মিশ্রিতাখ্যে) তু দ্রুতী (চিত্তবৃত্তী) সুখময্যৌ (সত্ত্বোৎকর্ষজনিতত্বেনানন্দপ্রচুরে, অতএব) রতিশব্দং ভজতঃ (রতিপদবাচ্যে ভবত-ইত্যর্থঃ॥ ৭৯॥ ৪৩॥

মিশ্রিতা। তন্মধ্যে রজোগুণপ্রধানা ভক্তি রাজসী, তমোগুণপ্রধানা তামসী, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-প্রধানা শুদ্ধ-সাত্ত্বিকী, আর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রগুণসম্ভূতা মিশ্রিতা। তন্মধ্যে প্রথমা ভক্তি ঈর্ষ্যামূলক দ্বেষ হইতে হয়, দ্বিতীয়া তামসী ভক্তি ভয়জনিত দ্বেষ হইতে হয়, তৃতীয়া শুদ্ধসাত্ত্বিকী ভক্তি আনন্দপ্রধান সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, আর মিশ্রিতা ভক্তি কাম-শোকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। মূলে 'আদি' পদ থাকায় ভয়-স্নেহাদিকেও মিশ্রিতা ভক্তির কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও সত্ত্বগুণই সমস্ত ভক্তিরসের উপাদান, তথাপি অপর গুণদ্বয়ের সম্পর্কগত তারতম্যানুসারে উক্তপ্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, যদিও চিত্তবৃত্তিমাত্রই ত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং ভক্তির 'রাজসী তামসী' ইত্যাদি বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না সত্য, তথাপি গুণসমূহের পরস্পর বিমর্দ্দনস্বভাব বশতঃ যখন যে গুণ প্রবল হয়, তখন তদীয় কার্য্যমাত্রই তাহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে; এই নিয়মানুসারে ভক্তিসম্বন্ধে উক্ত প্রকার বিভাগ কল্পনা অসঙ্গত হইতেছে না॥ ৭৬-৭৭॥ ৪১—৪২॥

টীকানুবাদ। এখন এসম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। চিত্তবৃত্তিরূপ উক্ত ভক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ভক্তিদ্বয় (রাজসী ও তামসী) স্বভাবতই দুঃখজনক দ্বেষানুবিদ্ধ; এইজন্য উহারা বিমল আনন্দলাভের অত্যন্ত প্রতিকূল; এই কারণে উহারা রতিভাব প্রাপ্ত হয় না; দ্বেষ যে দুঃখজনক, তাহা পতঞ্জলি মুনিও "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" (দ্বেষমাত্রই

ভক্তিশ্চতুর্বিধাপ্যেষা ভগবদ্বিষয়া স্থিরা।
দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ৈকৈকফলা ভক্তিস্ত্রিধা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

সরলার্থঃ। পুনরপি ভক্তেঃ প্রকারান্তরেণ ত্রৈবিধ্যমাহ—"ভক্তিঃ" ইতি। এষা (পূর্ব্বমুদ্দিষ্টা) ভগবদ্বিষয়া চতুর্ব্বিধা ভক্তিঃ অপি স্থিরা সতী দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা, একৈকফলা (দৃষ্টমাত্রফলা, অদৃষ্টমাত্রফলা চ ভবতি), [অতঃ] ভক্তিঃ ত্রিধা (ত্রিবিধা) ভবেদিত্যর্থঃ। অগ্রে চৈতৎ স্পষ্টীকরিষ্যতে ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

রাজসী তামসী ভক্তিরদৃষ্টফলমাত্রভাক্।
দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা মিশ্রিতা ভক্তিরিষ্যতে ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

সরলার্থঃ। তদেব ত্রৈবিধ্যং বিভজ্য দর্শয়ন্নাহ—"রাজসী" ইতি। রাজসী তামসী চ ভক্তিঃ অদৃষ্টফলমাত্রভাক্ (কেবলমদৃষ্টং ফলং অভ্যুদয়-ভগবৎপ্রসাদাদি জনয়তীত্যর্থঃ। মিশ্রিতা ভক্তিঃ পুনঃ দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা (দৃষ্টফলং লোকপ্রতিষ্ঠা-সুখাদি, অদৃষ্টফলং অভ্যুদয়-ভগবৎপ্রসাদাদি, তদুভয়করী) ইষ্যতে (কাম্যতে ভক্তৈরিতিশেষঃ) ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

শুদ্ধসত্ত্বোদ্ভবাপ্যেবং সাধকেষস্মদাদিষু।
দৃষ্টমাত্রফলা সা তু সিদ্ধেষু সনকাদিষু ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

দুঃখের অনুগত) এইসূত্রে দ্বেষকে সুখবিরোধী দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুদ্ধসাত্ত্বিকী ও মিশ্রিতা চিত্তবৃত্তি কিন্তু কেবলই সুখময়ী, অর্থাৎ পরমানন্দবহুলা; এই কারণে উহারা স্বভাবতই রতিপদবাচ্য হয় (১) ॥ ৭৯ ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ। পুনরায় ভক্তির প্রকারান্তরে বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"ভক্তি" ইত্যাদি। ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন এই চতুর্ব্বিধা ভক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, এক দৃষ্টাদৃষ্ট—উভয়ফলা, দ্বিতীয় দৃষ্টমাত্রফলা, তৃতীয় অদৃষ্টমাত্রফলা। পর শ্লোকে এসকলের বিবরণ প্রদত্ত হইবে ॥ ৮০ ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত ত্রিবিধ ভেদ এখন পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"রাজসী" ইত্যাদি। উক্ত রাজসী ও তামসী ভক্তির ফল কেবল অদৃষ্ট অর্থাৎ অভ্যুদয়াদি লাভ, মিশ্রিতা ভক্তির ফল—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থাৎ মিশ্রিতা ভক্তিতে দৃষ্ট ফল আনন্দ ও অদৃষ্ট ফল অভ্যুদয়াদি উভয়ই পাওয়া যায় ॥ ৮১ ॥ ৪৫ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—ভগবদ্বিষয়ে উপস্থিত মনের রাজসী ও তামসী বৃত্তি দুইটিকে আপাতজ্ঞানে ভক্তিরূপে ব্যবহার করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা ভক্তিমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য নহে; কারণ, রতিই ভক্তির স্থায়িভাব, ঐ দুইপ্রকার বৃত্তি যখন রতি বলিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে, তখন উহারা ভক্তিরসমধ্যেও গণ্য হইতে পারে না। অতএব ভক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তির রাজসী ও তামসী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক বৃত্তি সমুৎপাদনে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

সরলার্থঃ । দৃষ্টাদৃষ্টফলায়া দৃষ্টমাত্রফলায়াশ্চ পাত্রভেদং দর্শয়তি—"শুদ্ধ" ইতি। শুদ্ধসত্ত্বোত্থবা (রজস্তমোঽনভিভূতসত্ত্বসম্ভূতা ভক্তিঃ) অপি অস্মদাদিষু (অস্মদাদিবন্মধ্যমাধিকারিষু) সাধকেষু (সাধনাতৎপরেষু) এবং (দৃষ্টাদৃষ্টোভয়ফলা ভবতি), সিদ্ধেষু (জন্মতএব সিদ্ধিং প্রাপ্তেষু) সনকাদিষু (সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার-কপিলাদিষু) দৃষ্টমাত্রফলা, অদৃষ্টফলনিরপেক্ষত্বাৎ তেষামিতি ভাবঃ ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভক্তিঃ সুখব্যক্তের্বিধেরপি ।
নিদাঘ-দূনদেহস্য গঙ্গাস্নান-ক্রিয়া যথা ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

সরলার্থঃ । নম্বেকৈব ভক্তিঃ কথং দৃষ্টমদৃষ্টং চ ফলং জনয়তীত্যাহ—"দৃষ্টাদৃষ্ট" ইত্যাদি। সুখব্যক্তেঃ (ভক্তেঃ প্রত্যক্ষতঃ সুখোপলব্ধেঃ) বিধেঃ অপি ("তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাদিকাদ্ ভজনবিধায়কাৎ শাস্ত্রাচ্চ) ভক্তিঃ নিদাঘ-দূনদেহস্য (গ্রীষ্মসন্তপ্তবপুষো জনস্য) গঙ্গাস্নানক্রিয়া যথা, [তথা দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভবতীত্যর্থঃ]।

গঙ্গাস্নানং কুর্ব্বতো যথা তাপনিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং ফলং, তথা "পাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নায়াৎ" ইত্যাদিবিধিশাস্ত্রতঃ পাপনিবৃত্তিরপ্যদৃষ্টং ফলং কল্প্যতে, এবং ভক্তেরপি পরানন্দানুভূতির্দৃষ্টং ফলং, ভক্তিবিধায়কাৎ শাস্ত্রাদ্ অদৃষ্টমপি অভ্যুদয়ভগবৎপ্রসাদাদি ফলং পরিকল্প্যত ইতি ভাবঃ। নচ বাচ্যং তেষামপি "নিবৃত্ততর্ষৈ-বীতরাগানাং সনকাদীনাং পরমানন্দানুভূতির্দৃষ্টং ফলং কথং সম্ভবতীতি।

টীকানুবাদ। এখন দৃষ্টাদৃষ্টফলা ভক্তির ও কেবল দৃষ্টমাত্রফলা ভক্তির অধিকারী বা পাত্র বিশেষ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"শুদ্ধ" ইত্যাদি।

আমাদের ন্যায় যাহারা সাধক—সাধনায় রত—এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাহাদের সম্বন্ধে শুদ্ধসত্ত্বসম্ভূতা ভক্তিও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার ফল জন্মায়। আর যাহারা জন্ম-সিদ্ধ—সিদ্ধ অবস্থায়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও কপিল প্রভৃতি, তাঁহাদের সম্বন্ধে দৃষ্টমাত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে ; কারণ, নিস্পৃহত্বনিবন্ধন তাঁহাদের আর অদৃষ্ট ফল অভ্যুদয়াদি লাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮২ ॥ ৪৬ ॥

টীকানুবাদ। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, একই ভক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়প্রকার ফল সমুৎপাদন করে কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"দৃষ্টাদৃষ্ট" ইতি।

ভক্ত জনেরা যখন ভক্তিলাভে পরমানন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-গোচর দৃষ্টফল অস্বীকার করিতে পারা যায় না; তাহার পর শাস্ত্রেও যখন ভগবদ্ভজনার বিধান রহিয়াছে, তখন উহার অদৃষ্টফলও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; অতএব গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত ব্যক্তির গঙ্গাস্নানে যেমন উপস্থিত তাপনিবৃত্তি ও পুণ্যসঞ্চয়—উভয়প্রকার ফলই হইয়া থাকে, তেমনি ভক্তিতেও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-প্রাপ্তি অসম্ভব হয় না।

এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, সনকপ্রভৃতি ঋষিগণ যখন বীতরাগ—

রূপগীয়মানাৎ" "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ পরানন্দাত্মকভক্তিরসাস্বাদাবগমাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

রজস্তমোঽভিভূতস্য দৃষ্টাংশঃ প্রতিবধ্যতে।
শীতবাতাতুরস্যেব নাদৃষ্টাংশস্তু হীয়তে ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

সরলার্থঃ। রাজসী-তামস্যোর্দৃষ্টফলকত্বং বারয়তি—"রজঃ" ইত্যাদিনা। রজস্তমোঽভিভূতস্য (রজস্তমঃপ্রধানস্য সত্ত্বস্য) দৃষ্টাংশঃ (দৃষ্টফলভাগঃ) প্রতিবধ্যতে (বলবতা প্রারব্ধকর্ম্মণা বাধ্যত-ইত্যর্থঃ), অদৃষ্টাংশঃ তু (অদৃষ্টফলভাগঃ—মোক্ষাদিঃ পুনঃ) ন হীয়তে (ন বাধ্যতে, প্রারব্ধকর্ম্মণাং তত্রৌদাসীন্যাদিতিভাবঃ)। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—'শীতবাতাতুরস্যেব' ইতি। যথা শীতবাতৈঃ আর্ত্তস্য গঙ্গাস্নানেন তাৎকালিকং সুখমেব বাধ্যতে, ন পুনঃ পারলৌকিকং সুখম্, তথা ইহাপি দৃষ্টমাত্রং ফলং বাধ্যতে, ন পুনর্দ্দেহপাতোত্তরভাব্যং পরানন্দপ্রাপ্ত্যাদি বাধ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

তথৈব জীবন্মুক্তানামদৃষ্টাংশো ন বিদ্যতে।
স্নাত্বা ভুক্তবতাং ভূয়ো গঙ্গায়াং ক্রীড়তাং যথা ॥ ৮৫ ॥ ৪৯ ॥

সরলার্থঃ। অতঃ পরম্ অদৃষ্টমাত্রফলবিরোধস্য স্থলং দর্শয়তি—"তথৈব" ইতি। [যথা রজস্তমোঽভিভূতস্য অদৃষ্টাংশঃ প্রতিবধ্যতে] তথৈব জীবন্মুক্তানাং অদৃষ্টাংশঃ ন বিদ্যতে—যথা স্নাত্বা

নিতান্ত নিস্পৃহ, তখন তাহাদের পক্ষে পরমানন্দাস্বাদনরূপ দৃষ্টফলই বা সম্ভবপর হয় কিরূপে? কারণ, 'নারদাদি নিষ্কাম পুরুষেরাও তাঁহার গুণগান করেন।' এবং 'আত্মারাম (নিষ্কাম) মুনিগণ নিরহঙ্কার হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন' ইত্যাদি প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারাও পরমানন্দকর ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব সনকাদির পক্ষে দৃষ্টফল নির্দ্দেশ অসঙ্গত হয় না ॥ ৮৩ ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ। রাজসী ও তামসী রতি বা চিত্তবৃত্তি হইতে যে, দৃষ্টফল হয় না, তাহা এখন প্রদর্শন করিতেছেন—"রজঃ" ইত্যাদি। যে সত্ত্বাংশ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হয়, তাহার দৃষ্টাংশ অর্থাৎ ঐহিক আনন্দভোগ বাধিত হয়, অর্থাৎ প্রবল প্রারব্ধ কর্ম্মফলই তাহার আনন্দানুভূতি হইতে দেয় না, কিন্তু ঐপ্রকার অবস্থায়ও তাহার অদৃষ্টাংশ অর্থাৎ জন্মান্তরলভ্য অভ্যুদয় বা পরমানন্দভোগ বাধা প্রাপ্ত হয় না।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, শীতল বায়ুতে প্রপীড়িত কোন ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিলে, তাহার যেমন তৎকালে কোন তৃপ্তিলাভ না হইলেও তাহারও গঙ্গাস্নানজনিত পারলৌকিক ফল—স্বর্গাদি-ভোগ কখনই বাধিত হয় না, তেমনি রাজসী ও তামসী বৃত্তিস্থলে বর্ত্তমান দেহে আনন্দ-ভোগ না হইলেও দেহান্তরলভ্য ফলের কিছুমাত্র হানি হয় না ॥ ৮৪ ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর কেবল অদৃষ্টমাত্র ফলোৎপাদনে কোথায় বাধা আছে, তাহা প্রদর্শন

(জ্ঞানাৎ পরং) ভুক্তবতাং (কৃতভোজনানাং জনানাং) ভূয়ঃ (পুনরপি) গঙ্গায়াং ক্রীড়তাং (অবগাহমানানাং) অদৃষ্টাংশঃ (পুণ্যং) ন বিদ্যতে, তথেত্যর্থঃ) ॥ ৮৫ ॥ ৪৯ ॥

বর্ত্তমানতনুপ্রাপ্যং ফলং দৃষ্টমুদাহৃতম্।
ভাবিদেহোপভোগ্যং যৎ তদদৃষ্টমুদীরিতম্ ॥ ৮৬ ॥ ৫০ ॥

সরলার্থঃ। দৃষ্টাদৃষ্টফলয়োঃ স্বরূপং বিভজ্য নির্দ্দিশতি—"বর্ত্তমান" ইতি। বর্ত্তমানতনুপ্রাপ্যং বর্ত্তমানদেহভোগ্যং ফলং 'দৃষ্টম্' উদাহৃতম্, তথা ভাবিদেহোপভোগ্যং (পরজন্মনি উপভোগার্হং যৎ ফলং), তৎ 'অদৃষ্টম্' উদীরিতম্ (উক্তং বিদ্বদ্ভিরিত্যর্থঃ) ॥ ৮৫ ॥ ৫০ ॥

রজস্তমঃপ্রচণ্ডত্বে সুখব্যক্তিরসৎসমা।
তীব্রবায়ু-বিনিক্ষিপ্ত-দীপজ্বালেব ভাসতে ॥ ৮৭ ॥ ৫১ ॥
তস্মাৎ স্বয়ংপ্রভানন্দাকারাপি মতিসন্ততিঃ।
প্রতিবন্ধবশান্ন স্যাৎ সুখব্যক্তিপদাস্পদম্ ॥ ৮৮ ॥ ৫২ ॥

সরলার্থঃ। রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ ভক্তে রত্যনমুকূলত্বং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি—"রজস্তমঃ" ইত্যাদি-দ্বাভ্যাম্। রজস্তমঃপ্রচণ্ডত্বে (রজসস্তমসশ্চ প্রাবল্যে সতি) সুখব্যক্তিঃ—তীব্রবায়ুবিনিক্ষিপ্ত-দীপজ্বালা ইব (প্রচণ্ডবায়ুমধ্যবর্ত্তি-দীপশিখাবৎ) অসৎসমা (অস্পষ্টপ্রকাশা) ভাসতে, [অতস্তত্র রত্যুদ্বোধো ন ভবতীত্যর্থঃ]। (তস্মাৎ স্বয়ংপ্রভানন্দাকারা স্বপ্রকাশসুখরূপা) মতিসন্ততিঃ (জ্ঞানধারা) অপি

করিতেছেন—"তথৈব" ইতি। রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত সত্ত্বস্থলে যেমন দৃষ্ট ফলমাত্র বাধিত হয়, ঠিক তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কেবল অদৃষ্ট ফলমাত্র বাধিত হয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনর্জ্জন্ম না থাকায় জন্মান্তরভাবী কোন ফলই সম্ভবপর হয় না। একবার স্নানের পর ভোজন করিয়া পুনরায় গঙ্গায় বহুবার স্নান করিলেও যেমন অদৃষ্টফল পুণ্যসঞ্চয় হয় না, ইহাও তেমনই ॥ ৮৫ ॥ ৪৯ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর "বর্ত্তমান" ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল কাহাকে বলে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। বর্ত্তমান তনুপ্রাপ্য অর্থাৎ উপস্থিত দেহোপভোগ্য ফলকে 'দৃষ্টফল' বলা হইয়াছে, আর ভবিষ্যৎ দেহে অর্থাৎ পর জন্মে উপভোগ্য ফলকে 'অদৃষ্টফল' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ। এখন "রজস্তমঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে রাজসী ও তামসী ভক্তি যে, রতির অনুকূল নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

রজঃ ও তমোগুণ প্রবল থাকিলে, প্রচণ্ড বায়ুমধ্যবর্ত্তী দীপশিখার ন্যায় সুখ অসৎসম হয়, অর্থাৎ প্রবল বায়ুর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপের শিখা যেমন না থাকার মত মনে হয়, প্রবল

প্রতিবন্ধকবশাৎ (সুখপ্রতিকূল-রজস্তমোবাহুল্যাৎ) সুখব্যক্তিপদা[illegible] (সুখাভিব্যক্তিক্ষেত্রং) ন স্যাৎ (ন ভবেদিত্যর্থঃ)।
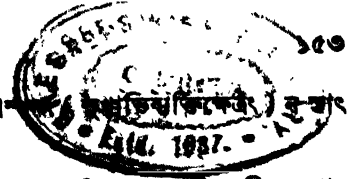
যদ্যপি জ্ঞানমাত্রমেব স্বপ্রকাশানন্দরূপতয়া সুখব্যক্তিপদাস্পদং ভবিতুমুচিতম্, তথাপি প্রতিবন্ধবশাৎ প্রচণ্ডবাতাক্ষিপ্তদীপশিখাবৎ ন সম্যগবভাসতে, অতএব চাসৎসমতয়া তদালম্বনং যদ্যপি ন সম্যক্ ভাসমিতুমলমিতি ন তত্র সুখাভিব্যক্তিরিতি সুষ্ঠুক্তং—"ন স্যাৎ সুখব্যক্তিপদাস্পদম্" ইতি ॥৮৭—৮৮॥৫১—৫২ ॥

রজঃপ্রবল-সত্ত্বাংশাদীর্ষ্যাজ-দ্বেষমিশ্রিতা।
মনোবৃত্তিঃ পরানন্দে চৈদ্যস্য ন সুখায়তে ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

সরলার্থঃ। রজঃপ্রধানায়া রতেরুদাহরণমাহ—"রজঃ" ইতি। রজঃপ্রবল-সত্ত্বাংশাৎ (রজোগুণাভিভূত-চিত্তগতসত্ত্বভাগাৎ) পরানন্দে (পরমানন্দস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে) [উদিতা] ঈর্ষ্যাজ-দ্বেষমিশ্রিতা (ঈর্ষ্যাজনিত-দ্বেষসমন্বিতা) মনোবৃত্তিঃ চৈদ্যস্য (শিশুপালস্য) ন সুখায়তে (ন সুখবৎ প্রতিভাতীত্যর্থঃ)। চৈদ্যস্যেতি প্রদর্শনমাত্রম্; সর্ব্বেষামপ্যেবমেব জ্ঞেয়মিতিভাবঃ ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

তমঃপ্রবল-সত্ত্বাংশাদ্ ভীতিজ-দ্বেষমিশ্রিতা ॥
মনোবৃত্তিঃ পরানন্দে কংসস্য ন সুখায়তে ॥ ৯০ ॥ ৫৪ ॥

সরলার্থঃ। তমঃপ্রধানায়া রতেরুদাহরণমাহ—"তমঃ" ইতি। তমঃপ্রবলসত্ত্বাংশাৎ পরানন্দে [উৎপন্না] ভীতিজদ্বেষমিশ্রিতা মনোবৃত্তিঃ কংসস্য ন সুখায়তে। তথাহি শ্রীভাগবতে—

"আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যত্তন্ময়ং জগৎ॥" ইতি ॥ ৯০ ॥ ৫৪ ॥

রজোগুণ ও তমোগুণের মধ্যপাতী সুখপ্রকাশও তেমনি অপ্রকাশের মতই মনে হয়। এই কারণে স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ জ্ঞানপ্রবাহও তদবস্থায় প্রতিপক্ষ রজঃ ও তমোগুণে বাধা ঘটায় বলিয়া সুখাভিব্যক্তি-যোগ্য হয় না।

যদিও জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত চিত্তবৃত্তিই সুখাকারা হওয়া উচিত হউক, তথাপি প্রবল বায়ুর মধ্যস্থিত দীপশিখা যেমন প্রকাশময় হইয়াও ঠিকমত প্রকাশ পায় না, তেমনি প্রবল বিপক্ষ মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানও ঠিকমত প্রকাশ পায় না, সেইজন্য তাহার আলম্বন বা বিষয়ীভূত বস্তুকেও উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না; কাজেই ঐ প্রকার বৃত্তিতে আনন্দাভিব্যক্তি হয় না বলা হইয়াছে ॥ ৮৭—৮৮ ॥ ৫১—৫২ ॥

টীকানুবাদ। এখন রজোগুণপ্রধানা রতির উদাহরণ বলিতেছেন—"রজঃ" ইত্যাদি। পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের যে মনোবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক চিন্তা, তাহা চিত্তগত রজোগুণের দ্বারা অভিভূত সত্ত্বাংশ হইতে ঈর্ষ্যাজনিত দ্বেষবশে সমুৎপন্ন হইয়াছিল; এই কারণে উহা শিশুপালের আনন্দময় হয় নাই। শিশুপালের ন্যায় অপরাপরের সম্বন্ধেও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥ ৫৩ ॥

তয়োর্ভাবিশরীরে তু প্রতিবন্ধ-ক্ষয়ে সতি।
সৈব চিত্তদ্রুতির্ভক্তিরসতাং প্রতিপদ্যতে॥ ৯১॥ ৫৫॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং তথাবিধায়া এব রতেরদৃষ্টফলকত্বং দর্শয়ন্নাহ—"তয়োঃ" ইতি। তয়োঃ (চৈদ্যস্য কংসস্য চ) ভাবিশরীরে (বর্ত্তমানদেহপাতোত্তরভাবিনি দেহে) প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি (তদানন্দানুভূতিবাধক-শাপাদ্যবসানে সতি) সা (পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা) এব চিত্তদ্রুতিঃ ভক্তিরসতাং প্রতিপদ্যতে, "দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ।" ইত্যাদিবচনমত্র প্রমাণমিতি॥ ৯১॥৫৫॥

অধুনাপি ভজন্তো যে দ্বেষাৎ পাশুপতাদয়ঃ।
তেষামপ্যেবমেব স্যাদথ বানেন তুল্যতা॥ ৯২॥ ৫৬॥

সরলার্থঃ। ইদানীন্তনেষ্বপি দৃষ্টফলকত্বসম্ভাবনামাহ—"অধুনা" ইতি। অধুনাপি দ্বেষাৎ (দ্বেষং—ভগবৎপ্রাপ্তিকূলাবুদ্ধিমাশ্রিত্য) ভজন্তঃ (স্বাভীষ্টং দেবং সেবমানাঃ) যে পাশুপতাদয়ঃ (তত্তৎসাম্প্রদায়িকাঃ), তেষামপি এবমেব (ভবিষ্যদ্দেহে এবানন্দানুভূতিঃ) স্যাৎ, অথবা অনেন তুল্যতা। (যথা, শিবসেবাপরায়ণেষ্ব বাণরাজেন সমতা ভবতি; বাণরাজো যথা শিবভক্তিপরায়ণোঽপি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদতঃ পরজন্মনি কৃতার্থতামাপ, তেষামপি তথৈব স্যাৎ—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

ইতি ভগবদুক্তিপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ)॥ ৯২॥ ৫৬॥

টীকানুবাদ। এখন তমোগুণপ্রধানা রতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—"তমঃ" ইত্যাদি। প্রবল তমোগুণে অভিভূত সত্ত্বভাগ হইতে পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংসের যে মনোবৃত্তি (রতি) হইয়াছিল, তাহাও ভীতিজনিত দ্বেষমিশ্রিত থাকায় কংসের সুখাবহ হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—'কংস শয়ন, আসন, ভোজন ও পর্য্যটন-কালেও হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎকেই শ্রীকৃষ্ণময় দর্শন করিয়াছিলেন।' শ্লোকের অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব শ্লোকের অনুরূপ॥ ৯০॥ ৫৪॥

টীকানুবাদ। অতঃপর ঐপ্রকার রতি হইতেও যে অদৃষ্ট ফল জন্মে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"তয়োঃ" ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত কংস ও শিশুপালের বর্ত্তমান দেহপাতের পর, ভগবৎকৃপায় আনন্দানুভূতির বাধক অভিশাপাদি দোষ বিনষ্ট হইলে পর, পরজন্মে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত চিত্তদ্রুতিই ভক্তিরসে পরিণত হইয়াছিল। 'কংস এই দেহে যেরূপ চক্রায়ুধধারী রূপ সম্মুখে দর্শন করিতেন, দেহপাতের পরে সেইরূপ রূপই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' ইত্যাদি বাক্যই এবিষয়ে প্রমাণ॥ ৯১॥ ৫৫॥

টীকানুবাদ। বর্ত্তমান সময়েও সাধকগণের পক্ষে দৃষ্টফল লাভের সম্ভাবনা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অধুনা" ইত্যাদি।

দ্রুতৌ সত্যাং ভবেদ্ভক্তিরদ্রুতৌ তু ন কিঞ্চন।
চিত্তদ্রুতেরভাবেন বেনস্তু কতমোঽপি ন ॥ ৯৩ ॥ ৫৭ ॥

সরলার্থঃ। ভক্তিং প্রতি চিত্তদ্রুতেঃ কারণত্বং বিশিষ্য নির্দিশতি—"দ্রুতৌ" ইতি। দ্রুতৌ সত্যাং (চিত্তস্য দ্রবীভাবে সতি) ভক্তিঃ ভবেৎ, অদ্রুতৌ তু (দ্রুতেরভাবে পুনঃ) ন কিঞ্চন (ন কিমপি—ন দৃষ্টং, ন অদৃষ্টং, নাপি উভয়াত্মকং ফলমিত্যর্থঃ)। [অতএব] চিত্তদ্রুতেঃ অভাবেন হেতুনা বেনঃ (তদাখ্যো নৃপতিঃ) তু (পুনঃ) কতমঃ অপি (যথোক্ত-ভেদভিন্নেষু ভক্তেষু মধ্যে অন্যতমোঽপি) ন, ন তেষামন্যতমত্বেন গণ্যতইতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥ ৫৭ ॥

রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া মতিঃ।
সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন রতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

সরলার্থঃ। ফলবললব্ধং রতেঃ স্বরূপমাহ—"রজঃ" ইত্যাদি। রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া (ভগবদালম্বনা) মতিঃ (চিত্তবৃত্তিঃ) সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন (আনন্দাবির্ভাবকতয়া হেতুনা) রতিরিতি অভিধীয়তে (রতিনাম্না ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

বর্ত্তমান সময়েও পাশুপতপ্রভৃতি যে সকল সাম্প্রদায়িক সাধক দ্বেষবশে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রতিকূল ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার ভজনা করেন, তাহাদের পক্ষেও এইপ্রকারই অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দেহেই আনন্দানুভূতি হইয়া থাকে, কিংবা তাঁহার সমতা লাভ করেন। অথবা বাণনামক শিবসেবায় তৎপর বাণরাজা ঐহিক আনন্দে বঞ্চিত থাকিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পরজন্মে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, পাশুপতাদি সাধকগণের সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভগবানের—'অন্য দেবতার ভক্ত হইয়াও যে সকল লোক শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করে, তাহারাও পরোক্ষভাবে আমাকেই অর্চ্চনা করে,' এই বাক্যই প্রমাণ ॥ ৯২ ॥ ৫৬ ॥

টীকানুবাদ। চিত্তের দ্রবীভাবই যে, ভক্তির প্রধান কারণ, তাহা এখন বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—"দ্রুতৌ" ইত্যাদি। চিত্তের দ্রুতি—দ্রবীভাব হইলেই ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু চিত্তদ্রুতির অভাবে কিছুই হয় না, অর্থাৎ দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা দৃষ্টাদৃষ্ট কোন ফলই জন্মে না। এই কারণেই চিত্তদ্রুতি না থাকায় বেননামক রাজা ভক্তের মধ্যে কেহ নয়, অর্থাৎ কোন প্রকার ভক্তের মধ্যেই গণ্য হয় নাই ॥ ৯৩ ॥ ৫৭ ॥

টীকানুবাদ। এখন রতিগত তাৎপর্য্যলব্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"রজঃ" ইত্যাদি। ভগবদ্বিষয়ে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি যে, রজঃ ও তমোগুণরহিত মতি (মনোবৃত্তি), তাহাই আনন্দাভিব্যক্তির কারণ, এইজন্য তাদৃশ মতিই 'রতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥ ৫৮ ॥

স্নেহস্যৈব বিকারঃ প্রিয়য়োরত্যন্তভাবনাদনিশম্‌ ।
বিরহাসহিষ্ণুতাত্মা প্রীতিবিশেষো রতির্নাম ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

সরলার্থঃ। রতেঃ সুখাভিব্যঞ্জকত্বং বিশদয়তি—"স্নেহস্যৈব" ইতি। প্রিয়য়োঃ (স্নেহস্য বিষয়-বিষয়িভাবমাপন্নয়োঃ প্রিয়স্য প্রিয়ায়াশ্চেত্যর্থঃ) অনিশং (নিরন্তরং) অত্যন্তভাবনাৎ (ধারাবাহিক-চিন্তাবশাৎ) বিরহাসহিষ্ণুতাত্মা (বিরহসহনাসামর্থ্যরূপঃ) স্নেহস্য এব বিকারঃ (পরিণামঃ যঃ) প্রীতি-বিশেষঃ (সুখবিশেষঃ, স) রতিঃ নাম (প্রসিদ্ধো)। স্নেহস্যৈব বিচ্ছেদাসহিষ্ণুর্যঃ প্রীতিবিশেষরূপঃ পরিণামঃ, স এব রতিনাম্না প্রসিদ্ধ ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

রজস্তমঃসমুচ্ছেদ-তারতম্যেন গম্যতে ।
তুল্যেঽপি সাধনাভ্যাসে তারতম্যং রতেরপি ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

সরলার্থঃ। রতেস্তারতম্যপ্রযোজকমাহ—"রজস্তমঃ" ইতি। সাধনাভ্যাসে তুল্যে অপি (রত্যনুকূলসাধনানুষ্ঠানস্য তুল্যত্বে সত্যপি) রজস্তমঃ-সমুচ্ছেদতারতম্যেন (রজসস্তমসশ্চাভিভবগত-ন্যূনাধিক্যেন হেতুনা) রতেঃ অপি তারতম্যং (ন্যূনাধিক্যং) গম্যতে (প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ)।

সাধকৈ রত্যনুকূল-সাধনানামনুষ্ঠানে তুল্যরূপেণ সম্পাদিতেঽপি, আন্তরপ্রযত্নগত-তারতম্যবশাৎ রজস্তমোনিবৃত্তেরপি তারতম্যং ঘটতে, তত্তারতম্যবশেন চ রত্যুদ্বোধস্যাপি তারতম্যং ঘটত এব। অতঃ সাধকেষু যস্য যথা যথা রজস্তমোঽভিভবঃ, তস্য তথা তথা রত্যভিব্যক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

বিরহে যাদৃশং দুঃখং তাদৃশী দৃশ্যতে রতিঃ ।
মৃদু-মধ্যাধিমাত্রত্বাদ্‌ বিশেষোঽত্রাপি বীক্ষ্যতে ॥ ৯৭ ॥ ৬১ ॥

সরলার্থঃ। পুনরপি প্রকারান্তরেণ রতেস্তারতম্যং দর্শয়তি—"বিরহে" ইতি। বিরহে

টীকানুবাদ। রতিই যে, আনন্দাভিব্যক্তির প্রধান কারণ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"স্নেহস্যৈব" ইত্যাদি। প্রিয় বা প্রিয়ার যে, নিরন্তর অত্যন্তভাবনা অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর চিন্তা, সেইরূপ চিন্তাবশে যে, স্নেহেরই প্রীতিবিশেষরূপে পরিণতি—যাহা উভয়ের বিরহ সহ্য করিতে পারে না, সেই স্নেহপরিণতিই রতিনামে প্রসিদ্ধ ॥ ৯৫ ॥ ৫৯ ॥

টীকানুবাদ। এখন উক্ত রতির তারতম্যের কারণ বলিতেছেন—"রজস্তমঃ" ইত্যাদি। সাধনানুষ্ঠান তুল্যরূপ হইলেও, চিত্তগত রজঃ ও তমোগুণের উচ্ছেদগত ন্যূনাধিক্য অনুসারে রতিভাবেরও তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, সাধকের মধ্যে সাধনানুষ্ঠান হয়ত সকলেই সমানভাবে করিয়াছে, কিন্তু মানসিক রজোগুণ বা তমোগুণ সমানভাবে সকলের ক্ষয় হয় নাই; যাহার যে পরিমাণে রজোগুণ ও তমোগুণ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার সেই পরিমাণেই রতিভাব উদ্বুদ্ধ হয়; সেই কারণেই সাধকগণের মধ্যেও রতির তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ ৬০ ॥

(বিচ্ছেদে সতি) যাদৃশং দুঃখং, তাদৃশী (তৎপরিমাণা—সুখানুভূতিরূপেত্যর্থঃ) রতিঃ [ভবতি]। তত্রাপি (তথাবিধরতৌ অপি) মৃদু-মধ্যাধিমাত্রত্বাৎ (অনুভূতেঃ মৃদুত্বেন মধ্যত্বেনাতিতীব্রত্বেন চ) বিশেষঃ (তারতম্যং) বীক্ষ্যতে (বিশেষেণ দৃশ্যতইত্যর্থঃ) ॥ ৯৭ ॥ ৬১ ॥

বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়াং চ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে তথা।
মৃদুতীব্রা মধ্যতীব্রা তীব্রতীব্রা চ সা ক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥ ৬২ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্ত-ত্রৈবিধ্যস্যোদাহরণং প্রদর্শয়তি—"বৈকুণ্ঠে"ইতি। সা চ রতিঃ বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়াং তথা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে চ ক্রমাৎ মৃদুতীব্রা, মধ্যতীব্রা, তীব্রতীব্রা চ [দৃশ্যতে ইতি শেষঃ]। বৈকুণ্ঠে মৃদুতীব্রা, দ্বারকায়াং মধ্যতীব্রা, শ্রীবৃন্দাবনে চ তীব্রতীব্রা—অতিশয়েন তীব্রা রতিরনুভূয়ত-ইতি ভাবঃ ॥ ৯৮ ॥ ৬২ ॥

ইয়ং নিসর্গ-সংসর্গৌপম্যাধ্যাত্মাভিযোগজা।
সংপ্রয়োগাভিমানাভ্যাং সমারোপে স্থিতা তথা ॥ ৯৯ ॥ ৬৩ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্তত্রৈবিধ্যস্যাপি ভেদান্ দর্শয়তি—"ইয়ম্" ইতি। ইয়ং (মৃদুতীব্রত্বাদি-ভেদবিশিষ্টা রতিঃ) নিসর্গ-সংসর্গৌপম্যাধ্যাত্মাভিযোগজা, তথা সংপ্রয়োগাভিমানাভ্যাং সহ সমারোপে স্থিতা— ইত্যষ্টবিধেত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ—কাচিদ্ রতিঃ নিসর্গাৎ—দৃঢ়তরাভ্যাসপরিপাকাৎ জায়তে, কাচিৎ সংসর্গাৎ—রূপলাবণ্যাদ্যতিশয়বশাৎ জায়তে, কাচিদ্ ঔপম্যাৎ যৎকিঞ্চিৎ-সাদৃশ্যদর্শনাৎ জায়তে, কাচিদ্ বাহ্যকারণ-নিরপেক্ষস্বরূপাদ্ অধ্যাত্মতো জায়তে, কাচিৎ আন্তরভাববিশেষস্ফুরণলক্ষণাদ্ অভিযোগাৎ জায়তে,

টীকানুবাদ। পুনরায় প্রকারান্তরে রতিগত তারতম্য প্রদর্শন করিতেছেন—"বিরহে" ইত্যাদি। বিরহাবস্থায় যেখানে যে পরিমাণ দুঃখানুভূতি হয়, সেখানে সেই পরিমাণেই রতি অনুভূত হইয়া থাকে। অনুভূতির অল্পত্ব, মধ্যত্ব ও তীব্রত্ব অনুসারেও আবার সেই রতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥ ৬১ ॥

টীকানুবাদ। উপরি উক্ত রতির ত্রিবিধ উদাহরণস্থল প্রদর্শন করিতেছেন—"বৈকুণ্ঠে" ইত্যাদি। উক্ত রতিভাবটী বৈকুণ্ঠে, দ্বারকায় ও শ্রীবৃন্দাবনে যথাক্রমে মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও তীব্রতীব্র দৃষ্ট হয়। বৈকুণ্ঠে রতিভাব মৃদুতীব্র, দ্বারকাধামে মধ্যতীব্র, আর শ্রীবৃন্দাবন-ধামে তীব্রতীব্র অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥ ৬২ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত ত্রিবিধ বিভাগের অবান্তর বিভাগ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ইয়ম্" ইত্যাদি। মৃদুতীব্রাদিভেদে তিনপ্রকার রতিই আবার আট ভাগে বিভক্ত। নিসর্গজাত, সংসর্গজাত, ঔপম্যজাত (সাদৃশ্যমূলক), অধ্যাত্মসম্ভূত, অভিযোগজাত, সংপ্রয়োগজাত, অভিমানজাত, এবং সমারোপকৃত, এই প্রকারে রতিভাব আট প্রকারে বিভক্ত।

কাচিৎ সংপ্রয়োগাৎ—সম্ভোগাৎ জায়তে, কাচিৎ অভিমানাৎ জায়তে, কাচিচ্চ শব্দস্পর্শাদিবিষয়বিশেষ-লক্ষণাৎ সমারোপাৎ সমুৎপদ্যতে, এতাবতা চাষ্টৌ রতিভেদা নিরূপিতা ভবন্তীতি। এতেষামুদাহরণানি তু যথাযোগং রসশাস্ত্রেঽনুসন্ধেয়ানি, বিস্তরভয়াৎ নেহ প্রদর্শ্যন্তে ॥ ৯৯ ॥ ৬৩ ॥

স্পর্শে শব্দে তথা রূপে রসে গন্ধে চ কেবলে ।
সমুচ্চিতে চ সা তত্রেত্যেকৈকা ষড়্বিধা ভবেৎ ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

সরলার্থঃ। তত্র সমারোপজায়া রতের্বিশেষমাহ—"স্পর্শে" ইতি। তত্র (সমারোপস্থলে) সা চ রতিঃ স্পর্শে, শব্দে, রূপে, রসে, তথা গন্ধে চ কেবলে (বিষয়ান্তর-সম্পর্করহিতে) সমুচ্চিতে (বিষয়ান্তরসহকৃতে চ) [ভবতীতি] একৈকা (প্রত্যেকং রতিঃ) ষড়্বিধা ভবেৎ। সমারোপজা রতির্হি কদাচিৎ একৈকবিষয়ালম্বনা ভবতি, কদাচিদনেকবিষয়ালম্বনা চ ভবতীতি ষড়্বিধত্বং তস্যা ইতি ভাবঃ। এতাসামপি উদাহরণানি স্বয়মূহনীয়ানী ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

শুদ্ধা ব্যামিশ্রিতা চেতি পুনরেষা দ্বিধা ভবেৎ ।
তত্রানুপাধিঃ শুদ্ধা স্যাৎ সোপাধির্মিশ্রিতোদিতা ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

সরলার্থঃ। পুনরপি রতের্দ্বৈবিধ্যমাহ—"শুদ্ধা" ইতি। এষা (রতিঃ) পুনরপি দ্বিধা (দ্বিপ্রকারা) ভবেৎ। তত্র অনুপাধিঃ (নিরভিসন্ধিঃ অহৈতুকীতি যাবৎ, রতিঃ) 'শুদ্ধা' স্যাৎ,

---

অভিপ্রায় এই যে, দৃঢ়তর অভ্যাস বা অনুশীলন হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার নাম নিসর্গ; সেই নিসর্গবশে যে রতি জন্মে, তাহা নিসর্গজা। রূপ লাবণ্য ও কুলাদিগত গৌরবের নাম—সংসর্গ, তজ্জনিত রতির নাম সংসর্গজা। কোন প্রকার সাদৃশ্যদর্শনের ফলে যে রতি জন্মে, তাহার নাম ঔপম্যজা। বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই যে রতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম অধ্যাত্মজা। অন্তঃকরণে ভাববিশেষের অভিব্যক্তির নাম অভিযোগ, তজ্জনিত রতির নাম অভিযোগজা। এই ভাবে আট প্রকারে বিভক্ত রতিসমূহের উদাহরণ রসশাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে, এখানে আর সেসকলের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না ॥ ৯৯ ॥ ৬৩ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত আটপ্রকার রতির মধ্যে সমারোপজাত রতি সম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ কথা বলিতেছেন—"স্পর্শে" ইত্যাদি। সেই রতিভাবটী স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়ের প্রত্যেকগত এবং অনেকগতও হইতে পারে, এই কারণে উক্ত রতিভাব ষড়্বিধ—পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী বিষয়গত পাঁচপ্রকার, আর মিলিত বিষয়গত একপ্রকার, কাজেই সমষ্টিতে—ছয় প্রকার। এসকলেরও উদাহরণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে ॥ ১০০ ॥ ৬৪ ॥

টীকানুবাদ। পুনরায় রতির দুইপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"শুদ্ধা" ইত্যাদি। এই রতি পুনশ্চ 'শুদ্ধা' ও 'মিশ্রিতা' ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে অনুপাধি অর্থাৎ ফলাভি-

সোপাধিঃ (অভিসন্ধিপূর্ব্বিকা তু) 'মিশ্রিতা' উদিতা (উক্তা। অত্র রতেদ্বৈবিধ্যাদ্ ভক্তেরপি দ্বৈবিধ্য-মূহ্যেমিতি ভাবঃ) ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

অনুপাধিঃ পরানন্দমহিমৈকনিবন্ধনা।
ভজনীয়-গুণানন্ত্যাদেরূপৈব সোচ্যতে ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

সরলার্থঃ। তত্রানুপাধেঃ স্বরূপমেকরূপ্যঞ্চাহ—"অনুপাধিঃ" ইতি। পরানন্দ-মহিমৈক-নিবন্ধনা (পরো নিরতিশয়ো য আনন্দঃ, তস্য মহিমা—মাহাত্ম্যমেব একং অদ্বিতীয়ং নিবন্ধনং কারণং যস্যাঃ, সা রতিঃ) 'অনুপাধিঃ' [উচ্যতে ইতিশেষঃ]। ভজনীয়গুণানন্ত্যাৎ (ভজনীয়স্য ভগবতো গুণানামানন্ত্যাৎ অসংখ্যেয়ত্বাদ্ধেতোঃ) সা (অনুপাধিঃ রতিঃ) একরূপা এব উচ্যতে (কথ্যতে)। ভজনীয়স্য গুণানাং সংখ্যাতুমশক্যত্বাৎ তদালম্বনা রতিরপি ন সংখ্যাভেদযোগ্যা ; অতঃ সা একরূপৈব উচ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

কাম-সম্বন্ধ-ভয়তঃ সোপাধিস্ত্রিবিধা ভবেৎ।
বিভাবাদি-সমাযোগে শুদ্ধভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

সরলার্থঃ। সোপাধিং রতিং বিভজ্য দর্শয়তি—"কাম" ইতি। সোপাধিঃ রতিঃ কামসম্বন্ধ-ভয়তঃ (কামাৎ, সম্বন্ধাৎ, ভয়াচ্চ জায়তে, তস্মাৎ সা) ত্রিবিধা ভবেৎ। [সাচ] বিভাবাদিসমাযোগে (বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবানাং সাচিব্যে সতি) [যদি ভাবান্তরৈর্ন সংকীর্য্যতে, তদা] শুদ্ধভক্তিরসঃ, (সংকীর্য্যতে চেৎ, অশুদ্ধভক্তিরসঃ) ভবেৎ। কাম্যজাত্যা রতয়ো হি বিভাবাদিসংযোগে ভক্তিরসত্বেন পরিণমমানাঃ শুদ্ধমশুদ্ধং চ ভক্তিরসং জনয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

সন্ধিরহিত অহৈতুকী রতির নাম 'শুদ্ধা', আর উপাধিসমন্বিত অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানযুক্ত রতি 'মিশ্রিত' নামে অভিহিত। এখানে রতিভাবের দ্বৈবিধ্য নিবন্ধন তন্মূলক ভক্তিরও দ্বিবিধ ভাব বুঝিতে হইবে ॥ ১০১ ॥ ৬৫ ॥

টীকানুবাদ। 'অনুপাধি' রতির স্বরূপ ও একরূপতা বলিতেছেন—"অনুপাধি" ইত্যাদি। একমাত্র পরমানন্দময় ভগবানের মহিমাশ্রবণাদিবশে যে রতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাকে বলে 'শুদ্ধা'। ভজনীয় ভগবানের গুণের (মহিমার) সংখ্যা বা অন্ত নাই ; সুতরাং তদনুগত রতিরও সংখ্যা বা গণনা করা সম্ভব হয় না ; এইজন্য 'অনুপাধি' রতি একইপ্রকার, উহার আর বিভাগ করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১০২ ॥ ৬৬ ॥

টীকানুবাদ। এখন সোপাধি রতি ও তাহার বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"কাম" ইত্যাদি। সোপাধি অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষামূলক রতি তিনপ্রকার—কামজ, সম্বন্ধজ ও ভয়জনিত। সেই রতিই যদি অপরাপর স্থায়িভাবের সহিত মিলিত না হইয়া বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারি-

শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তিঃ কামজা ভক্তিরিষ্যতে।
সম্বন্ধজা রতির্যাতি পূর্ব্বোক্তাং রসতাং দ্বয়োঃ ॥ ১০৪ ॥ ৬৮ ॥

একো বৎসলভক্ত্যাখ্যঃ প্রেয়োভক্তিস্তথাপরা।
ভয়জা রতিরধ্যাস্তে রসং প্রীতিভয়ানকম্ ॥ ১০৫ ॥ ৬৯ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং উক্তমেব ভেদং শ্লোকদ্বয়েনাহ—"শৃঙ্গার" ইত্যাদি। শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তিঃ কামজা ভক্তিঃ ইষ্যতে। (বৎসল-সখ্যয়োঃ) সম্বন্ধজা রতিঃ পূর্ব্বোক্তাং দ্বয়োঃ রসতাং যাতি। তত্র একঃ বৎসলভক্ত্যাখ্যঃ (বৎসলভক্তিরসনাম্না প্রসিদ্ধঃ), তথা অপরা (দ্বিতীয়া) প্রেয়োভক্তিঃ (প্রেয়োভক্তিনাম্না প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ), ভয়জা রতিঃ প্রীতিভয়ানকং রসং অধ্যাস্তে (আশ্রয়তি—জনয়তীতি যাবৎ) ॥ ১০৪—৫ ॥ ৬৮—৯ ॥

একদা যদ্যপি ব্যক্তমিদং রতিচতুষ্টয়ম্।
তদা তু পানকরস-ন্যায়েন পরমো রসঃ ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

সরলার্থঃ। যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং—বহুকারণসামগ্রীসম্পর্কসম্ভবে সতি) একদা (যুগপৎ একস্মিন্ পাত্রে) ইদং (অব্যবহিতপূর্ব্বোক্তং) রতিচতুষ্টয়ং ব্যক্তং (আস্বাদ্যতাপ্রাপ্তং ভবেৎ), তদা তু পানকরসন্যায়েন (এলামরীচমধুমধুরাদিদ্রব্যসম্ভারসমুত্থ-বিলক্ষণরসবদিত্যর্থঃ) পরমঃ (বিচিত্রঃ) রসঃ ভবেৎ, (তস্মিন্ রসে বৈচিত্র্যবিশেষোঽনুভূয়তে ইতিভাবঃ) ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

ভাবের সহযোগে রসাকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে উহা হয় 'শুদ্ধ ভক্তিরস', আর অপরাপর ভাবের সহিত মিশ্রিত হইলে হয় অশুদ্ধ বা মিশ্র ভক্তিরস ॥ ১০৩ ॥ ৬৭ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর উক্ত ত্রিবিধ ভেদের বিষয় "শৃঙ্গার" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ করিতেছেন। শৃঙ্গার রসমিশ্রিতা ভক্তিকে 'কামজা' ভক্তি বলা হয়, আর উভয়ের সম্মিলনে যে রতি জন্মে, তাহা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ রসভাব প্রাপ্ত হয়; তন্মধ্যে একটীর নাম—বৎসলভক্তি, অপরটীর নাম প্রেয়োভক্তি। আর ভয়প্রসূত রতিভাব প্রীতি-ভয়ানক রস সমুৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ১০৪—৫ ॥ ৬৮—৯ ॥

টীকানুবাদ। এখন এসম্বন্ধে আরও বিশেষ বলিতেছেন—"একদা" ইত্যাদি। একই সময়ে যদি উক্ত চারিপ্রকার রস অভিব্যক্ত—আস্বাদনযোগ্য হয়, তাহা হইলে পানকরসের ন্যায় এক বিলক্ষণরসরূপে আস্বাদিত হয়—একসঙ্গে এলাইচ, মরীচ, মধু ও মধুরাদিদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আস্বাদন করিলে, তাহাতে যেমন এক বিচিত্র রস অনুভূত হয়, তেমনি একই ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐরূপ নানাপ্রকার কারণসম্মেলনে যে রস প্রকাশ পায়, তাহাও অপরাপর রস অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অনির্ব্বচনীয় রসরূপে আস্বাদিত হয় ॥ ১০৬ ॥ ৭০ ॥

এক-দ্ব্যাদিরসব্যক্তিভেদাদ্ রসভিদা ভবেৎ।
তস্মাৎ ক্বচিৎ তদভ্যাসং কুর্য্যাদ্রতিচতুষ্টয়ে ॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

সরলার্থঃ। অত্র পানকরসন্যায়েনাস্বাদনপ্রকারমাহ—"এক" ইতি। এক-দ্ব্যাদি রসব্যক্তি-ভেদাৎ (একস্য, দ্বয়োঃ, ত্রয়াণাং, চতুর্ণাং বা রসানাং ক্বচিদভিব্যক্তির্ভবেৎ, তদনুসারেণ) রসভিদা (রসানাং ভেদব্যবহারঃ) ভবেৎ। তস্মাৎ (রসাভিব্যক্তেরনেকরূপত্বাৎ) [সিদ্ধিকামো জনঃ] ক্বচিৎ (স্থলে, তদেব বিশিষ্য দর্শয়তি—) "রতিচতুষ্টয়ে" (শুদ্ধ-কামজ-সম্বন্ধজ-ভয়জানাং রতীনাং চতুষ্টয়ে এব বিষয়ে) তদভ্যাসং (পৌনঃপুন্যেন সাধনাভ্যাসং) কুর্য্যাৎ [ন পুনর্যত্র কুত্রচিদিতি ভাবঃ]॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

ব্রজদেবীষু চ স্পষ্টং দৃষ্টং রতিচতুষ্টয়ম্।
তচ্চিত্তালম্বনত্বেন স্বচিত্তং তাদৃশং ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং সাধমানুগুণমালম্বনং দর্শয়তি—"ব্রজদেবীষু" ইতি। ব্রজদেবীষু (ব্রজগোপীষু) রতিচতুষ্টয়ং (পূর্ব্বোক্ত-শুদ্ধ-কামজাদিরূপং) স্পষ্টং দৃষ্টম্। স্বচিত্তং (সাধকচিত্তং) তচ্চিত্তালম্বনত্বেন (তাসাং ব্রজদেবীনাং চিত্তানি আলম্বনানি যস্য, তস্য ভাবস্তত্বং, তেন রূপেণ) তাদৃশং (রতিচতুষ্টয়সমন্বিতং) ভবেৎ, [ভাবনীয়-সমানাবস্থাপ্রাপ্তির্হি চিত্তস্যৌৎসর্গিকী, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ইতি শিষ্টানুশাসনপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ] ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

টীকানুবাদ। এবিষয়ে 'পানক' রসের নিয়মে রসাস্বাদের বিশেষত্ব বলিতেছেন—'এক' ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে কোন এক স্থলে এক বা তদধিক রসেরও সম্ভাবনা হইতে পারে; তদনুসারে রসেরও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। অতএব রসবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে ঐরূপ কোন একটী স্থান অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিবে, অর্থাৎ ঐপ্রকার রসাস্বাদে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিবে ॥ ১০৭ ॥ ৭১ ॥

টীকানুবাদ। এখন ঐপ্রকার সাধনার অনুকূল উপযুক্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ব্রজদেবীষু" ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ব্রজগোপীদিগের মধ্যে শুদ্ধ, কামজ, সম্বন্ধজ ও ভয়জ, এই চারিপ্রকার রতিসত্তা দৃষ্ট হয় (১)। সাধক তাঁহাদের চিত্তকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভাবনা দ্বারা নিজের চিত্তকেও তদনুরূপ অর্থাৎ রতিচতুষ্টয়যুক্ত করিবেন। 'যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে' এই প্রসিদ্ধ বচনানুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাবনীয় বস্তুর (যাহা ভাবনা করা যায়, তাহার) অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্তিই চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ১০৮ ॥ ৭২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—গ্রন্থকারের মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীগণের সোপাধিক ও নিরুপাধিক, দুইপ্রকার রতিই ছিল। কাম, সম্বন্ধবোধ ও ভয় হইতে জাত রতি সোপাধিক, আর শুদ্ধ ভগবদ্গুণানুরাগজাত রতি নিরুপাধিক। নিরুপাধিক রতিই শুদ্ধ রতি, এবং তাহাই ভক্তিরসের মূল।

রসান্তরবিভাবাদিসংকীর্ণা ভগবদ্রতিঃ।
চিত্ররূপবদন্যাদৃগ্-রসতাং প্রতিপদ্যতে॥ ১০৯ ॥ ৭৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং চিত্ররসমাহ—"রসান্তর" ইতি। রসান্তরবিভাবাদিসংকীর্ণা (অন্যেষাং হাস্যাদীনাং রসানাং যে বিভাবাদয়ঃ—বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবাঃ, তৈঃ সহ সংকীর্ণা মিলিতা) ভগবদ্রতিঃ (ভগবদ্বিষয়া রতিঃ) চিত্ররূপবৎ (নানাবর্ণপুষ্পনির্ম্মিত-মাল্যাদিবৎ) অন্যাদৃগ্-রসতাং (বিলক্ষণরসভাবং) প্রতিপদ্যতে (লভত ইত্যর্থঃ)। যথা নানাবর্ণপুষ্পরচিতং মাল্যং বিচিত্র-বর্ণং ভবতি, তথা ভগবদ্বিষয়া রতিরপি হাস্যাদিরসস্থায়িভাবৈঃ হাসাদিভিঃ সংসৃষ্টা চেৎ, তদা সা বিলক্ষণ-চিত্ররসতামাপদ্যত ইত্যাশয়ঃ॥ ১০৯ ॥ ৭৩ ॥

রসান্তরবিভাবাদিরাহিত্যে তু স্বরূপভাক্।
দশমীমেতি রসতাং সনকাদেরিবাধিকাম্॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

সরলার্থঃ। রসান্তর-বিভাবাদিসংসর্গরাহিত্যে তু বিশেষমাহ—"রসান্তর" ইতি। রসান্তর-বিভাবাদিরাহিত্যে (রসান্তরীয়-বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবানাং সম্বন্ধশূন্যত্বে) তু (পুনঃ) স্বরূপভাক্ (ভগবৎস্বরূপাবগাহিনী রতিঃ) সনকাদেঃ ইব (জন্মসিদ্ধসনকাদীনাং রতিরিব) অধিকাং (প্রসিদ্ধ-নবাধিকাং) দশমীং রসতাম্ এতি (প্রসিদ্ধ-নবরসাধিক-রসভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

অত্রেতদবধেয়ম্—শৃঙ্গারাদ্যাঃ শান্তাবসানা নবৈব রসাঃ সুপ্রসিদ্ধাঃ, ব্যবস্থাপিতাশ্চ সর্ব্বৈরা-লঙ্কারিকৈরপি। তে চ ভক্তিরসমপি শান্তরসে নিবেশয়ন্তি। কেচিচ্চ নৈতদনুমন্যন্তে, তেষাং মতে তু

টীকানুবাদ। অতঃপর "রসান্তর" ইত্যাদি শ্লোকে 'চিত্ররস' নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবদ্বিষয়ক রতিই যদি হাস্যরসাদি অপরাপর রসের বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহিত সংকীর্ণ বা মিলিত হয়, তাহা হইলে চিত্ররূপের ন্যায় নূতন একপ্রকার বিচিত্র রসে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত মাল্য যেরূপ বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ, ভগবদ্বিষয়ক রতিও নানা রসে মিলিত হইলে একপ্রকার বিচিত্র রসভাব প্রাপ্ত হয়॥ ১০৯॥ ৭৩॥

টীকানুবাদ। এখন অন্যান্য রসানুযায়ী বিভাবাদির সম্পর্করহিত অবস্থায় বিশেষত্ব বলিতেছেন—"রসান্তর" ইতি। যদি অপরাপর রসের বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহিত সম্বন্ধ না থাকে, তবে তদবস্থায় স্বরূপভাক্ অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপমাত্রাবলম্বিনী যে রতি, তাহা জন্মসিদ্ধ সনকাদি ঋষির রতির অনুরূপ হয়, এবং সেইপ্রকার রতি লোকপ্রসিদ্ধ নব রসের অতিরিক্ত দশম রসরূপে অভিব্যক্ত হয়। সাধারণতঃ শৃঙ্গারবীরাদিভেদে নয়প্রকার রসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু উল্লিখিত রতিভাব যে রসাকার ধারণ করে, তাহা ঐ নয়প্রকার রস অপেক্ষা স্বতন্ত্র; এইজন্য উহা দশম রসরূপে পরিগণিত হয়।

অভিপ্রায় এই যে, শৃঙ্গারাদি শান্তরস পর্য্যন্ত নয়প্রকার রস সম্বন্ধে কাহারো বড়

ভগবদ্বিষয়ক-শুদ্ধরতেঃ স্থায়িভাবত্বে নবাধিকঃ কশ্চিদ্ রসোঽভিব্যজ্যতে, স এব চ ভক্তিরসতয়া খ্যাতিমুপগচ্ছতি। সনকাদীনাং রতিরত্র দৃষ্টান্ততয়োদাহর্ত্তব্যাইতি ॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ ॥ ১১১ ॥ ৭৫ ॥

দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্ যোজ্যং, পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥ ১১২ ॥ ৭৬ ॥

সরলার্থঃ। ভগবদ্বিষয়ায়া রতে রসানর্হত্বশঙ্কাং বারয়ন্ তত্র বিশেষমাহ—"রতিঃ" ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। দেবাদিবিষয়া (অত্রাদিপদেন পিত্রাদীনাং পরিগ্রহঃ, তেন দেবপিত্রাদ্যালম্বনা) রতিঃ, তথা উর্জ্জিতঃ (বলবত্তরঃ) ব্যভিচারী (সঞ্চারিভাবঃ) ভাবঃ প্রোক্তঃ (ভাবনাম্না কথিতঃ), ন রসঃ (ন রসপদবাচ্যঃ), ইতি রস-কোবিদৈঃ (রসজ্ঞৈঃ পণ্ডিতৈঃ) যদুক্তম্ (যৎ সিদ্ধান্তিতম্), তৎ জীবত্বাৎ (জীবান্তর্গতত্বাৎ) [অতএব] পরানন্দাপ্রকাশনাৎ (পরমানন্দপ্রকটনাসামর্থ্যাৎ হেতোঃ) দেবান্তরেষু (ভগবদ্ভিন্নেষু দেবেষু) যোজ্যং (সঙ্গমনীয়ম্), পরমানন্দরূপে (পরমানন্দঘনে) পরমাত্মনি (শ্রীকৃষ্ণে) ন, (ন যোজনীয়মিত্যর্থঃ)।

অয়মাশয়ঃ:— "সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ।
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥"

আপত্তি নাই; সমস্ত আলঙ্কারিকগণই এই নব রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা ঐ প্রসিদ্ধ সংখ্যার অনুরোধে ভক্তিরসকে শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ তাহা করেন নাই। যাহারা ভক্তিরসকে শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, তাহাদের মতে— ভগবদ্বিষয়ে শুদ্ধা রতি স্থায়িভাব হইলে, সেই রতি উক্ত নয়প্রকার রস অপেক্ষা স্বতন্ত্র একপ্রকার রসরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, এবং ঐ নবাধিক দশম রসই ভক্তিরস নামে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥ ৭৪ ॥

টীকানুবাদ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবদ্বিষয়া রতি রসপদবাচ্য হইতে পারে না; সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ "রতি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিশেষ নিয়ম বলিতেছেন (১)। দেবাদি বিষয়ে অর্থাৎ দেবতা ও গুরুজনপ্রভৃতি বিষয়ে যে রতি এবং ঐসকল বিষয়ে উৎপন্ন সমধিক বলবান্ যে সঞ্চারিভাব, উহারা রসনামে উক্ত না হইয়া ভাবনামে উক্ত হইয়াছে, এই যে

(১) তাৎপর্য্য—রতি হইতেছে শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব; কিন্তু সেই রতিই যদি দেবতা, গুরু কিংবা তথাবিধ পাত্রে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই রতি হয় আভাস (রত্যাভাস), আর উহার পরিণাম হয় রসাভাস, কিন্তু যথার্থ রস-পদবাচ্য হয় না। ইহা আলঙ্কারিকদিগের মত। এই মতানুসারে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভগবদ্বিষয়ে প্রযুক্ত রতি হইতে রসের আবির্ভাব হয় কিরূপে? সেই আশঙ্কা নিরসনার্থ গ্রন্থকার পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

ত্যুক্তরীত্যা যত্র সঞ্চারিণো ভাবাঃ প্রাধান্যেনাভিব্যক্তাঃ, রতিশ্চ দেবাদিবিষয়ে প্রবৃত্তা স্থায়িনো ভাবাশ্চ বিভাবাদিভিরপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাঃ স্যুঃ; তত্র তে 'ভাব' শব্দবাচ্যা ভবন্তি, ন রসশব্দবাচ্যাঃ, ইতি যদ্যপি বিশ্বনাথাদিভিরালঙ্কারিকৈরুক্তম্, যদ্যপি চ—

"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়োঃ রসভাবয়োঃ॥"
"সর্ব্বেঽপি রসনাদ্ রসাঃ" [বিশ্বনাথঃ]

ইত্যাদ্যালঙ্কারিক-বচনপরম্পরাপর্য্যালোচনয়া ভাবানামপি গৌণবৃত্ত্যৈব রসরূপত্বম্, ন তু মুখ্যয়া বৃত্ত্যেতি স্থিতম্, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দভাজি দেবতান্তরে তথাভবন্ত্যপি রতিঃ পরমানন্দঘনে ভগবতি প্রবৃত্তা চমৎকারাতিশয়ং প্রকটয়ন্তী কথং ন রসরূপতামাপদ্যেত, অত উক্তম্ দেবান্তরেষু তদ্‌যোজ্যমিতি। সর্ব্বমন্যদনবদাতম্॥ ১১১—১১২॥ ৭৫—৭৬॥

কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণ-সুখাস্পর্শিত্বকারণাৎ॥ ১১৩॥ ৭৭॥

পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্য-প্রভেব বলবত্তরা॥ ১১৪॥ ৭৮॥

সরলার্থঃ। ইদানীং কান্তাদিবিষয়ে তদ্ব্যতিরেকমাহ—"কান্তাদি" ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। কান্তাদিবিষয়াঃ (কান্তাদিবিষয়ে প্রবৃত্তাঃ) যে রসাদ্যাঃ (রস-ভাব-তদাভাসাদয়ঃ), তত্র পূর্ণসুখাস্পর্শিত্ব-

---

রসবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তি, তাহা জীবত্বনিবন্ধন পরমানন্দরহিত ভগবদ্ভিন্ন দেবতাবিষয়ে যোজনা করিতে হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এমন সঞ্চারিভাবসমূহ, দেবতাপ্রভৃতি বিষয়ে জাত রতি, এবং যে স্থায়িভাব কেবল উদয়োন্মুখমাত্র হইয়াছে—কিন্তু বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে নাই, ইহারা 'ভাব' শব্দবাচ্য হয়, 'রস' শব্দবাচ্য হয় না, একথা যদিও বিশ্বনাথপ্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন সত্য, এবং যদিও 'ভাবহীন রস নাই, এবং রসহীনও ভাব নাই; এই রস ও ভাবপদার্থ পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া আত্মলাভ করে' এবং 'এ সমস্তই রসরূপে গণ্য; কারণ, এসকলেও রসাস্বাদন হইয়া থাকে।' ইত্যাদি আলঙ্কারিক বাক্যসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে যদিও বুঝাযায় যে, 'ভাব' সমূহের মুখ্য রসত্ব না থাকিলেও গৌণভাবে রসত্ব আছে, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দপূর্ণ সাধারণ দেবতার প্রতি যে রতি জন্মে, তাহাই কেবল ভাবপদবাচ্য হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দঘন ভগবানের প্রতি যে রতি জন্মে, তাহা যখন অতিশয় চমৎকার সমুৎপাদন করে, তখন উহা কেন রসত্ব প্রাপ্ত হইবে না। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—ঐ নিয়ম অন্যদেবতার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে, ভগবানের সম্বন্ধে নহে॥ ১১১-১১২॥ ৭৫—৭৬॥

কারণাৎ (পূর্ণানন্দসম্পর্কশূন্যত্বাৎ হেতোঃ) ঈদৃশং (পূর্ণানন্দঘনং) রসত্বং ন পুষ্যতে (আলম্বনভূত-কামিন্যাদেরপূর্ণানন্দরূপত্বাৎ তদালম্বনক-রসেঽপি পূর্ণানন্দপুষ্টির্নোপজায়ত ইতি ভাবঃ)। খদ্যোতেভ্য ইব [কান্তাদিবিষয়কেভ্যঃ] ক্ষুদ্ররসেভ্যঃ (তাংস্তান্ ক্ষুদ্ররসানপেক্ষ্য) ভগবদ্বিষয়া রতিঃ পরিপূর্ণরসা, অতএব আদিত্যপ্রভা ইব বলবত্তরা (আনন্দভূয়িষ্ঠেত্যর্থঃ। অতএব চ ভগবদ্বিষয়ায়া রতের্মুখ্যরসত্ব-মুপপন্নমিতি ভাবঃ) ॥ ১১৩—১১৪ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ক্রোধশোকভয়াদীনাং সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাম্।
রসত্বমভ্যুপগতং তথানুভবমাত্রতঃ ॥ ১১৫ ॥ ৭৯ ॥

ইহানুভবসিদ্ধোঽপি সহস্রগুণিতো রসঃ।
জড়েনেব ত্বয়া কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতে ভগবদ্-
ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষপ্রতিপাদকো
নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমর্থং সমর্থয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি—"ক্রোধশোক" ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাং (সাক্ষাৎসম্বন্ধেন সুখাবির্ভাবপ্রতিকূলানামপি) ক্রোধ-শোক-ভয়াদীনাং তথানুভবমাত্রতঃ (সুখরূপত্বানুভূতিমাত্রবলেন) রসত্বম অভ্যুপগতং (অঙ্গীকৃতং)। [তথা চ সতি] ইহ (ভগবতি) অনুভবসিদ্ধোঽপি ("রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধ-বিদ্বদনুভবগোচরোঽপি) সহস্রগুণিতঃ (নিরতিশয়স্বভাবঃ) রসঃ ত্বয়া (প্রতিকূলবাদিনা) জড়েন ইব (মূর্খেণেব) কস্মাৎ কারণাৎ অকস্মাৎ (কারণান্তরেণ) অপলপ্যতে (অপহ্নূয়ত ইত্যর্থঃ)।

টীকানুবাদ। এখন কান্তাপ্রভৃতিবিষয়ে উক্ত ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য "কান্তাদি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোক বলিতেছেন।

কামিনীপ্রভৃতি বিষয়ে যে রস ও ভাবপ্রভৃতি প্রকটিত হয়, সে সকলের মধ্যে পূর্ণ আনন্দের বিকাশ থাকে না; এই কারণে সে সকল স্থলে এবম্বিধ অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে যে প্রকার রসপুষ্টি হয়, সেপ্রকার রসপুষ্টি হয় না; কারণ, কান্তাদিবিষয়ে যে রস, তাহা হইতেছে খদ্যোত-প্রকাশের ন্যায় ক্ষুদ্র, আর ভগবদ্বিষয়ক রতি হইতেছে আদিত্যপ্রকাশের ন্যায় অতি মহতী, অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর; এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার লৌকিক রস অপেক্ষা ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিরসই শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয় ॥ ১১৩—১১৪ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

টীকানুবাদ। এখন "ক্রোধ-শোক" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সমর্থনপূর্ব্বক দ্বিতীয় উল্লাসের উপসংহার করিতেছেন—দুইটী শ্লোকে। ক্রোধ, শোক ও ভয়প্রভৃতি ভাবসকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই সুখবিরোধী অর্থাৎ আনন্দলাভের বাধক হয়, তথাপি কেবল অনুভূতির বলে,

অয়ং ভাবঃ—ক্রোধশোকাদয়ো হি ভাবাঃ স্বভাবাদেব সুখপ্রতিকূলাঃ, তেষ্বপি মাত্রয়ানন্দানুভূতিমাত্রদর্শনবলাদ্ যদি রসত্বমঙ্গীক্রিয়তে, তদা পরমানন্দতয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিতে বিদ্বদ্ভিরনুভূয়মানে চ ভগবতি জায়মানায়া রতেরপি রসরূপত্বং কথং নাঙ্গীক্রিয়তামিতি সুধীভিরেব বিচারণীয়মিতি ॥ ১১৫—১১৬ ॥ ৭৯—৮০ ॥

রস-ভাবৌ তয়োর্ভেদান্ ভক্তেশ্চ বিশেষাংস্তথা ।
দশমস্কং জগৌ ভক্তি-রসস্যাত্র দ্বিতীয়কে ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিতে ভক্তিরসায়নে মহামহোপাধ্যায়-শ্রীমদ্দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃতা দ্বিতীয়োল্লাসব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ২ ॥

অর্থাৎ ক্রোধাদিস্থলেও একটা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, কেবল এইমাত্র কারণে ক্রোধ-শোকাদি ভাবগুলিরও রসত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব জিজ্ঞাসা করি, 'তিনি (ভগবান্) রসস্বরূপ; তাঁহাকে লাভ করিয়াই জীবগণ আনন্দিত হইয়া থাকে' ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণিত ও ভক্তজনের অনুভবসিদ্ধ যে সহস্রগুণ অধিক ভগবদ্বিষয়ক রস, তাহা তুমি অকারণ অপলাপ (অস্বীকার) করিতেছ কেন ?

তাৎপর্য্য এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতি ভাবগুলি স্বভাবতই লোকের আনন্দলাভে বাধা ঘটায়—ক্রোধ, শোক বা ভয় উপস্থিত হইলে লোকের দুঃখই দেখা যায়, সুখ দেখা যায় না, তথাপি সময়বিশেষে কিঞ্চিৎ সুখস্পর্শ থাকে বলিয়া যদি তুমি ঐসকল স্থলেও রসসত্তা স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে, শাস্ত্র যাঁহাকে পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, এবং বিদ্বৎপুরুষেরাও যাঁহাকে পূর্ণ আনন্দময় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন, সেই ভগবদ্বিষয়ে উৎপন্ন রতিতে রসভাব স্বীকার করিবে না কেন ? ॥ ১১৪—১৫ ॥ ৭৯—৮০ ॥

ইতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত ভগবদ্ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের
দ্বিতীয় উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভক্তিরসপ্রতিপাদকঃ

তৃতীয় উল্লাসঃ।

নম্ন কোহয়ং রসো নাম কিংনিষ্ঠো বা ভবেদসৌ।
অস্য প্রত্যায়কঃ কো বা প্রতীতিরপি কীদৃশী ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। প্রথম উল্লাসে সসাধনং ভক্তিসামান্যং নিরূপ্য, দ্বিতীয়ে চ তদ্বিশেষানবান্তর-ভেদাংশ্চ প্রতিপাদ্য, সম্প্রতি ভক্তিরসমববোধয়িতুং তৃতীয়মুল্লাসমারভমাণো গ্রন্থকারঃ প্রথমং রসস্বরূপ-প্রতিপাদনার্থং পৃচ্ছতি—"নম্ন" ইতি।

নম্ন (বাক্যারম্ভে) অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ) রসঃ নাম (প্রসিদ্ধৌ) কঃ? (অয়ং রসঃ কিংস্বরূপতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ), অসৌ (রসঃ) কিংনিষ্ঠঃ (কস্মিন্ অস্য স্থিতিরিত্যর্থঃ?), অস্য (রসস্য) প্রত্যায়কঃ (প্রতীতিজনকঃ) বা কঃ? প্রতীতিশ্চ (অনুভূতিঃ—আস্বাদনঞ্চ) কীদৃশী?।

অত্রৈতদবধেয়ম্—নম্ন রসস্য প্রতীতিবিষয়কঃ প্রশ্নঃ কথমুপপদ্যতে নাম? যাবতা অনুভবাপর-পর্য্যায়াৎ প্রতীতিশরীরাদন্যো রসো নাম ন কশ্চিদস্তি, প্রতীতিবিশেষ এব হি বিভাবাদিসমবধানাৎ রসনাম্না ব্যপদিশ্যতে, তস্মাদ্ রসস্য প্রতীতিরিতি বিরুদ্ধং বচঃ। বাঢ়ম, যদ্যপি বস্তুগত্যা রস-প্রতীত্যোঃ

টীকানুবাদ। গ্রন্থকার প্রথম উল্লাসে ভক্তির সাধন ও সামান্য লক্ষণ নিরূপণ করিয়া দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ নিরূপণ করিয়াছেন। এখন তৃতীয় উল্লাস আরম্ভ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার প্রথমেই রসের স্বরূপ নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করিতেছেন—"নম্ন" ইত্যাদি।

নূতন কথা আরম্ভসূচনার জন্য "নম্ন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, পূর্ব্ব উল্লাসের শেষে যে, 'রস' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই রসের স্বরূপ কি? সেই রসের স্থিতি কোথায়? (কিংনিষ্ঠ?) সেই রসপ্রতীতির কারণ কি? অর্থাৎ কি কি কারণ হইতে রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে? এবং ইহার (রসের) প্রতীতিই বা কি প্রকার? ইতি।

এখানে চিন্তা করা আবশ্যক যে, রসের প্রতীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা সঙ্গত হয় কিরূপে? কারণ, অনুভব যাহার অপর নাম, সেই প্রতীতির অতিরিক্ত রস বলিয়া ত কোন বস্তুই নাই; কেন না, একপ্রকার প্রতীতি-বিশেষই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সহযোগে 'রস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, অতএব 'রসের প্রতীতি' কথাটা সম্পূর্ণই অর্থশূন্য? হাঁ, এ কথা

স্বরূপতো ভেদো নাস্তি, তথাপি যৎ কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যমাদায় 'ওদনং পচতি' ইতিবদভেদে ভেদমারোপ্য 'রসঃ প্রতীয়তে, আস্বাদ্যতে' ইত্যাদিঃ প্রয়োগো ভাক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ ব্যভিচারিভিরপ্যুত।
স্থায়ী ভাবঃ সুখত্বেন ব্যজ্যমানো রসঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। তত্র প্রথমং স্বরূপবিষয়ক-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—"বিভাবৈঃ" ইতি। স্থায়ী ভাবঃ (রত্যাদিঃ) বিভাবৈঃ (আলম্বনোদ্দীপনাখ্যৈঃ), অনুভাবৈঃ (চেষ্টাদিভিঃ), ব্যভিচারিভিঃ (রসান্তর-সঞ্চরণশীলৈঃ) অপি (সমুচ্চয়ে) সুখত্বেন ব্যজ্যমানঃ (পরমানন্দরূপতয়া অভিব্যক্তঃ সন্) রসঃ স্মৃতঃ (রসনাম্না উক্ত ইত্যর্থঃ)। অত্র বিভাবৈরিত্যাদিষু বহুবচনমবিবক্ষিতম্। বিভাবাদীনাং লক্ষণানি তু প্রাগেবোক্তানীতি নেহ প্রতন্যন্তে ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

সুখস্যাত্মস্বরূপত্বাৎ তদাধারো ন বিদ্যতে।
তদ্ব্যঞ্জিকায়া বৃত্তেস্তু সামাজিকমনঃ প্রতি ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং নিষ্ঠাবিষয়কস্য দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—"সুখস্য" ইতি। সুখস্য (আনন্দাত্মকরসস্য) আত্মস্বরূপত্বাৎ (আত্মনোঽনতিরিক্তত্বাৎ) তদাধারঃ (তস্য সুখস্য) আধারঃ (আশ্রয়ঃ) ন বিদ্যতে। তদ্ব্যঞ্জিকায়াঃ (সুখাত্মক-রসাভিব্যক্তিকারণীভূতায়াঃ) বৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তেঃ

কতকটা সত্য বটে, যদিও বাস্তবিক পক্ষে রস ও প্রতীতির মধ্যে স্বরূপগত কোনই পার্থক্য নাই সত্য, তথাপি সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া "ভাত পাক করিতেছে' কথার ন্যায় অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া 'রসের প্রতীতি ও আস্বাদন' ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে ইহা গৌণপ্রয়োগ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, ওদন অর্থ—ভাত, পাকের পরেই ওদন নিষ্পন্ন হয়, তণ্ডুল পাক করিলে পর ওদন হয়, অথচ 'ওদন পাক করিতেছে' একথা সকলেই বলিয়া থাকে। এখানেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার বুঝিতে হইবে ॥ ১১৭ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ। এখন প্রথমে রসের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—"বিভাবৈঃ" ইতি। রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব সকল আলম্বন ও উদ্দীপন নামক দুইপ্রকার বিভাব, নায়ক-নায়িকার চেষ্টাপ্রভৃতি অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের সংযোগে সুখাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রসাকার প্রাপ্ত হয়। শ্লোকে যে, "বিভাবৈঃ" প্রভৃতি স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন অর্থ নাই, সুতরাং উহাদের একএকটী থাকিলেও রস নিষ্পন্ন হইবে। বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতির বিবরণ পূর্ব্বেই টিপ্পনীতে বলা হইয়াছে, সেইজন্য এখানে আর সে সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইল না ॥ ১১৮ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ। এখন রসের আশ্রয়বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—"সুখস্য" ইতি। আনন্দস্বরূপ রস বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ সুখ

রত্যাদেরিত্যর্থঃ) তু (পুনঃ) সামাজিকমনঃ প্রতি (শ্রোতৃদর্শকানাং মনো লক্ষ্যীকৃত্য) [আধারত্বব্যবহার ইতি পূরণীয়ম্]।

অয়ং ভাবঃ—"রসো বৈ সঃ, রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিশতৈরাত্মনো ব্রহ্মস্বরূপত্বং ব্রহ্মণশ্চ সুখরূপত্বং প্রতিপন্নম্। জগদাধারস্য চ বিভোরাত্মনো নিরাধারত্বং সুপ্রতীতমেব, অতঃ "তদাধারো ন বিদ্যতে" ইতি যদুক্তং, তদবিতথমেব। নিরাধারস্যাপি সুখাত্মক-রসস্য অন্তঃকরণবৃত্তৌ অভিব্যক্তির্জায়তে ইত্যতঃ সামাজিকানাং—দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃণাং মন এব তদভিব্যঞ্জকবৃত্ত্যবচ্ছিন্নতয়া রসাধারতয়া বিবক্ষ্যতে লৌকৈরিতাবধেয়মিতি ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

কাব্যার্থনিষ্ঠা রত্যাদ্যাঃ স্থায়িনঃ সন্তি লৌকিকাঃ ॥
তদ্বোদ্ধৃনিষ্ঠাস্তপরে তৎসমা অপ্যলৌকিকাঃ ॥ ১২০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। অথেদানীং স্থায়িভাবানাং লৌকিকালৌকিকত্বেন ব্যবস্থাং দর্শয়তি—"কাব্যার্থ" ইতি। কাব্যার্থনিষ্ঠাঃ (কবিপ্রতিভোত্থাপিতবিষয়গতাঃ) রত্যাদ্যাঃ (রতিহাসাদয়ঃ) স্থায়িনঃ (স্থায়িভাবাঃ) লৌকিকাঃ (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) সন্তি। তদ্বোদ্ধৃনিষ্ঠাঃ (কাব্যার্থভাবনাসম্পন্নেষু দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃষু স্থিতাঃ) (রত্যাদয়ো ভাবাঃ) তু (পুনঃ) অপরে (বিলক্ষণাঃ) তৎসমাঃ (লৌকিকভাবানুরূপাঃ—তদভিন্নালম্বনাঃ) অপি অলৌকিকাঃ (লোকবিলক্ষণা এব, নিরতিশয়ানন্দমাত্ররূপত্বাদিতি ভাবঃ) ॥

বলিয়া কোন পদার্থ নাই; সুতরাং সুখাত্মক রসের কোনও আধার বা আশ্রয় নাই—থাকা সম্ভবও হয় না; কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তিই সুখাত্মক রসের অভিব্যক্তি জন্মায়, এইজন্য সামাজিকগণের—দ্রষ্টা ও শ্রোতা প্রভৃতির মনকে (অন্তঃকরণকে) লক্ষ্য করিয়া রসাধার বলা হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, 'তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ, সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হইয়া থাকে', 'ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ জানিয়াছিলেন,' 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি-প্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, এবং ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; সুতরাং সুখরূপী রসও আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বব্যাপক ও সমস্ত জগতের আধার, তাহার দ্বিতীয় কোন আধার নাই, এবং থাকাও সম্ভব হয় না; কিন্তু তা' হইলেও মানুষের অন্তঃকরণে (মনে) সেই রসরূপী সুখের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটিয়া থাকে; এই কারণে দ্রষ্টা ও শ্রোতা প্রভৃতির অন্তঃকরণকে রসের আধার বা আশ্রয় বলা হইয়া থাকে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে রসবস্তুটী আত্মারই স্বরূপ; তদতিরিক্ত নহে ॥ ১১৯ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর স্থায়িভাবসমূহের লৌকিক ও অলৌকিকভেদে বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—"কাব্যার্থ" ইতি। কাব্যার্থনিষ্ঠ অর্থাৎ কবিজনের প্রতিভা বলে যে সকল বিষয় বর্ণনীয়রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়গত স্থায়িভাবসমূহ হয় লৌকিক

অয়মাশয়ঃ—নন্থ লৌকিকা হি রত্যাদয়ঃ স্থায়িভাবাঃ কাব্যার্থভূতেষু নায়কাদিষু বর্ত্তমানাস্তত্রৈব লোকরীত্যা রসভাবমাপদ্যেরন্, ন তদ্বোদ্ধৃষু সামাজিকেষু, অনাশ্রয়ত্বাৎ; তৎ কথমুচ্যতে রত্যাদীনাং তদ্বোদ্ধৃনিষ্ঠত্বমলৌকিকত্বঞ্চেতি? নৈবং মংস্থাঃ, পরিমিততয়া লোকসিদ্ধতয়া বিঘ্নবত্তয়া চ তেষাং রস-পরিপন্থিত্বাৎ। অতএব বিশ্বনাথাদিভিঃ—

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসো ভবেৎ॥" ইত্যুক্তম্।

নাপ্যনুকর্তৃগতোঽপি রসঃ; অভিনেতারো হি শিক্ষাভ্যাসাদিপাটববশাৎ তত্তদ্ভাবং দর্শয়ন্তোঽপি স্বগত্যা রত্যাদিমন্ত এবেত্যত্র মানাভাবাৎ। অতঃ পারিশেষ্যাৎ সামাজিকেষ্বেব রসোদয় ইতি পর্য্যবস্যতি। সামাজিকা হি ভাবনাবিশেষবশাৎ স্বাত্মানং তদভিন্নতয়া মন্যমানাঃ স্বগতং রত্যাদিকমপি লোকবিলক্ষণতয়াঽনুভবন্তশ্চমৎকারশরীরং রসং প্রতিযন্তি, ইত্যত উক্তং—"তৎসমা অপ্যলৌকিকাঃ" ইতি॥ ১২০॥ ৪॥

অর্থাৎ লোকব্যবহারসিদ্ধ; কিন্তু যাহারা কাব্য-নাটকাদিতে বর্ণিত সেই সকল বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করেন, তাহাদের হৃদয়ে যে রত্যাদি ভাবসমূহ উপস্থিত হয়, সে সকল ভাব কাব্যোল্লিখিত রত্যাদি ভাবের অনুরূপ হইয়াও—এক বিষয়গত হইয়াও অলৌকিক হয়, অর্থাৎ লোক-প্রসিদ্ধ রত্যাদিভাব হইতে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকারে প্রকাশিত হয়, কারণ, ঐ সকল ভাব পরিমিত বা সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ না পাইয়া নিরতিশয় আনন্দময়রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, লোকপ্রসিদ্ধ রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি কাব্যে লিখিত নায়ক-নায়িকাপ্রভৃতির সম্বন্ধেই বর্ণিত থাকে; সুতরাং উহারা আশ্রয়ভূত নায়কনায়িকা-প্রভৃতির সম্বন্ধেই এবং লৌকিক বা ব্যবহারসিদ্ধরূপেই রস সমুৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু কাব্যার্থবেত্তা সামাজিকগণের হৃদয়ে রস জন্মায় কিরূপে? এবং নিজের অলৌকিকত্বই বা সাধন করে কিরূপে? না, এরূপ মনে করা সঙ্গত হয় না; কারণ, কাব্যে বর্ণিত নায়কাদির যে রতিপ্রভৃতি ভাব, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে রসোদয়ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল; কেন না, নায়কাদিগত লৌকিক রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি পরিমিত, লোকপ্রসিদ্ধ (বৈচিত্র্যহীন), এবং লজ্জা ও ভয়প্রভৃতি বিঘ্নসঙ্কুল; কাজেই সে সকল ভাব রসের উপযোগী হয় না। বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণও বলিয়াছেন—'অনুকার্য্য—যাহার অনুকরণ বা অভিনয় করা হয়, তাহার রত্যাদি ভাবগুলি স্বভাবতই পরিমিত বা সীমাবদ্ধ, লোকপ্রসিদ্ধ (চমৎকারহীন), এবং লজ্জা ভয় প্রভৃতি থাকায় বিঘ্নযুক্ত; অতএব অনুকার্য্য নায়কাদির রতিপ্রভৃতির স্ফুরণ কখনই রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।'

এই প্রকার, যাহারা অনুকরণ করে—অভিনেতা, তাহাদের রত্যাদিভাবও রসরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না; কারণ, অভিনেতৃগণ শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে অনুরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে যে, রতিপ্রভৃতি ভাব বিদ্যমানই থাকে, তদ্বিষয়ে কোনও

বোধ্যনিষ্ঠা যথাস্বং তে সুখদুঃখাদিহেতবঃ।
বোদ্ধৃনিষ্ঠাস্তু সর্ব্বেঽপি সুখমাত্রৈকহেতবঃ ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্তবৈষম্যনিদানং বিবৃণোতি—"বোধ্যনিষ্ঠাঃ" ইতি। তে (রত্যাদয়ঃ স্থায়িভাবাঃ) বোধ্যনিষ্ঠাঃ (বর্ণনীয়গতাঃ অভিনেয়গতা বা সন্তঃ) যথাস্বং (যথাসম্ভবং) সুখদুঃখাদি-হেতবঃ (যথাযোগ্যং সুখজনকাঃ, দুঃখজনকাঃ, মোহজনকাশ্চ ভবন্তি), বোদ্ধৃনিষ্ঠাঃ (দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃগতাঃ) তু (পুনঃ) সর্ব্বে অপি (স্থায়িভাবাঃ) সুখমাত্রৈকহেতবঃ (কেবলম্ আনন্দকারণানি) [ভবন্তি] ইতি ॥

নচাত্র শঙ্কনীয়ং—করুণাদিরসানাং দুঃখরূপত্বাৎ সর্ব্বত্র সুখমাত্রৈকহেতুত্বোক্তিঃ কথং সংগচ্ছত-ইতি? তত্রাপি সুখস্যানুভবিকত্বাৎ। তদুক্তম্—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥" ইতি ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

অতো ন করুণাদীনাং রসত্বং প্রতিহন্যতে।
ভাবানাং বোদ্ধৃনিষ্ঠানাং দুঃখাহেতুত্বনিশ্চয়াৎ ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমর্থং যুক্ত্যা সমর্থয়তে—"অতঃ" ইতি। অতঃ (বোদ্ধৃনিষ্ঠভাবানাং তদানীমলৌকিকতয়া প্রতিভাসনাৎ হেতোঃ) করুণাদীনাং (আদিশব্দাৎ ভয়ানকাদীনাং সংগ্রহঃ)

প্রমাণ নাই; সুতরাং কাব্যার্থবোদ্ধা সামাজিকগণের রত্যাদি ভাবই যে রসাকারে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সামাজিকগণই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়টী ভাবনা করিতে করিতে নিজেই সেই সকল বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অভিন্নরূপে ভাবিত হইয়া এক অপূর্ব্বভাবে স্বীয় রত্যাদিভাবসকল অনুভব করত চমৎকারময় রস আস্বাদন করিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত বৈলক্ষণ্যের (অলৌকিকত্বের) কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—"বোধ্যনিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি। বোধ্য অর্থ বর্ণনীয় বা অভিনেয় নায়কাদি। সেই বোধ্যগত রত্যাদি ভাবসমূহ যথাসম্ভব সুখদুঃখাদির কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের রত্যাদিভাব-গুলি কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও বা মোহ সমুৎপাদন করে, কিন্তু ঐ সমস্ত ভাবই বোদ্ধগত হইয়া একমাত্র সুখেরই কারণ হইয়া থাকে, উহাতে দুঃখ বা মোহের সম্বন্ধ-মাত্রও থাকে না।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'করুণ' প্রভৃতি রস যখন স্বভাবতই দুঃখজনক, তখন 'উহা একমাত্র সুখেরই কারণ হয়' একথা কিরূপে সঙ্গত হয়? না, এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হয় না; কারণ, সে সকল স্থলেও যে, সুখোদয় হয়, সহৃদয়গণের অনুভবই তাহার প্রমাণ। সেইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'করুণাদি রসস্থলেও যে, পরমানন্দ জন্মে, সহৃদয়গণের অনুভূতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ।' ইতি ॥ ১২১ ॥ ৫ ॥

রসত্বং ন প্রতিহন্যতে (ন বাধ্যতে), [কুতঃ ? ইত্যাহ—] বোদ্ধৃনিষ্ঠানাং (সামাজিকাশ্রিতানাং) ভাবানাং (শোকভয়াদীনাং) দুঃখাহেতুত্বনিশ্চয়াৎ (দুঃখাজনকত্বাৎ, সুরতে দন্তক্ষতাদিবৎ শোক-ভয়াদীনামপি সুখকরত্বাৎ করুণাদীনাং রসভাবো ন ব্যাহন্যত ইতি ভাবঃ) ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

তত্র লৌকিক-রত্যাদেঃ কারণং লৌকিকং তু যৎ ॥
কাব্যোপদর্শিতং তত্তু বিভাব ইতি কথ্যতে ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। প্রসঙ্গতো রত্যাদ্যুদ্বোধকানামলৌকিকত্বং বিভাবসংজ্ঞাং চ নির্দ্দিশতি—"তত্র" ইতি। তত্র (রসবিষয়ে) লোকে (ব্যবহারক্ষেত্রে) যৎ তু রত্যাদেঃ লৌকিকং কারণং (লোক-সিদ্ধং কারণং রামাদি), তৎ তু কাব্যোপদর্শিতং (কাব্যে নাট্যে চ বর্ণিতমভিনীতং চ সৎ) বিভাব ইতি কথ্যতে (রসাবির্ভাবনহেতুত্বাৎ, বিভাবয়তি—রসমাবিষ্করোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা লোকসিদ্ধং বস্তু নায়কাদ্যেব বিভাবনাম্না ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

লৌকিকস্যৈব রত্যাদের্লোকে যৎ কার্য্যমীক্ষিতম্।
কাব্যোপদর্শিতং তৎ স্যাদনুভাব-পদাস্পদম্ ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং রসানুগুণমনুভাবং নির্দ্দিশতি—"লোকে" ইতি। লোকি (ব্যবহারক্ষেত্রে) লৌকিকস্য (ব্যবহারসিদ্ধস্য) রত্যাদেঃ (রত্যাদিস্থায়িভাবস্য) যৎ কার্য্যং (কটাক্ষবিক্ষেপাদি) ঈক্ষিতং (দৃষ্টং ভবতি), তৎ (রত্যাদিকার্য্যমেব) কাব্যোপদর্শিতং (কাব্যনাট্যপ্রদর্শিতং সৎ) অনুভাব পদাস্পদং

টীকানুবাদ। এখন উপরিউক্ত বিষয়টী যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—"অতঃ" ইত্যাদি। যেহেতু বোদ্ধৃগত ঐসকল রত্যাদি ভাব অলৌকিকরূপে প্রতিভাত হয়, সেই হেতু করুণাদি রসেরও রসত্ব—সুখরূপতা ব্যাহত হয় না। কি কারণে ব্যাহত হয় না, তাহা বলিতেছেন—সামাজিকগণের হৃদয়গত ঐ সকল শোক-ভয়াদি ভাবসমূহ কখনই দুঃখ সমুৎপাদন করে না, (কাজেই উহাদের রসরূপতাপ্রাপ্তিতেও বাধা হয় না)। অভিপ্রায় এই যে, সুরতে দন্তাঘাতে যেমন সুখবোধ হয়, তেমনি শোক ভয়াদি ভাব হইতেও সামাজিকগণের দুঃখবিনিময়ে সুখই অনুভূত হয়; কাজেই করুণাদিরসেও সুখাস্বাদ ব্যাহত হয় না ॥ ১২২ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ। এই প্রসঙ্গে রত্যাদি ভাবসমূহের উদ্বোধক ভাবগুলিরও অলৌকিকত্ব এবং বিভাবাদি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। ব্যবহারক্ষেত্রে রত্যাদি ভাবের উদ্বোধক যে সকল লৌকিক বস্তু, তাহাই কাব্যে নিবদ্ধ হইয়া অলৌকিকভাব প্রাপ্ত হয়, এবং বিভাব নামে উক্ত হয়। উহারা রসাবির্ভাব ঘটায়, এই জন্য বিভাব নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ। এখন রসের অনুকূল অনুভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"লোকে" ইতি। ব্যবহারজগতে যাহা ব্যবহারিক রত্যাদির উদ্বোধক বা কারণ—নায়ক নায়িকার কটাক্ষদৃষ্টি-

(অনুভাব-পদবাচ্যং) স্যাৎ। লৌকিকমেব রত্যাদিজন্তং নায়ক-নায়িকাদিচেষ্টিতং কাব্যনাট্যগতং সদ্ অনুভাবনাম্না ব্যপদিশ্যত ইতিভাবঃ ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

লৌকিকস্যৈব রত্যাদের্যে ভাবাঃ সহকারিণঃ।
কাব্যোপদর্শিতাস্তে তু কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। অথ ব্যভিচারিভাবং নিরূপয়তি—"লৌকিকস্য" ইতি। যে ভাবাঃ (লজ্জাদয়ঃ) লৌকিকস্য রত্যাদেরেব সহকারিণঃ (সহকারিকারণভূতাঃ), তে (সহকারিণো ভাবাঃ) তু কাব্যোপদর্শিতাঃ সন্তঃ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।

লজ্জোন্মাদাদয়ো হি ভাবা নিয়মেন রত্যাদিভাববিশেষং ন সাক্ষাৎ পুষ্ণন্তি, তৎপোষণে তু যথাযোগং সাচিব্যমাত্রং কুর্ব্বন্তি, অতশ্চানিয়তস্বভাবতয়া রসান্তরে সঞ্চরণাৎ তে হি সঞ্চারিণ ইতি ব্যভিচারিণ ইতি চাখ্যায়ন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

অলৌকিকস্য রত্যাদেঃ সামাজিক-নিবাসিনঃ।
উদ্বোধে কারণং জ্ঞেয়ং ত্রয়মেতৎ সমুচ্চিতম্ ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। রত্যাদ্যুদ্বোধে বিভাবাদীনাং সম্ভূয়কারিত্বং কথয়তি—"অলৌকিকস্য" ইতি। সামাজিকনিবাসিনঃ (দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃনিষ্ঠস্য) অলৌকিকস্য রত্যাদেঃ উদ্বোধে (রসভাবপ্রাপণে) এতৎ ত্রয়ং (বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিভাবত্রয়ং) সমুচ্চিতং (মিলিতং সৎ) কারণং জ্ঞেয়ম্। নৈষাং

প্রভৃতি, তাহাই কাব্যে নিবদ্ধ হইলে অনুভাব নামে কথিত হয়, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার ব্যবহারসিদ্ধ যে, কার্য্যাবলী, তাহাই কাব্যে ও নাট্যে নিবদ্ধ হইয়া অনুভাব সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে ॥ ১২৪ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর রসের ব্যভিচারিভাব নিরূপণ করিতেছেন—"লৌকিকস্য" ইত্যাদি। লজ্জাভয়প্রভৃতি যে সকল ভাব লৌকিক রত্যাদি ভাবের উদ্বোধে সহকারী কারণ, সেই সকল ভাবই কাব্য-নাটকগত হইলে ব্যভিচারী ভাব নামে কথিত হয়।

লজ্জা ভয় প্রভৃতি ভাবগুলি নিয়মিতভাবে কোন রসেরই উদ্বোধক হয় না, পরন্তু যখন যেখানে যেরূপ সম্ভব হয়, সেখানে সেই রূপেই রসের যথাকথঞ্চিৎ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, এই জন্য—কোন রসবিশেষে নিবদ্ধ না থাকিয়া নানা রসে সঞ্চরণ করে বলিয়া উহাদিগকে সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব যে, মিলিত হইয়াই রসের উদ্বোধক হয়, এখন তাহা বলিতেছেন—"অলৌকিকস্য" ইতি। উক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব, এই তিনটী ভাব মিলিত হইয়াই সামাজিক দ্রষ্টা ও শ্রোতার সম্বন্ধে অলৌকিক রত্যাদি-

প্রত্যেকং রত্যাদ্যুদ্বোধে কারণতামাপদ্যন্তে, অপিতু প্রপাণক-রসন্যায়েন মিলিতমেব রত্যাদ্যুদ্বোধে কারণং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত-স্ব-পরসম্বন্ধাদন্যে সাধারণাত্মনা।
অলৌকিকং বোধয়ন্তি ভাবং ভাবাস্ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। রসোপাদানভূতানাং ভাবানামসাধারণ্যেনালৌকিকত্বং সাধয়তি—"জ্ঞাত" ইত্যাদিনা। অমী (পূর্ব্বোক্তাঃ) ত্রয়ঃ অপি ভাবাঃ (বিভাবানুভাব সংঞ্চারিণঃ) জ্ঞাতস্বপরসম্বন্ধাৎ (জ্ঞাতঃ অনুভববিষয়তাং গতঃ স্বস্য পরস্য চ সম্বন্ধ আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্বাদিরূপঃ যস্য, তস্মাৎ—স্বপর-সম্বন্ধবোধসহকৃতাদিতি যাবৎ) অন্যে (বিলক্ষণাঃ স্ব-পরভেদবোধরহিতাঃ) [অতএব] সাধারণাত্মনা (সাধারণ্যেন) ভাবং (স্থায়িভাবং) বোধয়ন্তি (রসরূপতাং প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ)।

অনুভাবাদয়ো হি প্রথমম্ অসাধারণ্যেন জায়মানা অপি সমূচ্চিত্য স্বপরভেদবুদ্ধিং পরিত্যজ্য অসাধারণ্যেনাভিব্যজ্যমানা রত্যাদিভাবান্ রসাবস্থাং গময়ন্তি, তত এব হি সামাজিকানাং যুগপৎ রসপ্রতীতিরুপজায়তে, অন্যথা সা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব রসপ্রতীতিমধিকৃত্য—

"পরস্য ন পরস্যেতি ন মমেতি মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥"

ইত্যাদিনা রসপ্রতীতের্বিলক্ষণত্বমুক্তম্ ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

ভাবের উদ্বোধক অর্থাৎ রসত্বপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের কোন একটীই স্বতন্ত্রভাবে কোন রস সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না; পরন্তু প্রপাণক-রসের নিয়মে মিলিত হইয়াই রসপ্রতীতি জন্মাইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ। এখন রসের কারণীভূত ভাবসমূহের অলৌকিকত্ব সমর্থনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"জ্ঞাত" ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব, এই তিন প্রকার ভাবই আত্ম-পরভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত সাধারণ ভাব হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ব্যবহারসিদ্ধ সমস্ত ভাবেই আত্ম-পর ভেদচিন্তা থাকে, কিন্তু এই ভাবত্রয়ে সেই ভেদবুদ্ধি থাকে না; এই কারণেই ইহারা কোনও ব্যক্তিগতভাবে না জন্মাইয়া সাধারণ ভাবেই রসোপাদান স্থায়িভাবের উদ্বোধ জন্মায়। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবগুলি প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে আবির্ভূত হয়, পরে পরস্পর পরস্পারের সহিত মিলিত হইয়া ব্যক্তিগতভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন ইহা আমার বা অমুকের এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। সেই অবস্থায় ঐ সকল ভাবই সঞ্চিত রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবগুলির রসাবস্থা উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। এই কারণেই—বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের ব্যক্তিগত ভাব থাকে না বলিয়াই একই সময়ে একই বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া সকলে সমানভাবে রসানুভব করিতে পারে, নচেৎ তাহা হইতে পারিত না। এই জন্যই বিশ্বনাথ কবিরাজ রসানুভূতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'যে

ভাব-ত্রিতয়সংস্পৃষ্ট-স্থায়িভাবাবগাহিনী।
সমূহালম্বনাত্মৈকা জায়তে সাত্ত্বিকী মতিঃ ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ। ফলিতার্থমাহ—"ভাব" ইতি। ভাবত্রিতয়সংস্পৃষ্ট-স্থায়িভাবাবগাহিনী (বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাবানাং ত্রিতয়েন সংস্পৃষ্টঃ সম্বদ্ধ উদ্বোধিতো যঃ স্থায়িভাবঃ, তদ্বিষয়া তদালম্বনা বা) সমূহালম্বনাত্মা (প্রপাণক-রসন্যায়েনাখণ্ডাকারা) একা (একৈব, ন তু নানা) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণ-প্রধানা) মতিঃ (রসপ্রতীতিঃ) জায়তে, (সর্ব্বানেব বিষয়ান্ সমালম্ব্য জ্ঞানমেকমুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

সানন্তরক্ষণেঽবশ্যং ব্যনক্তি সুখমুত্তমম্।
তদ্রসঃ কেচিদাচার্য্যাস্তামেব তু রসং বিদুঃ ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ। মতভেদেন তৎকার্য্যং প্রতিপাদয়ন্নাহ—"সা" ইত্যাদি। সা (পূর্ব্বোক্তা সত্ত্বিকী মতিঃ) অনন্তরক্ষণে (স্বোৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তরকালে) উত্তমং (নিরতিশয়ম্ অলৌকিকমিতি যাবৎ) সুখং অবশ্যং (নিয়মেন) ব্যনক্তি (বিশেষেণ ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা প্রকটয়তি)। তৎ (ব্যক্তীভূতং সুখমেব) রসঃ (রস-পদব চ্য ইত্যর্থঃ)। কেচিৎ তু আচার্য্যাঃ তাং (সাত্ত্বিকীং মতিং) এব রসং বিদুঃ (জানন্তীত্যর্থঃ)।

আত্মা হি পরমানন্দঘনরূপতয়া "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা রসরূপতয়া প্রসিদ্ধঃ। সা চাত্মনো রসরূপতা স্বাবিদ্যয়াবৃতত্বাৎ নানুক্ষণমনুভবগোচরতামাপদ্যতে। যদা তু পুণ্যপরিপাকবশাদ্ বিভাবাদি-

সময় রসাস্বাদ হয়, সে সময়ে, এই সকল বিভাবাদি অপরের কিংবা অপরের নয়, আমার কিংবা আমার নয়, ইত্যাদি ভাবে কোনও সীমা বা সংকীর্ণতা থাকে না; এবং থাকে না বলিয়াই উহারা বিলক্ষণ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাব অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইতি ॥ ১২৭ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ। এখন উক্ত ব্যবস্থার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ভাব" ইত্যাদি। উক্ত ত্রিবিধ ভাবসম্বলিত রত্যাদি স্থায়িভাবকে অবলম্বন করিয়া সমূহালম্বনাত্মক এক অখণ্ড সাত্ত্বিক জ্ঞান উপস্থিত হয়। বহুবিষয় অবলম্বন করিয়া যে, একটী জ্ঞান হয়, তাহাকে সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান বলে। সমূহালম্বন স্থলে বিষয়ই ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান একই থাকে ॥ ১২৮ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ। এখন মতভেদপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই জ্ঞানের ফল প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"সা" ইতি। সেই সাত্ত্বিকীমতি নিজে উৎপন্ন হইয়া অব্যবহিত পরক্ষণে নিশ্চয়ই উত্তম সুখ অভিব্যক্ত করে; সেই যে সুখ, তাহাই রস অর্থাৎ রস নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন আচার্য্য আবার উক্ত সাত্ত্বিক মতিকেই রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'তিনি রসস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবচন অনুসারে জানা যায় যে, পরমানন্দময় এই আত্মাই রসস্বরূপ। আত্মার সেই পরমানন্দঘন রসরূপটী অবিদ্যা বা অজ্ঞানে আবৃত থাকায় সকল

ত্রিতয়াবগাহি সমূহালম্বনাত্মকং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তেন চাবরণমপনীয়তে, তদা খলু নিত্যসিদ্ধ-সেবাত্মীয়ং সুখমভিব্যজ্যতে, ব্যক্তীভূতং তৎ স্বাত্মস্বরূপমেব সুখং রসনাম্না ব্যপদিশ্যতে ইতি তাবদ্ গ্রন্থকৃতাং মতম্।

অভিনবগুপ্তপাদপ্রভৃতয়স্তু অত্রাপরিতুষ্যন্তঃ প্রতীত্যতিরিক্তরসসদ্ভাবে প্রমাণঞ্চাপশ্যন্তঃ সমূহালম্বনাত্মকং জ্ঞানমেব রসত্বেন ব্যাজহ্রুঃ। অত্র চ সম্বন্ধেঽপি বহবো বিপ্রতিপন্নাঃ স্বস্বমনীষানুসারেণানেকধা রসস্বরূপমাচক্ষাণাঃ, তেষাং মতানি পুনরনাস্থয়েব নোদাহৃতানীতি সুধীভিশ্চিন্ত্যম্ ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

তেষাং প্রত্যেক-বিজ্ঞানং কারণত্বেন তৈর্মতম্।
স্থায়ী ভাবো রস ইতি প্রয়োগস্তূপচারতঃ ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। পরকীয়মতস্য সমর্থনপ্রকারমাহ—"তেষাম্" ইতি। তৈঃ (তথাবিধায়া মতেরেব রসভাবমভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ) তেষাং (ভাবানাং) প্রত্যেকবিজ্ঞানং কারণত্বেন (রসোদ্বোধহেতুত্বেন) মতং (অভিমতং)। [অতঃ] 'স্থায়ী ভাবঃ (রত্যাদিভাবঃ) রসঃ' ইতি প্রয়োগস্তু (ব্যপদেশঃ পুনঃ) উপচারতঃ (কারণে কার্য্যত্বোপচারাদ্ গৌণইত্যর্থঃ)। এতন্মতে—সমূহালম্বনাত্মিকায়া মতেরেব রসরূপত্বাৎ, ভাবানাঞ্চ বিষয়তয়া মতিং প্রতি কারণত্বাৎ স্থায়িভাবস্য রসত্বোক্তিঃ সুতরামযুক্তেতি ভাবঃ ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

সময়ে লোকের অনুভবে আসে না, কিন্তু কখনও যদি স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব এই তিনটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সত্ত্বগুণপ্রধান জ্ঞানের উদয় হয়, এবং তাহা দ্বারা যদি অজ্ঞানাবরণ অপনীত হয়, তাহা হইলে, তখনই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সেই আনন্দময় রূপটী কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হয়। আত্মার স্বরূপভূত সেই ব্যক্তীভূত সুখই তৎকালে রসনামে ব্যবহৃত হয়,—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

অভিনবগুপ্তপ্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ এসিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন না, এবং অনুভবের অতিরিক্ত রসসদ্ভাবে কোন প্রমাণও দেখিতে পান না; এই হেতুতে তাহারা বিভাবাদিবিষয়ক সমূহালম্ব-নাত্মক জ্ঞানকেই (সাত্ত্বিক মতিকেই) রসরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই রসসম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদী বহু পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, গ্রন্থকার অনাদর বশতঃ এখানে সে সকল মতের উল্লেখ করেন নাই বুঝিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ। এখন পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরকীয় মতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"তেষাং" ইতি। যাহারা সাত্ত্বিক মতিকেই রস বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে প্রত্যেক বিভাবাদি-বিষয়ক জ্ঞানই রসের উদ্বোধে কারণ, এই কারণে রত্যাদিভাবকে যে, রস বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা গৌণপ্রয়োগ, অর্থাৎ রত্যাদিভাবকে অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্ঞান হয়, এইজন্য রত্যাদি ভাবকে রস বলা হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে। ইহাদের মতে

এবমব্যবধানেন ক্রমো যস্মান্ন লক্ষ্যতে।
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যং ধ্বনিং তস্মাদিমং বিদুঃ ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি রসস্য ধ্বনিত্বং সমর্থয়তে—"এবম্" ইতি। এবমব্যবধানেন (সমূহালম্বন-জ্ঞানোত্তরং রসাভিব্যক্তৌ ব্যবধানানাকলনেন হেতুনা) ক্রমঃ (বিদ্যমানমপি পৌর্ব্বাপর্য্যং) যস্মাৎ ন লক্ষ্যতে (ন প্রতীয়তে), তস্মাদ্ হেতোঃ ইমং অসংলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গং (ন সম্যক্ লক্ষ্যঃ প্রতীতি-যোগ্যঃ ক্রমো যত্র; সঃ তথা, তং) ধ্বনিং বিদুঃ (তে জানন্তীত্যর্থঃ)।

অয়মাশয়ঃ—বিভাবাদিবিষয়ে সমূহালম্বনাত্মক-জ্ঞানোদয়াদব্যবহিতোত্তরক্ষণে হি রসব্যক্তির্ভবতীতি যদ্যপি তত্র ক্রমসদ্ভাবগম্যতএব, তথাপি শতপত্র-পত্রশতবেধবৎ ঝটিতি পরিনিষ্পন্নতয়া তৎক্রমো ন লক্ষ্যতে। অতএব আলঙ্কারিকশিরোমণিভির্মম্মটভট্টপাদৈরপি—"ন খলু বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিণ এব রসঃ, অপি তু রসস্তৈঃ—ইত্যস্তি ক্রমঃ, কেবলমসৌ লাঘবান্ন লক্ষ্যতে" ইত্যাদিনা ক্রমস্যাবিভাবত্বমুক্তম্। গ্রন্থকৃতা চ তদেবেহ—"এবমব্যবধানেন" ইত্যাদিনা ব্যক্তীকৃতম্। ধ্বনি-পদস্য ব্যুৎপত্তিভেদেন কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণ-ভাবপরত্বমর্থভেদানবগময়তি। তথাহি—ধ্বনতি ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা রসাদীন্ প্রত্যায়য়তীতি ধ্বনিঃ শব্দার্থসমুদায়ঃ। তথা ধ্বন্যতে—ব্যজ্যতেহসৌ ইতি ধ্বনিঃ—রসাদিঃ। এবং ধ্বন্যতেহনেনেতি

বুঝিতে হইবে যে, সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানই যথার্থ রস, ভাবগুলিই ঐ জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং জ্ঞানের কারণ; এইজন্য কারণে কার্য্যভাব আরোপ করিয়া স্থায়িভাবকে রস বলা হয়, তাহা যথার্থ নহে—গৌণ প্রয়োগমাত্র ॥ ১৩০ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ। সম্প্রতি রসের ধ্বনিস্বরূপতা সমর্থন করিতেছেন—"এবম্" ইতি। এইপ্রকারে দেখা যায়, সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের পর রসাভিব্যক্তিতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটে না, অর্থাৎ সমূহালম্বন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন রস প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই কারণে উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষ্য বা প্রতীতিগোচর হয় না; রসবিদ্ পণ্ডিতগণ তাই ইহাকে অসংলক্ষ্য-ক্রম ধ্বনি বলিয়া জানেন।

অভিপ্রায় এই যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব বিষয়ে জ্ঞানোদয়ের পরক্ষণেই রসের স্ফুরণ হইয়া থাকে, সুতরাং সে স্থলে যদিও উৎপত্তির ক্রম থাকা অনুমিত হয় সত্য, তথাপি একসঙ্গে একশত পদ্মপত্র সূচীবিদ্ধ করিলে যেমন উহার ক্রম অর্থাৎ বেধের পরপরভাব লক্ষ্য হয় না, ইহাও তেমন। এই কারণেই প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টও বলিয়াছেন যে, 'উক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবই যে রস, তাহা নহে, পরন্তু ঐ সকল ভাবের দ্বারা রস নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং সেখানেও নিশ্চয়ই ক্রম আছে সত্য, কিন্তু এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে, সেই ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।' গ্রন্থকারও এখানে "অব্যবধানেন" কথায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন।

ধ্বনিঃ ব্যঞ্জনব্যাপারঃ। তথা ধ্বননং ধ্বনিরিতি ব্যঞ্জনাজন্যো বোধোঽপি প্রতীয়তে। অত্র চ ধ্বনিপদেন ব্যঞ্জন-ব্যাপারোঽধ্যবসেয়ঃ।

ব্যঞ্জনা চ অভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা বিরতাসু সতীষু যয়া বৃত্ত্যান্যোঽর্থো বোধ্যতে, সা। সাচ বৃত্তির্ব্যঞ্জন-ধ্বনন গমন-প্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়া শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য চ যথাযোগং সম্ভবতি। তদুক্তং বিশ্বনাথেন—

> "বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।
> সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥" ইতি।

বিস্তরস্তু অলঙ্কারশাস্ত্রাদবগন্তব্য ইতি ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

> ব্যবধানাৎ ক্রমো লক্ষ্যো বস্ত্বলঙ্কারয়োর্ধ্বনৌ।
> লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমং তস্মাদ্ ধ্বনিমেতং প্রচক্ষতে ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ। প্রসঙ্গতঃ সংলক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমধ্বনিং নিরূপয়তি—"ব্যবধানাৎ" ইতি। বস্ত্বলঙ্কারয়োঃ (বস্তুবিশেষস্য অলঙ্কারবিশেষস্য চ) ধ্বনৌ তু ব্যবধানাৎ (বাচ্যার্থবোধানন্তরভাবি-সামগ্রীসমবধানেন ব্যবহিতত্বাৎ) ক্রমঃ (পৌর্ব্বাপর্য্যং) লক্ষ্যঃ (প্রতীতিবিষয়ো ভবতি), তস্মাৎ (ক্রমস্য লক্ষ্যত্বাদেব হেতোঃ) এতং (বস্ত্বলঙ্কারবিষয়কং) ধ্বনিং লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমং প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি রসজ্ঞাঃ)।

ধ্বনি শব্দটী কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য এবং ভাববাচ্যেও নিষ্পন্ন হইতে পারে, এইজন্য বাচ্যভেদ অনুসারে বিভিন্নপ্রকার অর্থ বোধ করায়। যেমন—রসসমূহকে ধ্বনিত করে অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রতীতিগম্য করে, এইরূপে ধ্বনির অর্থ—শব্দ ও অর্থসমষ্টি। যাহা ধ্বনিত হয়—ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা প্রতীত হয়, এই অর্থে রসই ধ্বনি। যাহা দ্বারা ধ্বনিত হয়, এই অর্থে ব্যঞ্জনাবৃত্তিই ধ্বনি। আর শুদ্ধ ধ্বনন—প্রতীতিমাত্র অর্থ ধরিলে ব্যঞ্জনাবৃত্তি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই ধ্বনিপদবাচ্য হয়। আলোচ্যস্থলে ধ্বনি অর্থে ব্যঞ্জনাবৃত্তির ব্যাপার—যাহা দ্বারা অর্থপ্রতীতি জন্মায়, তাহাই বুঝিতে হইবে।

ব্যঞ্জনাবৃত্তি অর্থ—শব্দের অভিধা (মুখ্যশক্তি), লক্ষণা ও তাৎপর্য্যনামক তিনপ্রকার শক্তি নিজনিজ অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে পর যাহা দ্বারা অপর একটী অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা যেমন শব্দের হয়, তেমনি অর্থ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয়। ব্যঞ্জনার অপর নাম ব্যঞ্জন, ধ্বনন, গমন, প্রত্যায়ন প্রভৃতি। বিশ্বনাথ কবিরাজ এইপ্রকারই ব্যঞ্জনার লক্ষণ দিয়াছেন। এসম্বন্ধে বিস্তৃত তত্ত্ব অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে ॥ ১৩১ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ। এই প্রসঙ্গে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিও নিরূপণ করিতেছেন—"ব্যবধানাৎ" ইতি। যেখানে কোনও বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হয়, সেখানে ব্যবধান থাকায়, অর্থাৎ প্রথমে বাচ্যার্থবোধ হয়, পরে যে সমস্ত কারণে বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হইতে পারে, সেই সকল

অয়ং ভাবঃ—ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা হি যথা রসোঽভিব্যজ্যতে, তথা বস্ত্বলঙ্কারাবপি। তত্র চ রসবিষয়ে সামগ্রীসমবহিতবাচ্যার্থবোধস্য ক্ষিপ্রভাবিতয়া অনুমীয়মানোঽপি ক্রমঃ ঝটিত্যেবাপ্রকাশতে, তস্মাৎ তত্র ধ্বনেরসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যত্বমুক্তম্, বস্ত্বলঙ্কারবিষয়ে তু বাচ্যার্থবোধোত্তরং সামগ্রীসমধানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ তৎপ্রতীতের্ব্যবহিততয়া ক্রমস্য স্ফুটপ্রতীতিবিষয়ত্বম্, ততশ্চ ধ্বনেরপি সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যত্বমুক্তমিতি ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

রসভাব-তদাভাস-ভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
অনন্তরক্ষণে যস্মাদ্ ব্যজ্যতেঽবশ্যমেব সঃ ॥ ১৩৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সামান্যতোঽসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনেবিষয়ান্ সংকলয্য দর্শয়তি—"রস" ইত্যাদি। রস-ভাব-তদাভাস-ভাবশান্ত্যাদিঃ অক্রমঃ (অত্রাদিপদেন ভাবসন্ধি-ভাবোদয়-ভাবশবলানাং সংগ্রহঃ। ততশ্চ রস-রসাভাস-ভাব-ভাবাভাস-ভাবশান্তি-ভাবসন্ধি-ভাবোদয়-ভাবশবলাখ্যানামষ্টানামপি ব্যঞ্জনক্রমঃ ক্ষিপ্রভাবিতয়া ন লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ), কুতঃ? যস্মাৎ অনন্তরক্ষণে (অব্যবহিতোত্তরক্ষণে) অবশ্যমেব (নিয়মেন) সঃ (রসভাবাদিঃ) ব্যজ্যতে (ব্যঞ্জনয়া প্রকাশ্যতে), [তস্মাৎ সঃ অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ইত্যর্থঃ]।

অত্রৈতদবধেয়ম্— "রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্ রসাঃ ॥"

কারণের অনুসন্ধান করা হয়, তাহার পর ঐ উভয়ের প্রতীতি হয়, এইজন্য পণ্ডিতগণ বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিকে লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রম ধ্বনি বলিয়া থাকেন।

অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা যেমন রসের অভিব্যক্তি হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ বস্তু ও অলঙ্কারেরও ধ্বনি হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, রসধ্বনিস্থলে বিভাবাদির প্রতীতি পরপর এত দ্রুত হয় যে, তাহার ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য অনুভবেই আইসে না, কেবল বিভিন্ন কারণের সংঘটনে রসের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া, উহাদেরও একটা ক্রম অনুমিত হয় মাত্র। এই কারণে রসধ্বনিকে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি বলা হয়। কিন্তু যেখানে বস্তু বা অলঙ্কারের ধ্বনি হয়, সেখানে শব্দের প্রাথমিক অর্থ প্রতীত হইবার পর, বিভিন্ন কারণের যোগাযোগ চিন্তা করিবার পর ঐরূপ বস্তু বা অলঙ্কারের প্রতীতি হৃদয়ঙ্গম হয়; সুতরাং সেখানে কারণগুলির পারম্পর্য্যবোধ অব্যাহত থাকে, এইজন্য ঐরূপ ধ্বনিকে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ। এখন অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির স্থলসকল সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন—"রসভাব" ইত্যাদি। রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবল, এই আটটী ভাবের যে ধ্বনি, তাহা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য; কারণ, এসকলের অভিব্যঞ্জন-ব্যাপার এত শীঘ্র সম্পন্ন হয় যে, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ধরিতে পারা যায় না। এইরূপ অব্যবধানে ব্যঞ্জনা হয় বলিয়াই এসকলের ধ্বনিকে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য বলা হইয়া থাকে।

ইত্যুক্তদিশা রসভাবাদীনামষ্টানামপি রস্যমানত্ব-ধর্ম্মযোগাদ্ রসত্বমুপদর্শিতম্, তচ্চ রসে মুখ্যমন্যত্র তু গৌণমিতি বিবেকঃ। তত্র রসঃ শৃঙ্গারাদ্যন্যতমত্বেন জ্ঞেয়ঃ। ভাবশ্চ "সঞ্চারিণঃ প্রধানানি" ইত্যাদিনা, আভাসশ্চ "অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে" ইত্যাদিনা সবিশেষং প্রাগেবোপদর্শিতঃ। ভাবোদয়াদয়স্তু—

> "ভাবস্য শান্ত্যুদয়ে সন্ধি-মিশ্রিতয়োঃ ক্রমাৎ।
> ভাবস্য শান্তিরুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা মতা॥"

ইত্যুক্তলক্ষণাঃ। ভাবস্য শান্তৌ ভাবশান্তিঃ, ভাবস্যোদয়ে ভাবোদয়ঃ, ভাবস্য সন্ধৌ ভাবসন্ধিঃ, ভাবস্য মিশ্রণে ভাবশবলত্বেত্যর্থঃ। ক্রমেণোদাহরণং যথা—

> "সুতনু, জহিহি কোপং পশ্য পাদানতং মাম্,
> ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোঽভূৎ।
> ইতি নিগদতি নাথে তির্য্যগামীলিতাক্ষ্যা,
> নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ॥"

অত্র বাষ্পমোচনেন ঈর্ষ্যাখ্যসঞ্চারিভাবস্য শান্তিঃ।

> "আলী-জনৈর্ম্মণ্ডনকেলিকালে,
> বিভূষ্যমাণা বৃষভানু-পুত্রী।
> উরোগতে নীলমণীন্দুহারে,
> স্বিন্না সকম্পা পুলকাকুলাসীৎ॥"

অত্র শ্রীরাধায়া হর্ষস্যোদয়ঃ।

এখানে এই বিষয়টী লক্ষ্য করিতে হইবে,—'রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবপ্রশম, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবল বা ভাবমিশ্রণ, এই আটটী অবস্থাই সামাজিকগণের আস্বাদ্য হইয়া থাকে, এই আস্বাদনই রসের বিশেষ ধর্ম্ম, সেই আস্বাদনরূপ ধর্ম্মটী বিদ্যমান থাকায় এই আটটীকেও রসশব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে।' রসেই রসশব্দের প্রয়োগ মুখ্য, অন্যত্র গৌণ। তন্মধ্যে রস হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গার, বীর করুণ প্রভৃতি। ভাব ও আভাসের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট ভাবোদয়প্রভৃতির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

ভাবের শান্তিতে (নিবৃত্তিতে) ভাবশান্তি, ভাবের উদয়ে ভাবোদয়, ভাবদ্বয়ের সম্মিশ্রণে ভাবসন্ধি, আর, এক সময়ে অনেক ভাবের মিশ্রণে ভাবশবলতা নাম হয়। উদাহরণ যথা—[নায়িকার প্রতি নায়কের কাতরোক্তি—] 'হে সুতনু, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; দেখ, আমি তোমার চরণে প্রণত; আমার প্রতি তোমার এমন কোপ ত কখনও হয় নাই। নায়ক এই কথা বলিলে পর, নায়িকা তাহার প্রতি ঈষৎ কুটিলনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে অশ্রুবিসর্জ্জন মাত্র করিল, কিন্তু কিছুই বলিল না।' এখানে অশ্রুবিসর্জ্জনের ফলে, নায়িকার যে, ঈর্ষ্যানামক সঞ্চারিভাব ছিল, তাহার উপশম হইল বুঝা যাইতেছে।

"নয়নযুগমাসেচনকং মানসবৃত্ত্যাপি দুষ্প্রাপম্।
রূপমিদং মদিরাক্ষ্যা মদয়তি হৃদয়ং দুনোতি চ॥"

অত্র হর্ষ-বিষাদয়োঃ সন্ধিঃ।

"পতিরতিকুপিতো মনঃ প্রমত্তম্, খলনিকরঃ কিল দূষণাভিধায়ী।
মুররিপুরপি বেষপেশলোঽসৌ, ভণ বিমলে, কমুপায়মাশ্রয়ামি॥"

অত্র চ ভয়-বিক্ষেপ-শঙ্কৌৎসুক্যানাং শবলতা বিজ্ঞায়ত ইতি॥ ১৩৩॥ ১৭॥

শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষা যে রসপ্রতিবন্ধকাঃ।
তদভাবোঽপি সামগ্র্যাং নিবিষ্টোঽনিষ্টহানিকৃৎ॥ ১৩৪॥ ১৮॥

সরলার্থঃ। প্রসঙ্গাদ্ রসপ্রতিবন্ধকাভাবস্যাপি সামগ্র্যাং সন্নিবেশনীয়তামাহ—"শ্রুতি" ইত্যাদি। রসপ্রতিবন্ধকাঃ (রসোদ্বোধবাধকাঃ) যে শ্রুতিদুষ্টাদয়ঃ (দুঃশ্রবাশ্লীলত্বাদয়ঃ) দোষাঃ (দোষত্বেন প্রসিদ্ধাঃ), তদভাবঃ (শ্রুতিদুষ্টত্বাদিদোষরাহিত্যং) [যতঃ] অনিষ্টহানিকৃৎ (রসবাধনিবারণকারী), [অতঃ সঃ] অপি সামগ্র্যাং (রসনির্ব্বাহক-কারণকূটে) সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্ভূতঃ) [অস্তীতি জ্ঞেয়ম্, কার্য্যমাত্রং প্রতি হি প্রতিবন্ধকাভাবস্যাপি সামান্যতঃ কারণতাঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ]॥ ১৩৪॥॥ ১৮॥

'সখীজনেরা যখন শ্রীরাধিকাকে নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিত করিতেছিলেন, সে সময় নীলকান্ত-মণিময় হার বক্ষে বিলম্বিত হইবামাত্র তিনি কম্পিতকলেবরে ঘর্ম্মাক্ত ও পুলকাঞ্চিত হইয়াছিলেন।' এখানে শ্রীরাধার হর্ষভাবের উদয় বর্ণিত হইয়াছে।

'এই মদরক্তলোচনা কামিনীর পরমানন্দদায়ক নয়নদ্বয় মনে মনেও দুর্লভ, তাহার এই মনোহর রূপ হৃদয়কে যুগপৎ মত্তও করিতেছে, আবার সন্তাপও দিতেছে।' এখানে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি বা সম্মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

[শ্রীরাধিকার উক্তি—] 'স্বামী অত্যন্ত ক্রোধী, মন তাঁহার জন্য একেবারে মত্ত; খল লোকেরা আমার দোষপ্রকাশে রত; আর মুররিপু শ্রীকৃষ্ণও মনোহরবেশে সজ্জিত; সখি বিমলে, বল, আমি কি উপায় অবলম্বন করি।' এখানে একসঙ্গে ভয়, চাঞ্চল্য, শঙ্কা ও ঔৎসুক্য ভাবের মিশ্রণ প্রতীত হইতেছে॥ ১৩৩॥ ১৭॥

টীকানুবাদ। রসপ্রতিবন্ধকের অভাবও যে, কারণমধ্যে অবশ্য গণনীয়, তাহা বলিতেছেন—"শ্রুতিদুষ্ট" ইত্যাদি। 'শ্রুতিদুষ্টত্ব' প্রভৃতি যে সকল দোষ রসপ্রতীতির বাধা ঘটায়, সে সকল দোষের অভাবও রস-উদ্বোধের কারণবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বুঝিতে হইবে। কারণ, যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের অভাবই কার্য্যোৎপত্তির সাধারণ কারণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার কার্য্য হইতে হইলেই তাহার প্রতিবন্ধক না থাকা আবশ্যক হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয় না॥ ১৩৪॥ ১৮॥

যা রীতয়ো যে চ গুণাস্তজ্‌জ্ঞানমপি কারণম্।
অলঙ্কারাশ্চ বিজ্ঞাতা ভবন্তি পরিপোষকাঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ। অথ রসানুগুণান্ পদার্থানাহ—"যাঃ" ইতি। যাঃ রীতয়ঃ (পদসংঘটনাত্মিকাঃ বৈদর্ভ্যাদ্যাঃ), যে চ গুণাঃ (রসোৎকর্ষহেতবো মাধুর্য্যাদয়ঃ), তজ্‌জ্ঞানং (তেষাং জ্ঞানম্ অপি) কারণং (রসোদ্বোধে হেতুরিত্যর্থঃ)। তথা অলঙ্কারাঃ (অনুপ্রাসোপমাদয়ঃ) চ (অপি) বিজ্ঞাতাঃ (বিশেষেণ জ্ঞানবিষয়ীভূতাঃ সন্তঃ) পরিপোষকাঃ (রসস্য পুষ্টিহেতবঃ) ভবন্তি।

অত্রেদমবধেয়ম্—যথা শৌর্য্যাদয়ো গুণাঃ শরীরদ্বারা শরীরিণমুপকুর্ব্বন্তি, তথা মাধুর্য্যাদয়োঽপি শব্দার্থদ্বারা রসমুপকর্ব্বন্তো গুণা উচ্যন্তে। তে চ গুণাঃ কেষাঞ্চিন্মতে ত্রয়ঃ মাধুর্য্যমোজঃ প্রসাদ ইতি, কেষাঞ্চিন্মতে ষট্, শ্লেষঃ, সমাধিঃ, ঔদার্য্যং, পূর্ব্বোক্তাশ্চ ত্রয় ইতি, কেষাঞ্চিন্মতে চ সৌকুমার্য্যাদিকমাদায় দশৈবেতি।

রীতয়শ্চ "পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ" ইত্যুক্তদিশা শব্দসংযোজনাত্মক-বর্ণাদিবিন্যাসরূপাঃ। তাশ্চ বৈদর্ভ্যাদিভেদেন চতুর্ধা ভিদ্যন্তে। অলঙ্কারাশ্চ অনুপ্রাসোপমাদয়ঃ। তে চ—যথা বলয়-কুণ্ডলাদয়ঃ শরীরশোভাবর্দ্ধকতয়া শরীরিণমুপকুর্ব্বন্তি, তথা শব্দার্থগতাঃ সন্তো রসস্যোপকুর্ব্বন্তি। অতএব "উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ" ইত্যেবং সামান্যত এব গুণাদীনাং রসোপকারকত্বমুক্তমিতি ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর রসের অনুকূল পদার্থসমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"যাঃ" ইতি। শব্দবিন্যাসের নিয়মরূপ 'বৈদর্ভী' প্রভৃতি যে সকল 'রীতি', এবং রসের উৎকর্ষসাধক 'মাধুর্য্য' প্রভৃতি যে সকল 'গুণ', সে সকলের প্রতীতিও রসস্ফুরণের কারণ। এইপ্রকার অনুপ্রাস ও উপমাপ্রভৃতি অলঙ্কারসমূহও প্রতীতিগোচর হইয়া রসের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, মানুষের শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণসমূহ যেমন শরীরাশ্রিত হইয়াও শরীরী আত্মার উপকার সাধন করে, তেমনি ওজোমাধুর্য্যাদি ধর্ম্মগুলিও রসব্যঞ্জক শব্দকে অবলম্বন করিয়া রসের উৎকর্ষ সাধন করে, এইজন্য উহারা 'গুণ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার 'শরীরগত হস্তপদাদি অঙ্গসমূহের সংযোজনপ্রণালীর ন্যায় যে, শব্দসমূহের সংঘটন—বিন্যাসপদ্ধতি, তাহার নাম 'রীতি'। এই লক্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্নপ্রকার বর্ণবিন্যাসে পদরচনার ক্রমই 'রীতি'। সেই রীতি চারিপ্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী।

অনুপ্রাস ও উপমাপ্রভৃতির নাম অলঙ্কার। অলঙ্কার অনেক প্রকার। ব্যবহারিক বালা-কুণ্ডলপ্রভৃতি অলঙ্কারসমূহ যেমন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া শরীরীর (আত্মার) উপকার সাধন করে, তেমনি উক্ত অলঙ্কারসমূহও শব্দ ও অর্থগত হইয়া রসের উপকার সাধন করিয়া থাকে; এইজন্য আলঙ্কারিকগণ সাধারণ ভাবে গুণ, অলঙ্কার ও রীতি, এই তিনকেই রসের উৎকর্ষসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৩৫ ॥ ১৯ ॥

গুণালঙ্কার-রীতীনাং ভাবানাং চ নিবেদকঃ।
তস্য প্রত্যায়কঃ শব্দো বৃত্ত্যা ব্যঞ্জনরূপয়া ॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥
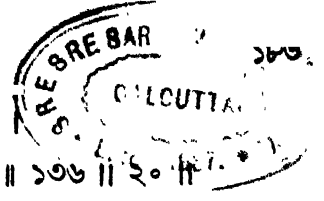
সরলার্থঃ। ইদানীম্ "অস্য প্রত্যায়কঃ কো বা" ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—"গুণা" ইত্যাদি। গুণালঙ্কাররীতীনাং ভাবানাং চ (বিভাবাদীনামপি) নিবেদকঃ (বোধকঃ) শব্দঃ ব্যঞ্জনরূপয়া বৃত্ত্যা (ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা) অস্য (রসস্য) প্রত্যায়কঃ (প্রতীতিজনকঃ ভবতি)। যে শব্দা গুণালঙ্কাররীতীনাং বিভাবাদিভাবানাং চ প্রত্যায়কাঃ, ত এব শব্দা ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা রসস্যাপি প্রত্যায়কা ভবন্তীতি ভাবঃ। ব্যঞ্জনায়া বৃত্তিত্বঞ্চ সর্ব্বৈরালঙ্কারিকৈর্মহতাড়ম্বরেণ ব্যবস্থাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥

বৃত্তিঃ কার্য্যাপরোক্ষাস্য শব্দস্য সুখগর্ভিণী।
দশমস্ত্বমসীত্যাদি-বাক্যোত্থ-মতিবৃত্তিবৎ ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ। রসব্যক্তেঃ শব্দত্বেঽপি প্রত্যক্ষত্বমুপপাদয়ন্নাহ—"বৃত্তিঃ" ইতি অস্য (রসপ্রত্যায়কস্য) শব্দস্য সুখগর্ভিণী (সুখাত্মিকা সুখাবলম্বিনী বা) বৃত্তিঃ কার্য্যা (কার্য্যরূপা ফলস্বরূপেতি যাবৎ) 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদিবাক্যোত্থমতিবৃত্তিবৎ ('দশমঃ ত্বমসি' ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানবৃত্তিরিব) অপরোক্ষা (প্রত্যক্ষরূপেত্যর্থঃ)।

অত্রেদমবধেয়ম্—শব্দজন্যজ্ঞানস্য সামান্যতঃ পরোক্ষত্বনিয়মেঽপি বিজ্ঞেয়বিষয়স্য সান্নিধ্যদশায়াং শব্দাদপ্যপরোক্ষ-জ্ঞানোৎপত্তিরুপপদ্যতে, "দশমঃ ত্বম্ অসি" ইতি তদুদাহরণম্। যথা—

টীকানুবাদ। অতঃপর 'রসপ্রতীতির কারণ কি?' এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'গুণা' ইত্যাদি। যে সকল শব্দে গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের প্রতীতি জন্মায়, সাধারণতঃ সেই সকল শব্দই ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে রসেরও প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। এই জন্যই সমস্ত আলঙ্কারিকগণ বিশেষ যত্নসহকারে ব্যঞ্জনাবৃত্তির অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৩৬ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ। রসাভিব্যক্তি শব্দজন্য হইলেও উহার প্রত্যক্ষতা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"বৃত্তিঃ" ইতি। যে শব্দে উক্ত রসের প্রতীতি জন্মায়, সেই শব্দের যে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তি, তাহা সুখাবলম্বিনীরূপে উৎপন্ন হয়, এবং 'দশমঃ ত্বম্ অসি' (তুমিই দশম) এই বাক্যজন্য জ্ঞানের ন্যায় ইহাও প্রত্যক্ষাত্মক।

এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে, যদিও সাধারণ নিয়মে শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হউক, তথাপি শব্দ হইতে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না; যেখানে জ্ঞাতব্য বিষয়টী সন্নিহিত বা নিকটবর্ত্তী থাকে, সেখানে শব্দ হইতেও অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। "দশমঃ ত্বম্ অসি" এই বাক্যজন্য জ্ঞান ইহার উদাহরণ। যেমন—

অথ কদাচিৎ গ্রামীণা দশ পুরুষাঃ সমেত্য গ্রামান্তরং প্রস্থিতাঃ মধ্যেপথমনতিবিস্তীর্ণাং নদীমেকাং সন্তরণেন সমুত্তীর্য্য পারমগচ্ছন্। লব্ধপারাশ্চ তে 'অপি নাম কশ্চিদস্মাকং পয়সি নিমগ্নো বা?' ইতি সংশয্য একৈকশঃ স্বগণং গণয়িতুমারেভিরে। তে সর্ব্বেঽপি স্বাত্মানং বিহায় স্বসার্থং গণয়ন্তো নবানামেব পুরুষাণামস্তিত্বমবাগচ্ছন্ মৃতিং চ দশমস্য। ততশ্চ সহযাত্রিকেষু দশমস্যাভাবমাকলয্য সমাক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা বভূবুঃ। অথ কশ্চিৎ পরিগণনকুশলস্তদবস্থাংস্তান্ সমালক্ষ্য বিদিতবৃত্তান্তঃ দশমস্যচ সত্তাবমুপলভ্য তেষামেকং ভূয়োঽপি গণনায়াং ন্যযোজয়ৎ। স চ যাবৎ নবৈব পুরুষান্ গণয়িত্বা নিবর্ত্তিতুমুদ্যতঃ, তাবদনেন 'দশমঃ ত্বম্ অসি' ইতি বিজ্ঞাপিতঃ স্বস্য দশমত্বং প্রত্যক্ষীচকার, ততস্তে সর্ব্বেঽপি সহর্ষং যথাভিমতং দেশং জগ্মুঃ। অত্র চ 'দশমস্ত্বমসি' ইতি বাক্যশ্রবণসমনন্তরমেবাত্মনো দশমত্বং প্রত্যক্ষীকৃতং বভূব। অতঃ শব্দাদপি রসাপরোক্ষত্বোক্তিঃ সাধু সংগচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

নিত্যং সুখমভিব্যক্তং "রসো বৈ সঃ" ইতি শ্রুতেঃ।
প্রতীতিঃ স্বপ্রকাশস্য নির্বিকল্প-সুখাত্মিকা ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। অধুনা রসপ্রতীতিবিষয়কস্য চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—"নিত্যম্" ইতি। "রসঃ বৈ সঃ' ইতি শ্রুতেঃ (সচ্চিদানন্দাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপস্যাত্মনো রসরূপত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ), নিত্যং (উদয়াস্তরহিতং) যৎ সুখং (আত্মানন্দরূপং), তদেব অভিব্যক্তং (অজ্ঞানাবরণাপগমে সাক্ষাৎকারবিষয়তাপন্নং সৎ) [রস ইত্যাখ্যায়ত ইতি শেষঃ। অতএব] স্বপ্রকাশস্য (প্রকাশান্তরনিরপেক্ষ-প্রকাশ-

একদা দশজন গ্রাম্য লোক মিলিত হইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে একটী নদী পড়িল, তাহারা সাঁতার দিয়া নদী পার হইল। তীরে উঠিয়া তাহারা মনে করিল—'আমাদের মধ্যে কেহ জলমগ্ন হয় নাই ত?' এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা গণনা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সকলেই আপনাকে বাদ দিয়া গণনা করিতে লাগিল। ফলে নয়জনের অধিক আর গণনায় মিলিল না। এইভাবে গণনার পর উহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, নিশ্চয়ই আমাদের একজন—দশম ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে। তখন তাহারা দশমের জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে একজন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া অবস্থা অবগত হইয়া তাহাদিগকে পুনরায় গণনা করিতে বলিলেন। তাহাদের একজন নবম পর্য্যন্ত গণনা করিবামাত্র তিনি অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া বলিলেন—"দশমঃ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই দশম। এই বাক্য শ্রবণমাত্র সে আপনাকে দশমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইল। এই উদাহরণে দেখা যায়, উক্ত আগন্তুকের উপদেশবাক্যে উহাদের দশম ব্যক্তিবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল। রসের সম্বন্ধেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ॥ ১৩৭ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ। অতঃপর রসের প্রতীতিবিষয়ক চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—"নিত্যম্" ইত্যাদি। যাহা উৎপত্তি-বিনাশহীন নিত্যসুখ, অর্থাৎ 'তিনি রসস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে

রূপস্ত তস্য) প্রতীতিঃ (সাক্ষাদনুভূতিঃ) নির্ব্বিকল্পসুখাত্মিকা। (অত্র চ রসপ্রতীতের্নির্ব্বিকল্পকত্বমেব বিধেয়ম্, ন তু সুখাত্মকত্বম্, তস্য স্বতঃসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ)।

অত্রেদমবধেয়ম্—বিষয়বিশেষসংযোগ-বিয়োগনিবন্ধনং যৎ সুখং পাংশুলপাদৈঃ পামরৈরপ্যাবহং তারতম্যেনানুভূয়তে, তস্য চ সবিকল্পকত্বমকথিতমপি বিজ্ঞায়ত এব, অনল্পবিকল্পাস্পদত্বাৎ। যৎ পুন-র্বিভাবাদিপরামর্শানন্তরমভিব্যজ্যমানং রসসুখং, তত্তু নিরস্তসমস্তভেদসম্বন্ধতয়া ন কাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বিকল্পকলনামবগাহতে; অতএব ব্রহ্মাস্বাদসহোদরমিত্যাচক্ষতে সুধিয়ঃ, ইত্যলং পল্লবিতেন ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

কার্য্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্ম্যং যত্তু কৈশ্চিন্নিরূপিতম্।
তদপ্যেতেন মার্গেণ যোজ্যং শাস্ত্রাবিরোধতঃ ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। উক্তেঽর্থে মতান্তরং সংবাদয়তি—"কার্য্য" ইত্যাদিনা। যৎ তু কৈশ্চিৎ (আচার্য্যৈঃ) [রসস্য] কার্য্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্ম্যং (কার্য্যধর্ম্মবৈলক্ষণ্যং, জ্ঞাপ্যধর্ম্মবৈলক্ষণ্যং চ) নিরূপিতং (প্রমাণতো ব্যবস্থাপিতং), তদপি (কার্য্য-জ্ঞাপ্যাদিবৈধর্ম্ম্যমপি) শাস্ত্রাবিরোধতঃ (শাস্ত্রাণামন্যোন্য-বিরোধপরিহারায়) এতেন মার্গেণ (রসস্য শ্রুত্যনুভবসিদ্ধাত্মানন্দত্বব্যবস্থানুসারেণ) যোজ্যং (সমাধেয়মিত্যর্থঃ)।

যে সচ্চিদানন্দঘন-ব্রহ্মাত্মক আনন্দ অবগত হওয়া যায়, সেই আনন্দই অভিব্যক্ত হইয়া অজ্ঞানাবরণ অপনীত হইবার পর অনুভূতির বিষয় হইয়া 'রস' নামে ব্যবহৃত হয়; এই কারণেই স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশমান আত্মার স্বরূপভূত বলিয়াই অপর কোনও প্রকাশকের সাহায্য না লইয়াই প্রকাশমান এই রসের যে অনুভূতি, তাহা নির্ব্বিকল্প—সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রতীতিমাত্র, উহাতে কোনপ্রকার বিশেষণের প্রতীতি থাকে না।

এখানে জানা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ বিভিন্নপ্রকার বিষয়ের যোগাযোগের ফলে যে সুখ হয়, তাহা অতি অজ্ঞলোকেও অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকে; সে সুখে যখন তারতম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তখন ঐ সুখের অনুভূতিকে সবিকল্পই বলিতে হইবে, কিন্তু বিভাব ও অনুভাবাদির প্রতীতিফলে যে আনন্দ-রস প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনপ্রকার বিশেষণের বা ভেদসম্বন্ধের প্রতীতি থাকে না; তজ্জন্য উহার প্রতীতিকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এইকারণেই আলঙ্কারিকগণ রসপ্রতীতিকে ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবিষয়ে আর অধিক কথা বলা এখানে অনাবশ্যক ॥ ১৩৮ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ। ইহার অনুরূপ মতান্তর নির্দ্দেশ করিতেছেন— "কার্য্য" ইত্যাদি। কোন কোন আচার্য্য যে, রসকে কার্য্য ও জ্ঞাপ্যাদিভাবের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়াছেন, অর্থাৎ রসবস্তুটী ঘটাদির ন্যায় অপরের উৎপাদ্যও নহে, এবং অপরের দ্বারা প্রকাশ্যও নহে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শাস্ত্রবাক্যের পারস্পরিক বিরোধ পরিহারের জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্তকেও আমাদের প্রদর্শিত উপায়ে অর্থাৎ রসের শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা ব্যবস্থানুসারে সঙ্গত করিতে হইবে।

অয়মভিসন্ধিঃ—কেচিত্তু রসস্য কার্য্য-জ্ঞাপ্যাদিবিলক্ষণং স্বপ্রকাশাখণ্ডরূপত্বমাহুঃ। তেষাময়মাশয়ঃ—বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মকত্বেন নাস্য কার্য্যরূপতা, রসস্য কার্য্যত্বস্বীকারে তদবিনাভূত-বিভাবাদি-জ্ঞানস্যৈব সমবায়িকারণত্বং কল্পনীয়ং স্যাৎ, নচৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে; দ্রব্যস্যৈব সমবায়ি-কারণত্ব-নিয়মাৎ। নাপ্যসমবায়িকারণত্বং তস্য, আত্মবৃত্তিবিশেষগুণানাং তদযোগাৎ। নচ নিমিত্তকারণত্বমপি সম্ভাবয়িতুং শক্যতে, বিভাবাদিজ্ঞানবিনাশেঽপি কদাচিৎ তদবিনাশপ্রসঙ্গাৎ। নহি নিমিত্তকারণনাশে কার্য্যবিনাশো নিয়ন্তুং শক্যতে, অতএব রসস্য কার্য্যবৈধর্ম্ম্যং যুজ্যতে। স্বসত্তায়াং প্রতীতেরব্যভিচারিত্বেন ন জ্ঞাপ্যতা, তথা রত্যাদেরেব জ্ঞানাভিন্নতয়া স্ফুরণাৎ প্রতীত্যন্তরানপেক্ষণাচ্চ স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ রসস্য নিরাবাধমেবেতি ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

> পরমানন্দ আত্মৈব রস ইত্যাহুরাগমাঃ।
> শব্দতস্তদভিব্যক্তি-প্রকারোঽয়ং প্রদর্শিতঃ ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

সরলার্থঃ। রসস্যাত্মানন্দরূপত্বমাগমতঃ সাধয়তি—"পরমানন্দ" ইত্যাদিনা। আগমাঃ—("সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি," "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদিরূপাঃ) পরমানন্দঃ (নিরতিশয়ানন্দাত্মকঃ) আত্মা (ব্রহ্ম) এব রসঃ—ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি), শব্দতঃ (শব্দাৎ) অয়ং (যথোক্তঃ) তদভিব্যক্তিপ্রকারঃ (রসাভিব্যঞ্জনক্রমঃ) দর্শিতঃ (প্রদর্শিতঃ, অস্মাভিরিতি শেষঃ) ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

অভিপ্রায় এই যে, কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন যে, রস বস্তুটী কার্য্যও (জন্যও) নহে, জ্ঞাপ্যও নহে (পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু অপরের দ্বারা প্রকাশ পাইলে, তাহাকে জ্ঞাপ্য বলে)। তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, রস যখন সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানস্বরূপ, তখন উহা কার্য্য বা উৎপাদ্য হইতে পারে না; কেন না, রসকে কার্য্য পদার্থ স্বীকার করিলে, বিভাবাদিবিষয়ক জ্ঞানকেই তাহার সমবায়ী কারণ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে; কিন্তু দ্রব্যভিন্ন কোন পদার্থেরই যখন সমবায়ী কারণ হইবার নিয়ম নাই, তখন জ্ঞানকে সমবায়ী কারণ বলিতে পারা যায় না। তাহার পর উহাকে রসের অসমবায়ী কারণও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মগত কোন 'বিশেষ গুণ'ই অসমবায়ী কারণ হয় না। তাহার পর, বিভাবাদি-জ্ঞানকে নিমিত্ত কারণও বলিতে পারা যায় না, কারণ, নিমিত্ত কারণ বিনষ্ট হইলেই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য বিনষ্ট হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই, অথচ এখানে বিভাবাদি জ্ঞানের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই রসেরও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্যই রসকে কার্য্য-জ্ঞাপ্যবিলক্ষণ বলিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত রসবস্তু যে, আত্মানন্দস্বরূপ, তাহা এখন আগমপ্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ করিতেছেন—"পরমানন্দ" ইত্যাদি। 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ', 'অপরাপর প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা, (অত্যল্প অংশমাত্র) উপভোগ করিয়া থাকে' 'তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ' ইত্যাদি শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পরমানন্দঘন আত্মাই রসস্বরূপ।

অর্থবাদাধিকরণে নবশৈলাদিবর্ণনম্।
শ্রোতৃণাং সুখমাত্রার্থমিতি ভট্টৈরুদাহৃতম্ ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। শব্দতস্তাবদানন্দরসাভিব্যক্তির্মীমাংসকানামপি সম্মতেত্যাহ—"অর্থবাদ" ইত্যাদি। অর্থবাদাধিকরণে (মীমাংসাদর্শনস্য প্রথমেঽধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদগতার্থবাদনিরূপকাধিকরণভাষ্যস্য বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানে) ভট্টৈঃ (কুমারিলভট্টৈঃ) নবশৈলাদিবর্ণনং (শ্রুত্যুক্ত-রমণীয়পর্ব্বতাদিবর্ণনং) শ্রোতৃণাং সুখমাত্রার্থং (সুখোৎপাদনমাত্রফলকং) ইতি উদাহৃতম্, [অতঃ শব্দাদপি সুখাভিব্যক্তিঃ স্পষ্টৈবেতি ভাবঃ]।

অয়ং ভাবঃ—পূর্ব্বমীমাংসায়াং প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যর্থবাদাধিকরণে শাবরভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে তন্ত্রবার্ত্তিককৃদ্ভিঃ কুমারিলভট্টৈঃ শ্রুতিষু যদগন্ধমাদনাদিবর্ণনং দৃশ্যতে, তৎ কেবলং শ্রোতৃণাং সুখসমুৎপাদনার্থমেবেতি নিরূপয়দ্ভিঃ শব্দাদপি সুখাভিব্যঞ্জনং স্পষ্টমেব স্বীকৃতমিতি ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

কার্য্যান্বিতত্ববাদেঽপি ন বিরোধোঽস্তি কশ্চন।
যস্মাৎ কৃতীপ্সিতত্বেন কার্য্যং সুখমপীষ্যতে ॥ ১৪২ ॥ ২৬ ॥

শব্দ হইতেই যে, সেই রসের অভিব্যক্তি কিপ্রকারে হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, সুতরাং এখন আর সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই ॥ ১৪০ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ। শব্দ হইতে যে, আনন্দ-রসের অভিব্যক্তি হয়, ইহা পূর্ব্বমীমাংসকগণেরও সম্মত, এখন "অর্থবাদ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একটী অধিকরণে 'অর্থবাদের' কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অধিকরণের ভাষ্যব্যাখ্যাকালে 'বার্ত্তিক'কার কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—যজ্ঞকাণ্ডে যে নবশৈলাদির কথা বর্ণিত আছে, তাহার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের আনন্দসমুৎপাদন মাত্র, (তত্ত্বনির্দ্দেশ নহে)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শব্দ হইতে যে, আনন্দ জন্মে, তাহা মীমাংসকগণেরও স্বীকৃত সিদ্ধান্ত।

অভিপ্রায় এই যে, বেদেতে দেখা যায়, বিধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রশংসাপর বাক্য থাকে, আবার নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেও কতকগুলি নিন্দাপ্রকাশক বাক্য থাকে, সেগুলিকে 'অর্থবাদ' বলে। অর্থবাদবাক্য নিজে স্বাধীনভাবে কোন বিষয় প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না, পরন্তু বিধিবাক্য কিংবা নিষেধবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া উহাদেরই স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয় যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকে 'অর্থবাদাধিকরণ' বলে। সেই অধিকরণের শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যায় তন্ত্রবার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন—শ্রুতিতে যে, গন্ধমাদনাদি পর্ব্বতের বর্ণনা আছে, তাহা কেবল শ্রোতৃবৃন্দের শ্রুতিসুখাবহমাত্র; সুতরাং তাহার এই কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও আমাদের ন্যায় শব্দ হইতে সুখাভিব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৪১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। যথোক্তেঽর্থে প্রভাকরাণামপি বৈমত্যাভাবং দর্শয়তি—"কার্য্যান্বিত" ইত্যাদিনা। কার্য্যান্বিতত্ববাদে (পদানাং কার্য্যান্বিতস্বার্থবোধকত্ববাদিনাং প্রভাকরাণাং মতে) অপি কশ্চন (কশ্চিদপি) বিরোধঃ (শব্দজন্যসুখাভিব্যক্তিনিয়মে বিপ্রতিপত্তিঃ) নাস্তি। [কস্মাৎ ?] যস্মাৎ হেতোঃ কৃতীপ্সিতত্বেন (কৃতিব্যাপ্যত্বেন—কৃত্যা প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বেনেতি যাবৎ) সুখমপি কার্য্যং (ফলতঃ শব্দজন্যং) ইষ্যতে (প্রাভাকরৈরিতি শেষঃ)।

অয়ং ভাবঃ—প্রাভাকরা মন্যন্তে—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইতি ক্রিয়াপ্রতিপাদনমেব বেদস্যৈকং প্রয়োজনম্, যত্র তন্নাস্তি, তদ্বাক্যমনর্থকং, তচ্ছেষত্বেন বা সার্থকম্, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-তচ্ছেষপরত্বাদ্বেদস্যেতি। অতঃ কার্য্যান্বিতস্বার্থবোধকত্বং পদানামিতি বদতাং প্রাভাকরাণাং মতেঽপি সুখস্য শব্দাভিব্যঙ্গ্যত্বমব্যাহতমেব প্রতীয়ত ইতি ॥ ১৪২ ॥ ২৬ ॥

অলৌকিকনিয়োগে তু ন কিঞ্চিন্মানমীক্ষ্যতে।
লোকে বাচাং চ সর্ব্বেষাং তৎপরত্বং ন যুজ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। তত্রালৌকিকার্থমাত্রপরতয়া শব্দপ্রামাণ্যবাদং নিরাকরোতি—"অলৌকিক" ইত্যাদিনা। [শব্দানাং] অলৌকিকনিয়োগে (লোকানবগতার্থ-প্রবর্ত্তকবাক্যপ্রামাণ্যপক্ষে)

টীকানুবাদ। উক্ত বিষয়ে প্রভাকরসম্প্রদায়েরও যে, মতভেদ নাই, "কার্য্যান্বিত" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্যমাত্রই কোনপ্রকার ক্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া নিজনিজ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইপ্রকার মতবাদী প্রভাকরসম্প্রদায়ের সহিতও আমাদের অভিমত শব্দজন্য সুখাভিব্যক্তি নিয়মের কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই ; কারণ, তাঁহারাও প্রধানতঃ স্বীয় ব্যাপারের ফলেই সুখকে প্রাপ্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং প্রভাকরমতেও সুখের শব্দব্যঙ্গ্যত্বনিয়মে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না।

অভিপ্রায় এই যে, প্রভাকরসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, 'ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই অর্থাৎ লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপদেশ করাই বেদের একমাত্র প্রয়োজন ; সুতরাং বেদোক্ত যে সকল বাক্য ক্রিয়াবোধক বা ক্রিয়াসম্বন্ধ নয়, সে সকল বাক্য অনর্থক—অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন।' অতএব যে সকল বাক্য কোনপ্রকার ক্রিয়াবোধক বা ক্রিয়াসম্বন্ধ নহে, সে সকল বাক্য অর্থহীন, উপেক্ষণীয় ; কারণ, মানুষের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হিতকর, আর কোন বিষয় হইতে নিবৃত্তি মঙ্গলকর, তাহা জ্ঞাপন করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্য ক্রিয়ান্বিত শব্দই স্বীয় অর্থপ্রতিপাদনে সমর্থ, অক্রিয়ার্থক নহে, এইপ্রকার সিদ্ধান্তবাদী প্রভাকরসম্প্রদায়ের মতেও যে, সুখের শব্দ-ব্যঙ্গ্যত্বনিয়মের ব্যাঘাত হইতেছে না, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ॥ ১৪২ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ। যাহারা কেবল অলৌকিক অর্থ-প্রতিপাদক শব্দেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন, এখন তাহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন—"অলৌকিক" ইত্যাদি।

কিঞ্চিৎ (কিমপি) মানং (তৎসাধকং প্রমাণং) ন ঈক্ষ্যতে (নোপলভ্যতে)। [যতঃ] লোকে (লোকব্যবহারে) সর্ব্বেষাং (জনানাং সম্বন্ধে) বাচাং তৎপরত্বং (অলৌকিকার্থমাত্রপরত্বং) ন যুজ্যতে (ন সংগচ্ছতে—প্রবর্ত্তনারহিতবাক্যস্যাপি প্রমিতিজনকত্বদর্শনাদিতি ভাবঃ)।

অয়মাশয়ঃ—যত্তু কেচিদাহুঃ—অলৌকিকার্থপ্রবর্ত্তনাপরতয়ৈব বাক্যানাং প্রামাণ্যম্, তত্রৈব তাৎপর্য্যাবধারণাদিতি। তন্ন বিচারসহম্, লোকব্যবহারবিরোধাৎ। তথাহি—যথা লোকে অলৌকিকার্থে নিয়োগপরাণাং বাক্যানাং প্রামাণ্যং, তথা প্রবর্ত্তনাবিরহিতানাং বস্তুমাত্রনির্দ্দেশপরাণামপি বাক্যানাং প্রমিতিজনকত্বমুপলভ্যতে, "পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিণী" ইত্যাদিবাক্যশ্রবণাদপি হর্ষ-বিষাদাদিদর্শনাৎ, অন্যথা হর্ষ-বিষাদাদি ন স্যাৎ, অতঃ অলৌকিক-নিয়োগপরত্বং বাক্যানামিতি মতমপ্রামাণিকতয়াপাস্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

প্রয়োজনবদজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং চ মানতা।
শব্দস্য কার্য্যপরতা ত্বাচার্য্যৈরেব খণ্ডিতা ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ। উক্তমর্থমনঙ্গীকুর্ব্বন্ হেতুমুপন্যস্যতি—"প্রয়োজনবৎ" ইত্যাদি। প্রয়োজনবদজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং (সপ্রয়োজনো যোঽবিজ্ঞাতঃ অর্থঃ, তদ্বিষয়ে জ্ঞানজনকত্বং) চ (হি—এব) মানতা

যাহারা, লোকের অবিজ্ঞাত বিষয়ে প্রবর্ত্তক শব্দেরই কেবল প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাদের উক্তপ্রকার মতের সমর্থক কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। কেন না, যেহেতু ব্যবহার-ক্ষেত্রে সমস্ত বাক্যের ঐরূপে কেবল অলৌকিকার্থবোধনেই তাৎপর্য্য কল্পনা করা সঙ্গত বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না; কারণ, লৌকিক বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্য হইতেও যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, কোন কোন পণ্ডিত যে, বলিয়া থাকেন—অলৌকিক—যাহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে, এরূপ বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মানই বাক্যের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত; সুতরাং ঐপ্রকার তাৎপর্য্যসম্পন্ন বাক্যই প্রমাণ, তাহাদের সেকথা বিচারসহ নহে; কারণ, ইহা লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ। ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অলৌকিক বিষয়ে প্রবর্ত্তক বাক্য যেমন প্রমাণ, নিয়োগরহিত (অপ্রবর্ত্তক) অথচ কেবল বস্তুমাত্র-নির্দ্দেশক বাক্যও ঠিক তেমনই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজনক। দেখা যায়, কেহ কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে,' অথবা 'তোমার কন্যা (কুমারী) গর্ভবতী হইয়াছে,' এই বাক্যদুইটী প্রবর্ত্তকও নয়, নিবর্ত্তকও নয়, কেবল অবস্থাপ্রকাশকমাত্র; তথাপি উক্ত বাক্য শ্রবণে শ্রোতার যখন হর্ষ ও বিষাদ জন্মে, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল অলৌকিক নিয়োগপর বাক্যেরই যে প্রামাণ্য-সিদ্ধান্ত, তাহা অপ্রামাণিক; অতএব পরিত্যাজ্য ॥ ১৪৩ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ। উক্ত সিদ্ধান্তে অসম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—"প্রয়োজনবৎ" ইত্যাদি। যে বিষয়টী অবিজ্ঞাত, অথচ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান সমুৎ-

(বাক্যস্য প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ)। [অতএব] শব্দস্য কার্য্যপরতা (কার্য্যান্বিত-স্বার্থপ্রতিপাদনপরত্বং) তু আচার্য্যৈঃ (শঙ্করভগবৎপাদৈঃ) এব (অবধারণে) খণ্ডিতা (ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে সমন্বয়াধিকরণে যুক্তিতো নিরাকৃতেত্যর্থঃ)।

ইদমত্রাকূতম্—বাক্যস্য প্রামাণ্যং হি প্রয়োজনবদর্থবোধকতয়া বিজ্ঞেয়ম্। যদি বাক্যং প্রয়োজনানুকূলমর্থমববোধয়তি, তদেব বাক্যং প্রমাণম্, যত্তু তাদৃশমর্থং ন বোধয়তি, তদপ্রমাণমিত্যতঃ "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি" ইত্যাদীনাং বস্তুমাত্রকথনপরাণামপি বাক্যানাম্ অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্বাৎ প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপিতং সমন্বয়ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈরিতি দিক্ ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

দেবতাধিকৃতিন্যায়াৎ পদৈরন্যপরৈরপি।
প্রয়োজনবদজ্ঞাতাবাধিতার্থমতির্ভবেৎ ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

সরলার্থঃ। আচার্য্যমতমেব বিশদয়রাহ—"দেবতা" ইত্যাদি। দেবতাধিকৃতিন্যায়াৎ (ব্রহ্মসূত্রীয়-প্রথমাধ্যায়স্থ-তৃতীয়পাদোক্ত-দেবতাধিকরণন্যায়েন) অন্যপরৈরপি (অন্যার্থবোধে তাৎপর্য্যযুক্তৈঃ অপি) পদৈঃ (অর্থবাদাদিগতৈঃ পদৈঃ) প্রয়োজনবদজ্ঞাতাবাধিতার্থমতিঃ (প্রয়োজনবিশিষ্টো যঃ অজ্ঞাতঃ অবাধিতশ্চ —মিথ্যাত্বেনানবধৃতশ্চ অর্থঃ, তদ্বিষয়ে বোধঃ) ভবেদিত্যর্থঃ)।

পাদনসামর্থ্যই বাক্যের প্রামাণ্য। এই কারণেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধিকরণভাষ্যে বাক্যের কার্য্যান্বিত-স্বার্থবোধকতা নিয়ম অর্থাৎ কেবল ক্রিয়াসম্বন্ধ বাক্যেরই যে, অর্থবোধকতা-নিয়ম, তাহা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

অভিপ্রায় এই—অবিজ্ঞাত প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাপন করাই বাক্যের প্রামাণ্যগ্রাহক। যে বাক্য লোকের অবিজ্ঞাত অথচ প্রয়োজনীয়, এমন বিষয়টী জানাইয়া দেয়, সেই বাক্যই হয় প্রমাণ, আর যে বাক্য তাদৃশ বিষয় বুঝায় না, সে বাক্য হয় অপ্রমাণ। এই যুক্তিবলেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ ॥" এই সূত্রের ভাষ্যে (ব্যাখ্যায়) 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ,' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ' ইত্যাদি যে সকল উপনিষদ্বাক্য কেবল ব্রহ্মবস্তু-প্রকাশক, সে সকল বাক্যেরও প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন; কারণ, ঐসকল বাক্যও অবিজ্ঞাত ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞাপক এবং মুক্তির প্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ পরম প্রয়োজনসাধক, সুতরাং প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ। এখন আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্তকেই বিশদভাবে প্রদর্শন করিতেছেন— "দেবতা" ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদোক্ত দেবতাধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, অন্যপর অর্থাৎ অন্যার্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্যযুক্ত অর্থবাদগত পদ হইতেও অজ্ঞাত ও অবাধিত—জ্ঞানের পরে যাহার অসত্যতা প্রমাণিত না হয়, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে।

অয়মাশয়ঃ—ব্রহ্মসূত্রীয়-প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে দেবতাধিকরণে—"ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি" ইতি সিদ্ধান্তসূত্রে ভাষ্যকৃদ্ভিঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যৈর্মহতা প্রযত্নেন মন্ত্রার্থবাদয়োর্বিগ্রহবত্ত্বশ্রবণাদ্ দেবানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো ব্যবস্থাপিতঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষবাদিভিঃ "মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থপরত্বাৎ ন দেবতাবিগ্রহাদি-প্রকাশনসামর্থ্যম্" ইতি যদ্ দূষণমুপক্ষিপ্তম্, তদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া "প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণম্, নান্যার্থত্ব মনন্যার্থত্বং বা। তথাহি অন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে।" ইত্যাদিনা "বিধ্যুদ্দেশার্থবাদয়োস্তু অর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যানন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে" ইত্যন্তেন সন্দর্ভেণান্যার্থপরাণামপি অর্থবাদঘটকানাং পদানামনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কত্বে প্রমিতিজনকত্বং সিদ্ধান্তিতম্। তন্ন্যায়মনুসৃত্যাত্রাপি তাদৃশপদানামবিতথার্থধীজনকত্বমুপপন্নমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

তস্মাদন্যপরত্বে বা স্বাতন্ত্র্যে বা পদানি নঃ।
ব্যঞ্জয়ন্তি পরানন্দং সহকার্য্যানুরূপ্যতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-বিরচিতে
শ্রীভগবদ্ভক্তিরসায়নে ভক্তিরসপ্রতিপাদকো
নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'দেবতাধিকরণ' নামে একটী অধিকরণ আছে। সেই অধিকরণে "ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি" এই সিদ্ধান্তসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর অতিশয় যত্নপূর্ব্বক দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছেন, কারণ, মন্ত্রে ও অর্থবাদবাক্যে দেবগণেরও অধিকার-গ্রাহক শরীরসদ্ভাব শ্রুত আছে।

ঐ অধিকরণে প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্র ও অর্থবাদবাক্যমাত্রেরই যখন অন্যার্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য, স্বীয় অর্থপ্রতিপাদনে নহে, তখন সেই সকল বাক্য কখনই দেবগণের শরীরসদ্ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন 'প্রতীতি ও অপ্রতীতিই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ যে বাক্যলব্ধ অর্থের প্রতীতি হয়, সেই পদার্থ সৎ (আছে), আর যে বাক্যের অর্থ প্রতীতিগোচর হয় না, সে বাক্যের অর্থ অসৎ অর্থাৎ নাই, কিন্তু তদ্বোধক বাক্যের অন্যার্থপরতা বা অনন্যার্থপরতা লইয়া কোন কথা নাই। দেখ, অন্য উদ্দেশ্যে প্রস্থিত ব্যক্তিও পথিমধ্যে স্থিত তৃণপত্রাদির সত্তা অবগত হইয়া থাকে।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্যের মধ্যে বিশেষ এই যে, অর্থবাদ-বাক্যগত পদগুলি প্রথমে প্রস্তাবিত বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ অন্বয় লাভ করিয়া পরে বিধিবোধিত বিষয়ের স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়,' এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের দ্বারা অর্থবাদগত পদগুলিও যে, অনধিগত ও অবাধিত বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখানে গ্রন্থকারও সেই যুক্তির অনুসরণ করিয়া অনধিগত, অবাধিত ও প্রয়োজনবিশিষ্ট বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে বলিয়া সেই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥ ২৯ ॥

সরলার্থঃ। অথৈবং পরমতান্যুপন্যস্য স্বমতমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। তস্মাৎ (অন্যার্থপরাণামপি পদানাং প্রসিদ্ধিজনকত্বে আচার্য্যাণামবিসংবাদাৎ হেতোঃ) নঃ (অস্মাকমপি মতে) পদানি (রসানুগুণাঃ শব্দাঃ) অন্যপরত্বে (অর্থবাদাদিরূপতয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্যবত্ত্বে) স্বাতন্ত্র্যে বা (স্বাভিধেয়বোধনপরত্বে বা সতি) সহকার্য্যানুরূপ্যতঃ (সহকারিণাং বিভাবানুভাবাদি-ব্যাপারাণাম্ আনুগুণ্যেন) পরানন্দং (রসাখ্যং পরমমানন্দং) ব্যঞ্জয়ন্তি (ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা বোধয়ন্তীত্যর্থঃ)। অন্যার্থপরাণামপি পদানামর্থপ্রত্যায়কত্বস্যাচার্য্যাস্তরসম্মতত্বাদ্ অস্মদভিমতং পদানাং রসব্যঞ্জকত্বমপি নিরাবাধমিতি ভাবঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

স্বরূপং রসভাবানামাশ্রয়স্তৎপ্রতীতিকৃৎ।
ব্যঞ্জনাবৃত্তিরাস্বাদস্তৃতীয়েঽস্মিন্নিরূপিতঃ ॥

পুণ্যাখ্যানপ্রবচনকৃতেঃ কৃষ্ণচন্দ্রাদ্ দ্বিজাগ্র্যাদ্
গঙ্গাদেব্যাং নিয়মিতমতৌ লব্ধপুণ্যপ্ররোহৈঃ।
শ্রীমদ্দুর্গাচরণকৃতিভিঃ সাংখ্যবেদান্ততীর্থৈঃ,
ব্যাখ্যা ভক্তিপ্রকটনকৃতে যত্নতোঽসৌ ব্যকারি ॥
সেয়মল্পদোপেতা শাণ্ডিল্যাদিমতে স্থিতা।
ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়পদোপেত-শ্রীমদ্দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতায়াং
ভগবদ্ভক্তিরসায়ন-ব্যাখ্যায়াং সরলাখ্যায়াং
তৃতীয় উল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ। এইরূপে পরকীয় মতসকল উল্লেখ করিয়া এখন স্বমতের উপসংহার করিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু অন্যার্থ প্রতীতির অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত পদসমূহেরও স্বতন্ত্র অর্থবোধনে আচার্য্যগণের অসম্মতি নাই, সেই হেতু আমাদের মতেও রসাভিব্যক্তিযোগ্য পদসমূহ অন্যার্থপরই হউক, আর স্বতন্ত্রই হউক, বিভাব অনুভাবপ্রভৃতি সহকারী কারণের ব্যাপার যেখানে যেমন থাকে, সেখানে তেমনভাবেই পরমানন্দ প্রকটিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা রসাবির্ভাব ঘটাইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্যার্থ-প্রতিপাদনপর পদসমূহেরও অর্থবোধকতা সম্বন্ধে যখন আচার্যগণেরও সম্মতি রহিয়াছে, তখন আমাদের অভিপ্রেত যে, পদসমূহের রসব্যঞ্জকতা, তাহাতেও আর আপত্তি থাকিতে পারে না॥ ১৪৬ ॥ ৩০ ॥

এই তৃতীয় অধ্যায়ে রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাসপ্রভৃতির স্বরূপ, আশ্রয়, প্রতীতিজনক ব্যঞ্জনাবৃত্তি, এবং রসাদির আস্বাদনপ্রকার বর্ণিত হইল ॥

ইতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীবিরচিত ভগবদ্ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের
তৃতীয় উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥